সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

পঞ্জাব।

পঞ্জাবের সাধারণ অবস্থা—আফগানিস্তানের সহিত সম্বন্ধ—মিয়াঁমীরের ঘটনা—এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের নিরস্ত্রীকরণ—গোবিন্দগড়—ফিরোজপুর—ফিলোর—পেশাবর—অভিনব সৈনিকদলের সংগঠন—এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের নিরস্ত্রীকরণ—জলন্ধর ১-৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দিল্লী।

দিল্লী এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান—ইংরেজসৈন্যের সন্নিবেশ—সেনাপতি বার্ণাড—দিল্লী অধিকারের প্রস্তাব—সিপাহীদিগের সহিত পুনঃপুনঃ যুদ্ধ—সেনাপতি বার্ণাডের মৃত্যু—সেনাপতি রীড্—তাঁহার কর্ম্মপরিত্যাগ—সেনাপতি উইল্সন্—ইংরেজ-শিবিরের অবস্থা—এতদ্দেশীয়দিগের প্রভুভক্তি—তাহাদের সহিত ইংরেজসৈন্যের ব্যবহার—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ—বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ৬৬-১১১

তৃতীয় অধ্যায়।

পেশাবর।

পেশাবরপরিত্যাগের প্রস্তাব—[illegible] ও [illegible]কোট—সেনানায়ক নিকল্সনের দিল্লীতে গমন—মুজুফগড়ের যুদ্ধ ১১২-১৪৬

চতুর্থ অধ্যায়।

বাঙ্গালা ও বিহার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা।

কলিকাতা—ইউরোপীয়দিগের আতঙ্ক ও উত্তেজনা—গবর্ণর-জেনেরলের উদ্বেগ—তাঁহার প্রশান্তভাব—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৈনিকদলপ্রেরণ—স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদল—মুদ্রণস্বাধীনতার

গের নিরস্ত্রীকরণ—কলিকাতার ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী
াধ্যার নবাবের অবরোধ—অস্ত্রব্যবহারসংক্রান্ত বিধি-
কার্থে ইউরোপীয় সৈন্যের নিয়োগ ১৪৭-১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিহার।

র সিপাহী—পাটনার ঘটনা—দানাপুরের ঘটনা—আরা
প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা—সিপাহীদিগের সহিত তাঁহার সম্মি
হ—কাপ্তেন ডান্‌বার—বিন্‌সেণ্ট্ আয়ার—আরার অ
ুমারসিংহের শাসিরামে যাত্রা—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহা
তাঁহার যুদ্ধ—তাঁহার যুদ্ধকৌশল—তাঁহার জগদীশপু
গদীশপুরে ইংরেজসৈন্যের পরাজয়—কুমার সিংহের দেহ
... ... ১৭৭-২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হার ও উড়িষ্যার অন্যান্য স্থান।

ছাপরা — গয়া — কমিশনর টেলর সাহেবের পদচ্যুতি—
ড় — চট্টগ্রাম — ঢাকা — ছুটিয়া নাগপুর—ভারতবাসীদিগে
... ... ২৬৫-৩০
... ... ৩০৩-৩১

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

পঞ্জাব।

পঞ্জাবের সাধারণ অবস্থা—আফগানিস্তানের সহিত সম্বন্ধ মিয়ামীরের ঘটনা—এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের নিরস্ত্রীকরণ—গোবিন্দগড়—ফিরোজপুর—ফিলোর—পেশাবর—অভিনব সৈনিকদলের সংগঠন—এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের নিরস্ত্রীকরণ—জলন্ধর।

বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যখন সিপাহীদিগের প্রবল উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হয়, নগরের পর নগরে যখন ইউরোপীয়দিগের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে পঞ্চসরিৎবিধৌত বিস্তৃত ভূখণ্ডের বিষয়ও লর্ড কানিঙ্গের চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। আট বৎসরের অধিক কাল হইল, মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই অধীনতায় পঞ্চনদের চিরপ্রসিদ্ধ শিখজাতির বীরত্ব ও সাহসের বিলয় হয় নাই। যাহারা এক সময়ে পঞ্জাবকেশরীর সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া অসামান্য শূরত্বের পরিচয়

দিয়াছিল, তাঁহারা এখন নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। পঞ্জাবের অনেক স্থানে এইরূপ নিরস্ত্রীকৃত সৈনিক বাস করিতে ছিল। এদিকে বিভিন্ন সৈনিক নিবাসে বহুসংখ্য সিপাহীও ছিল*। উত্তেজনার সময়ে ইহাদের সহিত যদি শিখগণ সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে বিপদ অনিবার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইউরোপের এক জন প্রধান দার্শনিক (মহামতি বেকন) লিখিয়াছেন, "প্রাচীর-বেষ্টিত নগর, অস্ত্রশস্ত্রপরিপূর্ণ অস্ত্রাগার, দ্রুতগতিশীল অশ্ব, যুদ্ধরথ, হস্তী, কামান, এগুলি সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত মেষের স্বরূপ, লোকে দৃঢ়তাসম্পন্ন ও যুদ্ধকুশল না হইলে ঐ সকলের কিছুতেই কিছু হয় না"। শিখগণ দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সমর-কুশল ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড গফ্ ভারতসাম্রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈনিকদল-সহ যাহাদের স্বদেশীয়গণের সহিত সম্মুখযুদ্ধে যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, যাহাদের স্বদেশীয়গণ চিনিয়াবালাপ্রান্তরে উৎকৃষ্ট ব্রিটিশ সৈনিক দলকে মেষপালের ন্যায় তাড়িত করিয়াছিল, তাহারা কখনও দুর্ব্বল বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টও তাহাদের তেজস্বিতার বিষয় বিস্মৃত হয়েন নাই। যদিও তাহাদের দেশ ব্রিটিশকোম্পানির অধীন হইয়াছিল, তাহাদের দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইতেছিল, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা তেজস্বিতায় বিসর্জ্জন দেয় নাই। পূর্ব্বতন গৌরবকাহিনী তাহাদের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্দ্ধান করে নাই। পূর্ব্বতন স্বাধীনভাবের সুখলালসা তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। পরাধীনতায় আবদ্ধ, পরকীয় শাসনে পরিচালিত ও পরহস্তে নিগৃহীত হইলেও, তাহারা স্বাধীনতার উপাসক ছিল। নওশেরা ও চিনিয়াবালার কথা এখনও তাহাদিগকে শূরত্বপ্রকাশে সমুত্তেজিত করিতেছিল।

উপস্থিত সময়ে এই রূপ দৃঢ়তাসম্পন্ন সাহসী বীর পুরুষেরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য পুনর্ব্বার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহে অসমর্থ ছিল না। পঞ্জাব পরহস্তগত হওয়াতে তত্রত্য সর্দ্দারদিগের অনেক ক্ষতি

* দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পর পঞ্জাবী সৈনিকশ্রেণীতে ২৩ হাজার লোকের বেশি ছিল না। ইহাদের মধ্যে দশ হাজার শিখ, সাত হাজার পঞ্জাবী মুসলমান, চারি হাজার পাহাড়িয় রাজপুত, চারি হাজার হিন্দুস্থানী এবং এক হাজার গুর্খা ছিল।

হইয়াছিল। তাঁহাদের চিরন্তন স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের গৌরব-জনক পদমর্য্যাদারও বিলয় হইয়াছিল। তাঁহাদের অধিকৃত সম্পত্তি অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা যদিও ব্রিটিশশাসনে প্রশান্তভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশভক্তি তিরোহিত হয় নাই। স্বদেশের জন্য পুনর্ব্বার তাঁহাদের তেজস্বিতার বিকাশ হওয়া অসম্ভব ছিল না। কেবল পঞ্জাবেই এইরূপ আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান ছিল না। পঞ্জাবের উত্তর প্রান্তে আর এক যুদ্ধপ্রিয় জাতির বসতি ছিল। ইহারা বিদেশীয় রাজার বশীভূত ছিল না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে কখনও উৎকোচ দিয়া, কখনও বা ভয় দেখাইয়া, শান্তভাবে রাখিয়াছিলেন। উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি আফগানেরা শিখদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি কোম্পানির নিকটে রীতিমত অর্থ পাইতেন। অর্থের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজের বিরাগের উৎপাদন করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এদিকে পঞ্জাবে কেবল এক জাতি বাস করিত না। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ, এই তিন জাতি প্রধানতঃ পঞ্জাবে বাস করিত। শিখদিগের সহিত দিল্লীর মোগল ভূপতিগণের কোন সংস্রব ছিল না। তাহারা মোগলের অধিকারে সৌভাগ্যসম্পত্তির অধিকারী হয় নাই। মোগলের অনুগ্রহে আপনারা গৌরবান্বিত হয় নাই বা মোগলের সম্মানে আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করে নাই। মোগলের প্রতি তাহাদের সমবেদনার পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহারা দিল্লীর বৃদ্ধ মোগল ভূপতির উন্নতিতে আহ্লাদিত হয় নাই, বা তাহার অবনতিতেও দুঃখ প্রকাশ করে নাই। পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে ৯০ হাজার লোকের বাস ছিল। ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান ও শিখ। এই দুই জাতির মধ্যে তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। পক্ষান্তরে শিখদিগের অনেকেই নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। অনেকে অস্ত্রসঞ্চালনের পরিবর্ত্তে হলচালনায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। অনেকে আবার আপনাদের চিরব্যবহৃত অস্ত্রাদি গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। পঞ্জাবকেশরীর দেহত্যাগের পর রাজ্যে যে গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, অনেকে ইঙ্গরেজের শাসনে

শান্তভাবে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল। কৃষাণজনোচিত নিরীহ ভাবের পরিবর্ত্তে ইহারা সহসা মুসলমানের সহিত উত্তেজনার পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে নাই। পঞ্জাবকেশরীর পঞ্চনদ বীরত্বসম্পন্ন জাতির আবাসভূমি হইলেও সমবেদনা ও সৌহৃদ্যের অভাবপ্রযুক্ত এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হইতে পৃথক ছিল। এইরূপ পার্থক্য থাকাতে উপস্থিত সঙ্কটকালে পঞ্জাবের ন্যায় বীরজননী ভূমিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনুকূল ঘটনার সূচনা হইয়াছিল।

উপস্থিত সময়ে এক দল ইউরোপীয় এবং এক দল সিপাহী সৈন্য লাহোরের দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। লাহোরের ছয় মাইল দূরে মিয়াঁমীরনামক স্থানে সৈনিকনিবাস ছিল। এই সৈনিকনিবাসে তিন দল পদাতি, এক দল অশ্বারোহী সিপাহী এবং এক দল ইউরোপীয় পদাতি ও কতিপয় কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিত। ইউরোপীয় সৈনিকের সংখ্যা অধিক ছিল না। মোটামুটি হিসাব করিলে প্রতি চারি জন সিপাহীর স্থলে এক জন করিয়া ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ছিল। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্স এই সময়ে রাবলপিণ্ডিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং বিচারবিভাগের কমিশনর রবার্ট মণ্টগোমারির প্রতি প্রধান কমিশনরের কার্য্যভার সমর্পিত ছিল।

১১ই মে মীরাটের সংবাদ লাহোরে উপস্থিত হয়। তৎপর দিন প্রাতঃকালে তাড়িত বার্ত্তাবহ উহা অপেক্ষাও ভয়াবহ সংবাদ লাহোরস্থিত ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর করে। রবার্ট মণ্টগোমারি প্রথম দিন মীরাটের সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচার করিতে না করিতেই দ্বিতীয় দিন দিল্লীর ভয়ঙ্কর ঘটনা জানিয়া স্তম্ভিত হয়েন। মীরাটের ইউরোপীয়গণের অনেকে নিহত ও অনেকে তাড়িত হইয়াছেন। মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তগত হইয়াছে। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত বা পলায়িত হইয়াছেন। উত্তেজিত লোকে বৃদ্ধ মোগল ভূপতিকে সমগ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া সম্মানিত করিয়াছে। রবার্ট মণ্টগোমারি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এখন অনুশোচনা বা বিস্ময়প্রকাশের সময় ছিল না। পঞ্জাবে বহু-

সংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছে। পঞ্জাবের শিখ ও মুসলমানগণ আজন্ম বীরব্রতে দীক্ষিত রহিয়াছে। পঞ্জাবের অনতিদূরে উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি, জিগীষু আফগানগণ আপনাদের পার্ব্বত্য প্রদেশে শূরত্বপ্রকাশের অবসরপ্রতীক্ষা করিতেছে। রবার্ট মণ্টগোমারি মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া ইহাদের মধ্যে আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে উদ্যত হইলেন। লাহোরের এক মাইল দূরে আনরকালিনামক স্থানে সিবিল ষ্টেসন ছিল। রবার্ট মণ্টগোমারি এই স্থানে অপরাপর রাজপুরুষদিগের সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, সিপাহীরা গুলি, বারুদ ও বন্দুকের ক্যাপ রাখিতে পারিবে না। লাহোরের দুর্গে অতিরিক্ত ইউরোপীয় সৈন্য রাখা হইবে। এই প্রস্তাব সকলের অনুমোদিত হইল। রবার্ট মণ্টগোমারি একজন সৈনিক পুরুষের সহিত মিয়াঁমীরের সৈনিকনিবাসে ব্রিগেডিয়ার কর্বেটের নিকটে গমন করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয় তাঁহাদের গোচর হয়।

লাহোরের দুর্গ নগরের প্রাচীরের মধ্যে ছিল। একদল ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ, একদল কামানরক্ষক পদাতি এবং মিয়াঁমীরের সৈনিকনিবাসের ২৬সংখ্যক সিপাহীদলের কতিপয় সৈন্য এই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। নগরে শান্তিস্থাপন ও রাজকীয় ধনাগাররক্ষা করা ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ২৬সংখ্যক দলের যে সকল সিপাহী মে মাসের প্রথমার্দ্ধে দুর্গে পাহারা দিতে ছিল, ১৫ই মে তাহাদের পালা শেষ হয় এবং তাহাদের স্থলে মিয়াঁমীরের ৪৯ সংখ্যক সিপাহীরা দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করে। কথিত আছে, ষড়যন্ত্রকারিগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, যখন ৪৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ২৬ সংখ্যক সিপাহীদিগকে অবসর দিবার জন্য দুর্গে আসিবে, তখন এই উভয় দলের সমবেত সিপাহীদিগের সংখ্যা প্রায় ১,১০০ হইবে। ইহারা অবিলম্বে আফিসার্দিগকে আক্রমণ ও দুর্গদ্বার অধিকার করিবে। দুর্গস্থিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগের সংখ্যা অল্প হওয়াতে (ইহাদের সংখ্যা ১৫০ জনের অধিক ছিল না) ইহারা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত করিবে। অস্ত্রাগার ও ধনাগার অধিকার করা হইবে। অনন্তর নিকটবর্ত্তী হাসপাতালের খালি বাড়ীতে আগুন দেওয়া হইবে। মিয়াঁমীরের

সিপাহীরা এই আগুন দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, দুর্গস্থিত সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। সুতরাং তাহারাও অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধে উদ্যত হইবে। কারাগারের দুই হাজার কয়েদীকে বিমুক্ত করা হইবে। এইরূপে সকলেই সমবেত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। কথিত আছে, মে মাসের প্রারম্ভে লাহোরের সিপাহীরা এইরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। লাহোর ব্যতীত ফিরোজপুর, ফিলোর, জলন্ধর এবং অমৃতসরেও এই ষড়যন্ত্রের বিস্তার হইয়াছিল। প্রথমে দুই জন ইঙ্গরেজ এই রূপ ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রচার করেন *। কিন্তু মিয়াঁমীরের সৈনিকনিবাসের সমস্ত সিপাহীই যে, গোপনে উক্তরূপ পরামর্শ করিয়া ইউ-রোপীয়দিগের বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে রাজপুরুষগণ কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। দুই এক জন অসন্তুষ্ট সিপাহী উক্ত রূপ কল্পনা করিতে পারে; উহা হইতে সর্ব্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের আবির্ভাব অসম্ভব নয়†। কথিত আছে, কাপ্তেন লরেন্সনামক পুলিস ও ঠগী বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ আপনার প্রধান মুন্সীকে লাহোরের সিপাহীদিগের মনোগত ভাব জানিবার জন্য আদেশ দেন। এই মুন্সী অযোধ্যার একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। বিশ্বস্ত ও কর্ম্মপটু বলিয়া, ইনি রাজপুরুষদিগের আদরণীয় ছিলেন। উক্ত মুন্সী অনু-সন্ধান করিয়া সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর উত্তেজনার নিদর্শন দেখেন। ইনি এই অনুসন্ধানের ফল সংক্ষেপে আপনার প্রভুর গোচর করেন; সংক্ষেপে রিচার্ড লরেন্সকে কহেন, "সাহেব! মিয়াঁমীরের সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই রাজদ্রোহিতায় পরিপূর্ণ। সকলেই বিপক্ষতা-সাধনের সুযোগপ্রতীক্ষা করিতেছে"§। এই বিশ্বস্ত মুন্সী এইরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে স্বীয় গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। মিয়াঁমীরের সিপাহীরা কিরূপে এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল, কিরূপে সকলে গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার কথায় কিছুই পরিস্ফুট হয়

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 197*

† *Ibid. p. 197*

§ *Kaye, Sepoy War. Vol II. p. 427*

নাই। বোধ হয়, তিনিও দুই চারি জন সিপাহীর মনোগত ভাব বুঝিয়া সমগ্র সিপাহীদলকে সন্দিগ্ধ, সমুত্তেজিত ও গবর্ণমেণ্টের শত্রুতাসাধনে কৃতনিশ্চয় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

উপস্থিত বিষয়সম্বন্ধে প্রধান কমিশনরের মত গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু লাহোর ও রাবলপিণ্ডির মধ্যে টেলিগ্রাফ বন্ধ হওয়াতে স্যার্ জন লরেন্সকে এই বিষয় যথাসময়ে জানাইবার সুবিধা হয় নাই। সুতরাং গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের ভার রবার্ট মণ্টগোমারির প্রতি সমর্পিত হয়। মণ্টগোমারিও সবিশেষ সত্বরতাসহকারে এই গুরুতর কর্ত্তব্যপালনে উদ্যত হয়েন।

রবার্ট মণ্টগোমারি এক জন সৈনিক কর্ম্মচারি সহিত মিয়াঁমীরের সৈনিক নিবাসের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার কর্বেটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রিগেডিয়ার যখন মীরাট ও দিল্লীর ঘটনা অবগত হইলেন, মণ্টগোমারির ন্যায় এক জন প্রধান রাজপুরুষ যখন তাহাকে অবশ্যম্ভাবী বিপদের নিবারণ জন্য সদুপায়নির্দ্ধারণ করিতে কহিলেন, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। এখন যথোচিত সমীক্ষ্যকারিতা ও উদ্যমশীলতার পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হইল। ব্রিগেডিয়ার সিপাহীদিগকে একবারে অস্ত্রশূন্য না করিয়া তাহাদিগকে মণ্টগোমারির প্রস্তাব অনুসারে গোলা, গুলি, বারুদ প্রভৃতি না দেওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। এই সময়ে দিবা অবসানপ্রায় হইয়াছিল। দিনমণি মধ্য গগন হইতে আপনার প্রখর রশ্মিজাল সংযত করিয়া, ক্রমশঃ অস্তাচলের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন; সুতরাং সে দিন উক্ত সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করা হইল না। এদিকে ব্রিগেডিয়ার কর্বেট উপস্থিত বিষয়ে পুনর্বিচার করিতে লাগিলেন। যুগপৎ আশঙ্কা ও সন্দেহের তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সিপাহীদিগকে গুলিবারুদ না দিলেই যে, উপস্থিত বিপদ দূর হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল যে, নিরস্ত্রীকরণই বিপত্তিনিবারণের এক মাত্র উপায়। ব্রিগেডিয়ারের প্রস্তাব মণ্টগোমারির অনুমোদিত হইল। সুতরাং [illegible] রাজপুরুষগণ সিপাহীদিগকে গুলি বারুদে বঞ্চিত না করিয়া [illegible]গকে সর্ব্বপ্রকার সামরিক চিহ্ন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত

এই কার্য্য নিরতিশয় দুরূহ ও নানারূপ আশঙ্কাজনক ছিল। যে সকল সিপাহীকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহারা বীরত্বে বা সামরিক কৌশলে অপ্রসিদ্ধ ছিলনা। ইহাদের এক দল অর্থাৎ ১৬শ সংখ্যক পদাতিক, অসামান্য বীরত্বগুণে বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াছিল। কান্দাহার ও গজনির যুদ্ধে ইহাদের সাহস ও পরাক্রম দেখিয়া সেনাপতি নট্ট সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারা পঞ্চনদের প্রশস্ত ক্ষেত্রে, মুদ্‌কি ফিরোজসহর ও সোব্রাঁওর চিরপ্রসিদ্ধ রণস্থলে বিদেশীয় প্রভুর পক্ষসমর্থন জন্য স্বদেশীয় শিখদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রসঞ্চালন করিয়াছিল এবং শ্রীরঙ্গপত্তনে ইঙ্গরে[illegible] আদেশে স্বদেশীয় রাজার ক্ষমতানাশে অসামান্য সাহসের পরিচয় দি[illegible] [illegible]উ- ইহাদের প্রভুভক্তি, ইহাদের বিশ্বস্ততা, ইহাদের পরাক্রম এইরূপ প্রশংসনীয় ও প্রীতির উদ্দীপক ছিল। ইহারা এইরূপ বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি ও পরাক্রমের জন্য সমুচিত পারিতোষিকলাভেও বঞ্চিত হয় নাই। এই পারিতোষিক স্বরূপ সমুজ্জ্বল তারকা এবং মহীশূরের মুসলমান ভূপতির রাজকীয় চিহ্ন-রূপ ব্যাঘ্রলাঞ্ছিত পদকে ইহাদের বক্ষোদেশ শোভিত থাকিত। এইরূপ রণনিপুণ বিশ্বস্ত সৈনিক দলের নিরস্ত্রীকরণ অবশ্য অসংসাহসের কার্য্য ছিল। নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব সাধারণের গোচর হইলে বা কর্ত্তৃপক্ষ ঐ প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে বিলম্ব করিলে বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রবার্ট মণ্টগোমারি বা ব্রিগেডিয়ার কর্বেট নিরস্ত হইলেন না। তাঁহারা স্বল্প মাত্র ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া সমগ্র সিপাহীদলকে সৈনিক শ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত করিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে পরদিন (১৩ই মে) প্রাতঃকালে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমগ্র সৈনিক পুরুষ দিগকে সমবেত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। নিরস্ত্রীকরণের বিষয় ঘুণাক্ষরেও কাহারও নিকটে প্রকাশিত না হয়, তদ্বিষয়ে মণ্টগোমারি ও কর্বেট, উভয়েই সবিশেষ সাবধান হইলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে আশঙ্কাজ্ঞাপক কোনরূপ চিহ্ন রহিল না। দুশ্চিন্তার কোনরূপ আবেশ দেখা গেল না। তাঁহাদিগকে চিন্তিত দেখিলে পাছে লাহোরের ইউরোপীয়গণ শঙ্কিত হয়, সাধারণে উৎসাহিত হইয়া পাছে তাঁহাদিগকে অধিকতর বিপদাপন্ন করিয়া তুলে, এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তার বিসর্জ্জন দিয়া, সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাসে ঔদাস্য দেখাইয়া, প্রকাশ্যভাবে প্রশান্তি ও প্রসন্ন

বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বাহিরে সাধারণের সন্দেহের উদ্দীপক কোন ছুই রহিলনা। এই দিন (১২ই মে) রাত্রিকালে সৈনিকনিবাসে সাহেব ও বিদিগের নাচ হইবার কথা ছিল। ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষগণ প্রফুল্ল-াবে নাচের স্থলে গমন করিলেন। ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ বিবিধ বেশ-ষায় সজ্জিত হইয়া, প্রশান্তভাবে নৃত্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। নিকনিবাসের নাচঘর আলোকমালায় শোভিত হইল। সেই আলোক-শিতে বিচিত্রবেশধারিণী, নৃত্যনিপুণা কামিনীর সৌন্দর্য্যতরঙ্গ খেলিয়া বড়াইতে লাগিল। ইউরোপীয় পুরুষগণ ও নারীগণ সমভাবে এইরূপ আমোদের উপভোগ করিলেন। কাহারও প্রসন্ন মুখমণ্ডলে সে সময়ে বিষণ্ণতাজনিত কালিমার সঞ্চার দেখা গেল না। কাহারও হৃদয় সন্দেহের তরঙ্গে আন্দোলিত হইল না। কেহ গভীর আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মহাপ্রলয়ের বিভীষিকায় বিচলিত হইলেন না। সেই নিদাঘের নিশীথে সকলেই উল্লাসে উৎফুল্ল ও সকলেই উৎসবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্যরঙ্গে সময়যাপন করিলেন। সৈনিকনিবাসের চারি দিকে যে সকল সিপাহী শান্ত্রী ছিল, তাহারা ইঙ্গরেজ দিগের এই রূপ উৎফুল্ল ভাব দেখিয়া কোন বিষয়ে সন্দিহান হইল না। ইঙ্গরেজদিগকে এইরূপ নিশ্চিন্তমনে আমোদে মত্ত দেখিয়াও, তাহারা এই সুযোগে সৈনিকনিবাস অধিকার, ধনাগার আক্রমণ বা নিরস্ত্র ইউরোপীয়-দিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল না। যদি মিয়াঁমীরের সিপাহীগণ ইঙ্গরেজদিগের বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিত, তাহা হইলে তাহারা কখনও এই সুযোগ পরিত্যাগ করিত না। তাহাদের বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা এ সময়ে অবশ্যই বলবতী হইত। তাহারা এ সময়ে ইঙ্গরেজদিগকে এই রূপ নিশ্চিন্ত ও নিরস্ত্র দেখিয়া অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক নিঃসন্দেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত।

১২ই মের রাত্রি নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। ইউরোপীয় কুলকামিনী ও পুরুষদিগের নৃত্যরঙ্গে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। সিপাহীদিগের শান্তি-সুখেরও কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। সিপাহীরা প্রশান্তভাবে প্রশস্ত সৈনিকনিবাসে আপনাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে ব্যাপৃত রহিল। ইউরোপীয়গণ প্রফুল্লহৃদয়ে আলোকমালায় সমুজ্জ্বল, সুরম্য গৃহে নৃত্যপরায়ণা কামিনীদিগের সৌন্দর্য্যসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন। ক্রমে উষার অনতিগাঢ় অন্ধকার

তিরোহিত হইল। মিয়ঁামীরের প্রশস্ত ক্ষেত্র বালতপনের কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ব্রিগেডিয়ারের আদেশে ইউরোপীয় সৈনিকদল ও সিপাহীগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। মণ্টগোমারিপ্রভৃতি রাজপুরুষগণ আনরকালি হইতে অশ্বারোহণে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক সৈনিক পুরুষই অধিনায়কের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। এই সকল সৈনিকদল সর্ব্বপ্রথম এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইল। দক্ষিণে কামানসহ কামানরক্ষকগণ এবং ৮১সংখ্যক দলের প্রায় আড়াই শত ইউরোপীয় সৈনিক অবস্থিতি করিতে লাগিল। বামে এতদ্দেশীয় অশ্বারোহিগণ সন্নিবেশিত হইল। মধ্যভাগে সিপাহীগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। এই শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকদলে ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। প্রত্যেক সৈনিকদলের সম্মুখে বারাকপুরের ৩৪সংখ্যক সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণের আদেশলিপি পঠিত হইল। ইহার পর প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে সিপাহীদিগকে প্রাতঃকালের কাওয়াজের প্রশস্তক্ষেত্রে সমবেত করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সবিশেষ কৌশলসহকারে কার্য্যারম্ভ হইল। এতদ্দেশীয় সৈনিকদলকে সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাদ্ভাগে যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। এদিকে ৮১সংখ্যক দলের ইউরোপীয় সৈনিকগণ আপনাদের পূর্ব্বতন স্থান পরিত্যাগ করিয়া অশ্বারোহীদিগের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কেবল কামানরক্ষকগণ কামানসহ সিপাহীদিগের পশ্চাদ্ভাগে রহিল। তাহারা এই স্থানে থাকিয়া কামান ভরিতে লাগিল। পশ্চাদ্ভাগে থাকাতে সিপাহীরা উহা দেখিতে পাইল না। অনন্তর ২৬সংখ্যক সিপাহীদলের লেফ্‌টেনেণ্ট মোকাট্টানামক একজন সৈনিক পুরুষ ব্রিগেডিয়ারের আদেশে সিপাহীদিগের সম্মুখীন হইয়া এইভাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিতে লাগিলেন:—"এক্ষণে অন্যান্য সৈনিকদলে বিদ্রোহভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা অনেক উৎকৃষ্ট সৈনিকপুরুষের সর্ব্বনাশ ঘটিবার সূত্রপাত হইয়াছে। মিয়ঁামীরের সৈনিকদল গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন করিয়াছে। এই সৈনিকদল যাহাতে বিদ্রোহভাবে পরিচালিত না হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুতকরাই স্থির হইয়াছে। এই হেতু সমগ্র সৈনিকদলকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা আপনাদের সমস্ত অস্ত্র এক স্থানে স্তূপাকার করুক।"

লেফ্‌টেনেণ্ট মোকাট্টা যখন গম্ভীরস্বরে এইরূপ বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন ৮১সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া কামানের উভয় পার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। অনন্তর যখন সিপাহীদিগকে তাহাদের অস্ত্রসকল এক স্থানে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইল, তখন তাহারা আপনাদের সমক্ষে গোলাভরা কামান দেখিতে পাইল। কামানরক্ষকগণ প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। এদিকে ৮১সংখ্যক সৈনিকদিগকে বন্দুক ভরিবার আদেশ দেওয়া হইল। সিপাহীরা তখন অধিনায়কের আদেশপালনে অসম্মত হইল না। ১৬সংখ্যক দলের সিপাহীগণ প্রথমে অস্ত্রপরিত্যাগে দোলায়মানচিত্ত হইয়াছিল। শেষে তাহারাও কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাবের পরিচয় দিল না। সকল সিপাহী ধীরে ধীরে একে একে আপনাদের অস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া এক স্থানে রাখিল। অশ্বারোহীরা তরবারিসহ কোমরবন্ধ খুলিয়া দিল। এইরূপে বিনা গোলযোগে ছয় শত ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষের সম্মুখে ২৫০০ সৈনিক পুরুষ নিরস্ত্রীকৃত হইল। যাহারা এক সময়ে ব্রিটিশ বীরপুরুষদিগের পার্শ্বে থাকিয়া অসামান্য বীরত্বের সহিত বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিল, তাহারা এইরূপে চিরপবিত্র বীরব্রত হইতে স্খলিত হইল। ৮১সংখ্যক সৈনিক দল অগ্রসর হইয়া সিপাহীদিগের পরিত্যক্ত অস্ত্রসমূহ অধিকার করিল। এই সকল অস্ত্র লইয়া যাইবার জন্য অনেকগুলি গরুর গাড়ি সংগৃহীত হইয়াছিল। এক্ষণে গাড়িবোঝাই অস্ত্র সৈনিকনিবাসে লইয়া যাওয়া হইল। এদিকে নিরস্ত্র সিপাহীরা শান্তভাবে আপনাদের আবাসগৃহে গমন করিল।

মিয়াঁমীরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে নিরস্ত্রীকরণের কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু এখনও ২৬সংখ্যক দলের সশস্ত্র সিপাহীগণ লাহোরের দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। ১৫ই পর্য্যন্ত ইহাদের পাহারার দিন ছিল। কিন্তু ১৪ই মে প্রাতঃকালে ৮১সংখ্যক দলের কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ সহসা দুর্গে উপস্থিত হইল। ইহাদের অধ্যক্ষ কর্ণেল স্মিথ দুর্গে উপস্থিত হইয়া সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণের বন্দোবস্ত করিলেন। অবিলম্বে তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। দুর্গস্থিত সিপাহীরা সহসা আপনাদের সম্মুখে সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈন্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল।

তাহারা অধিনায়কের আদেশের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইল না। সহসা নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে তাহাদের মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহারা অস্ত্রপরিত্যাগসময়ে কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। দুর্গস্থিত ২৬সংখ্যক সিপাহীদল ধীরভাবে অস্ত্রপরিত্যাগ করিয়া মিয়ঁামীরের আবাসগৃহে চলিয়া গেল। এদিকে ইউরোপীয় মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগের রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইল। হিন্দুস্থানীদিগের পরিবর্ত্তে পুলিশবিভাগের পঞ্জাবিগণ পাহারা দিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেসনের অর্থ সংগৃহীত ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হইল। যে সকল পত্র সিপাহীদিগের নামে ডাকঘরে পঁহুছিতে লাগিল, মণ্টগোমারির আদেশে তৎসমুদয় বিলি করা বন্ধ হইল। বিভিন্ন স্থানে দূতসমূহ প্রেরিত হইল। স্থানান্তরপ্রবাসী ইউরোপীয়গণ ইহাদের নিকটে সমুত্তেজিত সিপাহীদিগের সমুত্থানবার্ত্তা শুনিয়া আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। সেনাপতি ওয়েলেস্‌লি যখন ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে দক্ষিণাপথে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্য বদ্ধমূল করিতে উদ্যত হয়েন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভূপতিদিগের প্রভুশক্তির বিলোপসাধন যখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তখন তিনি অধীন কর্ম্মচারীদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, কোন বিষয়েই যেন আশঙ্কার ও উত্তেজনার লক্ষণ প্রদর্শিত না হয়। সকল কর্ম্মচারীই যেন সর্ব্বদা কর্ত্তব্যসম্পাদনে প্রস্তুত থাকেন, এবং যতপ্রকার উপায়েই হউক আবশ্যক সংবাদসংগ্রহ করেন।” রবর্ট মণ্টগোমারি এইরূপ উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া বিভিন্নস্থানের কর্ম্মচারীদিগকে ধীরভাবে কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন। তিনি বাহিরে কোন রূপ উত্তেজনার লক্ষণ দেখাইলেন না। সর্ব্বজনসমক্ষে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন না বা সন্ত্রাসে অভিভূত হইয়া আপনাদের নিস্তেজ ভাবের পরিচয় দিলেন না। তাঁহার ধীরতা পূর্ব্ববৎ অটল রহিল। তিনি সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া পঞ্জাবে শান্তিস্থাপনে তৎপর হইলেন।

মণ্টগোমারি কেবল লাহোররক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া নিরস্ত হইলেন না। তিনি অন্যান্য স্থান নিরাপদ করিতেও সচেষ্ট হইলেন। মীরাটে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় অশ্বারোহী, পদাতি ও কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ থাকাতেও তত্রত্য কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে স্থানান্তরে বিপদের নিবারণ

জন্য পাঠান নাই। তাঁহারা কেবল মীরাটরক্ষার জন্যই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মিয়ঁামীরে উহা অপেক্ষাও অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। এই সৈনিক বলের সাহায্যে সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ এই ক্ষুদ্র সৈনিক দলের কিয়দংশ লাহোরের দুর্গে পাঠাইয়া দেন। উহার একাংশ আবার অন্য স্থানের বিপত্তিনিবারণে প্রেরিত হয়।

লাহোরের প্রায় ৩০ মাইল দূরে অমৃতসর নগরে গোবিন্দগড় নামক দুর্গ অবস্থিত। অমৃতসর শিখসমাজের অতি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানের পবিত্র স্বর্ণমন্দিরে শিখগুরুগণ প্রশান্তভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। গুরু গোবিন্দের বীরত্বময়ী পবিত্র কথা এই স্থানে নিরন্তর উদ্দোষিত হইয়া শিখদিগের হৃদয়ে অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সঞ্চার করে। সমগ্র পঞ্জাবে অমৃতসরের ন্যায় আর কোন স্থানে শিখদিগের ধর্ম্মানু-শীলনের প্রাধান্য নাই। সমগ্র পঞ্জাবে আর কোন স্থান অমৃতসরের ন্যায় অতীত গৌরবের নিদর্শনজ্ঞাপক নয়। তেগবাহাদুর স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য যে রূপ ধীরভাবে প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমক্ষে আপনার মাথা দিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ তরুণ বয়সে ভোগাভিলাষে বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ যে রূপ পরাক্রমের সহিত আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়া উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী রণদুর্ম্মদ আফগানগণ এবং দক্ষিণে বীরত্ব-গৌরবসম্পন্ন ও সভ্যতাভিমানী ব্রিটিশজাতিকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে পদার্পণ করিলে স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। এই স্থানের সরোবর-বেষ্টিত স্বর্ণমন্দিরে সমাগত হইয়া শিখগণ ধর্ম্মোপদেশে যে রূপ তৃপ্তি-লাভ করে, সেই রূপ অতীত গৌরবের কথাতেও জাতীয়ভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ, শিখদিগের মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চার পবিত্রতায়, জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় পঞ্জাবের আর কোন নগর অমৃতসরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। শিখগণ অমৃতসরের ন্যায় আর কোন নগরের উপর সমধিক শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে অগ্রসর হয় না। এই স্থানের দুর্গ গোবিন্দগড় গুরু গোবিন্দের পবিত্র নামানুসারে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। চিরপ্রসিদ্ধ কহিনুর হীরক ব্রিটিশাধিকারের পূর্ব্বে এই দুর্গে সংরক্ষিত ছিল। উহার

সহিত গোবিন্দসিংহের নামের সংযোগ থাকাতে উহা শিখদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্দীপক ছিল। সুতরাং পঞ্জাবের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানের শিখদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার অধিকতর সম্ভাবনা ছিল। রবর্ট মণ্টগোমরি এজন্য সর্ব্বপ্রথম গোবিন্দ-গড়রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে টেলিগ্রাফ পাইয়াই তিনি ১২ মে প্রাতঃকালে অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনর কুপার সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, "উপস্থিত বিষয়ে এখন হইতেই সাবধান হওয়া উচিত। যাহাতে সিপাহীরা সন্ত্রস্ত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। গোবিন্দগড়-রক্ষার ভার যে সকল সিপাহীর প্রতি সমর্পিত আছে, তাহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। জলন্ধরে কি ঘটিতেছে, তাহার সন্ধান লওয়া উচিত।" পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেনাপতি ওয়েলেস্‌লি দক্ষিণাপথে শান্তিস্থাপনের জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে রবর্ট মণ্টগোমারিও সেই নীতি অনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হয়েন। তাঁহার উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনর কোনরূপ চাঞ্চল্য বা সন্ত্রাসের চিহ্ন না দেখাইয়া ধীরভাবে কর্ত্তব্যসম্পাদনে মনোনিবেশ করেন।

গোবিন্দগড়ে সিপাহীদিগের সংখ্যাই অধিক ছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ইউরোপীয় কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। সহসা অমৃতসরে জনরব উঠিল যে, লাহোরের নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীগণ গোবিন্দগড় অধিকারের জন্য দলে দলে আসিতেছে। এই জনরবে কুপার সাহেব কতিপয় বিশ্বস্ত শিখ ও অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষের সহিত দুর্গদ্বারের অপর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার সহকারী কমিশনর মাক্‌নাটন সাহেব নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীদিগকে সমবেত করিয়া লাহোরের পথে রাখিলেন। উপস্থিত সময়ে পঞ্জাবে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছিল। শস্যসম্পত্তিলাভে কৃষকগণ সন্তোষসহকারে কালাতিপাত করিতেছিল। কোন রূপ বিপ্লবে এই সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, ইহা তাহাদের ইচ্ছা ছিল না। প্রধানতঃ জাঠগণ এই কৃষকশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। ইহারা সিপাহীদিগের সমুত্থানে অনুরাগপ্রকাশ করে নাই। ভয়াবহ বিপ্লবে জনসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল ও বিধি

বহির্ভূত পথ অবলম্বন করিলে, আপনাদের শান্তিময় ও শস্যসম্পত্তিপূর্ণ আবাসপল্লীতে অশান্তির প্রাদুর্ভাব হইবে ভাবিয়া, ইহারা সিপাহীদিগের সহিত কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। সুতরাং মাক্‌নাটন যখন ইহাদিগকে শান্তিরক্ষার জন্য আহ্বান করিলেন, তখন ইহারা অবিলম্বে দলে দলে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। ইহাদের হস্তে সঙ্গীনযুক্ত বন্দুক বা তরবারি ছিল না; ইহাদের দেহও সামরিক পরিচ্ছদে সমাবৃত ছিলনা। আপনাদের অবলম্বিত কার্য্যের উপযোগী অস্ত্রাদি ইহাদের অদ্বিতীয় সম্বল ছিল। ইহারা এই সকল অপূর্ব্ব অস্ত্র লইয়া সহকারী কমিশনরের সহিত লাহোরের পথে উপস্থিত হইল। মাক্‌নাটন সাহেব ইহাদের সাহায্যে সিপাহীদিগের আগমনপথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিলেন। নিশীথকালে লাহোরের সিপাহীরা আসিতেছে বলিয়া কোলাহল হইল। মাক্‌নাটন সাহেব বহুসংখ্যক গরুর গাড়ি স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া তৎসমুদয়ের দ্বারা পথ নিরুদ্ধ করিলেন। এই অপূর্ব্ব প্রাচীরের পশ্চাৎ তাহার অপূর্ব্ব সৈনিক দল—সুদৃঢ়কলেবর, শক্তিসম্পন্ন জাঠ কৃষাণগণ কৃষিক্ষেত্রের অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। সহকারী কমিশনর লাহোরের সৈনিকসাগরের প্রবল তরঙ্গের গতিরোধ জন্য এই উপায় অবলম্বন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইল। বহুক্ষণ সজ্জীকৃত গোযানের পশ্চাৎ জাঠকৃষকগণ সিপাহীদিগের প্রতীক্ষায় রহিল। কিন্তু অমৃতসরের ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের সৌভাগ্যক্রমে সিপাহীরা উপস্থিত হইল না। তাহাদের পরিবর্ত্তে সাহায্যকারী মিত্রগণ সহকারী কমিশনরের সমীপবর্ত্তী হইল। লাহোর হইতে ৮১সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদলের একাংশ গোবিন্দগড়রক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইহারা এখন দ্রুতগতিতে মাক্‌নাটন সাহেবের সম্মুখীন হইল। ইহাদের আগমনে অমৃতসরের রাজপুরুষেরা আশ্বস্ত হইলেন। ইহারা সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে গোবিন্দগড়ে প্রবেশ করিল। শিখদিগের পবিত্র স্থানের দুর্গে এই রূপে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল।

লাহোর ও অমৃতসর রক্ষার এই রূপ বন্দোবস্ত হইল। এই দুই স্থান ব্যতীত পঞ্জাবে আরও কয়েক স্থানের সৈনিকনিবাসে বহুসংখ্যক সিপাহী

অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার মধ্যে ফিরোজপুর ও ফিলোরে গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধের অনেক সরঞ্জাম ছিল। এই উভয় স্থানে ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগের অপেক্ষা সিপাহীদিগের সংখ্যা অধিক ছিল। উভয় স্থানের সিপাহীদিগের উপরি কর্তৃপক্ষের গুরুতর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। উভয় স্থানের ইউরোপীয়গণ প্রতি মুহূর্ত্তে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের বিভীষিকায় বিচলিত হইয়াছিলেন।

উপস্থিত সময়ে ফিরোজপুরে ৫১সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদল, ১০সংখ্যক এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী ও ৫৭সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতি সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় কামান ও কামানরক্ষক পদাতি ছিল। এই সময়ে ফিরোজপুরে উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারিগণ কেহ কেহ স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, কেহ বা অভিনব কর্ম্মচারীর হস্তে আপনার কার্য্য-ভার সমর্পণ করিয়া অবসরগ্রহণের আয়োজন করিতেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস সৈনিকনিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ১১ই মে মুলতান হইতে যাইয়া ফিরোজপুরের সৈনিকনিবাসের কার্য্যে নিয়োজিত হয়েন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ডেপুটি কমিশনর মেজর মার্সডেন স্বদেশে গমনে উদ্যত হয়েন। তাঁহার স্থলে কোর্টলাণ্ডনামক একজন সৈনিকপুরুষ নিয়োজিত হয়েন। রাজকীয় কর্ম্ম-চারিগণের এইরূপ পদপরিবর্ত্তনের সময়ে ফিরোজপুরের সিপাহীদিগের মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

১২ই মে রাত্রিকালে একজন বার্ত্তাবহ মীরাট ও দিল্লীর ভয়াবহ সংবাদ লইয়া লাহোর হইতে ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস এই সূত্রে অবগত হয়েন যে, ১২ই মে লাহোরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার দিন অবধারিত হইয়াছে। ১২ই মে প্রাতঃকালে ফিরোজপুরের সমগ্র সৈনিক-দল ব্রিগেডিয়ারের আদেশে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হয়। কাও-য়াজের সময়ে সিপাহীদিগের ভাবভঙ্গী অবগত হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কথিত আছে, ব্রিগেডিয়ার কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সশস্ত্র সিপাহীদিগের মুখ-ভঙ্গী দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, ঐ দিন মধ্যাহ্নকালে আর একজন বার্ত্তাবহ মীরাটের টেলিগ্রাফ লইয়া উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় সংবাদবাহকের উপস্থিতিতে ব্রিগেডিয়ার স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি

সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সিপাহীদিগের উপর তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস ছিলনা। সুতরাং তিনি অবিলম্বে সমগ্র সিপাহীদলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব সিপাহীদিগের অধিনায়কগণের মনোনীত হইল না। তাঁহারা এ বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস নূতন লোক ছিলেন, তিনি সৈনিক বিভাগের অধিনায়কদিগের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে, অপরাহ্ণ-কালে সিপাহীদিগের উভয় দলকে পৃথক স্থানে পৃথক ভাবে রাখা হইবে। পর দিন প্রাতঃকালে এই উভয় স্থানে উভয় দলকে পৃথক ভাবে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করা যাইবে।

ফিরোজপুরের অস্ত্রাগারে অনেক বারুদ ও গুলিগোলা ছিল। সর্ব্বাগ্রে অস্ত্রাগাররক্ষার বন্দোবস্ত হইল। ৫৭সংখ্যক সিপাহীদলের কতিপয় সৈনিক পুরুষ অস্ত্রাগাররক্ষায় নিয়োজিত ছিল। এখন ৬১সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক দলের এক শত জন সৈনিক অস্ত্রাগারের সম্মুখে সন্নিবেশিত হইল। বিপদের সময়ে ইউরোপীয় কুলনারী ও বালকবালিকাদিগকে ঐ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বা ইউরোপীয়দিগের সৈনিকনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য গোপনে সংবাদ দেওয়া হইল। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ পর দিন সিপাহীদিগকে পৃথক স্থানে পৃথক ভাবে নিরস্ত্র করিবার ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা ফলবতী হইল না। বেলা পাঁচটার সময় উক্ত দুই দল সিপাহী, পৃথকরূপে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। ৫৭সংখ্যক দল অধিনায়কের আদেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। ৪৫সংখ্যক দল সদর বাজার দিয়া যাত্রা করিল। বাজারে উপস্থিত হইলে তাহাদের অনেকের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহারা পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের আচরণে সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। বাজারের লোকের মুখে নানা কথা শুনিয়া, তাহারা পূর্ব্বা-পেক্ষা অধিকতর সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। উপস্থিত সময়ে একটি সামান্য কথাতেই মনোগত ভাব বিকৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল। একটি সামান্য ফুৎকারেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারিত। সিপাহীরা একেই সন্দিগ্ধ, উত্তেজিত ও বিরক্ত ছিল। ইহার পর যখন তাহারা বাজার দিয়া যাইবার সময়ে অদূরে ইউরোপীয়

সৈন্য ও কামানরক্ষকদিগকে অস্ত্রাগারের নিকটে সমবেত হইতে দেখিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের অনেকে বিশ্বাসঘাতকতার সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং আপনাদের বন্দুক গুলিপূর্ণ করিয়া অস্ত্রাগারের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু সকলে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল না। তাহাদের দলের অবশিষ্ট সিপাহীরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল।

অস্ত্রাগারের বহির্ভাগ তাদৃশ সুরক্ষিত ছিল না। উহার পরিখা বিশুষ্ক ছিল। সুতরাং উত্তেজিত সিপাহীরা সহজে পরিখা উত্তীর্ণ হইল, প্রাচীরে উঠিল এবং উহার অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিল। কিন্তু যে গৃহে অস্ত্রাদি থাকিত, তাহা ছয় ফিট উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ৬১সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদল উহার প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছিল। উত্তেজিত সিপাহীরা এই সৈনিকদলকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে ইউরোপীয় সৈন্যের অধ্যক্ষ আহত হইলেন। কিন্তু শেষে সিপাহীরা তাড়িত হইল। ৫৭সংখ্যক দলের যে সকল সিপাহী অস্ত্রাগারে ছিল, তাহারা নিরস্ত্রীকৃত হইল। এইরূপে অস্ত্রাগার উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তচ্যুত হইল। এদিকে ৬১সংখ্যক সৈনিকদলের আরও কতিপয় সৈনিক পুরুষ অস্ত্রাগাররক্ষার জন্য উপস্থিত হইল। ফিরোজপুরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার ইউরোপীয় সৈনিকে এইরূপে সুরক্ষিত ও সিপাহীদিগের আকস্মিক আক্রমণ হইতে এইরূপে বিমুক্ত রহিল।

অস্ত্রাগার রাজপুরুষদিগের হস্তগত ও ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষে সুরক্ষিত হইল বটে, কিন্তু সৈনিকনিবাসের শৃঙ্খলা রক্ষা করা সুসাধ্য হইল না। অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা একবারে দুই দিক রক্ষা করিবারও সুবিধা ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে বাজারে ও সৈনিকনিবাসে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইল। উত্তেজিত জনসাধারণ বাজারে লুঠতরাজ করিতে লাগিল, সৈনিকনিবাসে ইউরোপীয় আফিসরদিগের বাঙ্গ্‌লা, ভোজনগৃহ, উপাসনামন্দির প্রভৃতি বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। রাত্রিকালে উত্তেজিত লোকের ভয়াবহ কোলাহল এবং গগনব্যাপী ধূমস্তূপ ও প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর বা দৃষ্টিগোচর হইল না। এই বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মধ্যে—সর্ব্বধ্বংসকর ভয়ানক বিপ্লবের সময়ে ইঙ্গরেজ আফিসরদিগের

পরিবারবর্গ নিরাপদে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসে ছিল। উত্তেজিত জনসাধারণ বা সিপাহীগণ তাহাদের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত ৫৭গণিত দলের সিপাহীরা আপনাদের সন্নিবেশস্থলে স্থির ভাবে ছিল। তাহাদের কেহ ৪৫সংখ্যক দলের উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। যখন রাত্রি প্রভাত হইল, তরুণ তপনের করজালে যখন ফিরোজপুরের ক্ষেত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল যে, তাহাদের দলের অতি অল্পসংখ্যক লোকই স্থানান্তরে গিয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস এই জন্য এই দলের সিপাহীদিগকে কহিলেন যে, যদি তাহারা ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের সম্মুখে ধীরভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে রাজভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রিগেডিয়ারের এই কথায় উক্তদলের একাংশ অস্ত্রপরিত্যাগ জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিল। অপরাংশও তাহাদের অনুগমনে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই সময়ে ৬১সংখ্যক দলের ইউরোপীয় সৈনিকেরা ৪৫সংখ্যক দলের কতিপয় সিপাহীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়াতে ৫৭সংখ্যক দলের সিপাহীরা ভাবিল যে, তাহারাও অবিলম্বে আক্রান্ত হইবে। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। তাহাদের অধিনায়কেরা তাহাদিগকে স্থিরভাবে রাখিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাদের চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইল। ৫৭সংখ্যক দলের সিপাহীরা ক্রমে একস্থানে সমবেত হইল এবং ধীরভাবে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে যাইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। এদিকে ৪৫সংখ্যক দলের সিপাহীরা ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের বশীভূত হইল না। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় অধীরভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার এজন্য তাহাদের অস্ত্রাগার বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব করিলেন। অবিলম্বে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। দূরাগত বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ দুই বার ফিরোজপুরবাসীদিগের শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ৪৫সংখ্যক সিপাহীদলের অস্ত্ররক্ষাগৃহের গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

৫৭সংখ্যক দলের সিপাহীগণ যখন নিরস্ত্রীকৃত হইল, গোলাগুলি প্রভৃতির সহিত অস্ত্রাগার যখন বিধ্বস্ত হইয়া গেল, ১০সংখ্যক দলের অশ্বারোহী সৈনিক-গণ যখন তাহাদের অধিনায়কগণের অনুরক্ত রহিল, তখন ৪৫সংখ্যক দলের

সিপাহীদিগের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল। তাহারা এখন আপনাদের সামরিক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিল্লীর দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু ৬১সংখ্যক দলের ইউরোপীয় সৈনিকগণ তাহাদের অনুসরণে নিরস্ত থাকিল না। এই দলের সৈনিক পুরুষগণ কামান লইয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। এদিকে ১০সংখ্যক অশ্বারোহিদলও অনুসরণকারী সৈনিকগণের সহায়তা করিতে লাগিল। এই সকল সৈন্য ফিরোজপুর হইতে ১২ মাইল পর্য্যন্ত গমন করিল। এইরূপে তাড়িত হইয়া ৪৫সংখ্যক দলের সিপাহীগণের অনেকে, ক্ষুদ্র পল্লীতে বা জনশূন্য জঙ্গলে আত্মগোপন করিল। অনেকে অনুসরণকারী সৈন্যকর্ত্তৃক ধৃত হইল, অনেকে পল্লীবাসীদিগের হস্তগত ও রাজপুরুষগণের সমক্ষে সমানীত হইল, অনেকে অনুসরণকারী সৈন্য ও প্রভুভক্ত পল্লীবাসীদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, দিল্লীতে গিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মিশিল।

এইরূপে ফিরোজপুরে সিপাহীদিগের উত্তেজনা তিরোহিত হইল, ফিরোজপুরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার এইরূপে ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের অধীন রহিল। কিন্তু লাহোরের ঘটনার সহিত তুলনা করিলে ফিরোজপুরের ঘটনা ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে তাদৃশ গৌরবকর বা লাভজনক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ফিরোজপুরের অস্ত্রাগারে ইঙ্গরেজদিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার বাজার বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় আফিসরদিগের বাঙ্গলা ভস্মসাৎ হইয়াছিল। ৪৫সংখ্যক সিপাহীদলের অস্ত্ররক্ষাগৃহের গোলাগুলি প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ভয়াবহ বিপ্লবের অনেক চিহ্ন ফিরোজপুরের অনেক স্থানে পরিস্ফুট হইয়াছিল। যাহা হউক, ফিরোজপুরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার হস্তগত থাকাতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পরিশেষে সাবশেষ সুবিধা হইয়াছিল। যদি অস্ত্রাগার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভ্রষ্ট হইত, উহার রাশীকৃত গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি যদি উত্তেজিত সিপাহীদিগের অধিকারে থাকিত, তাহা হইলে দিল্লীতে পুনর্ব্বার আধিপত্যস্থাপন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

ফিরোজপুরের ন্যায় ফিলোরনামক স্থানেও একটি প্রসিদ্ধ সৈনিকনিবাস ছিল। সুতরাং ফিরোজপুরের ন্যায় ফিলোর রক্ষা করাও ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। ফিলোরের দুর্গ জলন্ধর ও লুধিয়ানার

মধ্যভাগে এবং দিল্লীতে যাইবার রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। দুর্গের অস্ত্রাগার গোলাগুলিবারুদ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। দুর্গের অনতিদূরে সৈনিকনিবাসে তৃতীয় পদাতিদল অবস্থিতি করিতেছিল। ২৪ মাইল দূরে জলন্ধর ষ্টেসনে ৮সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদল, এক দল এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী এবং ৩৬সংখ্যক ও ৬১সংখ্যক দলের সিপাহীগণ ছিল। শেষোক্ত দুই দল সিপাহীর বিশ্বস্ততার উপর কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তখন তাহাদের এই অবিশ্বস্ততার বিষয় সপ্রমাণ করিতে কেহই উদ্যোগী হয়েন নাই।

১১ই মে দিল্লী ও মীরাটের ঘটনার সংবাদ টেলিগ্রাফে জলন্ধর হইতে লাহোর যায়। সংবাদ অস্পষ্ট ছিল। উহা অতিরঞ্জিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। সুতরাং সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র সেই দিন কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের আয়োজন হয় নাই। তৎপর দিন সমুদয় সন্দেহভঞ্জন হয়। অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হয়। ঘটনার সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইয়া যায়। সৈনিক-নিবাসের অধ্যক্ষ প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করেন।

ফিলোরের দুর্গে ইঙ্গ্‌রেজ সৈন্য রাখাই সিদ্ধান্ত হয়। রাত্রিকালে সিপাহীদিগের অজ্ঞাতসারে এক দল ব্রিটিশ সৈন্য ফিলোরে যাত্রা করে। এদিকে অন্যান্য বিষয়েও সাবধানতাসহকারে কার্য্য হইতে থাকে। ইউরোপীয় বালকবালিকা ও মহিলাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে রাখা হয়। কামান সকল যথাস্থানে সজ্জিত হয়। সৈনিকনিবাসের প্রত্যেক আফিসর অবশ্যম্ভাবী আক্রমণের নিবারণ জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। ইহারা প্রতি-মুহূর্ত্তে ভয়াবহ বিপ্লবের আশঙ্কায় বিচলিত হইতেছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে আপনাদিগকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। অদূরে কোনরূপ কোলাহল শ্রুতিগোচর হইলে, কেহ কোন কার্য্যানু-রোধে কোন স্থানে দ্রুতবেগে গমন করিলে ইহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে; উত্তেজিত সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের কুলকামিনী ও শিশুসন্তানগণের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা দিবারাত্র এইরূপ আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সজ্জিত কামানের পার্শ্বে প্রস্তরখণ্ডসমূহ স্তূপাকারে রাখা

হইয়াছিল। যদি অশ্বারোহী সৈনিকেরা কামান অধিকার করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ঐ সকল প্রস্তর তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। যাহা হউক, জলন্ধরে কোনরূপ গোলযোগের আবির্ভাব হইল না। সিপাহীরা সহসা উন্মত্ত হইয়া ভয়াবহ কাণ্ডের অবতরণা করিল না। আফিসরদিগের গভীর আশঙ্কা ক্রমে অন্তর্হিত হইল।

এদিকে ফিলোরে ইঙ্গ্‌রেজ সেনানায়ক আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন। টেলিগ্রাফের জনৈক কর্ম্মচারীর উদ্‌যোগে অবিলম্বে দুর্গমধ্যে টেলিগ্রাফ্ স্থাপিত হয়। ঐ কর্ম্মচারী টেলিগ্রাফের সাহায্যে জলন্ধর হইতে সংবাদসংগ্রহ করিতে থাকেন। কিছু ক্ষণ পরে জলন্ধরে ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষদিগের আগমনবার্ত্তা ফিলোরের প্রধান সৈনিকপুরুষের গোচর হয়। দুর্গাধ্যক্ষ আশ্বস্তহৃদয়ে সাহায্যকারী সৈনিকদিগের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্গে যে সকল ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ছিল, তাহাদিগকে রাত্রিকালে সজ্জিত থাকিতে বলা হইল। স্বল্পমাত্র ইঙ্গ্‌রেজ সৈনিক এই আদেশে সাহসসহকারে দুর্গরক্ষায় প্রস্তুত হইতে লাগিল। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিল। দুর্গদ্বার নিরুদ্ধ হইল। ইউরোপীয় সৈনিকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে দ্বারদেশে পাহারা দিতে লাগিল। কেহ কেহ দুর্গপ্রাচীরে উঠিয়া অদূরবর্ত্তী সৈনিকনিবাসে সিপাহীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সৈনিকনিবাস শান্তিপূর্ণ রহিল। দুর্গেরও প্রশান্তভাব অব্যাহত থাকিল। সিপাহীরা উত্তেজনার পরিচয় দিল না। বিপ্লবেরও সূচনা দেখা গেল না। নিরুদ্বেগে রাত্রি অতিবাহিত হইল। নিরুদ্বেগে সুখময়ী উষা অরুণরঞ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে দেখা দিল। উষাভাগে সাহায্যকারী সৈনিকদল সমাগত হইল। ফিলোরের ইউরোপীয়গণ ইহাদের উপস্থিতিতে উল্লাসপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে জলন্ধরের দেড় শত সৈনিক পুরুষ দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক উহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিল। ফিলোরের অস্ত্রপূর্ণ প্রসিদ্ধ দুর্গ ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষদিগের অধিকারে রহিল। কর্ত্তৃপক্ষ জলন্ধরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হয়েন নাই। জলন্ধরের নিকটে অনেকগুলি সৈনিকনিবাস ছিল। যদি জলন্ধরের সিপাহীরা নিরস্ত্রীকৃত হইত, তাহা হইলে

হুশিয়ারপুর, কাঙ্গারা, নূরপুর ও ফিলোরের সিপাহীগণ তাহাদের নিরস্ত্রীকৃত সহযোগীদিগের সাহায্যার্থ ব্রিটিশ সৈনিকদিগের বিরুদ্ধে সমুখিত হইত। কর্তৃপক্ষ এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হয়েন নাই। যাহা হউক, এক জন তরুণবয়স্ক শিখ ভূপতি উপস্থিত সঙ্কটকালে জলন্ধরে ইঙ্গরেজ রাজপুরুষের সবিশেষ সহায়তা করেন। জলন্ধর এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী কপূর্রতলা রাজ্যের অধিপতি রণধীর সিংহের সাহায্য না পাইলে ইঙ্গরেজদিগকে উপস্থিত সময়ে সাতিশয় বিব্রত হইতে হইত। ১৮৪৬ অব্দে জলন্ধরের দোআব অধিকার কালে ব্রিটিশ কোম্পানি কপূর্রতলা রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করেন। রণধীর সিংহ ১৮৫৩ অব্দে কপূর্রতলার অধিপতি হয়েন। উপস্থিত সময় ইঁহার বয়স ২৬ বৎসরের অধিক ছিল না। এই তরুণ বয়সেই ইঁহার অসামান্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অবিচলিত ধীরতা ও মহীয়সী সহিষ্ণুতা ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানি ইঁহার রাজ্যের একাংশ গ্রহণ করিলেও ইনি বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগের সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন নাই। অসামান্য দয়া ও বলবতী পরোপকারপ্রবৃত্তি ইঁহাকে এইরূপ মহত্তর কার্য্য-সাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। জলন্ধরের ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ যখন মহারাজ রণধীরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কপূর্রতলায় দূত প্রেরণ করেন, তখন রণধীর সিংহ আপনা-দের পবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে গিয়াছিলেন। তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি ১১ই মে ফিলোরে উপনীত হয়েন। এই সময় তাঁহার মন্ত্রীও উপস্থিত হইয়া ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের সাহায্যপ্রার্থনার বিষয় তাঁহার গোচর করেন। মহারাজ রণধীর সিংহ অবিলম্বে জলন্ধরে উপনীত হয়েন। তাঁহার সমস্ত অনুচর ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের কার্য্যসাধনে নিয়োজিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি আপনার পাঁচ শত সৈনিকপুরুষ ও দুইটি কামান জলন্ধরের ডেপুটি কমিশনরের হস্তে সমর্পণ করেন। কামান দুইটি সিপাহীদিগের আক্রমণ-নিবারণার্থ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়। সৈনিক পুরুষগণ কারাগার ও অন্যান্য স্থান রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিপতিগণ উপস্থিত সময়ে এই রূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন। ভয়াবহ বিপ্লবসাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ প্রতিমুহূর্ত্তে কম্পিত হইতেছিল, ব্রিটিশ শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি যখন এই আঘাতে বিচূর্ণিত-প্রায় বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, তখন এই ভূপতিগণই অটলভাবে সেই তরঙ্গের

গতিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তরুণবয়স্ক মহারাজ রণধীর সিংহ বিপদের সময়ে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যদানে বিমুখ হয়েন নাই। দয়াধর্ম্মে তাঁহার প্রকৃতি এইরূপ উন্নত হইয়াছিল। অসামান্য মহানুভাবতায় তাঁহার কার্য্য এইরূপ পবিত্রভাবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সুবিস্তৃত পঞ্চনদের প্রান্তভাগে আর একটি স্থান ছিল। ঐ স্থানে বহুসংখ্য সিপাহীসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। সৈনিকনিবাসের সুদৃঢ় দুর্গে, সুসজ্জিত যুদ্ধোপকরণে, ঐ স্থান সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। উহা পূর্ব্বে যুদ্ধপ্রিয় আফগানদিগের অধিকৃত ছিল। নওশেরার নিকটবর্ত্তী থেরাইনামক স্থানের মহাযুদ্ধে পঞ্জাবকেশরীর অদ্ভুত রণকৌশলে, সর্ব্বোপরি ফুলাসিংহের অসামান্য পরাক্রমে আফগানদিগের পরাজয়ের সহিত ঐ স্থানে শিখদিগের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়। শেষে শিখদিগের অধঃপতনের সহিত পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়। ঐ স্থানও পঞ্জাবের সহিত কোম্পানির অধিকৃত ও সৈনিকনিবাসে সুরক্ষিত হইয়া উঠে। আফগানেরা যে স্থান রক্ষার জন্য এক সময়ে মহারাজ রণজিৎ সিংহের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইয়াছিল; ফুলাসিংহের অসাধারণ শক্তিতে নিপীড়িত হইয়া, তাহারা যেস্থানে অকাতরভাবে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল এবং ফুলাসিংহ স্বয়ং যে স্থানের অধিকারে বীরত্বের একশেষ দেখাইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আফগানিস্তানের লোকে সে স্থানের বিষয় বিস্মৃতিসাগরে বিসর্জ্জন দেয় নাই। দুই বৎসর অতীত হইয়াছিল, পঞ্জাবকেশরীর পঞ্চনদ নূতন রাজশক্তির সঞ্চারে নূতনত্বে পরিণত হইয়াছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের রত্নরাশি স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ স্থানের পূর্ব্বতন কাহিনী আফগানবাসীদিগের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আফগানিস্তানে বহুবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিলেও এবং রণজিৎ সিংহের রাজ্য ব্রিটিশ-সিংহের পদানত হইলেও পঞ্জাবের প্রান্তবর্ত্তী পেশাবর পরলোকগত আফগান-দিগের অসামান্য আত্মত্যাগ ও বীরত্বকীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ।

পেশাবর নগর সিন্ধুনদ হইতে চল্লিশ মাইল এবং খাইবর গিরিসঙ্কট হইতে দশ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই নগর ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও ইহাতে আফগানিস্তানের অনেক সাদৃশ্য পরিব্যক্ত হয়। আফগানিস্তানের নগরের ন্যায় এই নগরের রাজপথসমূহ বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। বেদানা,

অঙ্গুর, কিসমিস প্রভৃতি আফগানিস্তানের বহুবিধ ফল এই নগরেও পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে বিক্রীত হয়। আফগানিস্তানের অবলাকুলের ন্যায় এই নগরবাসিনী রমণীদিগের মধ্যেও অবরোধপ্রথা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বোপরি আফগান-দিগের সহিত এই নগরের অধিবাসিবর্গের আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সংক্ষেপে, নগরের বাহ্যদৃশ্য এবং নগরবাসীদিগের আচার ব্যবহার ও আকার প্রকার দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, পেশাবর এক সময়ে আফগানরাজ্যের অন্তর্গত ও আফগানজাতির প্রাধান্যের পরিচায়ক ছিল। পেশাবরের সৈনিকনিবাস ভারতবর্ষের অন্যান্য সৈনিকনিবাসের অনুরূপ ছিল। উহার কাওয়াজের ক্ষেত্রে ছয় হাজার সৈনিকপুরুষের সমাবেশ হইত। ভারতের অন্যান্য সৈনিক-নিবাসের ন্যায় পেশাবরের সৈনিকনিবাসে প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ ছিল। পথ সকল শ্রেণীবদ্ধ সরল রেখার ন্যায় ছিল। ইউরোপীয় আফিসরদিগের জন্য লোহিতবর্ণ বারিক ছিল, এবং সিপাহীদিগের জন্য মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল। এই নগরে আগ্রার ন্যায় বহুসংখ্যক ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান বাস করিত। প্রশস্ত বাজার উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি লোকে পরিপূর্ণ ছিল। পেশাবারবিভাগে ২,৫০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ১০,০০০ সিপাহী শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল।

পেশাবর অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সুরক্ষিত হইলেও অধিকতর বিপত্তিপূর্ণ ছিল। এ স্থানের সমগ্র সিপাহী সৈন্য উত্তেজিত হইলে স্বল্পমাত্র ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদের গতিরোধে সমর্থ হইত না। এতদ্ব্যতীত সীমান্তভাগে দুর্দ্ধর্ষ ও লুণ্ঠনপ্রিয় পার্ব্বত্য জাতিসমূহের আবাস ছিল। আফ্রেদি, ইউসফজি প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতি ধর্ম্মোন্মাদে এবং বিলুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইত। ভীষণ বিপ্লবসাগরের এইরূপ দুটি প্রবল তরঙ্গ যদি দুই দিক হইতে ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে ধাবিত হইত, তাহা হইলে হয় ত ইঙ্গরেজ উহার গতি নিরুদ্ধ করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই সকল উচ্ছৃঙ্খল পার্ব্বত্য জাতির আক্রমণ ব্যতীত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আরও একটি আশঙ্কার বিষয় ছিল। গিরিসঙ্কটের বহির্ভাগে কাবুল এবং কান্দাহারে আফগানেরা বাস করিতেছিল। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত

মহম্মদ খাঁ যদিও ইঙ্গরেজদিগের সহিত অর্থের বিনিময়ে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ ছিলেন, তথাপি পেশাবরঘটিত পূর্ব্ব বিবরণ তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। শিখদিগের পরাক্রমে পেশাবর কিরূপে তাঁহার রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়াছিল, এই চিরাভীষ্ট উপত্যকার জন্য তাঁহার স্বদেশীয়গণ কিরূপ বীরত্বপ্রকাশ পূর্ব্বক বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিল, নওশেরার নিকটবর্ত্তী সমরাঙ্গনে নরশোণিতপ্রবাহের সহিত রণজিৎ সিংহের বিজয়পতাকা কিরূপে পেশাবরে উড্ডীন হইয়াছিল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত দোস্ত মহম্মদ ভুলিয়া যান নাই। স্বাধিকৃত জনপদ পরহস্তগত হওয়াতে দোস্ত মহম্মদের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। যদিও পেশাবর পঞ্জাবের সহিত ব্রিটিশকোম্পানির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, ব্রিটিশ কোম্পানি যদিও দোস্ত মহম্মদকে অর্থ দ্বারা পরিতোষিত করিয়াছিলেন, তথাপি দোস্ত মহম্মদ পেশাবরের পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় বিসর্জ্জন দেন নাই। যে অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, সেই অনুতাপের উত্তেজনায়, তিনি অভীষ্ট জনপদের উদ্ধারে অগ্রসর হইতে পারিতেন। পেশাবরের অধিকার জন্য আমীরের এইরূপ চেষ্টা বিপত্তিময় ও অপরিণামদর্শিতামূলক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে শাসনশৃঙ্খলা বিপ্লবের সঙ্ঘাতে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, যাহারা এক সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির সাম্রাজ্যরক্ষার প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিল, তাহারা যখন সহসা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, তদীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন আমীর পরিণামদর্শিতায় বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন, অবশ্যম্ভাবী বিপত্তিতেও উপেক্ষা দেখাইতে পারিতেন। উপস্থিত সময়ে তাঁহার এইরূপ আগ্রহ বিঘ্নপূর্ণ হইলেও, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। যদি এই সময়ে পেশাবরের উপত্যকায় সমগ্র সিপাহী সৈন্য ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত, আমীর যদি চিরপোষিত বাসনা ফলবতী করিবার জন্য এই বিপ্লবের গতিবিস্তারে উদ্যত হইতেন, বিলুণ্ঠনপ্রিয়, উদ্ধতপ্রকৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশবাসিগণ যদি পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে নানা স্থান আক্রমণ করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, অল্পমাত্র ইঙ্গরেজ সৈন্য ইহাদের গতিরোধে সমর্থ হইত না। সিপাহীদিগের অস্ত্রসঞ্চালনে, আমীরের আক্রমণে, পার্ব্বত্য

জাতির নিষ্পেষণে বোধ হয়, ইঙ্গরেজগণ সেই উপত্যকাপ্রদেশে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইতেন। আমীর যদি অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত, সবুজবর্ণ পতাকা উড্ডীন করিয়া, আপনাদের ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পবিত্র নামে ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র আফ-গানিস্থান রণবেশ পরিগ্রহ করিত। আফগানেরা ইঙ্গরেজ জাতির সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ছিল না। যাহারা এক সময়ে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া-ছিল, তাহাদের চিরশোভাময় দ্রাক্ষাবন বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের চিরপ্রসিদ্ধ সুস্বাদু ফলের উদ্যান শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের চিরগৌরব-ময় রাজধানীর প্রাধান্যনাশে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা উপস্থিত উত্তে-জনার সময়ে তাহাদের সমক্ষে কৃপার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। সম্ভবতঃ উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মুসলমানদিগের সমুত্থানে পেশাবর উপত্যকায় ভীষণ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইত। এরূপ হইলে ভবিষ্যতে যে, কি ঘটিত, তাহা বলা দুঃসাধ্য, হয় ত শোণিতময়ী ঘটনাবলীর কথায় ভবিষ্যতের ইতিহাস পরিপূর্ণ হইত। সামান্য অনবধানতায়, সামান্য উত্তেজনায় এরূপ ভয়াবহ ঘটনার আবির্ভাব হইত যে, ইঙ্গরেজ তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন না। বিভিন্ন পার্ব্বত্য জাতি দলবদ্ধ হইলে, আফগানেরা অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকা উড্ডীন করিলে, পেশাবর ইঙ্গরেজের হস্তভ্রষ্ট হইত। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা জানাইবার জন্য বোধ হয়, এক জন বার্ত্তাবহও জীবিত থাকিত না। পেশাবরের সহিত পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার হইতে বিচ্যুত হইত। এই জন্য উপস্থিত সময়ে পেশাবরের উপর সকলের দৃষ্টি নিপতিত হইয়া-ছিল। উত্তরভারতবর্ষের অধিবাসীরা পেশাবরের কথা জানিবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইহারা জিজ্ঞাসা করিত পেশাবরের সংবাদ কি? পেশাবরের সংবাদ জানিবার জন্য ভারতবাসীর কিরূপ আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত একটি ঘটনায় পরিস্ফুট হইবে।

জুন মাসের মধ্যভাগে অমৃতসরে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, সেনাপতি উইলসন সিন্ধুনদের তীরে দুই বার যুদ্ধে জয়ী হইয়া, অম্বালাস্থিত সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই সম্মিলিত সৈন্যের পরাক্রমে সিপাহীরা তাড়িত

হইয়াছে। প্রাতঃকালে এই সংবাদ অমৃতসরে উপস্থিত হয়। ঠিক এই সময়ে রাজা সাহেব দয়ালনামক একজন সম্ভ্রান্ত শিখ সর্দ্দার শিষ্টাচাররক্ষার জন্য অমৃতসরের প্রধান রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুদ্ধজয়ের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া, রাজপুরুষ শিখসর্দ্দারকে আপনাদের বিজয়বার্ত্তা জানাইলেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার তাহাতে ততটা মনোযোগ দিলেন না। অমৃতসরের ইঙ্গরেজগণ যে বিষয়ের জন্য আহ্লাদপ্রকাশ করিতেছিলেন, সর্দ্দার সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, রাজপুরুষকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেশাবরের সংবাদ কি?" রাজপুরুষ উত্তর করিলেন, "সংবাদ খুব ভাল, সেখানে সকলেই শান্তভাবে রহিয়াছে।" সর্দ্দার গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আপনার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সংবাদ।" শিখসর্দ্দারের এই কথায় রাজপুরুষের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রাজপুরুষ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সর্ব্বদাই এইরূপ আগ্রহসহকারে পেশাবরের কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন?" শিখসর্দ্দার সহসা এ কথার উত্তর দিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে আপনার শালের প্রান্তভাগ ধরিলেন, এবং উহার একাংশ অঙ্গুলিদ্বারা ঘুরাইতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে কহিলেন, "যদি পেশাবর আপনাদের অধিকারভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে সমগ্র পঞ্জাব বিদ্রোহাবর্ত্তে এইরূপ ঘুরিতে থাকিবে।" শিখসর্দ্দারের এই কথা অতি যথার্থ। যদি সিপাহীরা শৃঙ্খলাসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, ইঙ্গরেজেরা যদি ইহাদের আক্রমণনিবারণে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পঞ্চনদের অদৃষ্টচক্র আবর্ত্তিত হইত। পেশাবর নগর ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত। ইউসফজি আফ্রেদি আফগান প্রভৃতি এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া অদম্য উৎসাহ, অভাবনীয় তেজস্বিতা ও অনমনীয় শক্তির সহিত ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে ধাবিত হইত। স্বল্প মাত্র ইঙ্গরেজ এই উদ্বেলিত সৈন্য-সাগরের গতিরোধে সমর্থ হইত না। এই সাগরের ভয়াবহ তরঙ্গে সমগ্র পেশাবর বিন্ধস্ত হইত, সমগ্র পঞ্চনদ বিপ্লাবিত হইয়া যাইত এবং মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর দুর্ভেদ্য প্রাচীরও বিকম্পিত হইয়া উঠিত।

উপস্থিত সময় পেশাবরে ৭০সংখ্যক ও ৮৭সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক দল, দুই দল ইউরোপীয় কামানরক্ষক এবং অন্য তিন দল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল।

এই সকল দলে দুই হাজারের বেশী ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। পক্ষান্তরে ২১সংখ্যক, ২৪সংখ্যক, ২৭সংখ্যক, ৫১সংখ্যক ও ৫৪সংখ্যক দলের সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত অশ্বারোহী সৈনিকগণ ছিল। সমষ্টিতে প্রায় ৭৬০০ এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষ ছিল। কর্ণেল নিকলসন এবং মেজর এডওয়ার্ডিস এই বিভাগের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার সিড্‌নী কটন সৈনিকনিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১২ই মে দিল্লীর সংবাদ পেশাবরে উপস্থিত হয়। মীরাট উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে শৃঙ্খলাশূন্য হইয়াছে, দিল্লী ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের অধিকার হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, বৃদ্ধ মোগল আবার আপনার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের গৌরবান্বিত সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছেন। সিপাহীরা দলে দলে তাঁহার প্রাধান্যঘোষণা করিতেছে, মুসলমানেরা আবার আপনাদের পূর্ব্বতন প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছে। সহসা এই বিপ্লবের সংবাদে নিকলসন ও এডওয়ার্ডিস স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেনাপতি রীড ও ব্রিগেডিয়ার কটন ঐ সংবাদে চিন্তিত হইলেন। পেশাবরের অদূরে নিবিলি চেম্বারলেন নামক একজন সুদক্ষ সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার উপস্থিত সঙ্কটকালে পেশাবররক্ষার সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। চেম্বারলেন কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি ব্রিগেডিয়ারের আহ্বানে সবিশেষ সত্বরতাসহকারে পেশাবরে উপনীত হইলেন।

১৩ই মে চেম্বারলেনের উপস্থিতির এক কি দুই ঘণ্টার পরে সেনাপতি রীডের ভবনে মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হয়। শাসনবিভাগের ও সমর-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত বিষয়ে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ জন্য একত্র হয়েন। সভায় স্থির হয় যে, উপস্থিত গোলযোগের সময়ে পঞ্জাবের শাসন-বিভাগের ও সমরবিভাগের কর্ম্মচারী এক স্থানে অবস্থিতি করিবেন। সেনাপতি রীড সমগ্র সৈনিক দলের অধ্যক্ষ হইবেন। তাঁহাকে রাবলপিণ্ডিতে অথবা অন্য যে স্থান উপযুক্ত বোধ হয়, সেই স্থানে প্রধান কমিশনরের নিকটে থাকিতে হইবে। প্রধান কমিশনর এবং প্রধান সেনাপতি এক স্থানে থাকিয়া, এক-মতানুসারে ও একবাক্যে কার্য্য করিবেন। উপস্থিত সময়ে সমরবিভাগের

প্রধান কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতা অব্যাহত রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। রণকুশল বীরপুরুষগণ যাঁহাদের আদেশে পরিচালিত হয়, যাঁহাদের বাহুবল ও বুদ্ধিকৌশলের উপর নির্ভর করিয়া, বিশাল সৈনিক দল রাজ্যের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর ক্ষমতানাশে আগ্রহপ্রকাশ করে, যাঁহাদের অসামান্য ক্ষমতার বিকাশ দেখিয়া, বিপক্ষগণ প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মপরাক্রমপ্রদর্শনে সঙ্কুচিত, আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে শঙ্কিত ও আত্মপক্ষের গৌরববর্দ্ধনে সন্ত্রস্ত হয়, কোনরূপে তাঁহাদের ক্ষমতায় বাধা দেওয়া উচিত বোধ হয় না। সেনাপতির প্রাধান্য, এবং রাজ্যশাসনবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত সকল বিষয়েই তাঁহার ঐক্য দেখিলে সাধারণে ভাবিত যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত রহিয়াছে। রাজ্যের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে এবং যাঁহারা সৈনিকবিভাগের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে অনৈক্য উপস্থিত হইত, সাধারণে যদি দেখিত শাসনবিভাগের প্রধান পুরুষের ক্ষমতায় সৈনিকবিভাগের প্রধান পুরুষের ক্ষমতারোধ হইয়াছে, যিনি বীরপুরুষগণের অধিনেতা হইয়া, বীরেন্দ্রসমাজে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন, তিনি এখন শীতসন্ত্রস্ত বৃদ্ধের ন্যায় সর্ব্ববিষয়েই সঙ্কুচিত রহিয়াছেন এবং দুরবগাহ রাজনীতির ঘোরতর আবর্ত্তে পড়িয়া, ক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে সৈনিকদল বা সেনাপতির প্রতি তাহাদের তাদৃশ আস্থা থাকিত না। তাহারা হয় ত সেনাপতিকে ক্ষমতাশূন্য দেখিয়া, দুরূহ কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইত এবং ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল ভাবিয়া, উহা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবার জন্য দলে দলে ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিত। বিশেষতঃ উপস্থিত সময়ে যখন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে সিপাহীদিগের উত্তেজনাবৃদ্ধি হইতেছিল, ইউরোপীয়েরা যখন সর্ব্বস্বপরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছিলেন, নগরে নগরে যখন শাসনশৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, এবং উত্তেজিত জনসাধারণ যখন সম্পত্তি লুণ্ঠনের আশায় দলবদ্ধ হইয়া চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখন সৈন্যশাসনকর্ত্তা ও রাজ্যশাসনকর্ত্তার মধ্যে কোন বিষয়ে অনৈক্য দেখিলে এবং সৈন্যাধ্যক্ষ কোন বিষয়ে ক্ষমতাভ্রষ্ট হইলে, সিপাহীদিগের সাহসবৃদ্ধির সহিত উত্তেজিত জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইত।

এই সকল বিবেচনা করিয়া, মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ সেনাপতির প্রাধান্যরক্ষা করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন এবং একবাক্যে ও একবিধ পরামর্শা-নুসারে কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে প্রধান কমিশনরের নিকটে রাখিতে সম্মত হইলেন। সেনাপতি রীড সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। বয়সের আধিক্যে তাঁহার বহুদর্শিতা অটল এবং ধীরতা অবিচলিত ছিল। তিনি যদিও এডওয়ার্ডিস বা চেম্বারলেনের ন্যায় কার্য্যকুশল বা ক্ষিপ্রকর্ম্মা ছিলেন না, তথাপি বয়সের আধিক্যে ও সৈনিক বিভাগে প্রাচীনত্বের সম্মানে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রাচীন সেনাপতি হার্বার্ট এডওয়ার্ডিস প্রভৃতির ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেখিয়া, তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। 21,314

মন্ত্রণাসভার দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে অস্থায়ী সৈনিক দল সংগঠিত হয়। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও কার্য্যকুশল সৈনিক পুরুষগণ এই দলে প্রবিষ্ট হয়। এই দলের সম্বন্ধে স্থির হয় যে, যখন যে স্থানে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিবে, তখনই ঐ দল সেই স্থানে আক্রমণ-নিবারণ জন্য প্রেরিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আটকের দুর্গে যে সিপাহীদলের উপর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা সিদ্ধান্ত হয়। এবং প্রস্তাব হয় যে, ভাবী অনিষ্টের প্রতিবিধান জন্য এক জন বিশ্বস্ত পাঠান সর্দ্দারের তত্ত্বাবধানে কতিপয় পাঠান আটকের খেয়াঘাটে পাহারা দিবে, সিপাহীদলকে এরূপ স্থানে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হইবে যে, উত্তেজনার সময়ে তাহারা পরস্পরের সাহায্য না পাইতে পারে এবং ইউরোপীয়েরা সহজে তাহাদের ক্ষমতারোধ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত স্থির হয় যে, ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন কালবিলম্ব না করিয়া প্রধান কমিশনরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য রাবলপিণ্ডিতে গমন করিবেন। এই সকল প্রস্তাব স্যার জন লরেন্সের অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রধান সেনাপতি আন্‌সনের মতানুসারে ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন অস্থায়ী সৈনিকদলের অধ্যক্ষ হয়েন।

১৬ইমে সেনাপতি রীড ও ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন রাবলপিণ্ডিতে প্রধান কমিশনরের নিকটে উপনীত হয়েন। ঐ দিন হার্বার্ট এডওয়ার্ডিসও প্রধান কমিশনরের আদেশে রাবলপিণ্ডিতে গমন করেন। স্যার জন লরেন্স যে রূপ

দূরদর্শী সেই রূপ সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। স্থূলদর্শী মানব প্রায়ই বিপদের সময়ে আপনাকে লইয়াই বিব্রত হয়। কিন্তু যিনি দূরদর্শী, ধীরপ্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের নির্দ্ধারণে সমর্থ, তিনি বিপত্তিকালে কেবল আত্মবিষয়ের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন না। তখন সমগ্র বিষয়ই তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। তিনি ভবিষ্যৎ বুঝিয়া সকল দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। তখন সকল দিকই তাঁহার রক্ষণীয়, সকল জনপদই তাঁহার পালনীয় ও সকল বিষয়ই তাঁহার দর্শনীয় হয়। তিনি কেবল বর্ত্তমান বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যৎও তাঁহার লক্ষ্য হয়। সেনাপতি হিউয়েট ভাবিয়াছিলেন যে, যখন তিনি মীরাটে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন কেবল মীরাট রক্ষা করাই তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। হিউয়েট ইহা ভাবিয়া, দিল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার অন্তঃকরণে কেবল মীরাটের চিন্তাই জাগরূক ছিল। কিন্তু স্যার জন লরেন্স পঞ্চনদে অবস্থিতি করিয়া, সমগ্র ভারতের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। উদারতাসুলভ প্রশান্ত ভাবে, দূরদর্শিতাসুলভ প্রশস্ত জ্ঞানে, ধীরতাসুলভ পরিণাম চিন্তাতে সকল বিষয়ই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি আপনার কার্য্যপ্রণালী একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না, একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানরক্ষার জন্য তিনি যত্নশীল হইলেন না। তিনি কেবল এই বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন না যে, আমি পঞ্জাবের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছি, সুতরাং কেবল পঞ্জাবরক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। পঞ্জাবব্যতিরিক্ত আর কোন প্রদেশের জন্য আমি দায়ী নহি। উপস্থিত সময়ে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষা করাই তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি কেবল পঞ্জাবের বিষয় ভাবেন নাই, সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য যদি পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। স্যার জন লরেন্স এইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্যপালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি এইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদনে একাগ্রতা, যত্নশীলতা ও সমীক্ষ্যকারিতার পরিচয় দিয়া, ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

স্যার জন লরেন্স প্রথমে শিখ ও আফগানদিগকে আপনাদের সৈনিক দলে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে অনেকে সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ

করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, পঞ্জাবের শিখেরা কখনও পূরবীয় সিপাহীদিগের সহিত এক শ্রেণীতে নিবিষ্ট বা একবিধ উদ্দেশ্য সাধনে একত্র সম্মিলিত হইবে না। এক সময়ে আফগানেরা শিখদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। সিপাহীগণ এখন মোগলের যে চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে সমবেত হইয়া, আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছে, শিখসম্প্রদায় এক সময়ে সেই রাজধানীতে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছিল দিল্লী খালসাদিগের যেরূপ বিদ্বেষবুদ্ধির উদ্দীপক ছিল, সেইরূপ উহা তাহাদের প্রলোভনসামগ্রীর মধ্যেও পরিগণিত হইয়াছিল। মোগলেরা এক সময়ে যাহাদের ক্ষমতাবিনাশে যত্নশীল হইয়াছিল, দয়ায় বিসর্জ্জন দিয়া, সমদর্শিতায় উপেক্ষা করিয়া, সৌজন্য ও সদাশয়তায় আস্থা না দেখাইয়া, দুর্দ্দান্ত দানবের ন্যায় যাহাদের শোণিতপাত করিয়াছিল, তাহাদের রাজধানীতে অধিকারস্থাপন এবং তাহাদের সমক্ষে আত্মপ্রাধান্যপ্রদর্শন খালসাদিগের অনভিপ্রেত ছিল না। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাহারা দিল্লীস্থিত সিপাহীদিগের ক্ষমতানাশে বিমুখ হইত না। এদিকে দিল্লীর মোগলের সহিত আফগানদিগেরও তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। মোগলেরা এক সময়ে আফগানিস্তানের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসীদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। আফগানেরাও এক সময়ে মোগলের শোণিতপাতে অগ্রসর হইয়াছিল। সুতরাং পুনর্ব্বার মোগলের রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইতে এবং মোগলদিগের প্রাধান্যনাশ জন্য সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আফগানেরা ঔদাস্য বা অসম্মতি প্রকাশ করিত না। স্যার জন লরেন্স স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে এই বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আত্মবলবৃদ্ধির নিমিত্ত আফগান ও শিখদিগের সাহায্যগ্রহণে উদ্যত হইলেন। গবর্ণর জেনেরল এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তিনি প্রথমে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে সৈনিকদলে লইতে অনুমতি দিলেন। শেষে এই সৈনিকদল সম্প্রসারিত হয়। স্যার জন লরেন্স এই রূপে এই অভিনব সৈনিকদলের সাহায্যে উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যত হয়েন।

অভিনব সৈনিকদলের সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও আটঘাট বাঁধা

হয়। পুলিসের বল বৃদ্ধি হয়। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কতাসহকারে কার্য্য করিতে থাকে। পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের খেয়াঘাটে ও অন্যান্য স্থানে প্রহরী রাখা হয়। যে সকল ব্যক্তি ফকিরের বেশে বা সংসারবিরাগী, ভ্রমণকারী উদাসীনের ভাবে সিপাহীদলে প্রবেশ করিয়া, নানারূপ আশঙ্কাজনক কথায় তাহাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বিত হয়। ধনাগার রক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়। বিপত্তিকালে কোম্পানির অর্থ যাহাতে সিপাহীদিগের হস্তগত হইয়া, অনর্থের উৎপত্তি না করে, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত প্রহরিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কভাবে কার্য্য করিতে থাকে। ইহার উপর জনসাধারণের জীবন কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন করিবার জন্য কঠোরতর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। দেওয়ানী বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারী, যাহাকে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাকেই ফাঁসী কাষ্ঠে বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। এই রূপে এলাহাবাদের ন্যায় পঞ্জাবেও ভীষণ যমদণ্ডের পরিচালনার ব্যবস্থা হয় এবং এই রূপ উত্তেজনার সময়ে সাধারণেব জীবন উত্তেজিত ব্রিটিশ বিচারকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সিপাহীরা যাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইয়া, উত্তেজনায় অধীরতা প্রকাশ করিয়া, অদূরদর্শিতায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, যাঁহাদের স্বদেশীয়গণের স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগের শোণিতে আপনাদিগের হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিল, তাঁহারাই এখন তাহাদের জীবননাশ বা জীবনরক্ষার জন্য বিচারকের পবিত্র আসনে সমাসীন হইলেন। এ সময়ে তাঁহাদের বুদ্ধির স্থিরতা না থাকিতে পারে; এ সময়ে তাঁহারা দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসায় পরিচালিত হইতে পারেন, এ সময়ে হয় ত তাঁহারা অধীরতায় উত্তেজিত হইয়া, বিচারাসনের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারেন। এরূপ আশঙ্কা থাকিলেও জনসাধারণ দলে দলে তাঁহাদের সমক্ষে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হয়। তাঁহারা কিরূপ নিরপেক্ষভাবে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিরূপ ধীরতা ও উদারতা দেখাইয়া, সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাহা অতীতের দর্পণস্বরূপ পবিত্র ইতিহাসে প্রতিফলিত হয় নাই।

কথিত আছে, উত্তেজিত মুসলমানগণ দূরতর স্থান হইতে পঞ্জাবের সিপাহীদিগকে স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইতে পত্র লিখিয়াছিল। এই সকল পত্র

কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত হয়। পত্রসমূহে উল্লেখ ছিল যে, ফিরিঙ্গীরা বিবিধ উপায়ে সকলের ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিতেছে। এই জন্যই বসাযুক্ত টোটাব্যবহারের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ স্বধর্ম্মরক্ষার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এই ভাবে অনেকগুলি পত্র ধরা পড়িলে কর্ত্তৃপক্ষের স্পষ্ট বোধ হয় যে, বিপ্লব ক্রমে সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক, এ সময়ে সাধারণে জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাদোষেই হউক, বা জনসাধারণের অদূরদর্শিতা প্রযুক্তই হউক, এই আশঙ্কা দূরীভূত হয় নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিচারবৈচিত্র্যে সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, যাঁহাদের স্বাধীনতা অন্তর্হিত, রাজসম্মান বিলুপ্ত ও রাজ্য স্বাধিকারভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারা সাধারণের উত্তেজনাবর্দ্ধনে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ভ্রমণকারী পথিকের বেশেই হউক, ধর্ম্মনিষ্ঠ ফকিরের ভাবেই হউক, উদাসীন যোগীর সজ্জাতেই হউক, তাঁহাদের গুপ্তচরগণ যে, বিভিন্ন স্থানে সিপাহীদলে প্রবেশ করিবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। হইতে পারে, এইরূপ লোক দ্বারা পত্রসমূহ নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। যাহারা এই সকল পত্র লিখিয়াছিল, তাহারা সদ্বিবেচনায় পরিচালিত হয় নাই, দূরদর্শিতায় আত্মসংযত হয় নাই, বা পরিণামভাবনায় সৎপথাবলম্বী হয় নাই। তাহারা অপরিণতবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শী ছিল। অনভিজ্ঞতায়, অদূরদর্শিতায় ও অপরের উত্তেজনায় তাহাদের হৃদয়ে যে আশঙ্কা বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেই গভীর আশঙ্কা প্রযুক্তই তাহারা ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত রেখা অপসারিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় কোন স্থলে বিচলিত হয় নাই। কিন্তু এইরূপ অবিচলিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ে তাহারা সমগ্র ভারতবাসীকে দলবদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহাদের লিখিত পত্রাবলীতে, তাহাদের পরিকীর্ত্তিত বিবিধ কাহিনীতে, তাহাদের প্রচারিত জনশ্রুতিতে সমগ্র সিপাহীদল বিচলিত, উত্তেজিত ও গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে সমুত্থিত হয় নাই। রাজপুরুষগণ সমভাবে ধীরতা প্রকাশ করিলে অনেক প্রভুভক্ত সিপাহী এ সময়েও তাহাদের প্রভুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইত। কিন্তু গভীর উত্তেজনার অভিঘাতে রাজপুরুষদিগের ধীরতা অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজপুরুষগণ অশিক্ষিত জনসাধারণের ন্যায় আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ডাকঘরে ঐ সকল পত্র পাইলে বা কোন আগন্তুককে একান্তে সিপাহীদিগের সহিত কথা

কহিতে দেখিলে ভাবিতেন যে, সমগ্র ভারতবাসী তাঁহাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে, ভারতের সমগ্র সৈনিকদল তাঁহাদের ক্ষমতানাশে ও আধিপত্যবিলোপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

নিকলসন অতঃপর ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্য পার্ব্বত্যজাতির সর্দ্দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সর্দ্দারেরা প্রথমে তাঁহার প্রার্থনাপূরণে সম্মত হয়েন নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা তাঁহাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। আফগানদিগের আক্রমণে ইঙ্গরেজেরা কিরূপ হীনবল হইয়াছিলেন, পার্ব্বত্য প্রদেশের সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে তাঁহাদের কিরূপ পরাজয় হইয়াছিল, তাহা সর্দ্দারদিগের মনে ছিল। উপস্থিত সময়ে পাছে, ইঙ্গরেজেরা ঐরূপ বিপদাপন্ন হয়েন, বিপক্ষের পরাক্রমে পাছে তাঁহারা ঐরূপ ক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় সর্দ্দারেরা প্রথমে তাঁহাদের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হয়েন নাই। তাঁহারা সে সময়ে নিকলসনকে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন, "আপনারা যে, বিপক্ষগণ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী এবং অধিকতর বলসম্পন্ন, অগ্রে তাহার পরিচয় দিন, পশ্চাৎ আমরা আপনাদের সাহায্য করিব।" যাহাহউক, নিকলসন ইহাতে হতোৎসাহ হয়েন নাই। তিনি আপনাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া, ভয়াবহ বিপ্লবের গতিরোধে উদ্যত হয়েন।

কর্ণেল এডওয়ার্ডিস ২১ মে পেশাবরে প্রত্যাগত হয়েন। এই সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সূর্য্যালোক এই মেঘজাল ভেদ করিয়া, অল্পপরিমাণে বিকীর্ণ হইতেছিল। এডওয়ার্ডিস এই কাদম্বিনীর তরঙ্গলীলার মধ্যে কার্য্যস্থলে উপনীত হয়েন। কটন ও নিকলসন এই জলদজালসমাচ্ছন্ন আকাশতলে তাঁহাদের কার্য্যকুশল ও দূরদর্শী সহযোগীর অভ্যর্থনা করেন। উপরিস্থিত আকাশের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল। নিম্নস্থিত বিস্তৃত প্রান্তরের ন্যায় তাঁহাদের অন্তঃকরণেও অপ্রসন্নভাব বিরাজ করিতেছিল। তাঁহারা পরস্পর সমবেত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আশঙ্কা অন্তর্হিত হইল না। তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে মানসনয়নে অবশ্যম্ভাবী বিপদের আবির্ভাব দেখিতে লাগিলেন। উত্তেজনার সময়ে হিন্দুস্থানী সিপাহীরা পরস্পর সম্মিলিত না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ব্রিগেডিয়ার কটন তাহাদিগকে পরস্পর পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদের নিকটে ইউ-

রোপীয় সৈনিকেরা কামানসহ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এদিকে সিপাহীরা কর্তৃপক্ষের এইরূপ কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া, গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মীরাট ও দিল্লীর সংবাদে তাহাদের মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসিগণ উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্যের সহিত সিপাহীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। কাবুলের ঘটনা স্মরণ করিয়া, তাহারা প্রথমে ইঙ্গরেজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। তাহারা প্রথমে উদাসীনভাবে উভয় পক্ষের কার্য্য চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি তাহারা সিপাহীদিগকে অপেক্ষাকৃত প্রবল দেখিত, তাহা হইলে পঙ্গপালের ন্যায় ইঙ্গরেজের অধিকারে প্রবেশ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর বিপ্লব অধিকতর ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিত। সুতরাং তাহারা এ সময়ে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইলেও সর্ব্বতোভাবে উদাসীন ছিল না। একতর পক্ষের ক্ষমতা পরিস্ফুট হইলে তাহাদের চেষ্টা ও তাহাদের কার্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

২১ মে রাত্রি কালে এডওয়ার্ডিস ও নিকলসন এক বাড়ীতে শয়ন করেন। কিন্তু শয়ন করিয়াও, ইঁহারা শান্তিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। অদূরবর্ত্তী লোকালয়ে যখন কলরবের নিবৃত্তি হইয়াছিল, জীবকুল যখন শ্রান্তিবিনাশিনী নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তিসুখের উপভোগ করিতেছিল, প্রকৃতি যখন রজনীর প্রশান্তভাবে মগ্ন রহিয়াছিল, তখন এডওয়ার্ডিস ও নিকলসন প্রতিমুহূর্ত্তে দুশ্চিন্তার তরঙ্গাবেগে আন্দোলিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই সিপাহীগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। তাঁহাদিগকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের গতিনিরোধের জন্য দুরূহ কার্য্যসাধনে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাঁহারা শান্তিলাভের জন্য শয়ন করিয়াও, কেবল এই রূপ চিন্তার আবেগে আন্দোলিত হইতেছিলেন। গভীর নিশীথে তাঁহারা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন পেশাবরের ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী নৌশেরা হইতে একজন সংবাদবাহক আসিয়া জানাইল যে, তত্রত্য ৫৫সংখ্যক সিপাহীদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র এডওয়ার্ডিস ও নিকলসন ব্রিগেডিয়ার কটনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ব্রিগেডিয়ার জাগরিত হইয়া দেখেন যে, তাঁহার দুই জন সহযোগী তদীয় শয্যার পার্শ্বে রহিয়াছেন। এডওয়ার্ডিস ও নিকলসন তাঁহাকে কহিলেন যে, নৌশেরার ৫৫ সংখ্যক সিপাহীদল

গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়াছে। তত্রত্য ১০ গণিত অশ্বারোহিদলও অবিলম্বে তাহাদের পথানুসরণ করিতে পারে। এরূপ স্থলে পেশাবরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীদিগকে সৈনিকশ্রেণীতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই কার্য্য অনায়াসে সম্পাদনীয় ছিল না। কিন্তু নিকলসন ও এডওয়ার্ডিস কার্য্যসম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহারা কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। পেশাবরের ৫ দল সিপাহীর* মধ্যে চারি দলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইল। ব্রিগেডিয়ার নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে চারি দল সিপাহী নিরস্ত্রীকৃত হইবে বলিয়া অবধারিত হইল। অবশিষ্ট দল (২১ সংখ্যক দল) অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ছিল; এজন্য তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় সৈনিক নিবাসে রাখা স্থির হইল।

এখন আর কালবিলম্ব করিবার সময় ছিলনা। যে সকল সিপাহীদলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, ব্রিগেডিয়ার কটন তৎসমুদয়ের অধিনায়কদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ব্রিগেডিয়ারের আদেশে অধিনায়কেরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইলেন। কটন, এডওয়ার্ডিস ও নিকলসনের সমক্ষে তাঁহাদিগকে কহিলেন যে, তিনি সিপাহীদিলের নিরস্ত্রীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অধিনায়কেরা ব্রিগেডিয়ার কটনের মুখে এই কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা যে দলের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে দলের বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট ছিলেন, যে দলের রণকৌশলে আপনারা বীরেন্দ্রসমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, সংক্ষেপে যে দলের সিপাহীগণ তাঁহাদের প্রীতির, স্নেহের, সর্ব্বোপরি অপরিসীম বিশ্বাসের পাত্র ছিল, সেই সৈনিক দল সাধারণের সমক্ষে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, এবং পবিত্র বীরব্রত হইতে স্খলিত ও ঘোরতর অবমাননাগ্রস্ত হইবে, ইহা ভাবিয়া, তাঁহারা সাতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। অধীরতার সহিত তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখের সঞ্চার হইল। তাঁহারা অধৈর্য্যসহকৃত উত্তেজনার সহিত ব্রিগেডিয়ারের প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া উঠি-

* পঞ্চম অশ্বারোহিদল এবং একবিংশ, চতুর্ব্বিংশ, সপ্তবিংশ ও একপঞ্চাশ পদাতিদল।

লেন। তাঁহাদের একজন দৃঢ়তা সহকারে কহিলেন যে, তাঁহার অধীন দলের সিপাহীগণ কখনও এরূপ অবমাননা সহিতে পারিবে না। তাহারা নিশ্চিতই কাওয়াজের ক্ষেত্রে গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিয়া, কামানসমূহের অধিকারে অগ্রসর হইবে এবং তাহাদিগকে যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইবে, তাহারা সেই সকল অস্ত্র দ্বারাই ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিবে। পেশাবরের সিপাহীগণ আপনাদের অধিনায়কদিগের এই রূপ প্রীতি ও স্নেহের পাত্র ছিল। অধিনায়কগণ তাহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তিতে এই রূপ সন্তুষ্ট ছিলেন। ঘোরতর বিপত্তিকালেও তাঁহারা আপনাদের অনুরক্ত দলের উপর সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এডওয়ার্ডিস ও নিকলসনের ন্যায় ব্রিগেডিয়ার কটনও সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি অধিনায়কদিগের ঘোরতর আপত্তিতেও নিরস্ত হইলেন না। অধিনায়কগণ যখন তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতেছিলেন, তখন এডওয়ার্ডিস বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, "উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসার ভার কেবল ব্রিগেডিয়ারের উপরই সমর্পিত রহিয়াছে।" এই কথায় কটন গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আমি নিজের ক্ষমতানুসারে এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, সিপাহীগণ পূর্ব্ব প্রস্তাবক্রমে নিরস্ত্রীকৃত হইবে।" ব্রিগেডিয়ারের এই, শেষ বাক্যে অধিনায়কগণ নীরব হইলেন। আর কোন কথা তাঁহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইল না। তাঁহারা নীরবে আপনাদের অধ্যক্ষের আদেশে অবনতমস্তক হইলেন এবং তাঁহার সমুচিত সম্মান প্রকাশ করিয়া, তদীয় আদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নীরবে স্বস্থানে গমন করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজনার সময়ে সিপাহীদল সহজে পরস্পর সম্মিলিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ব্রিগেডিয়ার কটন তৎসমুদয়কে দুইটি পৃথক্ স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন স্থির হইল যে, ব্রিগেডিয়ার, এডওয়ার্ডিসের সহিত এক দিকে যাইবেন এবং নিকলসন অন্য এক জন ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া অপর দিকে গমন করিবেন। এই উভয় পক্ষে ইউরোপীয় সৈন্য থাকিবে। এইরূপ বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য হইল। এই সময়ে সেনাপতি ও তদীয় সহযোগিদ্বয়ের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। তাঁহারা নানারূপ আশঙ্কার কল্পনা করিয়া, মানসনয়নে নানারূপ দৃশ্যের ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া, দুরূহ কার্য্য-

সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে সিপাহীদলের অধিনায়কগণ আপন আপন দলের সিপাহীদিগকে যথাস্থানে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপন করিলেন। সিপাহীগণ কোন কথা না বলিয়া, কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় না দিয়া, কোন বিষয়ে অবাধ্যভাব না দেখাইয়া, অধিনায়কদিগের আদেশে শ্রেণীবদ্ধ হইল। অদূরে ইউরোপীয় সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে দণ্ডায়মান রহিল। যদি সিপাহীগণ সেনাপতির আদেশপালনে কোন রূপে অসম্মতি প্রকাশ করিত, তাহা হইলে ঐ সকল ইউরোপীয় সৈন্য নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিত। কিন্তু সিপাহীরা আদেশানুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইল না। তাহারা অধিনায়কদিগের আদেশে একে একে নীরবে ও ধীরভাবে আপনাদের অস্ত্রাদির উন্মোচন করিয়া এক স্থানে রাখিতে লাগিল। এই রূপে তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রসমূহ স্তূপাকার হইল। তথাপি তাহারা উত্তেজনা, অধীরতা বা অবাধ্যভাবের পরিচয় দিল না। এই রূপ অধঃপতনের শোচনীয় ভাবে, এইরূপ অবমাননাকর অপূর্ব্ব দৃশ্যে তাহাদের অধিনায়কগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের অনুরাগভাজন, তাঁহাদের প্রীতির পাত্র, তাঁহাদের বিশ্বাসের অদ্বিতীয় আস্পদ সৈনিকগণ যখন নীরবে, অধোবদনে আপনাদের সামরিক চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে লাগিল, বীরত্বের পরিচয়সূচক গৌরবকর অস্ত্রসকল যখন এক স্থানে স্তূপাকার করিতে লাগিল, তখন তাহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। প্রীতিপাত্রদিগের এইরূপ অধোগতিদর্শনে যুদ্ধাভরণে ও যুদ্ধবেশে সজ্জিত থাকিলেও তাঁহাদের লজ্জার আবির্ভাব হইল। গভীর বিরাগে, মর্ম্মান্তিক অনুতাপে, দুঃসহ দুঃখে, তাঁহাদের কেহ কেহ আপনাদের অস্ত্রাদি উন্মোচিত করিয়া সিপাহীদিগের পরিত্যক্ত সেই স্তূপাকার অস্ত্ররাশির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। সিপাহীদিগের প্রতি তাঁহাদের গভীর সমবেদনা এইরূপে প্রদর্শিত হইল এবং যে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তাঁহাদের অনুগত জনগণের দুর্গতি ও অবমাননার একশেষ ঘটিল, সেই কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিও তাঁহাদের বিরাগ এই রূপে পরিস্ফুট হইল*।

* কর্ণেল এডওয়ার্ডিস এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "যখন সিপাহীদিগের পরিত্যক্ত পিস্তল ও তরবারি তাড়াতাড়ি গরুর গাড়ীতে বোঝাই হইতেছিল, কথিত আছে, তখন ইঙ্গরেজ আফিসরদিগের তরবারিসমূহ এদিক ওদিক হইতে ঐ গাড়ীবোঝাই অস্ত্রের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।"

এইরূপে সিপাহীগণ একে একে নিরস্ত্রীকৃত হইল। ব্রিগেডিয়ার কটন তাহাদের ধীরতা এবং অধিনায়কের আদেশপালনে তাহাদের একাগ্রতা দেখিয়া, আহ্লাদিত হইলেন। নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীরা সৈনিকনিবাসের দিকে চলিয়া গেল। বিনাগোলযোগে ও বিনা রক্তপাতে গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইল। এডওয়ার্ডিস এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যখন আমরা সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ জন্য গমন করি, তখন আমাদের সঙ্গে অতি অল্পসংখ্যক স্থানীয় লোক ছিল ; তাহাদের মুখ দর্শনে বোধ হইয়াছিল যে, উপস্থিত ঘটনায় কোন্ পক্ষের প্রাধান্য হয়, তাহাই দেখিবার জন্য তাহারা উপস্থিত হইয়াছিল। নিরস্ত্রীকরণের পর যখন আমরা প্রত্যাগত হই, তখন গ্রীষ্মকালীন মক্ষিকা-সমূহের ন্যায় সকলে দলে দলে আমাদের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হয়। এখন এই সকল লোককে সৈনিকশ্রেণীতে গ্রহণ করা অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে।" পেশাবরের পার্ব্বত্য প্রদেশবাসিগণ এইরূপ ঔৎসুক্য সহকারে উভয় পক্ষের কার্য্যকলাপ চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি এই সময়ে তাহারা ইঙ্গরেজদিগকে সিপাহীদিগের সমক্ষে হীনবল দেখিত, অথবা যদি ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে কোন রূপ অনৈক্য বা কার্য্যশৈথিল্য তাহাদের নেত্রগোচর হইত, তাহা হইলে তাহারা প্রবলপরাক্রমে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত। ইঙ্গরেজদিগের শোণিতস্রোতে হয় ত পেশাবরের উপত্যকা রঞ্জিত হইত।

যাহা হউক, পেশাবরের নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীগণ সৈনিকনিবাসের দিকে গেল বটে, কিন্তু তাহাদের শান্তিলাভ হইল না। তাহারা আপনাদের পদ-মর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, আপনাদের অবমাননার একশেষ দেখিয়া-ছিল, আপনাদের পবিত্র বীরব্রতের শোচনীয় পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়াছিল। এইরূপে সকল বিষয়েই তাহাদের অধোগতি ঘটিয়াছিল। সকল বিষয়েই তাহারা আপনাদিগকে গৌরবশূন্য ও হীনভাবাপন্ন মনে করিয়াছিল। অধিনায়কগণ যখন তাহাদের শোচনীয় দশায় দুঃখাভিভূত হইয়াছিলেন, দুঃখের আবেগে যখন তাঁহারা আপনাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাহারা দুর্ব্বিবহ যাতনায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ে তাহা-দের শান্তি ছিলনা, অন্তঃকরণে তাহাদের সন্তোষ ছিলনা, দৈনন্দিন কার্য্যে তাহা-দের উৎসাহ বা একাগ্রতা ছিল না। তাহারা বর্ত্তমান সময়ে যে রূপ দুর্গতিগ্রস্ত

হইয়াছিল, ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও, সেইরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। নিরস্ত্রীকরণের পর যখন তাহারা সৈনিকনিবাসে গমন করিল, তখন তাহাদের আশঙ্কা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল যে, হয় ত ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষগণ তাহাদের বিনাশার্থ অগ্রসর হইবে। ইউরোপীয়দিগের তরবারির আঘাতে হয় ত তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে, অথবা ইউরোপীয়-দিগের কামানের গোলায় তাহাদের দেহ হয় ত অনন্তপ্রবাহ বায়ুরাশির সহিত মিশিয়া যাইবে। এইরূপ আশঙ্কায় অধীর হইয়া, তাহাদের অনেকে দূরবর্ত্তী বিজন অরণ্যে বা পর্ব্বতপাদস্থিত লোকালয়ে প্রস্থান করিল। পেশাবরের কর্ত্তৃপক্ষ এজন্য চিন্তিত হইলেন। সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত ও যুদ্ধোপযোগী উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে বঞ্চিত হইয়াছিল, বটে, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে অস্ত্রাদির অভাব ছিল না। ঐ সকল অস্ত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গীন, তরবারি বা বন্দুকের সমকক্ষ না হইলেও, মারাত্মক কার্য্যসাধনের অনুপযোগী ছিল না। নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীগণ যদি পার্ব্বত্য জাতির সহিত সম্মিলিত ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়, তাহা হইলে গুরুতর বিপদ ঘটিতে পারে; এই আশঙ্কায় পেশাবরের সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ সকল সিপাহীকে ধরিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। অনেকে ধৃত হইল। পল্লীবাসিগণ অনেককে আনিয়া কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিল। সেনাপতির অনুমতিব্যতিরেকে সৈনিক নিবাস পরিত্যাগ করার অপরাধে সামরিক বিচারালয়ে ঐ সিপাহীদিগের বিচার হইতে লাগিল। বিচারে ৫১ সংখ্যক সৈনিকদলের সুবাদারের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। ঐ দলের একজন হাবিলদার এবং একজন সিপাহীর কিছুদিনের জন্য কারাবাস দণ্ড হইল। এই শেষোক্ত দণ্ড লঘুতর হইয়াছে বলিয়া, কটন ও এডওয়ার্ডিস বিরক্ত হইলেন। কারাবাসদণ্ড তাঁহাদের নিকট পর্য্যাপ্ত বোধ হইল না। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহারা সিপাহীদিগের বিধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সমগ্র পেশাবর সিপাহীশূন্য হইলে বোধ হয় তাঁহারা নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ হইতেন। উপস্থিত সময়ে তাঁহারা এইরূপে স্নেহদয়ায় বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কঠোর কার্য্যসম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহাদের প্রকৃতি এইরূপে কঠোরতর হইয়া উঠিয়াছিল। অনতিবিলম্বে পেশাবরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে এই কঠোরভাবের বিকাশ হইল। অবিলম্বে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সুবাদার বধ্যভূমিতে

নীত হইলেন। অদূরে সিপাহীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইল। এডওয়ার্ডিস অশ্বারোহী ও পদাতি লইয়া, সৈনিকনিবাসের পথে সজ্জিত রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সমবেত সিপাহীগণের সমক্ষে একজন উচ্চপদস্থ সৈনিকপুরুষ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

এই ঘটনার পর ৫৫ সংখ্যক সিপাহীদলের নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব হইল। এই দলের সিপাহীগণ প্রথমে নওশেরায় অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা এই স্থান হইতে মরদাননামক স্থানে যাইতে আদিষ্ট হয়। এজন্য এই দলের সিপাহীগণের অধিকাংশই মরদানে গমন করে। অল্পসংখ্যক সিপাহী নওশেরায় অবস্থিতি করিতে থাকে। কথিত আছে, ৫৫ সংখ্যক দলের এই অবশিষ্ট সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত হইয়া, তাহাদের মরদানস্থিত সহযোগীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। এজন্য ৫৫ সংখ্যক সিপাহী-দলের নিরস্ত্রীকরণার্থে ২৩ মে রাত্রিকালে পেশাবর হইতে এক জন ইউরোপীয় অধিনায়কের অধীনে কতিপয় ইউরোপীয় পদাতিক ও কতিপয় এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী মরদানে যাত্রা করে। কর্ণেল হেনরি স্পটিসউড্ নামক এক জন সদয়প্রকৃতি সৈনিকপুরুষ এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি যদিও অল্পদিন মাত্র এই দলের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি অধীন সৈনিক পুরুষদিগের প্রতি তাঁহার সমবেদনার সঞ্চার হইয়াছিল। সদয়ব্যবহারে, স্নেহপূর্ণ ভাবে, সারল্যময় সদাচারে, তিনি প্রত্যেক সিপাহীর হৃদয়ঙ্গম বন্ধু, বিশ্বস্ত আত্মীয়, প্রীতিময় অভিভাবক ছিলেন। স্নেহের ও প্রীতির পুত্তলী স্বরূপ পুত্র ঘোরতর বিপদের সম্মুখে পতিত হইলে, পিতার হৃদয় যেরূপ ব্যথিত হয়, আপনার অধীন সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত ও ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে ভাবিয়া, তিনি সেইরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার চিহ্ন ছিল না, ললাটফলকে সহিষ্ণুতার লক্ষণ ছিল না। তিনি যাহাদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেন, যাহাদের উপকারের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন, যাহাদের উন্নতি হইলে সন্তোষসাগরে ভাসমান হইতেন, কেবল যাহাদের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেন, সেই প্রীতিভাজন বীরপুরুষেরা পবিত্র সৈনিকব্রত হইতে বিচ্যুত হইবে, আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দুর্দ্দশাপন্ন ও অবমাননাগ্রস্ত হইবে, এবং বীরোচিত স্বত্ব ও

সম্মান হইতে স্খলিত হইয়া, সামান্য লোকের ন্যায় কষ্টের একশেষ ভোগ করিবে, ইহা তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। গভীর দুঃখে তিনি কর্তৃপক্ষকে নিরস্ত্রীকরণে নিরস্ত রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার লোকদিগের সম্বন্ধে লিখিলেন যে, তাঁহার দলের কেহই অবিশ্বাসের পাত্র নয়। তিনি ইহাদের জন্য আত্মজীবন বিপদাপন্ন করিতেও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, তাঁহার প্রার্থনায়, অধীন দলের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগে কোন ফল হইল না। পেশাবর হইতে নিরস্ত্রী-করণ জন্য সৈন্য উপস্থিত হইল। ইহাদের আগমনে সন্দিগ্ধ হইয়া ৫৫ সংখ্যক সিপাহীদলের এতদ্দেশীয় আফিসরেরা ২৪ মে রাত্রিকালে কর্ণেলের নিকট গিয়া, উক্ত সৈনিকদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ণেল স্পটিসউড সমস্তই জানিতেন। এখন আফিসরদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। আফিসরেরা সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক কর্ণেলের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। এখন স্পটিসউডের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল। তাঁহার কথায় তদীয় প্রীতিপাত্রদিগের সন্দেহ দূর হইল না। তিনি এতদিন যাহাদের প্রীতিকর কার্য্যসাধনে নিয়োজিত ছিলেন, এখন তাহারাই তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তিনি এত দিন বিশ্বস্তভাবে যাহাদের উন্নতির জন্য যত্নশীল ছিলেন এখন তাহারাই তাঁহাকে অবিশ্বস্ত ভাবিলেন। দুঃখের পর দুঃখের তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় অধীর হইল। তিনি আর ভবিষ্যতের শোচনীয় দৃশ্যের প্রতীক্ষায় রহিলেন না, প্রীতিভাজন বন্ধুজনের দুর্গতি দেখিবার জন্যও প্রস্তুত রহিলেন না। মর্ম্মান্তিক দুঃখে, নৈরাশ্যের গভীর আবেগে জ্ঞানহারা হইয়া, কর্ণেল স্পটিসউড স্বকীয় গৃহে একাকী বসিয়া, আপন হস্তে আপনার পিস্তলের গুলিতে আপন মস্তক ভেদ করিলেন।

কর্ণেল স্পটিসউড যখন এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, অধীন সৈনিক-গণের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের চিন্তায় সন্তপ্তহৃদয়ে, অসম্মান ও অবিশ্বাসের জন্য ব্যাকুলভাবে, যখন আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, তখন ৫৫ গণিত সিপাহীদল স্থির থাকিতে পারিল না। এখন তাহাদের অধিনায়ক চির দিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাহাদের শেষ আশাও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া-

ছিল। তাহাদের সম্মানও চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইবার সূচনা হইয়াছিল। এখন স্থানান্তর হইতে তাহাদের বিপক্ষে সৈন্য আসিতেছিল। তাহারা যখন দুর্গপ্রাচীরের উপরিভাগ হইতে ঐ সৈনিকদলকে আসিতে দেখিল, তখন তাহাদের ধীরতা, তাহাদের কর্ম্মনিষ্ঠতা সমস্তই দূরীভূত হইল। তাহারা তখন অধীরতায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, সামরিক পরিচ্ছদ, সামরিক অস্ত্র, গোলা, গুলি ও অর্থ যাহা সম্মুখে পাইল, তৎসমুদয় লইয়া সোয়াটের অভিমুখে ধাবমান হইল। কেবল তাহাদের দলের ১২০ জন সিপাহী পলায়নে নিরস্ত থাকিল। নিকলসন অশ্বারোহী পুলিস সৈনিকের সহিত পলায়িতদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু পলাতকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়াছিল। গন্তব্য পথ পর্ব্বত ও অরণ্যাদিতে সাতিশয় দুর্গম ছিল। সিপাহীরা এই পর্ব্বতময় পথে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অনুসরণকারীরাও তাহাদের অনুসরণে নিরস্ত হইল না। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সিপাহীরা যে যে পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল, নিকলসনও সেই সেই পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। অনেকে ধৃত ও বন্দী হইল। অনেকে অনুসরণকারীদিগের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। অনেকে আহত হইয়া, দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অনেকের অস্ত্র ও সামরিক ভূষণ অনুসরণকারী-দিগের হস্তগত হইল। অনেকে সোয়াটের পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, আপনাদিগকে ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বার্থত্যাগী ও আত্মসমর্পণকারী বলিয়া ঘোষণা করিল এবং সেই চিরপবিত্র ও চিরন্তন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তত্রত্য ভূপতিগণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইল। তাহাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। তাহাদের দলের প্রায় ১২০ জন দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে দেহত্যাগ করিয়াছিল। প্রায় ১৫০ জন ইংরেজের বন্দী হইয়াছিল। তিন চারি শত জন অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। এরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তাহারা তেজস্বিতাপ্রকাশে বিমুখ হয় নাই। যখন নিকলসন অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত তাহাদের অনুসরণ করেন, তখন তাহারা প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল*। কিন্তু শেষে তাহাদের দলভঙ্গ হয়। তাহারা সহযোগিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া,

* Kaye. II p. 486.

বিক্ষতদেহে সোয়াটে গমন করে। সোয়াটের আখুন্দনামে পরিচিত বৃদ্ধ ভূপতি স্বধর্ম্মের পরিপোষক ও স্বধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। যাহারা ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছে ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গে উদ্যত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মের জন্য দুরারোহ পর্ব্বত ও দুর্গম অরণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক অপরিচিত জনপদে উপস্থিত হইয়া, কাতরকণ্ঠে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে, বৃদ্ধ আখুন্দ যদি তাহাদের প্রার্থনাপূরণে উদ্যত হইতেন, ধর্ম্মের নামে যদি ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতেন, তাহা হইলে ঘটনাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইত। তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানদিগের হৃদয়ে এরূপ প্রচণ্ড বহ্নি উদ্দীপিত করিতে পারিতেন, যাহার জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র পেশাবর ভস্মীভূত হইয়া যাইত এবং ঐ প্রজ্বলিত পাবকের প্রবল তাড়নায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিও বোধ হয়, বিচলিত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ আখুন্দ সিপাহীদিগের প্রার্থনা-পূরণে সম্মত হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে আপনার রাজ্যে থাকিতে না দিয়া কেবল সিন্ধুনদের অপর পারে লইয়া যাইবার জন্য তাহাদের সহিত পথ-প্রদর্শক দিলেন। এইরূপে বিপন্ন সিপাহীরা সোয়াটে আশ্রয় না পাইয়া, কাশ্মীরের অভিমুখে প্রস্থান করিল। কাশ্মীরে যাইতে হইলে, হাজরা জনপদ বা উহার প্রান্তভাগ দিয়া যাইতে হইত। এই বিভাগের ডেপুটি কমিশনর মেজর বিচরের চেষ্টায় তাহাদের গমনপথ সকল অবরুদ্ধ হইল। বিচরের আদেশে স্থানীয় জমীদারগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অনুচরগণের সহিত গিরিসঙ্কট গুলিতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। হতভাগ্য সিপাহীগণ আপনাদের গন্তব্য পথ এই-রূপে অবরুদ্ধ দেখিয়া, কোহিস্তানের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু মেজর বিচর সকল স্থানেই তাহাদিগকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন। তাহারা যে স্থানে যাইতে লাগিল, সেই স্থানেই সশস্ত্র লোকে তাহা-দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। তাহাদের চারিদিকে সমুন্নত পর্ব্বত গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিতেছিল; তাহাদের গন্তব্যপথ সশস্ত্র অধিবাসিগণে অবরুদ্ধ হইয়া-ছিল; তাহাদের আশ্রয় স্থান অপরিচিত ও অনাতিথেয় লোকের তাড়নায় বিপত্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। পার্ব্বত্য লোকে তাহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেকে অস্ত্র লইয়া তাহাদের গতিরোধে দণ্ডায়মান হইল। খাদ্যের অভাবে, প্রবল বৃষ্টিতে ও দুরন্ত হিমে তাহাদের সাতিশয় দুর্দ্দশা হইয়া-

ছিল, তথাপি তাহারা আক্রমণকারীদিগের সমক্ষে অবনত হইল না। তাহাদের এক জন জমাদার এই বলিয়া সহযোগীদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, এইরূপ অপরিচত স্থানে শৃগালকুক্কুরের ন্যায় দেহ ত্যাগ করা অপেক্ষা ফিরিয়া গিয়া, রণস্থলে প্রকৃত যুদ্ধবীরের ন্যায় বীরশয্যায় শয়ন করাই শ্রেয়ঃ। যখন সহযোগীরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখন সে দুঃসহ যাতনায় ও গভীর মনোবেদনায় অধীর হইয়া আত্মহত্যা করিল। জমাদারের আত্মবিসর্জ্জনের পর অবশিষ্ট সিপাহীরা অগ্রসর হইতে লাগিল। কোন স্থানে তাহাদের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। সকল স্থলেই তাহারা অবরুদ্ধ, আক্রান্ত ও নিপীড়িত হইতে লাগিল। যে কয়েক জন অবশিষ্ট ছিল, অবশেষে তাহারা পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, বিপক্ষদিগের সমক্ষে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিল। তাহাদের কেহ কেহ ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, কেহ কেহ কামানের গোলায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

৫৫ সংখ্যক সিপাহীদলের ১২০ জন সৈনিকপুরুষ ইঙ্গরেজদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। ইহারা যদিও ইঙ্গরেজদিগের বিরোধী হইয়াছিল, যদিও আপনাদের কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হইয়া, বিশৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিয়াছিল, যদিও আপনাদের ধর্ম্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কায় ইঙ্গরেজের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ভ্রান্ত ভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছিল, তথাপি কোন বিষয়ে ইহাদের ভয়ঙ্কর ভাবের পরিস্ফুট হয় নাই। ইহারা আপনাদের আফিসরদিগের শোণিতপাত করে নাই। ইউরোপীয়দিগের দেহনিঃসৃত রুধিরধারাতে ইহাদের অস্ত্র কলঙ্কিত হয় নাই। ইহাদের অনেকে সেই সময়ে উত্তেজনা ও সন্ত্রাসে অধীর হইয়া, ইঙ্গরেজের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি ছিল না। এই সকল শোচনীয়দশাগ্রস্ত জীবকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিলে বা বন্দুকের গুলিতে বধ করিলে নিঃসন্দেহ দয়া ও ন্যায়পরতার অবমাননা হইত। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, কর্ত্তৃপক্ষ সে সময় বিরুদ্ধাচারীদিগের বিধ্বংসসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন না। তাঁহারা সহযোগীদিগকে উপস্থিত বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সদয়ভাবে কার্য্য করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। নিকলসন এ সম্বন্ধে এডওয়ার্ডিসকে লিখিয়াছিলেন, "এই দলের (৫৫ সংখ্যক) আফিসরেরা

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, শিখগণ শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে ছিল। এজন্য আমার মতে দয়ার সহিত ন্যায়পরতার সম্মান রক্ষা করা উচিত। শিখদিগের এবং যাহারা অল্পদিন হইল, সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের প্রাণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অবশিষ্ট অপরাধীদিগকে কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকদিগের যেন প্রাণহানি না হয়, এবং যে সকল লোক গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত থাকিয়া, জনসাধারণের উত্তেজনায় ভীতচিত্তে আমাদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদেরও যেন জীবন নষ্ট না হয়।” স্যার জন লরেন্স ও পেশাবরের কমিশনরের নিকট ঐ ভাবে পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পত্রে লিখিত ছিল, “৫৫সংখ্যক দলের সিপাহীরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত হইয়াছিল। তাহারা দয়ার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু সবিশেষ বিবেচনার পর আমি তাহাদের সকলকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে ইচ্ছা করি না। একবারে এক শত কুড়ি জনের প্রাণদণ্ড করা সংখ্যায় বড় অধিক বলিয়া বোধ হয়। ঈদৃশ দৃষ্টান্তে অপরকে ভয় প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্ণ সংখ্যার এক চতুর্থাংশ হইতে এক তৃতীয়াংশকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিলে আমার বিবেচনায় উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যাহাদের কোনরূপ দোষ দেখা গিয়াছে, অর্থাৎ যাহারা কুচরিত্র, উদ্ধত, সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, যুদ্ধে উদ্যত এবং আফিসরদিগের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে বিমুখ, তাহাদের প্রাণদণ্ড করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি আবশ্যক সংখ্যার পূরণ না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সৈনিকদিগকে এই শ্রেণীতে নিবেশিত করা উচিত। বন্দুক বা কামান, যে উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বোধ হয়, তদ্দ্বারা ইহাদের প্রাণদণ্ড করা উচিত। অবশিষ্ট সিপাহীদিগকে কয়েক দলে বিভক্ত করা কর্ত্তব্য। কোন দলকে দশ বৎসর, কোন দলকে সাত বৎসর,কোন দলকে পাঁচ বা তিন বৎসর কাল কারাগারে অবরুদ্ধ রাখা বিধেয়। আমার বিবেচনায় এইরূপ দৃষ্টান্তই অধিকতর কার্য্যকর হইবে এবং এইরূপ শ্রেণীভেদে ও দণ্ডভেদে অনিষ্টের পরিবর্ত্তে ইষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। সিপাহীরা দেখিবে যে, আমরা ভবিষ্যৎ অশান্তি ও অনিষ্টের প্রতীকার জন্য শাস্তি দিয়াছি; প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া, দণ্ড বিধান করি নাই। ইহাতে জনসাধারণেও দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবেনা। যদি এই প্রস্তাব অনুসারে

কার্য্য না হয়, তাহা হইলে সকলেই প্রাণপণে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। যেহেতু তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, তাহারাও দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় মৃত্যুমুখে পাতিত হইবে।*”

স্যার জন লরেন্সের এই অভিমত সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইল। যে সকল হিন্দুস্থানী সিপাহী ঘটনাক্রমে দুর্গ পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদিগকে বেতন না দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যে সকল শিখ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ছিল, তাহারা অস্ত্রশস্ত্রের সহিত অন্য সৈনিকশ্রেণীতে নিবেশিত হইল।

ইহার পর কঠোরতম শাস্তি প্রদানের কার্য্য আরম্ভ হইল। ৫১ সংখ্যক দলের যে ১২ জন সিপাহী স্বদল পরিত্যাগ করিয়াছিল, ৩ রা জুন তাহাদের ফাঁসি হইয়াছিল। এখন ১০ই জুন. ৮৭ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদলের কাওয়াজের ক্ষেত্রে উহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। মরদাননামক স্থানের ১২০ জন সিপাহী আপনাদের ইচ্ছায় স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রধান কমিশনরের অভিপ্রায় অনুসারে ইহাদের এক তৃতীয়াংশের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। ১০ই জুন এই দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন হইল। এই কঠোরতম দণ্ডবিধানের জন্য ১২০ জনের মধ্যে ৪০ জন সিপাহী নির্ব্বাচিত হইল। ১০ জুন এই নিরুদ্ধ ও নিরতিশয় শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবেরা কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমানীত হইল। ইহাদের বীরত্বগৌরব বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইহাদের পদমর্য্যাদার তিরোভাব ঘটিয়াছিল, ইহাদের সামরিক ভূষণ অপসারিত হইয়াছিল। ইহারা এখন স্বকীয় দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, আত্মীয় স্বজনদিগকে দুস্তর দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, পূর্ব্বতন গৌরব ও মর্য্যাদায় বিসর্জ্জন দিয়া, কাতরভাবে কেবল জীবন—আপনাদের জীবনের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর কার্য্যদর্শনের জন্য সমগ্র পেশাবরের সৈনিকগণ সেই প্রশস্ত ক্ষেত্রে মণ্ডলাকারে তিন দিকে দণ্ডায়মান হইল। অপর দিকে কামান সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড দেখিবার জন্য আগমন করিল। ইহারা সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত

* Kaye. Vol. II. p. 488-489.

হইয়াছিল। অনেকে সংশয়দোলায় আন্দোলিত হইতেছিল। কেহ কেহ এই কার্য্যে ব্রিটিশশাসনের ভিত্তি বিপর্য্যস্ত হইবে বলিয়া মনে করিতেছিল। এই কৌতুহলাক্রান্ত ও নানাভাবে পরিচালিত দর্শকবৃন্দের সমক্ষে ইউরোপীয় সৈনিকেরা গুলিপূর্ণ বন্দুক হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান রহিল। আফিসরেরা আপনাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল। ইঁহাদের অধীন সৈনিক পুরুষেরা সন্দেহাকুলহৃদয়ে গুরুতর বিপদের প্রতিবিধান জন্য প্রস্তুত রহিয়াছিল।

কয়েক বার সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইলে ব্রিগেডিয়ার কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান সৈনিকদিগের পুরোভাগে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিয়া দণ্ডাদেশলিপি পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে আদেশলিপি পঠিত হইল। অতঃপর ভয়াবহ কার্য্যের আরম্ভ হইল। নির্ব্বাচিত চল্লিশ জন অপরাধী সৈনিক পুরুষকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য কাহারও মুখ হইতে একটি কথা বহির্গত হইল না। তাহাদের উদ্ধারার্থ কাহারও হস্ত প্রসারিত হইল না। তাহাদের কঠোরতম শাস্তির নিবোধের জন্য কাহারও কোন উদ্যোগ পরিদৃষ্ট হইল না। সকলেই ভীতচিত্তে, নিস্পন্দভাবে ও বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই ভয়ানক ঘটনা দেখিল। নিরস্ত্র ও সশস্ত্র, উভয় সিপাহীদলই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। ইহারা কেহই কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। সকলেই গভীর আশঙ্কা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিল এবং সকলেই বাঙ্‌নিস্পত্তি না করিয়া, অধিনায়কদিগের আদেশ পালন করিতে লাগিল। পার্ব্বত্য প্রদেশের যে সকল অধিবাসী এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিল, তাহারা ইঙ্গরেজের অভাবনীয় ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, সৈনিকদলে প্রবেশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বজনসমক্ষে এইরূপ দণ্ড বিধান করিয়া, আপনাদের অপ্রতিহত প্রভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহারা এই ঘটনা দেখিয়াছিল, তাহারা গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কঠোরতা প্রকাশ না করিয়াও, জনসাধারণের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্যের পরিচয় দিতে পারিতেন। কামানের গোলায় যাহারা

বিনষ্ট হইল, যাহাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল, তাহারা ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় উত্তেজিত ও জাতিনাশের আশঙ্কায় বিচলিত হইলেও কোন রূপ ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করে নাই। আফিসরদিগের শোণিতে তাহাদের অস্ত্র কলঙ্কিত হয় নাই। কুলকামিনী বা শিশুদিগের বিরুদ্ধেও তাহাদের অস্ত্র উদ্যত হয় নাই। সমগ্র রাজ্য ভীষণ বিপ্লবসাগরে নিমজ্জিত করিতেও তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহ পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। তাহারা গভীর সন্দেহে সশস্ত্র হইয়া উত্তেজনার পরিচয় দিয়াছিল মাত্র। এই উত্তেজনার আবেগে তাহাদের বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না। তাহারা চিরন্তন সৈনিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হয় নাই। চিরপ্রচলিত সৈনিকশাসন-বিধিরও মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। এ অংশে তাহাদের অপরাধ গুরুতর হইতে পারে। কারারোধে ইহাদের যথোচিত শাস্তি হইত। একবারে ৪০টি জীবকে কামানে উড়াইয়া না দিয়া, যদি তাহাদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সৈনিকপুরুষ ও দর্শকগণের সমক্ষে দীর্ঘকাল কারাবাসের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইত, তাহা হইলে ন্যায়পরতার মর্য্যাদানাশ হইত না, করুণারও অবমাননা ঘটিত না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরও দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হইত না। দর্শকগণ একবারে এতগুলি সৈনিককে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কারাগারে যাইতে দেখিলে ব্রিটিশশাসনেরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিত।

সোয়াট নদীর তীরে আবজাইনামক স্থানের দুর্গে ৬৪সংখ্যক সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। নিকল্‌সন যে দিন ৫৫ সংখ্যক সিপাহীদিগের অনুসরণ করেন, তার পর দিন সংবাদ পাইলেন যে, আজুন খাঁ নামক একজন বিখ্যাত সাহসী আফগান পর্ব্বত হইতে নামিয়া ৬৪ সংখ্যক সিপাহীদলের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া, তিনি উক্ত দুর্গস্থিত সৈনিকদলের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন। অযোধ্যা অধিকৃত হওয়াতে মুসলমানদিগের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। মহম্মদের শিষ্যেরা দেখিল যে, তাহাদের চিরমান্য ভূপতি ফিরিঙ্গীর কৌশলে স্বরাজ্য হইতে তাড়িত ও সর্ব্বসম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইলেন। অযোধ্যা ধর্ম্মনিষ্ঠ নবাবের অধীন থাকাতে ঐ স্থান মুসলমানধর্ম্মের দুর্গস্বরূপ ছিল। এখন ঐ দুর্গ ফিরিঙ্গীর অধীন হইল। ইহা দেখিয়া ভারতের মুসলমানেরা ভাবিল অতঃপর হয়দারাবাদেরও ঐ দশা ঘটিবে। অযোধ্যার ন্যায়

তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ—বারাণসী—আজিমগড়ের সিপাহিদিগের মধ্যে গোলযোগ—সেনাপতি নীলের উপস্থিতি—জৌনপুর—এলাহাবাদ—কাণপুর।

মহামতি লর্ড কানিঙ্গ যখন দিল্লী পুনরধিকার করিতে সেনাপতিদিগকে নিয়োজিত করিতেছিলেন, তখন তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্ত্তী নগরসমূহের বিষয় ভাবিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হন। এই সকল নগর, ইউরোপীয় সৈনিকগণকর্তৃক সুরক্ষিত ছিল না। কেবল দানাপুরে একদল ইয়ুরোপীয় সৈনিক ছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থন করিতেছিল। এই সকল সৈন্য ব্যতীত, গঙ্গা ও যমুনার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে কোন ইউরোপীয় সৈন্যদল ছিল না। এখন এই সকল স্থানের উপর লর্ড কানিঙ্গের দৃষ্টি পড়িল। যদি উত্তেজিত সিপাহিরা এই সকল স্থান আক্রমণ করে, তাহা হইলে তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের জীবন যে, বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহা লর্ড কানিঙ্গ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। মিরাটে যখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে, দিল্লী যখন সিপাহিদিগের হস্তগত হয়, যদি তখনই গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্ত্তী নগরের সমস্ত সিপাহি একবারে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজ, একসময়ে সর্ব্ববিধ্বংসের বিকট মূর্ত্তিতে স্তম্ভিত ও কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া পড়িতেন। ইউরোপীয়েরা যখন প্রাণের দায়ে মোগলের রাজধানী হইতে ইতস্ততঃ পলাইতে থাকেন, তখন অন্যান্য সৈনিকনিবাসে বিপ্লবের ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয় নাই। অন্য স্থানের আকস্মিক দুর্ঘটনায় গবর্ণমেন্টকে অধিকতর বিব্রত হইতে হয় নাই। কিন্তু বাজারে, সৈনিকনিবাসে, সকলের মধ্যেই গভীর উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। এই উত্তেজনা হইতে যে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিবে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনার আবির্ভাব দেখা গেল, এবং উহা দেখিতে দেখিতে অধিকতর ভয়ঙ্করভাবে সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সর্ব্বসংহারক কালের বিকট ছায়া বিস্তার করিয়া দিল।

কলিকাতা হইতে কিঞ্চিদধিক ৪০০ মাইল দূরে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসী অবস্থিত। এই স্থান হিন্দুসমাজে যেমন তীর্থের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ জ্ঞানগরিমার জন্য জ্ঞানিসমাজে চিরকাল সমাদৃত। পুণ্যসলিলা গঙ্গা হইতে এই স্থান অতি রমণীয় দেখায়। ইহার অসংখ্য দেবমন্দির, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়কর্ত্তৃক গঠিত হওয়াতে, বৈচিত্র্যজনক হইয়াছে। ইহার সমুন্নত প্রস্তরময় প্রাসাদাবলী শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে আলেখ্যবৎরমণীয়তা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে, এবং ইহার ঘাটসমূহের সোপানরাজি গঙ্গার তটভাগের শোভা দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতেছে। হিন্দুর শিল্পচাতুরী ব্যতীত এই স্থান হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর শাস্ত্রের জন্য আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। গঙ্গাতটে স্নাত ব্যক্তি-দিগের শতসহস্র কণ্ঠ হইতে যখন "হর হর শিব শিব" ধ্বনি সমুত্থিত হয়, সায়ংসময়ে যখন সামবিৎ, সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশ্বেশ্বরের আরতিতে ভক্তি-রসার্দ্র-হৃদয়ে সমস্বরে সামগান করেন, তখন হিন্দুর হৃদয়ে গভীর উদাত্ত ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি এই পবিত্র তীর্থের পবিত্রতার রেখামাত্রও বিচলিত হয় নাই। ভারতের শেষ প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের নির্ম্মিত মস্‌জিদ্, হিন্দুর দেবালয়ের পার্শ্বে রহিয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের বিদ্যালয় ও ভজনালয় স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে, তথাপি পবিত্র বারাণসী তীর্থে পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বিচলিত হয় নাই। সুকুমারমতি ব্রাহ্মণ বালকগণ আজ পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্বস্থানে কোমলকণ্ঠে সামগান করিয়া বেড়াইতেছে। তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আজ পর্য্যন্ত এখানে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, সাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতায়, ইহার চিরন্তন খ্যাতি বিলুপ্ত হয় নাই। মৌলবী ও মিশনরীদিগের চেষ্টায়, ইহার পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ, আপনাদের চিরন্তন প্রথায় জলাঞ্জলি দেন নাই।

উপস্থিত সময়ে এই পবিত্র তীর্থের অধিবাসিগণ শান্তভাবে কালাতিপাত করে নাই। যে উত্তেজনা মিরাটবাসীদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছিল, দিল্লীর অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহা পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা এখন বারাণসীর লোকি-দিগের মধ্যে দেখা যাইতে থাকে। ১৮৫৭ অব্দে গ্রীষ্মকালে খাদ্য দ্রব্য

সাতিশয় দুর্মূল্য হয়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, ফিরিঙ্গীদিগের শাসনদোষে তাহাদের আহারসামগ্রী দুর্মূল্য হইয়াছে। এজন্য জনসাধারণ, ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অন্য কারণে সাধারণের উত্তেজনার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দিল্লীর রাজবংশীয়গণের অনেকে, বারাণসীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহাদের মন্ত্র এ সময়ে একবারে ব্যর্থ হয় নাই। জাতীয় সম্মান ও জাতীয় ধর্ম্মের বিলোপভয়ে, ইহার উপর খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে, বারাণসীর হিন্দু ও মুসলমান, অনেকেই গভীর উত্তে-জনার আবেগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। নগরের তিন মাইল দূরে শিক্রোল নামে একটি স্থান আছে। ইউরোপীয়গণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানে ইঙ্গরেজের সৈনিক নিবাস, আদালত, কারাগার, গির্জ্জা, গবর্ণমেণ্ট কলেজ, হাঁসপাতাল, ভ্রমণোদ্যান প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে। সৈনিক নিবাসে উপস্থিত সময়ে তিন দল এতদ্দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় ইউরোপীয় কামানরক্ষক সৈন্য ছিল। এই তিন দল এতদ্দেশীয় সৈন্যের এক দল ৩ গণিত পদাতিক, আর এক দল লুধিয়ানার শিখসৈন্য এবং অপর দল ১৩ গণিত অশ্বারোহী। সর্ব্বসমেত প্রায় ২০০০ হাজার সৈনিক পুরুষ এই তিন দলে ছিল। ইঙ্গরেজ কামানরক্ষকের সংখ্যা ত্রিশ; জর্জ্জ পন্‌সন্‌বি এই সকল সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন। হেন্‌রি টুকর এই সময়ে বারাণসীর কমিশনর, ফ্রেডারিক গবিন্স জজ ও লিণ্ড্ সাহেব মাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। ইঁহারা মিরাট ও দিল্লীর শোচনীয় ঘটনার সংবাদ পাইয়া, আপনাদের শাসনাধীন জনপদ নিরাপদ রাখিতে বিশেষ তৎপর হন। কিন্তু ইঁহাদের যত্ন সফল হয় নাই। যে ঘটনা মিরাটে ও দিল্লীতে ঘটিয়াছিল, বারাণসীতেও তাহা সংঘটিত হয়।

জুন মাসের প্রারম্ভে সিপাহিদিগের কতকগুলি শূন্য গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। ইহার পরে বারাণসীর ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী আজিমগড় হইতে সংবাদ আইসে যে, তথাকার ১৭গণিত সিপাহিরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। আজিমগড়ের এই সৈনিকদল মেজর বরোস্ নামক এক জন সৈনিক পুরুষের অধীন ছিল। এই সৈনিক পুরুষ তাদৃশ তেজস্বী ছিলেন না। তিনি সিপাহিদিগের উত্তেজনার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন

মে মাসের শেষে সিপাহিদিগকে যে অতিরিক্ত টোটা দেওয়া হয়, তাহারা ব্যবহার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই সময়ে নিদারুণ অর্থলোভ তাহাদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলে। ৫,০০,০০০ টাকা, ১৭গণিত দলের কতিপয় সিপাহি ও ১৩ গণিত দলের কতিপয় অশ্বারোহীর তত্ত্বধানে গোরক্ষপুর হইতে আসিতেছিল। লেপ্টেনাণ্ট পালিসর্ এই সকল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ঐ টাকা আজিমগড়ে পহুঁছিলে আজিমগড়ের উদ্বৃত্ত দুই লক্ষ টাকার সহিত বারাণসীতে পাঠাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। একবারে সাত লক্ষ টাকা নিকটে পাইয়া, সিপাহিরা উহার জন্য সাতিশয় লোলুপ হয়। তাহারা প্রকাশ্যভাবে আজিমগড় হইতে টাকা পাঠাইবার প্রতিকূলতা করিতে থাকে। এই প্রতিকূলতা কিছু সময়ের জন্য দূর হয়। মুদ্রারক্ষকগণ ৩রা জুন উক্ত সাত লক্ষ মুদ্রা লইয়া, আজিমগড় হইতে যাত্রা করে। কিন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাতে বিপদের শান্তি হইল না। উত্তেজিত সিপাহিরা এক সময়ে প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে পারে। একদা আফিসরেরা আপনাদের পরিবারবর্গের সহিত ১৭ গণিত সৈনিক দলের লাইনে আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা অদূরে কামানের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এই শব্দ যে, কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রের দিকে হইতেছে, ইহা তাঁহাদের স্পষ্ট বোধ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; সুতরাং ব্যাপার কি, বুঝিবার জন্য সংবাদবাহকের কোন প্রয়োজন হইল না। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সমস্ত সিপাহি তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে গভীর সন্ত্রাস উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ ও সামরিক কার্য্যে অনভ্যস্ত পুরুষেরা তাড়াতাড়ি কাছারিতে প্রস্থান করিল। জেলার মাজিষ্ট্রেট ও তাহার সহযোগিগণ কাছারিগৃহ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরা কুলনারীগণের সহিত এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন,। এদিকে সিপাহিরা আপনাদের কোয়ার্টর মাষ্টার ও কোয়ার্টর মাষ্টার সার্জ্জনকে হত্যা করিল; কিন্তু অন্যান্য আফিসরদিগের কোন ক্ষতি করিল না। এই ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও, সিপাহিরা আপনাদের আফিসরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র

সাধন করে নাই। তাহারা ধনসম্পত্তি বিলুণ্ঠিত করিয়াছে, কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুসিত গৃহ সকল জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, এইরূপে সর্ব্বত্রই তাহাদের ভয়াবহ উত্তেজনার চিহ্ন বিকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহারা আপনাদের আফিসরদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। আজিমগড়ের সিপাহিরা আফিসরদিগকে হত্যা না করিয়া, যে টাকা বারাণসীতে যাইতেছিল, তাহা হস্তগত করিবার জন্য ধাবিত হইল। সেনানায়ক পালিসর্ রক্ষণীয় সম্পত্তির রক্ষায় সমর্থ হইলেন। সমস্ত টাকা সিপাহি-দিগের হস্তগত হইল। কিন্তু সিপাহিদিগের আফিসরেরা প্রাণে বিনষ্ট হইলেন না। ১৩ গণিত সিপাহিরা এই সময়ে আফিসরদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারের একশেষ দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের আফিসরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া কহে যে, তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হইবে না, তাহারা তাঁহা-দিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। উত্তেজিত সিপাহিদিগের কেহ কেহ, কোন কোন আফিসরকে হত্যাকরিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, এজন্য গাড়ীতে উঠিয়া, সকলের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা উচিত। আফিসরেরা কহিলেন, "এখন কিরূপে আমাদের গাড়ী পাওয়া যাইবে?" সিপাহিরা কহিল, "না পাওয়া যায়, আমরা অপনাদিগকে পহুঁছাইয়া দিব।" ইহা কহিয়া, তাহাদের কয়েকজন আফিসরদিগকে সঙ্গে করিয়া ষ্টেসন হইতে গাজীপুরের দিকে দশ মাইল পর্য্যন্ত গেল। তাহারা, যে টাকা হস্তগত করিয়াছিল, তাহা হইতে আফিসরদিগের এক মাসের বেতন দিতে চাহিয়াছিল। এ সময়ে সিপাহিরা আপনাদের আফিসরদিগের প্রতি এইরূপ দয়া ও সৌজন্য দেখাইয়াছিল*। তাহারা অভীষ্ট অর্থ লইয়া আজিমগড়ে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের কেহ কেহ আফিসর দিগকে নিরাপদ স্থানে পহুঁছাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে গেল। ইহার মধ্যে আজিমগড়ের ইউরোপীয়েরা গাজীপুরে পলায়ন করিল। সিপাহীরা আসিয়া দেখিল, আজিমগড়ে কোন ইউরোপীয় নাই, কাছারি, সৈনিকনিবাস, সমুদয় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা বিজয়োল্লাসে আড়ম্বরের সহিত ফৈজাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

* *Martin, Indian Empire. vol. II. p. 280.*

আজিমগড়ের সংবাদ বারাণসীতে পহুঁছিল। বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। এদিকে তাঁহাদের সাহায্যার্থ সেনাপতি নীল সৈন্যদল লইয়া আসিতে লাগিলেন। নীল, রেলওয়েতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়া, ঘোড়ার ডাকে বারাণসীতে উপস্থিত হন। নীল ও তাঁহার সমভিব্যাহারী মান্দ্রাজী সৈন্যদল ব্যতীত দানাপুর হইতে এক দল ইউরোপীয় পদাতি আইসে। এইরূপে যখন সাহায্যকারী সৈন্যদল উপস্থিত হইল, কর্ণেল নীল যখন আপনাদের প্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হইলেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষ সুযোগ বুঝিয়া, বারাণসীর সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিলেন।

নিরস্ত্রীকরণের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে প্রথমে এই স্থির হইয়াছিল যে, সিপাহিদিগকে পরদিন প্রাতঃকালে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত করিয়া, অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া যাইবে। কিন্তু কেহ কেহ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে, অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একঘণ্টা মাত্র বিলম্বকরা, ঘোরতর অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উপস্থিত সময় যাহা করিতে হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে, তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। আজিমগড়ের সংবাদ বারাণসীতে পঁহুছিয়াছিল; এই সংবাদে বারাণসীর সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া, হয়ত প্রাতঃকালেই সকলকে আক্রমণ করিতে পারে; সুতরাং নিরস্ত্রীকরণে আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে বলিয়া, তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। পনসন্বি বারাণসীর প্রধান সেনানায়ক ছিলেন; নিরস্ত্রীকরণের আদেশ দিবার ভার, তাঁহারই উপরে ছিল। শিখসৈন্যদলের আফিসর গর্ডন, পন্‌সন্‌বিকে জানাইলেন যে, সহরের বদমাইস্‌দিগের সহিত সিপাহিদিগের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ইঁহারা উভয়ে, কমিশনর ও জজের সহিত নিরস্ত্রীকরণের সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ইঁহাদের সহিত কর্ণেল নীলের সাক্ষাৎ হইল*। নীল অবিলম্বে সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব

* পন্‌সন্‌বি ও নীল, ইঁহাদের মধ্যে কে, কাহার সহিত দেখা করেন, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। পন্‌সন্‌বি বলেন, তিনি ও গর্ডন, যখন জজ গবিন্স সাহেবের গৃহে ছিলেন, তখন নীল সেই স্থানে উপস্থিত হন। পক্ষান্তরে নীল কহেন যে, পন্‌সন্‌বি ও গর্ডন উভয়েই; তাঁহার

করিলেন। কিছুক্ষণ বিচারবিতর্কের পর, পন্‌সন্‌বি, সিপাহিদিগকে অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করিতে সম্মত হইলেন। সম্মত হইয়াই, তিনি নিরস্ত্রীকরণের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পন্‌সন্‌বি গর্ডনের সহিত তাঁহার আবাসগৃহে গমন করিলেন। ৩৭ গণিত সিপাহিদলের অধ্যক্ষ মেজর বারেটের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। মেজর বারেট সিপাহিদিগের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন; সিপাহিদিগের সাধুতা, সিপাহিদিগের প্রভুভক্তি ও সিপাহিদিগের কর্ত্তব্যপরায়ণতায়, তাহাদের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যেহেতু, ইহাতে সিপাহিরা নিদারুণ আঘাত পাইবে, এবং দুঃসহ মনোযাতনায় অধীর হইয়া বৈরনির্যাতনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিবে। কিন্তু পন্‌সন্‌বি ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কহিলেন যে, স্থানীয় জজের নিকট, তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহাতে নিরস্ত্রীকরণ ব্যতীত, আর কোন পথ অবলম্বন করিতে পারেন না। সুতরাং বারেট বাধ্য হইয়া অফিসরদিগকে ৫ টার সময় কাওয়াজের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে প্রধান সেনানায়কের ঘোটক আনীত হইল। পন্‌সন্‌বি ও গর্ডন, উভয়ে অশ্বারূঢ় হইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে পন্‌সন্‌বি রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রোগপ্রযুক্ত শীর্ণতা এখন পর্য্যন্তও দূর হয় নাই। এখন তাঁহার শরীর ও মন, দুইই অসুস্থ হইয়া উঠিল। তিনি এইরূপ অসুস্থশরীরে ও অসুস্থমনে, ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের অভিমুখে গমন করিলেন। এইস্থানে তিনি দেখিলেন, কর্ণেল নীল তাঁহার ইউরোপীয় সেনাগণের সহিত প্রস্তুত হইয়াছেন। কামান সকলও প্রস্তুত রহিয়াছে। পন্‌সন্‌বি উপস্থিত মত আদেশ প্রচার করিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে যে গুরুতর কার্য্য রহিয়াছে, উপস্থিত সময়ে তিনি সেই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নহেন। ইঙ্গরেজ সেনাপতিগণ, যে কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইলেন, তাহাতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

আবাসস্থানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বারাণসীর জয়েণ্টম্যাজিষ্ট্রেট্ টেলার সাহেব লিখিয়াছেন যে, পন্‌সন্‌বি যখন গর্ডনের গৃহ হইতে প্রস্থান করেন, তখন নীলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যাহাহউক, উপস্থিত মতভেদ তাদৃশ গুরুতর ঘটনার মধ্যে গণ্য নয়।

এই সময়ে বারাণসীতে দুই হাজার সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়গণ আড়াই শতের অধিক ছিল না। এই দুই হাজার সিপাহী সমভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি এখন এইরূপ উত্তেজিত সেনাদিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। যখন নিরস্ত্রীকরণের আদেশ প্রচার হইল, তখন সেনাপতি ও তাঁহার সহযোগীরা কাওয়াজেরক্ষেত্রে ৩৭গণিত সিপাহী-গণের নিকটে গমন করিলেন। ৪১৪ জন সৈনিক পুরুষ এই সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। ইহারা সেনাপতির সমক্ষে কোনরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ করিল না। সেনাপতির আদেশে ধীরে ধীরে একে একে অনেকেই আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ইহাদের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় সৈনিকদল সঙ্গীন ধরিয়া অদূরে দণ্ডায়মান ছিল, শিখ সেনারা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক এই সৈনিকদলের পক্ষসমর্থন করিতে-ছিল, এইরূপে ইহারা সেই ভীষণ অস্ত্র-বিসর্জ্জন-ভূমিতে ভীষণতর অস্ত্রের সম্মুখে থাকিয়া, আপনাদের জীবনের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিতেছিল। তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল, হয় ত এই সকল কামানের গোলায় তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে, ইউরোপীয় সৈনিকগণ, হয় ত তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র লইয়া তাহাদিগকেই আক্রমণ করিবে। এইরূপ সন্দেহে বিচলিত হইলেও তাহারা কোনরূপ ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করে নাই। কর্ণেল স্পটিস্উড্ যখন তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, তখন তাহারা ধীরভাবে সেই আদেশপালন করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা তাহাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সহসা তাহাদের সেই গভীর সন্দেহ গভীরতর হইয়া উঠিল। অদূরবর্ত্তী ইউরোপীয় সৈনিকগণ যখন তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিকটে আসিতে লাগিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, তাহারা ভাবিল, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখনই তাহাদিগকে কামানের মুখে জীবনবিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাহারা পূর্ব্বেই গভীর সন্দেহে বিচলিত হইয়াছিল, এখন গভীরতর উত্তেজনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, আপনাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদেরই অধিনায়কদিগকে আক্রমণ করিল।

উপস্থিত সময়ে কোন বিষয়ে একটু অসাবধানতা ঘটিলেই বিপদ অনিবার্য্য

হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। সিপাহীরা একেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল; ইহার উপর কর্ত্তৃপক্ষ কিঞ্চিন্মাত্র অধীরতা বা অসাবধানতা দেখাইলে তাহারা যে, অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, তাহা বিচিত্র নহে। বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ যদি এ সময়ে অধীরতার পরিচয় না দিতেন, অথবা ভয়প্রদর্শনে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, সিপাহীরা বিনা গোলযোগে ও বিনা বাধায় আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিত*। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ধীরতাপ্রকাশে উদ্যত হয়েন নাই, শান্তভাবে শান্তিময় কার্য্যেরও সূত্রপাত করেন নাই। নিরস্ত্রীকরণসময়ে তাঁহারা সিপাহীদিগের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত করিয়া ছিলেন, অদূরে সশস্ত্র সৈনিকদিগকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন, আপনারা নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে লইয়া ভীষণভাবের পরিচয় দিতে ছিলেন; সিপাহিরা পূর্ব্বেই উত্তেজনার আবেগে অধীর ও সন্দেহের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল, এখন সন্নিকটে শমনসদৃশ যুদ্ধাস্ত্রের সমাবেশ দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত, অধিকতর সন্দিগ্ধ ও অধিকতর শঙ্কিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। ধূমায়মান বহ্নি সামান্য ফুৎকারেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

কর্ণেল স্পটিস্‌উড্‌ কহিয়াছেন, "কাওয়াজের ক্ষেত্রে যে ৪১৪ জন সৈন্য একত্র হইয়াছিল, তাহারা সকলেই যে, কথার অবাধ্য ও গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা, সেই ৪ঠা জুনের অপরাহ্ণেও আমার স্পষ্ট বোধ হয় নাই। আমি দলস্থিত লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, উদ্ধত ও বিদ্বেষী লোকের সংখ্যা ১৫০ শতও নহে। যেহেতু, যখন সকলকে অস্ত্রপরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলাম, তখন অনেকেই বিনা গোলযোগে সেই আদেশপালন করিতে লাগিল। * * * দুই তিন জন বলিল, "আমাদের আফিসরেরা আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন।" ইউরোপীয় সৈন্য সহজে আমাদের প্রতি গুলি করিতে পারে, এই জন্য তাঁহারা আমাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহিতেছেন।" আমি কহিলাম, "এ কথা মিথ্যা।" অনন্তর ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল, যে সকল এতদ্দেশীয় আফিসরের সহিত পরিচিত

* *Martin, Indian Empire, vol II. p. 284.*

ছিলাম, আমি দলস্থ কাহারও সহিত কখনও প্রতারণা করিয়াছি কি না, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তাঁহারা অনেকেই একবাক্যে কহিলেন, 'কখনও না; আপনি সদাশয় পিতার ন্যায় আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।' যাহাহউক, আমি দেখিলাম, ইউরোপীয় সৈন্যের উপস্থিতিতে সিপাহীরা সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ঐ সকল সৈন্যকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিবার জন্য সেইদিকে অশ্বচালনা করিলাম*।"

সেনাপতি পন্‌সন্‌বির আদেশে ইউরোপীয় সৈন্য সিপাহীদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল; স্পটস্‌উড্ এই সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে নিবারিত করিতে গিয়াছিলেন। সেনাপতি সিপাহীদিগকে স্নেহের সহিত কহিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করা হইয়াছে, যদি তোমরা ধীরভাবে এই আদেশ পালন কর,তাহাহইলে তোমাদের কোন অনিষ্ট করা হইবে না।" এই কথা বলিবার সময়ে তিনি বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য একজন সিপাহীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। সিপাহী তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আমরা কোন অপরাধ করি নাই"; পন্‌সন্‌বি হিন্দীতে উত্তর করিয়াছিলেন, "না, কোন অপরাধ কর নাই। কিন্তু যখন তোমাদের সহযোগিগণ আপনাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে, এবং যে সকল আফিসর তাহাদের কখনও কোন অনিষ্ট করেন নাই, তাঁহাদিগকেও নিহত করিয়াছে, তখন তোমাদিগকে যেরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তোমাদের সেইরূপ করা আবশ্যক।" সেনাপতি যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সিপাহীরা সমধিক উত্তেজিত হইয়া আক্রমণের উদ্‌যোগ করিল। একদল হইতে দুই একটি গুলি আসিয়া, ইঙ্গরেজ আফিসরদিগের মধ্যে পড়িল। পরক্ষণেই সকলে পরিত্যক্ত বন্দুক পরিগ্রহ করিল এবং তৎসমুদয়ে গুলি ভরিয়া ইউরোপীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সহসা গুলিবৃষ্টিতে ইঙ্গরেজ আফিসরেরা বিপন্ন, বিত্রস্ত ও বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সাত আট জন ইউরোপীয় সৈনিক নিহত হইল। আফিসরেরা কামানের সাহায্যে আক্রমণ নিরস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। মেজর বারেট নিরস্ত্রী-

* *Martin Indian Empire, vol II p. 285.*

করণের একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি এই আকস্মিক ব্যাপারে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার গতিরোধ হইল। তিনি একপদও অগ্রসর না হইয়া, সেই বিপক্ষ সৈনিকদিগের মধ্যে আপনার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, প্রশান্তভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সিপাহীরা উত্তেজিত হইলেও প্রভুভক্তির অবমাননা করিল না, ইঙ্গরেজের শোণিতপাতে অগ্রসর হইলেও আপনাদের হিতৈষী ইঙ্গরেজ অধিনায়কের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইল না, এবং কর্ত্তৃপক্ষের অবিচারে ও অদূরদর্শিতায় মর্ম্মাহত হইয়া, বিদেশী ও বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও সেই বিদেশী ও বিধর্ম্মীর প্রতিও সমুচিত প্রীতি-প্রকাশে নিরস্ত থাকিল না। সদাচারে ও স্নিগ্ধ ব্যবহারে যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা এ সময়েও অটলভাবে রহিল। সিপাহীরা মেজর বারেটকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিল।

সিপাহীদিগকে এইরূপ উত্তেজিত ও যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা কামান সকল সজ্জিত করিয়া, গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সিপাহীরা কামানের সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৃহের পশ্চাৎ থাকিয়া, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের উপর তীব্রবেগে গুলি চালাইল। কিন্তু ইঙ্গরেজ সেনানায়কেরা কামান বন্ধ রাখিলেন না। কামানের গোলায় কয়েকজন সিপাহী নিহত হইল। অবশিষ্ট সিপাহীদিগের অনেকে নগরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, অনেকে অদূরবর্ত্তী লোকালয়ে যাইয়া ভবিষ্যতে বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ দেখিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে, একদল এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী ও একদল শিখ কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ইহারাও পূর্ব্বোক্ত সিপাহীদিগের ন্যায় সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হইয়াছিল। ইহাদের সন্দেহ ও আশঙ্কা তিরোহিত হইল না। অশ্বারোহীদিগের একজন উত্তেজিত হইয়া, আপনাদের সেনা-নায়ককে গুলি করিল, আর একজন তাঁহাকে নিষ্কোষিত তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিতে চেষ্টা করিল। শিখেরা নিস্তব্ধভাবে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করে নাই। সেই কাওয়াজের ক্ষেত্রেও তাহারা ধীরতার পরিচয় দিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষ যদি সে সময়ে তাহাদের রাজভক্তির উপর

সন্দিহান না হইতেন, তাহাদের বিশ্বস্ততার উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতেন, এবং তাহাদিগকে প্রকৃত উদ্দেশ্য ধীরভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, শিখসৈন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে সময়ে এরূপ ধীরতার পরিচয় দেওয়া হয় নাই, এরূপ সরলতা দেখাইয়াও অধীন সৈন্য-দিগকে শান্তভাবে শান্তিময় পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। শিখেরা যখন ধীরভাবে পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বারোহী সৈনিকদিগের যুদ্ধোদ্‌যোগ দেখিতেছিল, তখন ইঙ্গরেজ সেনানায়কেরা তাহাদের উপরও সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং শিখ ও অশ্বারোহী সিপাহী, সকলকেই একসূত্রে আবদ্ধ ও একবিধ কার্য্যসাধনে উদ্যত ভাবিয়া আত্মরক্ষার জন্য কামানের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের এইরূপ অধীরতা দেখিয়া, একজন শিখ একজন ইঙ্গরেজ সেনানায়কের উপর গুলিনিক্ষেপ করিল, অমনি তাহার দলস্থ আর একজন সেই সেনানায়কের প্রাণরক্ষার্থ অগ্রসর হইল। শিখ সৈনিকদলের একজনের উত্তেজনার গতিরোধে আর একজন যখন যত্নশীল হইতেছিল, একজনের বিদ্বেষবুদ্ধির নিবারণ জন্য আর একজন যখন অটল বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতেছিল, তখন সহসা ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা সহসা এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগকে আততায়ী মনে করিয়া অস্ত্রধারণ করিল। অমনি এতদ্দেশীয় সৈনিকেরা ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। এই সময়ে কামান সকল অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিকগণ পূর্ব্বোক্ত ৩৭ গণিত সিপাহীদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তাহাদের আবাস গৃহ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। যদি এতদ্দেশীয় পদাতিক ও শিখসৈনিকেরা অগ্রসর হইয়া কামান সকল অধিকার করিত এবং শৃঙ্খলার সহিত দলবদ্ধ হইয়া ঐ কামানের সাহায্যে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত, তাহা হইলে বারাণসী নিঃসন্দেহ ইঙ্গরেজের হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িত। কিন্তু তখন সিপাহীদিগের মধ্যে এরূপ শৃঙ্খলা ছিল না। অভীষ্ট কার্য্যসাধনের কোনরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীও ছিল না। সিপাহীরা কোন দূরদর্শী অধিনায়কের আদেশানুসারে পরিচালিত হয় নাই। কোন বিচক্ষণ যুদ্ধবীর তাহাদের সমক্ষে কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। তাহারা যখন উত্তেজনায়

অধীর হইয়া আপনাদের মধ্যে আপনারাই বিষম কোলাহল করিতেছিল, অধীরভাবে আপনারাই আপনাদিগকে সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া ভাবিতেছিল, এবং আপনারাই আপনাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীরপুরুষ মনে করিয়া গর্ব্বসহকারে ও যথেচ্ছভাবে অস্ত্রপরিচালনপূর্ব্বক বিজয়ের আশা করিতেছিল, তখন একজন ইঙ্গরেজ সেনানায়ক বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া কামান সকল অধিকার করিল। অমনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের মধ্যে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহীরা আর সে অগ্নিময় পিণ্ডের গতিরোধে সমর্থ হইল না। তাহারা গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিল। বারাণসীর কাওয়াজের ক্ষেত্রে ইঙ্গরেজের প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিল।

নিরস্ত্রীকরণব্যাপারে যখন এইরূপ গোলযোগ ঘটিতেছিল, কর্ত্তৃপক্ষের অবিচার ও অসাবধানতাদোষে যখন সিপাহীদিগের এক দলের পর আর এক দল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতেছিল, তখন বারাণসীর ইঙ্গরেজ সেনাপতি নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমক্ষে যে, উৎকট কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল, সে ক্ষেত্রে অধিক দূর অগ্রসর হইবার আর তাঁহার সামর্থ্য রহিল না। নিদাঘ-তপন আপনার প্রখর রশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলশায়ী হইতেছিল, তাহার পরিম্লান জ্যোতিঃ জগতের সমক্ষে অবস্থার পরিবর্ত্তনশীলতার পরিচয় দিতেছিল। সান্ধ্যসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া জীবহৃদয়ের শান্তিসম্পাদন করিতেছিল। রোগশীর্ণ ও জরাজীর্ণ সেনাপতিও অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় পরিম্লান হইলেন। স্নিগ্ধ সমীরণ তাঁহার হৃদয়ের শান্তিবিধানে সমর্থ হইল না। তীব্র মনোযাতনায় ও দুঃসহ দুঃখে তিনি আপনার কার্য্যভার কর্ণেল নীলের হস্তে সমর্পিত করিলেন। নীল এখন বারাণসীর সেনাপতি হইয়া বলবতী প্রতিহিংসার পরিতর্পণে উদ্যত হইলেন। যে সকল সিপাহী আপনাদের আবাসগৃহে আশ্রয় হইয়াছিল, তাহারা তাড়িত ও নিহত হইল। যাহারা নির্জ্জন কুটীরে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারা সেই সকল কুটীরের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল।

উপস্থিত সময়ে সিপাহীদিগকে এইরূপে নিরস্ত্র করিবার উদ্যোগ করা সঙ্গত হয় নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সিপাহীরা তত্ত্বজ্ঞ বা দূরদর্শী নহে। তাহাদের

সমক্ষে কোন বিষয়ে অসাবধানতা বা অধীরতা প্রকাশ করিলে, তাহারা সহজেই সন্দিগ্ধ, অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। বারাণসীর কর্তৃপক্ষ যদি সিপাহীদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত না করিতেন, এবং তাহাদের সমক্ষে ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ও কামান সকল সজ্জিত করিয়া, তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ না দিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, সিপাহীরা সহসা ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত না। তাহাদের প্রতি স্নিগ্ধভাব প্রকাশ করিলে তাহারাও আপনাদের সেনানায়কদিগকে স্নিগ্ধভাবে দেখিত, এবং তাহাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিলে তাহারাও সেনানায়কদিগের বিশ্বস্ত হইয়া উঠিত। যখন তাহারা উত্তেজিত হইয়া ইউরোপীয় সৈনিকদিগের উপর অবিচ্ছেদে গুলিবৃষ্টি করিতেছিল, তখনও বলবতী জিঘাংসায় তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিলুপ্ত হয় নাই। তাহারা তখনও আপনাদের অনুরক্ত সেনানায়ক মেজর বারেটকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। মেজর বারেটের ন্যায় যদি সকলেই সিপাহীদিগের প্রতি প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হইত না। বিশেষতঃ, শিখ সৈনিকদিগের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাইলে তাহারা নিঃসন্দেহ কর্তৃপক্ষের অনুরক্ত থাকিত। নিরস্ত্রীকরণসম্বন্ধে বারাণসীর কমিশনর সাহেব ৬ই জুন গবর্ণর জেনেরলকে লিখিয়াছিলেন, “আমার বোধ হয় সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে সাতিশয় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে অনেকেই নিরস্ত্র হইয়াছিল। আপনাদের এই নিরস্ত্র সহযোগীদিগকে আক্রমণ করা হইবে ভাবিয়া সশস্ত্র সিপাহীরা নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিল। এ বিষয়ে একজন সিবিল কর্ম্মচারীর মতামত প্রকাশ করা উচিত নহে, কিন্তু সাধারণের মতে উপস্থিত কার্য্য ধীরভাবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় নাই।” এ অংশে লর্ড কানিঙ্গও কমিশনর সাহেবের সহিত একমত হইয়াছিলেন। তিনি কমিসনরের পত্রপ্রাপ্তির এক পক্ষ পরে বিলাতে ভারতবর্ষশাসনসমিতির অধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, “বারাণসীর সিপাহীদিগকে বড় তাড়াতাড়ি ও অবিবেচনাপূর্ব্বক নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। একদল শিখ সৈন্যকে টানিয়া আনিয়া বিপক্ষতায় প্রবর্ত্তিত করা হয়, ইহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহারাও

আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিত।” ইহার ১৬ মাস পরে, যে সকল দেওয়ানী কর্ম্মচারীর উপর উপস্থিত বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল. তাঁহারাও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পর এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, “যখন শিখ সৈনিকদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই, সমস্ত ব্যাপারই তাহাদিগকে যারপরনাই, বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সৈনিকদল রাজভক্ত ছিল, যদি ইহাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শিত না হইত, তাহা হইলে ইহারা আমাদের পক্ষসমর্থন করিত।” দূরদর্শী বিচারকগণ উপস্থিত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা ধীরপ্রকৃতি ও সমীক্ষ্যকারী, তাঁহাদের নিকট কখনও এই মত উপেক্ষিত হইবে না। কিন্তু উপস্থিত সময়ে অনেক ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ এই মতানুসারে পরিচালিত হয়েন নাই! যে স্থলে ধীরতা ও উদারতা দেখাইলে সুফলের উৎপত্তি হইত, সেই স্থলে তাঁহারা অধীরতা ও অনুদারতার একশেষ দেখাইয়াছেন, স্নিগ্ধ ভাব ও সদয় ব্যবহার যে স্থলে আশ্রিত ও প্রতিপালিতদিগকে তাঁহাদের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিত, তাঁহারা সেই স্থলেই কঠোরতা দেখাইয়া সেই আশ্রিত ও অনুগতদিগকে তাঁহাদের ঘোরতর শত্রু করিয়া তুলিয়াছেন। এ সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে কোমল বৃত্তির বিকাশ দেখা যায় নাই, তাঁহারা সংহারিণী তামসী বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যপটুতা ছিল, শ্রমশীলতা ছিল, একাগ্রতা ছিল, কিন্তু একমাত্র ধীরতা ও সদ্বিবেচনার অভাবে তৎসমুদয়ই বিপত্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা কেবল তরবারির সাহায্যে আত্মরক্ষার সহিত সাম্রাজ্যরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ তরবারির বলে রক্ষিত হইবে, তাঁহাদের প্রাধান্য ও তাঁহাদের ক্ষমতাও এই তরবারির বলেই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা যে স্থলে তরবারির সাহায্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থলেই ভয়াবহ বিপ্লবের বিকাশ হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের অনুরক্ত ও তাঁহাদের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ না হইলে তাঁহাদের জীবন

নিরাপদ ও তাঁহাদের রাজ্য শান্তিপূর্ণ হইত না। তাঁহারা অনুরক্ত ও স্নিগ্ধ-প্রকৃতি ভারতবর্ষীয়ের অনুপম স্নিগ্ধভাবেই উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বদেশীয় শাসকবর্গের লোকরঞ্জনক্ষমতা না থাকিলে ভারতবর্ষে তাঁহাদের আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইত না।

উত্তেজিত সিপাহীরা কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইলেও বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলেন না। রজনীসমাগমে নগরের দুর্বৃত্ত অধিবাসিগণ পলায়িত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাছে নানা অনর্থ ঘটায়, এই আশঙ্কা তাহাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। সৈনিক-নিবাস ও নগরের মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড টাকশালা ছিল। অনেক ইউরোপীয় ঐ গৃহে আশ্রয় লইলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক ইউরোপীয়েরা চুনারে যাইবার জন্য রামনগরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সিবিল কর্ম্মচারিগণ পরিজনবর্গের সহিত কলেক্টর সাহেবের কাছারিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন*। এই সময়ে খাজাঞ্চিখানারক্ষার ভার কতিপয় শিখ সৈনিকের উপর সমর্পিত ছিল। ইহাদের স্বদেশীয়গণের অনেকে সৈনিক নিবাসে নিহত হইয়াছিল, ইহারাও এজন্য উত্তেজিত হইয়া, ধনাগারবিলুণ্ঠন কবিতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষ এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু একজন প্রশান্তপ্রকৃতি শিখ সর্দ্দারের অবিচলিত রাজভক্তি ও দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের গুণে উক্ত আশঙ্কা দূর হইল। এই রাজভক্ত শিখ সর্দ্দারের নাম সুরত সিংহ।

যখন দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসান হয়, লর্ড ডালহৌসির আদেশে যখন পঞ্জাবকেশরীর বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইয়া যায়, তখন সর্দ্দার সুরত সিংহকে পঞ্জাব হইতে বারাণসীতে আনিয়া আবদ্ধ করা হয়। পঞ্জাব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছিল, সুরত সিংহও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইঙ্গরেজের বন্দী হইয়াও হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে অণুমাত্র বিচ্যুত হইলেন না; যখন বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইবে ভাবিয়া চিন্তিত হইতেছিলেন, এবং রজনীসমাগমে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের ভয়াবহ চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বিচলিত হইয়া

* কমিশনর সাহেব ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন না। তিনি টাকশালে গিয়াছিলেন।

উঠিতেছিলেন, তখন এই বর্ষীয়ান্ শিখ সর্দ্দার অটলসাহসে ও অতুল্য তেজস্বিতাসহকারে গুলিপূর্ণ বন্দুক স্কন্ধে লইয়া ইঙ্গরেজদিগকে কাছারিগৃহে লইয়া গেলেন। ইংরেজের প্রতি তাঁহার এইরূপ গভীর অনুরাগ ও বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া, ধনরক্ষক শিখ সৈনিকদিগের উত্তেজনা তিরোহিত হইল। এই ধনাগারে তাহাদের নির্ব্বাসিতা মহারাণী ঝিন্দনের মণিমুক্তা প্রভৃতি ছিল। স্বদেশের শোচনীয় অধঃপতনের বৃত্তান্ত এ সময়েও তাহাদের স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ সিংহ যেরূপে পিতৃসিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তেজস্বিনী মহারাণী যেরূপে পবিত্র পঞ্চনদ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধনরত্নসমূহ যেরূপে কোম্পানির ধনাগারে স্থানপরিগ্রহ করিয়াছিল, তৎসমুদয়ের মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ এ সময়েও তাহা- দিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল, ইহার উপর তাহার সৈনিকনিবাসে তাহাদের স্বদেশীয়গণের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে অধিকত উত্তেজিত হইয়াছিল। ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনের সময়ও তাহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত ছিল। তাহারা যখন ঐ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্ক- করিতেছিল, তখন বর্ষীয়ান্ শিখ সর্দ্দারের প্রশান্তভাবে তাহাদের হৃদয়ে অশান্তি দূর হইল। তাহারা কোনরূপ বিরাগের চিহ্ন না দেখাইয়া ধীরভাবে গবর্ণমেণ্টের অর্থ ও লাহোরের মণিমুক্তা প্রভৃতির রক্ষার ভার ইউরোপী- দিগের হস্তে সমর্পিত করিল। কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্পত্তি অধিকতর নিরাপদ স্থানে লইয়া গেলেন। এইরূপ ধীরতা ও বিশ্বস্ততার জন্য কমিশনর সাহেব পরদি- প্রাতঃকালে দশ হাজার টাকা ধনরক্ষক শিখ সৈনিকদিগকে পারিতোষি- দিলেন।

এই হিতৈষী ও উদারপ্রকৃতি শিখ সর্দ্দারই কেবল উপস্থিত সঙ্কটসম- হিতৈষিতা ও উদারতার পরিচয় দেন নাই। তবষ তরবারির্ম্মর চিরপবি- আশ্রয়ভূমির অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুও এ সময়েও এই তরবর্টায্য করি- ছিলেন। পণ্ডিত গোকুলচাঁদ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্ম অমূলক বলিশসীতে যে- সকলের সম্মানভাজন ছিলেন, সেইরূপ উদারতা ও ধীরতার জন্য সকলে- আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোকুল চাঁদ জজ আদালতের নাজি- ছিলেন, সুতরাং জজ সাহেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তি-

রাত্রিদিন অবিচ্ছিন্ন উদ্যম ও পরিশ্রমসহকারে বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের সহায়তা করেন। ইঙ্গরেজের সমধর্ম্মারাও তাঁহার ন্যায় স্বজাতীয়ের উদ্ধার জন্য উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পণ্ডিত গোকুলচাঁদের প্রয়াস বিফল হয় নাই। তাঁহার অপরিসীম যত্নে বিপন্ন ইউরোপীয়েরা আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। পণ্ডিত গোকুলচাঁদ ব্যতীত আর এক জন সদাশয় ধনী পুরুষ ইউরোপীয়দিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম রাও দেবনারায়ণ সিংহ। ইনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ইঁহার মহানুভাবতায়, ইঁহার দয়ায়, সর্ব্বোপরি ইঁহার দূরদর্শিতায় বারাণসীর ইউরোপীয়েরা যে, কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক জন ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিক (স্যার জন কে) স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, ইঁহার (দেব-নারায়ণের) কার্য্যের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, তাহার কোন কথাই অতিশয়োক্তিতে দূষিত হইতে পারে না। রাজভক্ত কর্ম্মচারী ও সম্পত্তিশালী বিষয়ী, উভয়েই এই সঙ্কটকালে পরার্থপরতার পরিচয় দিয়া ইঙ্গরেজের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। বারাণসীর মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ এ সময়ে ইঙ্গরেজের সাহায্য করিতে উদাসীন থাকেন নাই; তিনি রাত্রিকালে নিরাশ্রয় ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং আপনার অর্থ ও অনুচরবর্গ সমস্তই, কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পিত করিয়া রাজ-ভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিলেন। পবিত্র বারাণসীর পবিত্রস্বভাব হিন্দুর সাহায্যে ইউরোপীয়েরা এইরূপে নিরাপদ হয়েন। যাঁহারা এই স্থান খ্রীষ্টধর্ম্মা-লোকে আলোকিত করিবার জন্য বাস করিতেছিলেন, বিধর্ম্মীর অপরিসীম দয়াই এ সময়ে তাঁহাদিগের জীবনরক্ষার অবলম্ব হইয়াছিল। তাঁহারা হিন্দুর এইরূপ পরার্থপরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং বিস্ময়সহকারে হিন্দুর অপূর্ব্ব মহত্ত্বের গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। সুরত সিংহের কার্য্য-তৎপরতায় কাছারিগৃহে ইঙ্গরেজেরা নিরাপদ ছিলেন, এবং টাকশালায় ইউরোপীয়েরা পরিজনবর্গের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। রাত্রি দুইটার সময় কতিপয় ইঙ্গরেজ কাছারি হইতে টাকশালে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহাদের সকলকেই সবিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের স্ত্রী,

পুত্র, দাস দাসী, সকলেই একস্থানে স্তূপীকৃত দ্রব্যের ন্যায় রহিয়াছিল। যে সকল ইউরোপীয় এই গৃহ রক্ষার জন্য নিম্নতলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার সকলেই দিবসের গুরুতর শ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; গৃহের অঙ্গনে গাড়ি, পাল্কি, ঘোড়া প্রভৃতি বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত ছিল। ইউরোপীয়ের এইরূপে কষ্টে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহারা সম্মুখে সর্ব্ববিধ্বংসের বিকট চিত্র দেখিতেছিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদে আশঙ্কা পরিবর্দ্ধিত, হৃদয় অবসন্ন ও নিদ্রা অন্তর্হিত হইতেছিল; ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, তাঁহারা নিরাপদে ও অক্ষতশরীরে রহিলেন। প্রভাতসময়ে সমগ্র নগর শান্তভাব অবলম্বন করিল। বিপন্ন ইউরোপীয়গণ এইরূপ প্রশান্ত ভাবে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাদের অধ্যুষিত গৃহ সকল গভীর রজনীতে গভীরতর শান্তভাবের পরিচয় দিতেছিল, তাঁহাদের বাঙ্গলা, তাঁহাদের কাছারি সমস্তই পূর্ব্ববৎ অবস্থায় ছিল, প্রভাতে তাঁহারা দেখিলেন, নগরে কোনরূপ গোলযোগ নাই, অধিবাসিগণ নিরুদ্বেগে ও ধীরভাবে আপনাদের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহারাও নিঃশঙ্কচিত্তে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন।

ইউরোপীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে, বারাণসী যেরূপ হিন্দুপ্রধান স্থান হিন্দুগণ চিরন্তন ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই স্থানে তাঁহাদের নিঃসন্দেহ সর্ব্বনাশ ঘটিবে। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহার বিপরীত ঘটিল। হিন্দুপ্রধান বারাণসী খ্রীষ্টধর্ম্ম বলম্বীর শোণিত-প্রবাহে কলঙ্কিত হইল না। কমিশনর সাহেব এজন্য গবর্ণ জেনেরলের নিকট বিস্ময়প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইঙ্গরে যদি হিন্দুর চরিত্র বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিস্ময়ের অবির্ভাব হই না। হিন্দু বিপন্নের উদ্ধারে উদাসীন নহে, রাজভক্ত প্রজার ধর্ম্মপালনে কাতর নহে, এবং প্রতিহিংসার পরিতর্পণ জন্য দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে অগ্রসর নহে। ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও স্নেহ ও প্রীতির সম্মোহন ভা দেখিলে, হিন্দু আপনা হইতেই তাহার নিকট আনত হয়। ইঙ্গরেজ তাহা বিধর্ম্মী ও বিজাতি ভাবিয়া আপনাদের শত্রুর শ্রেণীতে নিবেশিত করি পারেন, সর্ব্বদা তাহার আক্রমণের ভয়ে আত্মহারা হইতে পারেন; কি

হিন্দু বিপদের সময়ে তাঁহার প্রত্যুপকারে উদাসীন নহে। ইঙ্গরেজ যদি হিন্দুর জাতীয় চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই বিপ্লব সর্ব্বব্যাপী হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ডের উৎপত্তি করিত না, এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত গভীর আশঙ্কার বিকট ছায়াও প্রসারিত হইত না, ইঙ্গরেজ যে স্থলে হিন্দুর প্রতি স্নেহ ও প্রীতি দেখাইয়াছেন, সেই স্থলেই হিন্দু তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। ইঙ্গরেজ ইহা না বুঝিয়া অশুভক্ষণে তরবারির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সমবেদনা, দদাশয়তা ও স্নেহশীলতা, সমস্তই দূরীভূত করিয়া কঠোরভাবে কঠোরতর শাসনদণ্ডের পরিচালনার সহিত আত্মপ্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই কঠোর নীতিও পরিণামে অমৃতের বিনিময়ে গরলধারা উদ্গীরণ করিয়াছিল।

হিন্দুত্বের নিদর্শনভূমি বারাণসী হিন্দুর চিরপ্রসিদ্ধ প্রশান্তভাবের পরিচয় দিল। ইঙ্গরেজ আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিলেন। কিন্তু ইহাতে ইঙ্গরেজের ক্রোধের শান্তি হইল না, এবং বলবতী প্রতিহিংসারও বিলয় দেখা গেল না। সিপাহীদিগের উত্তেজনায় বারাণসীর ইঙ্গরেজেরা এক সময়ে আপনাদিগকে প্রণষ্টসর্ব্বস্ব মনে করিয়াছিলেন; সেই উত্তেজিত সিপাহীদিগের অনেকে নিহত ও অনেকে ইতস্ততঃ পলায়িত হইয়াছিল, ইঙ্গরেজ এখন নিরাপদ হইয়া, বারাণসীবিভাগের অধিবাসীদিগের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইলেন। ৯ই জুন এই বিভাগে সামরিক আইন প্রচারিত হইল। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত আইনের বলে অবাধে সংহারকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। পল্লীতে পল্লীতে বেত্রাঘাত, ফাঁসী কিছুই বাকী রহিল না। ছোট বড়, সকলেই ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুকুর অথবা বিষাক্ত সর্পের ন্যায় নির্দ্দয়তাসহকারে নিহত হইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ উত্তেজিত লোকের আক্রমণভয়ে যে রাত্রিতে কাছারিগৃহ ও টাকশালায় আশ্রয়গ্রহণ করেন, সেই রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহারা দেখিলেন, সারি সারি ফাঁসিকাষ্ঠ সকল সাজান রহিয়াছে। প্রতিদিনই এই সকল ফাঁসিকাষ্ঠে অনেকের প্রাণবায়ুর অবসান হইতেছে। এক জন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক লিখিয়াছেন যে, কোমলপ্রাণা ইঙ্গরেজ মহিলারাও হতভাগ্যদিগের হত্যাকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করিতে ত্রুটি

করেন নাই*। এই সময়ে বারাণসীর অধিবাসীরা ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে মানবাকারের দুর্দ্দান্ত অসুর বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই অসুরদিগের হস্তে কেহই পরিত্রাণ পায় নাই, ইহারা যাহাকে ধরিয়াছে তাহারই জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। অনেকে উপস্থিত হত্যাকাণ্ড সেনাপতি নীলের অনুমোদিত ও অনুষ্ঠিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন†।

এই সময়ে কয়েকটি বালক ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলে বিপক্ষ সিপাহীদিগের পতাকা উড়াইয়া ও টম্ টম্ বাজাইয়া যাইতেছিল, এই অপরাধে সৈনিক বিচারালয়ে ইহাদের বিচার হয়। একজন বিচারক কোমলপ্রাণ বালক-দিগের কাতরতা দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। বিচারে বালকদিগের মৃত্যুদণ্ড হইল। উক্ত দয়ার্দ্র বিচারক এই অসহায়, বিপন্ন ও সর্ব্বাংশে নিরীহস্বভাব শিশুদিগের প্রতি করুণাপ্রদর্শন করিতে প্রধান সেনাপতিকে অশ্রুপূর্ণনয়নে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল না। কোমলমতি বালকেরা প্রাণের দায়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, তাহাদের করুণ রোদনধ্বনিতে বিচারকদিগের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। বারাণসীর কঠোরপ্রকৃতি সেনাপতি সর্ব্বসংহারক মহাকালের ন্যায়, অবিচলিতভাবে সর্ব্বসংহারকার্য্যের অনুমোদন করিতে লাগিলেন। এই বিধ্বংসব্যাপারে জল্লাদের অভাব হইল না, অনেকে নিজের ইচ্ছায় জল্লাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিল, এবং নগরের পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয়ে গমন করিয়া অধিবাসীদিগকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইতে লাগিল। এক ব্যক্তি এই কার্য্যে কিরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল, আম্রবৃক্ষ সকল ফাঁসিকাষ্ঠ স্বরূপ করা হইয়াছিল। অপরাধী দিগকে হাতীর উপর চড়াইয়া তাহাদের গলদেশে ফাঁস দেওয়া হইয়াছিল। বারাণসীর ৩০ মাইল দূরে কতকগুলি বিপক্ষ সিপাহী অবস্থিতি করিতেছে,

* *Rev. James Kennedy. Empire in India. Vol. II. p. 288.*

† কে সাহেব লিখিয়াছেন উপস্থিত ঘটনার ৪।৫ দিন পরে সেনাপতি নীল বারাণসী হইতে যাত্রা করেন। এজন্য এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না। *Keye, Sepoy War. vol. II. p. 236.* কিন্তু হল্‌মেস্ সাহেব হত্যাকাণ্ডে সেনাপতি নীলকেই দায়ী করিয়াছেন। *Holmes, Indian Mutiny, p. 223*

বারাণসীর কর্তৃপক্ষ ২২ শে জুন এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ২৭ শে জুন ২৪০ জন ইউরোপীয় সৈন্য ও কতিপয় শিখ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। ইহাদের আগমনে সিপাহীরা ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। অনেকে নিহত হয়, অনেকে ধৃত হইয়া উল্লিখিতরূপে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে থাকে। ইউরোপীয় সৈনিকেরা ক্রোধের আবেগে ও প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, নিরতিশয় নির্দ্দয়ভাবে কুড়িটি পল্লী দগ্ধ করিয়া জনশূন্য মহাপ্রান্তরে পরিণত করে। একজন তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ এই সৈনিকশ্রেণীতে ছিলেন। বয়সের নবীনতায় তাঁহার কল্পনা যেমন নবীনভাবে পূর্ণ ছিল, হৃদয়ের বৃত্তি সকলও সেইরূপ নবীনতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে কঠোর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং যে কঠোর কার্য্যসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রে অটল ও সেই কার্য্যসাধনে অবিচলিত থাকিলেও হৃদয়ের কোমলতর নবীন বৃত্তিগুলিতে একবারে জলাঞ্জলি দেন নাই। নবীন ভাবে বিভোর ও নবীনতর কোমল বৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া, সৈনিক যুবক উক্ত পল্লীদাহের এইরূপ হৃদয়স্পর্শিনী বর্ণনা করিয়াছেন :—

"আমরা ৮ দিন ও ৯ রাত্রিতে ৪২১ মাইল অতিক্রম করিয়া ২৫ শে জুন বারাণসীতে উপনীত হইলাম। ২৭ শে জুন সন্ধ্যাকালে আমাদের দলের ২৪০ জন সৈনিক (ইহাদের মধ্যে আমি একজন) ১১০ শিখ ও ২০ জন সওয়ার বারাণসী হইতে যাত্রা করিল। সওয়ারগণব্যতীত আমরা সকলে গোরুর গাড়ীতে যাইতে লাগিলাম। পরদিন বেলা ৩টার সময় আমরা ৩ দলে বিভক্ত হইয়া পল্লীসমূহে অপরাধীদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যে দলে ছিলাম, সেই দল একটি পল্লীতে উপস্থিত হইল, পল্লীবাসীরা পল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমরা উক্ত পল্লীতে আগুন লাগাইলাম, পল্লী ভস্মীভূত হইয়া গেল। যখন আমরা ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে আসিল এবং কহিল, যে দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটি পল্লী তাহাদের দলস্থ লোকে পূর্ণ রহিয়াছে, ঐ সকল লোক যুদ্ধার্থ সজ্জিত আছে। আমরা দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে গেলাম। আমরা যখন তাহাদের নিকট হইতে ৬০০ শত হস্ত দূরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তাহারা দৌড়িতে লাগিল। আমরা তাহাদের উপর বন্দুক ছুড়িতে লাগিলাম, এবং তাহাদের ৮ জনকে

গুলির অঘাতে ভূতলশায়ী করিলাম। আমরা পল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিলাম, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সত্বরপদে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং হাত তুলিয়া আমাদের অফিসারকে সেলাম করিল। আমরা তাহাকে সিপাহী বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবরুদ্ধ করিলাম। সেই ব্যক্তি ও আর ২০ জন আমাদের বন্দী হইল। আমরা পথস্থিত গোরুর গাড়ীর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। একটি প্রাচীন লোক আমাদের নিকট আসিয়া, আমরা যে গ্রাম দগ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা চাহিল। আমাদের সহিত একজন মাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই বৃদ্ধ, গ্রামে দুর্বৃত্তদিগকে আশ্রয় দিয়া খাদ্য সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। এই বিষয়ের বিচার করিতে ৫ মিনিট মাত্র সময় লাগিল। পূর্ব্বোক্ত সিপাহী ও এই অর্থপ্রার্থী বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পথের পার্শ্বে লইয়া যাওয়া হইল, সেই স্থানের একটি বৃক্ষের শাখায় উভয়কেই ফাঁসী দেওয়া হইল; আমরা সমস্ত রাত্রি সেই পথে রহিলাম, ঐ দুই ব্যক্তির শব আমাদের পার্শ্বে বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা উত্থিত হইয়া, প্রান্তর দিয়া, কয়েক মাইল গমন করিলাম। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, আমরা আর একটি গ্রামে গমন করিলাম, এবং উহাতে আগুন লাগাইয়া গন্তব্য পথে ফিরিয়া আসিলাম। এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য দলও নিষ্কর্ম্মা ছিল না, তাহারাও আমাদের ন্যায় এই সকল কার্য্য করিতেছিল; যখন আমরা ফিরিয়া আসিলাম, তখন জলধারা আমাদের শিরোদেশ হইতে পদতল দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমরা ৮০ জনকে বন্দী করিয়াছিলাম, ৬ জনকে সেই দিন ফাঁসী দেওয়া হইল। ৬০ জনের বেত্রাঘাত দণ্ড হইল। ইহার পর মাজিষ্ট্রেট্ ঘোষণা করিলেন, অপরাধীদিগের প্রধান ব্যক্তিকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে ২০০০৲ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। আমরা সেই রাত্রিতে পথে শুইয়া রহিলাম। আমাদের পার্শ্বে উক্ত ছয় ব্যক্তি ফাঁসীরজ্জুতে বিলম্বিত রহিল। পরদিন অপরাহ্ণ ৫ টার সময় ভেরীধ্বনি দ্বারা অভিযানের সঙ্কেত করা হইল। এই সময়ে প্রবল-বেগে বৃষ্টিপাত হইতেছিল, আমরা এক হাঁটু জল ও কাদা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর

হইতে লাগিলাম। এইরূপে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া, আগুন দিলাম। এই সময়ে সূর্য্যোদয় হইল, আমাদের আর্দ্র বস্ত্রাদি বিশুষ্ক হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘর্ম্মে বস্ত্রাদি আর্দ্র হইয়া গেল। আমরা একটি বড় পল্লীতে আসিলাম। ঐ পল্লী লোকপূর্ণ ছিল; আমরা গ্রামের ২০০ জনকে অবরুদ্ধ করিয়া উহাতে আগুন দিলাম। আমি গ্রামমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, উহার চারিদিকই অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ শয্যা হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার হাঁটিবার সামর্থ্য ছিল না, খাটিয়াখানি লইয়া যাইতেও সে নিরতিশয় অশক্ত ছিল। আমি তাহাকে গ্রামের বাহিরে আসিতে আদেশ করিলাম এবং চতুর্দ্দিকব্যাপী অগ্নিশিখা দেখাইয়া কহিলাম, যদি সে আমার আদেশানুসারে কার্য্য না করে, তাহা হইলে অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আমি খাটিয়াসমেত ঐ বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিলাম। ইহার পর ঘুরিয়া একটি গলির মোড়ে আসিলাম। অগ্নিশিখা ও ধূমরাশি ব্যতীত আর কিছুই আমার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল না। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব, বিবেচনা করিবার জন্য মুহূর্ত্তকাল তথায় দাঁড়াইলাম। আমি যখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছিলাম, তখন অগ্নির তেজে এক খানি গৃহের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম প্রায় চারি বৎসরবয়স্ক একটি বালক গৃহদ্বারের দিকে আসিতেছে, আমি পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া কহিলাম, যদি সে না যায়, তাহা হইলে তাহাকে গুলি করা হইবে। ইহা কহিয়াই যে গৃহে বালকটি ছিল, সেইদিকে ছুটিয়া গেলাম। গৃহদ্বার সেই সময়ে অগ্নিশিখায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমি নিজের জন্য ভাবিলাম না, কেবল ঐ নিরুপায় শিশুটিই আমার ভাবনার বিষয়ীভূত হইল। আমি ছুটিয়া দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, ভিতরে একটি ছোট উঠান আছে। উঠানের চারি পার্শ্বের সকল গৃহে আগুন লাগিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নিরুপায় শিশুটি ব্যতীত তথায় আট হইতে দুই বৎসর বয়সের আরও ছয়টি শিশু দেখিতে পাইলাম, এতদ্ব্যতীত একটি অতি প্রাচীন ব্যক্তি ও প্রাচীনা স্ত্রীলোক ছিল। ইহারাও অপরের সাহায্যব্যতিরেকে হাঁটিতে পারিত না। একটি বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী একটি শিশুকে বুকে জড়াইয়া

রাখিয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিশুটি ৫।৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। প্রসূতিও প্রবল জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু তখন দেখিবার সময় ছিল না। আমি শিশুদিগকে বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহারা কেবল আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। আমি সদ্যোজাত শিশুটিকে লইলাম। প্রসূতি শিশুটিকে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমি পুনর্ব্বার তাহার কোলে দিলাম। আমি প্রসূতি ও তাহার সদ্যোজাত সন্তানকে বাহুদ্বারা জড়াইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। শিশুরা প্রাচীন ও প্রাচীনাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেল। উহারা আমার অনুসরণ করিবে জানিয়া, আমি আগে আগে যাইতে লাগিলাম; উহারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। অগ্নিশিখায় চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি এমন স্থানে আসিয়া পড়িলাম যে, সে স্থান হইতে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি শিশুদিগকে আমার অনুসরণ করিতে কহিয়া কোনরূপ বিঘ্নবাধা না মানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেক কষ্টে সকলকেই নিরাপদে বাহির কবিলাম। * * যে কাপড়ে তাহাদের দেহের অর্দ্ধভাগও আবৃত ছিল না, অগ্নির মধ্যে দিয়া আসিবার সময়ে তাহাও স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল; আমি তাহাদিগকে অদূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিলাম। কিছু দূর যাইয়া দেখিলাম, একটি প্রাচীনা বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার হাঁটিবার শক্তি ছিল না, কেবল হস্ত ও পদের উপর নির্ভর করিয়া যাইতে পারিত। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বাহিরে আনিতে চাহিলাম; কিন্তু সে আমার সাহায্য লইতে সম্মত হইল না। তাহার সহিত বিতণ্ডা করা অনাবশ্যক ভাবিয়া তাহাকে ধরিয়া বাহিরে আনিলাম। অনন্তর আর এক স্থানে যাইয়া একটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম; তাহার বয়স প্রায় ২২ বৎসর। যুবতী একটি আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির পার্শ্বে বসিয়াছিল, এবং সরবত দ্বারা তাহার বিশুষ্ক মুখ সিক্ত করিতেছিল। অগ্নি প্রবলবেগে অগ্রসর হইতেছিল; উহার জ্বালাময়ী শিখা, সমস্তই ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। মৃত্যুশয্যাশায়ী ব্যক্তির অদূরে চারিটি নারী আমার দৃষ্টিগোচর হইল, আমি দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে গেলাম এবং তাহাদিগকে ঐ পীড়িত ব্যক্তি

ও যুবতীর সাহায্য করিতে বলিলাম। কিন্তু তাহারা আপনাদের কার্য্য করাই আবশ্যক মনে করিল; আমি সঙ্গীন বাহির করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, যদি তাহারা আমার আদেশপালন না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বধ করা হইবে। তাহারা আমার সহিত আসিল এবং ঐ মৃত্যুদশাগ্রস্ত ব্যক্তি ও যুবতীকে বাহিরে আনিল। আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিলাম। অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়াছিল, আমি গ্রামের আর এক স্থানে যাইয়া ১৪০টি স্ত্রীলোক ও প্রায় ৬০টি শিশু সন্তান দেখিতে পাইলাম। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল। আমি এই পরিবারের যে প্রাচীনা স্ত্রীলোকটিকে বাহিরে আনিয়াছিলাম, সে আমার নিকট আসিয়া সকলের বিমুক্তির জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতে লাগিল। আমি খাইবার জন্য যে বিস্কুট পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে কয়েকখানি তাহাদিগকে দিলাম, কিন্তু তাহারা উহা গ্রহণ করিল না, কহিল, উহা লইলে তাহাদের জাতি নষ্ট হইবে। এই সময়ে ভেরীধ্বনি দ্বারা সকলকে একত্র হইবার সঙ্কেত করা হইল। আমি ফিরিয়া গেলাম। মহিলারা, তাহাদের পরমাত্মীয় স্নেহভাজনের প্রতি যেরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে, আমাকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। * * * আমরা বন্দীদিগের দশজনকে ফাঁসী দিলাম। প্রায় ষাটিজনের প্রতি বেত্রাঘাত দণ্ড হইল। সেই রাত্রিতে আমরা আর একটি পল্লী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলাম। বন্দিগণ যেরূপ দৃঢ়তাসহকারে ও প্রশান্তভাবে আম্রকাননে আত্মবিসর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ফাঁসীর রজ্জু ছিন্ন হওয়াতে একজন পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে আবার উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহাকে পুনর্ব্বার ফাঁসী দেওয়া হইল। সকলের ফাঁসী হইলে অপরাপর বন্দীদিগকে সেই দৃশ্য দেখাইবার জন্য সেই স্থানে আনা হইল। * * * ৬ই জুলাই আমাদিগকে ২০০০ দুই হাজার যুদ্ধোন্মুখ লোকের বিরুদ্ধে যাইতে হয়। আমাদের দলে ১৮০ জন সৈনিক ছিল। বিপক্ষেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আমাদের গতিরোধের জন্য দাঁড়াইয়াছিল। আমরা প্রবলবেগে অগ্রসর হইলে তাহারা পলায়ন করিল। আমরা তাহাদের

অধ্যুষিত পল্লীতে অগ্নি দিয়া উহার চারিদিক পরিবেষ্টিত করিলাম। তাহারা যেমন অগ্নিশিখা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বাহির হইতে লাগিল, আমরা অমনি তাহাদের প্রতি গুলিনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তাহাদের আঠার জন আমাদের বন্দী হইল। একসঙ্গে সকলের বিচার হইয়া গেল। * * * আমরা গুলি করিয়া তাহাদিগকে সেই স্থলে বধ করিলাম। আমরা এই বিভাগে পাঁচ শত লোককে এইরূপে নিহত করিয়াছিলাম*।”

বারাণসী বিভাগে এইরূপে অবাধে পল্লীদাহ ও নরহত্যা হইল। উত্তেজিত সিপাহীরা বারাণসীর কারাগার আক্রমণ করে নাই, এবং তথাকার কয়েদী-দিগকেও বিমুক্ত করিয়া নগর উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্তিময় করিয়া তুলে নাই। কয়েদীরা কারাগারে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিতেছিল। বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ যখন বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে বিপক্ষতাচরণের অপরাধে বন্দী করিলেন, তখন কয়েদীপূর্ণ কারাগারে তাহাদের সমাবেশ হইল না। তাঁহারা ঐ সকল বন্দীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান পাইলেন না, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদের বিচারকার্য্য শেষ হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই অনেকে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল, অনেকে কঠোর বেত্রাঘাতে নিপীড়িত ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। কিন্তু এইরূপ কঠোরতায়ও বিপ্লবের গতিরোধ হইল না। সিপাহীদিগের উত্তেজনায় দেখিতে দেখিতে জৌনপুর ও এলাহাবাদে ভয়ঙ্কর ঘটনার আবির্ভাব হইল।

জৌনপুর বারাণসীর ৩৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রান্ত-ভাগ দিয়া গোমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে জৌনপুর ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়। সেই সময় হইতে ইঙ্গরেজেরা এই স্থানে আপনাদের প্রাধান্য বদ্ধমূল করেন। জৌনপুরে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরময় দুর্গ ছিল। এই দুর্গে কয়েদীগণ অবরুদ্ধ থাকিত। নগরের পূর্ব্বদিকে সৈনিক নিবাস ছিল। উপস্থিত সময়ে লুধিয়ানায় ১৬৯ জন শিখ সৈন্য সৈনিকনিবাসে অবস্থিতি করিতেছিল। মরানামক একজনমাত্র ইউরোপীয় অফিসর এই সৈনিকদলে অধ্যক্ষতা করিতেন।

* এই পত্র বিলাতের টাইম্‌স্‌নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

৪ঠা জুন বারাণসীর ৩৭ গণিত সিপাহীদিগের ন্যায় শিখ সৈনিকেরাও কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিল। সেনাপতি যদি এই সময়ে ধীরতার বশবর্ত্তী হইতেন, এবং সদ্বিবেচনাসহকারে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে শিখেরা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইত না। একজনের উত্তেজনার পরিচয় পাইয়া, দলস্থ সকলকে উত্তেজিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। বারাণসীর কাওয়াজের ক্ষেত্রে যখন এক জন শিখ সৈনিক আপনাদের অধিনায়ককে গুলি করিল, তখন সেই দলের বিশ্বস্ত হাবিলদার চূড়া সিংহ আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও স্বীয় বাহু দ্বারা সেই গুলির আঘাত হইতে অধিনায়ককে রক্ষা করিতে যত্নশীল হইল। প্রভুভক্ত হাবিলদারের বাহুতে গুলি প্রবিষ্ট হইল, তাহাদের অধিনায়ক নিরাপদ হইলেন; অপরাপর শিখ সৈন্য ধীরভাবে ইহা চাহিয়া দেখিল। আর কেহই উত্তেজনার চিহ্ন দেখাইল না, এবং কেহই আপনাদের বন্দুক সজ্জিত করিয়া ইউরোপীয়দিগের প্রতি গুলিনিক্ষেপ করিল না। যদি এই সময়ে অধিনায়কগণ সমগ্র শিখ সৈন্যের বিশ্বস্ততার উপর সন্দিহান না হইতেন, একজনকে উত্তেজিত দেখিয়াই যদি সমগ্র দলকে আপনাদের বিপক্ষশ্রেণীতে সমাবেশিত না করিতেন এবং যদি ধীরভাবে ঐ সৈনিকদলকে কর্ত্তব্যকার্য্যসম্পাদনে মনোযোগী হইতে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে শিখসৈন্য বিদ্বেষবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিত না। কিন্তু সে সময়ে এরূপ ধীরতা প্রদর্শিত হয় নাই। সেনাপতিদিগের বিচারদোষে বাঙ্গালার সিপাহিদিগের ন্যায়, শিখ সৈন্যদিগেরও বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কোম্পানি ভারতবর্ষের সমগ্র জাতিকে অবিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন, এবং সকলকেই একবিধ দণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বারাণসীতে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ যদি জৌনপুরের ইউরোপীয় সেনাপতির নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সেনাপতি তত্রত্য শিখসৈন্যদিগকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া শান্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সময়ে বিশিষ্ট সত্বরতাসহকারে এক সৈনিকনিবাস হইতে আর এক সৈনিকনিবাসে সংবাদ প্রেরিত হইত না। এদিকে বাজার গুজবসকল যেন বাতাসের উপর ভর করিয়া, চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িত। এক সেনানিবাসের সেনাপতি অপর সেনানিবাসের বিবরণ জানিয়া সাবধান হইতে না হইতেই তাঁহার অধীন সৈন্যগণ বাজারগুজব শুনিয়া অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠিত। ৪ঠা জুন জৌনপুরে গুজব উঠিল যে, আজিমগড়ের সৈন্যগণ কোম্পানির বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তৎপরদিন বারাণসীর ৩৭ গণিত সিপাহীসৈন্যদলের কথা জৌনপুরবাসীরা জানিতে পারিল। জৌনপুরের শিখসৈনিকেরা এ সংবাদে কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ করিল না। তাহারা সেই পলায়িত ও ইতস্ততঃ ধাবিত সিপাহীদিগের আক্রমণ হইতে জৌনপুরের ইউরোপীয়দিগকে রক্ষা করিতে সজ্জিত হইয়া রহিল।

ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীগণ, উক্ত সিপাহীদিগের ভয়ে, কাছারিগৃহে আশ্রয় লইল। শিখসৈনিকেরা অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখভাগে সজ্জিত থাকিল। বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় সংবাদ আসিল যে ৩৭ গণিত সিপাহীরা নিকটবর্ত্তী কুঠী লুঠ করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। জৌনপুরের ইউরোপীয়গণ এই সংবাদে আশ্বস্ত হইয়া ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু বিপদ অন্তর্হিত হইল না, জৌনপুরের শিখসৈন্য ৩৭গণিত সিপাহীদিগের পলায়নসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদিগের স্বদেশীয় শিখদিগের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ অবগত হইল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয়দিগের হস্তে বারাণসীর শিখদিগের নিধনের সংবাদে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কোম্পানি হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও পুরুবিয়া, সকল সৈনিক পুরুষকেই সমূলে বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই বিশ্বাস ক্রমে গভীর হইয়া তাহাদের হৃদয়ে গভীরতর মনোবেদনার সঞ্চার করিল। তাহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া যে অস্ত্রে ইউরোপীয়দিগকে নিরাপদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই অস্ত্রেই তাঁহাদের শোণিতপাতে উদ্যত হইল।

সেনানায়ক মরা যখন কাছারির বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন সহসা বন্দুকের শব্দ হইল। বারণ্ডাস্থিত আর এক জন ইউরোপীয়, এই শব্দে চমকিত হইয়া, চাহিয়া দেখিলেন, সেনানায়ক বারণ্ডায় পড়িয়াগিয়াছেন। তাঁহার দেহ হইতে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; বন্দুকের গুলি তদীয় বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। শিখ সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গুলিতেই যে, সেনানায়ক

সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছেন, ইহা ইউরোপীয়েরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তাঁহারা শশব্যস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বসংহারক কালের বিকট ছায়া এখন তাঁহাদের সম্মুখে প্রসারিত হইল। তাঁহারা এই ভয়ঙ্করী ছায়ায় হতবুদ্ধি হইয়া প্রতিক্ষণেই আপনাদের প্রাণনাশ হইল বলিয়া, ভয়ে অভিভূত হইলেন, এবং কেহ কেহ অন্তিমসময়ে অন্তর্যামী ভগবানের নিকটে কুশলপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে জৌনপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কারাগৃহে যাইবার পথে নিহত হইলেন। উত্তেজিত শিখসৈন্য অতঃপর ধনাগারবিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। ধনাগারে দুই লক্ষ যাটি হাজার টাকা ছিল, সিপাহীরা সমস্ত বিলুণ্ঠিত করিল। জৌনপুরে ইঙ্গরেজের ক্ষমতা বা প্রাধান্যের কোন চিহ্ন রহিল না। সমস্তই উচ্ছৃঙ্খল, সমস্তই গোলযোগপূর্ণ ও সমস্তই অরাজকতার নিদর্শনজ্ঞাপক হইয়া উঠিল। কাছারি গৃহের ইউরোপীয়েরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। সেনানায়ক মরা এ সময়েও জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোন আশা ছিলনা; গুলির আঘাতজনিত ক্ষত মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। পলায়নোদ্যত ইউরোপীয়েরা আপনাদিগের প্রাণ লইয়াই বিব্রত ছিলেন। তাঁহারা আসন্নমৃত্যু সেনানায়ককে পথে ফেলিয়া কেহ পদব্রজে, কেহ অশ্বে, কেহবা শকটারোহণে পলাইতে লাগিলেন; পথে হতভাগ্য মরার মৃত্যু হইল। তদীয় পত্নীও কিয়দ্দূর যাইয়া, সন্ন্যাসরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পলাতকগণ গোমতী উত্তীর্ণ হইয়া, নিরাপদে কারাকটনামক স্থানে আসিলেন। পথে কেহই তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিল না। এই সময়ে তাঁহাদের ভারতবাসী ভৃত্যেরা যথোচিত প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা বিপন্নদিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে ত্রুটি করে নাই। কারাকটে লালা হিঙ্গন লালনামক একজন সম্ভ্রান্ত ও বর্ষীয়ান্ রাজপুতের বাস ছিল। এই পরহিতৈষী সদাশয় রাজপুত বিপন্ন ইউরোপীয় ও তাঁহাদের স্ত্রী কন্যাদিগকে, আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন। তিনি বিপন্নদিগকে রক্ষা করিতে, যত্নশীলতার বিশেষ দেখাইতে লাগিলেন। হিঙ্গন লাল ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাগণকে আপনার অন্তঃপুরে রাখিলেন। তাঁহার আদেশে এই বিপন্ন

অতিথিদিগের জন্য খাদ্য সামগ্রীর যথোচিত আয়োজন হইতে লাগিল। তাঁহার পরিচারকগণ ইঁহাদের রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র মার্জ্জিত করিয়া বিপক্ষগণের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তুত রহিল। উত্তেজিত সিপাহিরা তিন বার কারাকট লুণ্ঠন করিল, কিন্তু তাহারা হিঙ্গন লালের গৃহ আক্রমণ করিল না। ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজপুতের আবাসস্থান তাহাদের নিকটে পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। অধিকন্তু, হিঙ্গনলালের গৃহ আক্রমণ করিলে, পাছে অযোধ্যার তেজস্বী রাজপুতগণ তাহাদের সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত হয়েন, তাহারা এইরূপ আশঙ্কা করিতেছিল, সুতরাং পলায়িত ইউরোপীয়েরা বর্ষীয়ান্ হিঙ্গন লালের গৃহে নিরাপদে রহিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাদের আশ্রয়স্থান আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। বারাণসীর কমিশনর সাহেব এই বিষয় অবগত হইয়া পলায়িতদিগের আনয়ন জন্য কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক পাঠাইয়া দিলেন। পলাতকেরা এই সৈনিকদলের সাহায্যে বারাণসীতে উপনীত হইলেন।

গবর্ণমেণ্ট অতঃপর হিঙ্গনলালের এই সৎ কার্য্যের পুরস্কার করিয়াছিলেন। হিঙ্গন লাল সম্মানসূচক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পদবীর অধিকারী হইয়া যাবজ্জীবন মাসিক একশত টাকা বৃত্তিলাভ করেন। তিনি বৃদ্ধ ছিলেন বলিয়া, ঐ বৃত্তি তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীকে দিবার বন্দোবস্ত হয়।

হিন্দুর চিরপবিত্র তীর্থ বারাণসী হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে, আর একটি পবিত্র তীর্থ আছে। এই তীর্থস্থান ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণের মধ্যে প্রয়াগনামে প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ ইহা এলাহাবাদনামে পরিচিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতা ও সুদৃশ্য সৌধমালার অভাব প্রযুক্ত ইহা এক সময়ে দরিদ্রভাবের পরিচয়সূচক ফকীরাবাদ নামে কথিত হইত। ভারতের দুইটি প্রধান নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া, এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে। এই সরিৎসঙ্গম অতি প্রাচীন কাল হইতে, সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ যেমন পরম পবিত্র বলিয়া উহাতে অবগাহন করেন, অতীতদর্শী ঐতিহাসিকগণ যেমন অতীত সময়ের বহুবিধ ঘটনার সাক্ষীভূত বলিয়া, উহাকে মহীয়ান্ করিয়া তুলেন, ভাবুক কবিগণও সেইরূপ উহার চিত্তবিমোহিনী শোভার বর্ণনা করিয়া, আপনাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও ভাবুকতার

পরিচয় দিয়া থাকেন*। ফলতঃ এলাহাবাদের সরিৎ-সঙ্গম গম্ভীরভাবের উদ্দীপক। যুক্তবেণী জাহ্নবীর শ্বেতবর্ণ সলিলরাশির সহিত কালিন্দীর সুনীল জলপ্রবাহের সংযোগ দেখিলে অপরিসীম প্রীতিলাভ হয়।

স্মরণাতীত কালে এই স্থানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। যযাতি এই স্থানে আধিপত্য করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। পুরু এই স্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার পবিত্রতর কার্য্যে মহিমান্বিত হইয়াছিলেন, এবং দুষ্যন্তপ্রমুখ পৌরবগণ এই স্থানে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া পুণ্যতর অবদানপরম্পরায় সমগ্র আর্য্যভূমি গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ভারতে যখন মুসলমান আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ইউরোপীয় বণিকগণ যখন বাণিজ্যব্যবসায়ের প্রসঙ্গে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করে নাই, তখনও এই রাজধানী হিন্দুদিগের মধ্যে পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ এই স্থানে আসিয়া আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ বোধ করিতেন, এবং ইহার পাদদেশপ্রবাহিত পবিত্র সরিৎ-সঙ্গমে অবগাহন করিয়া চরিতার্থ হইতেন। মুসলমানদিগের আধিপত্য সময়েও এই স্থান অপ্রসিদ্ধ ছিল না।

* মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ,
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানাম্
ইন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাঃ প্রিয়মানসানাং
কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব।
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসীতমোভিঃ
ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

"গঙ্গার জল শুক্লবর্ণ; যমুনার জল নীলবর্ণ; উভয় জলপ্রবাহ সম্মিলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন মুক্তাহারের মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ সম্মিলিত বারিরাশি, কোনস্থলে শুক্ল ও নীলপদ্মে গ্রথিত হারের ন্যায়; স্থলান্তরে কাদম্ববিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ হংসকুলের ন্যায়; কোথাও বা শ্বেতচন্দন রচিত পত্রলেখার মধ্যস্থিত কালাগুরু লিখিত পত্রাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; কোনস্থানে তরুচ্ছায়ার অন্তরালবর্ত্তী শরৎকালীন চন্দ্র কিরণের ন্যায়, স্থানান্তরে শরৎকালের শ্বেত-অভ্রমালার অন্তরালস্থ নীলবর্ণ নভস্তলের ন্যায়, কোথাও বা কৃষ্ণসর্প বিভূষিত মহেশ্বরের ন্যায় বোধ হইতেছে।"

দিল্লীর প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ এই স্থানের রমণীয়তা দেখিয়া পুলকিত হয়েন। তিনি পশ্চিমদিকে আপনার সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য আটকে যেরূপ সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূর্ব্বদিকে বিশাল সাম্রাজ্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য ইহার অতি প্রাচীন ও ভগ্নাবশিষ্ট হিন্দুনির্ম্মিত দুর্গই সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়া এই স্থানের নাম এলাহাবাদ রাখেন। ইঙ্গরেজের আধিপত্যসময়ে উক্ত দুর্গ অনেকাংশে সংস্কৃত ও সুদৃঢ় হয়। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে উহার রমণীয়তা দর্শকের অধিকতর হৃদয়াকর্ষক হইয়া থাকে। এলাহাবাদের অস্ত্রাগার যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ ছিল। কথিত আছে, ইহার রাজকীয় কোষাগারে উপস্থিত সময়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল। যখন মিরাটের সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তখন ঐ প্রসিদ্ধ স্থলে কোন ইউরোপীয় সৈনিক ছিল না। উহার প্রসিদ্ধ দুর্গে ও দুর্গের চারি মাইল দূরবর্ত্তী সৈনিকনিবাসে ৬গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক দল, একদল এতদ্দেশীয় কামানরক্ষক এবং একদল শিখ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল।

দুর্গের বহির্ভাগস্থিত সৈনিকনিবাসে যে ৬ গণিত সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল, অযোধ্যা ও বিহারপ্রদেশীয় লোক লইয়া, সেই দল সংগঠিত হইয়াছিল। ইঙ্গরেজ যে সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভারতে আপনাদের অধিকারস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সকল যুদ্ধেই এই সৈনিকদল তাঁহাদের সহায় হইয়াছিল। ইহারা রণক্ষেত্রে ইঙ্গরেজের পার্শ্বে সুকৌশলে রণনৈপুণ্য দেখাইয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, এবং প্রকৃত যুদ্ধবীরের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইহাদের প্রভুভক্তি কখনও বিচলিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বে ইহাদিগকে কখনও সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া দেখেন নাই। ইহারা উপস্থিত সময়ে কোষাগাররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। দুইজন লোক ইহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাওয়াতে ইহারা তাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পিত করে, এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন জন্য দিল্লীতে যাইতে উদ্যত হয়। এইজন্য ভারতের গবর্ণর জেনেরল ইহাদের প্রভুভক্তির প্রশংসাবাদে বিমুখ হয়েন

াই। কিন্তু শেষে ঘটনাবৈগুণ্যে ইহাদের বুদ্ধিবৈগুণ্য ঘটে। যে সাহস
হাদিগকে এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের অধিকাররক্ষায় উত্তেজিত করিয়াছিল,
সই সাহসই পরে ইহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনে উত্তেজিত করিয়া
লে। গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বতন রাজনীতির দোষে ইহাদের সামরিক রীতি
র্য্যদস্ত হয় এবং ইহাদের প্রভুভক্তি ভয়াবহ বিপ্লবের অতল সাগরে
নমজ্জিত হইয়া যায়। ইহারা সহসা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক ইঙ্গরেজের
বরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র জনপদে গভীর আশঙ্কা ও আতঙ্কের রাজ্য
বস্তার করে। ইহাদের আক্রমণে ইঙ্গরেজগণ নিহত হয়েন, ধনাগার
বলুণ্ঠিত হয়। অবশেষে ইহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে।

উক্ত সৈনিকদল ব্যতীত আর একদল সৈনিকপুরুষ এলাহাবাদে
বস্থিতি করিতেছিল। ইহারা দীর্ঘকায়, দীর্ঘশ্মশ্রু, সাহসী ও প্রভূত-
রত্বসম্পন্ন ছিল। লর্ড ডালহৌসী বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া পঞ্চসরিৎ-
ধৌত যে রমণীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনাধীন করেন, এই সকল
নিক পুরুষ সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, অপূর্ব্ববীরত্বের বিস্ফুরণক্ষেত্র রাজ্য
ইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। নয় বৎসর পূর্ব্বে ইহারা স্বদেশের স্বাধীনতা-
ার্থ ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া আপনাদের শূরত্বের একশেষ দেখা-
াছিল। ইহাদের পরাক্রমে, ইহাদের রণনৈপুণ্যে ও ইহাদের অসীম সাহসে
লিবল, ফিরোজসহর, সোব্রাওঁ ও চিনিয়াবালা যুদ্ধক্ষেত্রের কাহিনী পবিত্র
তহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। অবশেষে পরাজিত হইয়া এই
ল বীরপুরুষ ব্রিটিশ পতাকার আশ্রয়ে সজ্জিত হয়। একসময় ইহারা
াদের পরাক্রম বিনষ্ট করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল,
বর্ত্তনশীল সময়ের অনন্ত মহিমায় এখন তাহাদের পক্ষসমর্থনজন্যই আপনাদের
ন উৎসর্গ করে।

১১ই মে উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে যখন মিরাটে ভয়ঙ্কর
সংঘটিত হয়, তখন এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ নিরুদ্বেগে প্রচণ্ড
াঘের সুদীর্ঘ দিনের সায়ন্তন সময়ে শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছিলেন।
কেহ রমণীয় বৃক্ষবাটিকায় প্রণয়িনী বা প্রিয়জন সমভিব্যাহারে
াইতেছিলেন। কেহ কেহ এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষদিগের শ্রুতিসুখকর

বাদ্য শুনিয়া আপনাদের আমোদে আপনারাই পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কেহ কেহ বা সমবয়স্কদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। সিপাহীদিগের সমুত্থানে মিরাটের ইউরোপীয়গণ যখন প্রাণের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতেছিলেন, অনেকে বা নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে নিহত হইতেছিলেন, তখন এই স্থানের ইউরোপীয়েরা আনন্দতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া সুখের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকেও যে, মিরাটপ্রবাসী ইঙ্গরেজদিগের দশাগ্রস্ত হইতে হইবে, এবং তাঁহাদের মস্তকের উপরে যে, অশনিপাত হইয়া ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপত্তি করিবে, তখন তাঁহারা স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই।

১১ই মে এইরূপে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। ১২ই মে তাড়িতবার্ত্তাবহ মিরাটের বার্ত্তা মুহূর্ত্ত মধ্যে আনিয়া দিল। ১৪ই তারিখে ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়গণ বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিধ্বংসের বিভীষিকায় চমকিত হইতে লাগিলেন। বাজারে, পল্লীতে, সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রত্যেকেই প্রত্যেক প্রতিবাসীর সহিত এই অশুভ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাস সকলকেই সমভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ইউরোপীয়গণ যেমন প্রতিক্ষণে আপনাদের সম্মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন, জনসাধারণও তেমনি আপনাদের জাতিনাশ, ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতিক্ষণে ভয়াবহ নরকের বিকটমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। ইহাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কোম্পানি সকলকেই আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অবশেষে প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধারণের বিশ্বাস দূর করিতে চেষ্টা পাইলেন। কোম্পানি যে, কখন কাহারও জাতি বা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না, সকলেই যে, কোম্পানির রাজ্যে নির্ব্বিবাদে আপনাদের ধর্ম্মের অনুশাসন রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহা ঐ ঘোষণাপত্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইল।

১৫ই মে সাধারণের উদ্বেগ ও আশঙ্কা এবং তৎপ্রযুক্ত গভীর উত্তেজনা

কিয়দংশে কমিয়া গেল। কিন্তু সহসা বাজারে শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে আশঙ্কা আবার বাড়িয়া উঠিল। ১৮ই তারিখে দিল্লীর সংবাদে জনসাধারণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মিরাটের সিপাহীগণ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। দিল্লীর বাহাদুরশাহ সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানীতে আবার মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষগণ ইঙ্গরেজদিগকে দূরীভূত করিয়া আবার মোগল সম্রাটের মহামহিমাময় খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত করিতেছে। বাজারে বাজারে যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল, পল্লীতে পল্লীতে যখন এই কথা লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল, তখন আর সাধারণে স্থির থাকিতে পারিল না। সিপাহীরাও চিন্তার আবর্ত্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। তাহারা সকলেই গভীর উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া উঠিল। এদিকে এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আর কোন বিষয়েই তাঁহাদের মনোযোগ রহিল না। কিরূপে দুর্গ নিরাপদ থাকিবে, কিরূপে ধনাগার রক্ষা পাইবে, আপনারা কিরূপে ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণে অক্ষত থাকিবেন, এখন ইহাই তাঁহাদের ভাবনার প্রধান বিষয় হইল।

প্রতিদিন দিল্লী হইতে নানা দুঃসংবাদ পঁহুছিতে লাগিল। ঐ দুঃসংবাদে নগরবাসী ইউরোপীয়গণ প্রতিদিন অধিকতর ভীত ও অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ধনাগারের সমুদয় অর্থ দুর্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু কেহ কেহ ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে অবশেষে উহা পরিত্যক্ত হইল। যে হেতু, দুর্গে টাকা রাখিলেই উত্তেজিত সিপাহীগণ সর্ব্বপ্রথম ঐ টাকার লোভে দুর্গ অধিকার করিতে দলবদ্ধ হইবে। স্থানীয় ইউরোপীয়গণ সখের সৈনিক দলভুক্ত হইয়া নগর রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার পূর্ব্বাবস্থায় ছিল। সুতরাং নানা স্থান হইতে নানা সংবাদ যথাসময়ে পঁহুছিতে লাগিল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সংবাদ বড়ই আশঙ্কাজনক হইয়াছিল। এদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতার সংবাদ কিছুই ছিল না।

আশঙ্কায়, উদ্বেগে যে মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। জুন মাসের প্রথম কয়েকদিন যে সংবাদ আসিল, তাহাতে ইউরোপীয়দিগের উৎকণ্ঠা অধিকতর বাড়িয়া উঠিল। ৪ঠা জুন হইতে টেলিগ্রাফের তার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। আর তাহা হইতে কোন সংবাদ আসিল না। ঐ দিন অপরাহ্ণে কতিপয় বার্ত্তাবহ দ্রুতগতি আসিয়া ইউরোপীয়দিগকে সংবাদ দিল যে, বারাণসীর সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া আপনাদের সেনাপতিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ সকল সিপাহী এক্ষণে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে। এখন স্থানীয় ইউরোপীয়দিগের সমক্ষে সঙ্কটময় কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল। সকলে মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব না করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল। নগরে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাহারা ৫ই জুন দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইল।

বারাণসী হইতে গঙ্গার অপর তট দিয়া এলাহাবাদ যাইবার পথ। এলাহাবাদে আসিতে হইলে, নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী দারাগঞ্জের সম্মুখে একটি নৌসেতু পার হইতে হয়। এলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনুরোধে, ৬গণিত সিপাহীদলের কতিপয় সৈনিক পুরুষ দুইটি কামান সহ ঐ সেতু রক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে অযোধ্যার কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য, সেতু ও সৈনিক নিবাসের মধ্যভাগে অবস্থিতি করে। এই সকল সিপাহী এ পর্য্যন্ত কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন প্রকাশ করে নাই। যে মাসে যখন মিরাটের সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়, এবং দিল্লীতে গমন করিয়া বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সমগ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করে, তখনও ইহাদের বাহ্যভঙ্গীতে কোনরূপ বিকারের লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই। সেসময়ে ইহারা কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ করিবার পরামর্শ বা ষড়যন্ত্র করে নাই, এবং সে সময়ে ইহাদের প্রভুভক্তির বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যখন মিরাট ও দিল্লীর সংবাদ এলাহাবাদে উপস্থিত হয়, তখনও সেনাপতিগণ ইহাদিগকে সর্ব্বাংশে বিশ্বস্ত ও সর্ব্বাংশে প্রভুভক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এলাহাবাদের সিপাহীরা বাহিরে কোনরূপ অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করে নাই, কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, তাহাদের বারাণসীস্থিত স্বদেশীয়-

ণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, ইউরোপীয় সৈন্য
তাহাদের অনেককে নিরস্ত্র ও নিহত করিয়াছে, তখন তাহাদের হৃদয় তরঙ্গায়িত
হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল সেনাপতি নীল বারাণসীতে যাহা করিয়া-
ছেন, এলাহাবাদে আসিয়া তাহাই করিবেন। বারাণসীর সিপাহীরা যেমন
নীলের হস্তে নিগৃহীত, নিপীড়িত ও নিহত হইয়াছে, এখানে তাহারাও সেই
রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। হয়ত, ইউরোপীয়দিগের সঙ্গীনে অথবা গুলিতে
তাহাদের ঐহিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এইরূপ দুশ্চিন্তায় তাহাদের
ধীরতা অন্তর্হিত হইল। তাহারা ৬ই জুন সায়ংকালে এলাহাবাদের
ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল। তাহারা
ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের বারাণসীস্থিত স্বদেশীয়গণ সম্ভবতঃ তাহাদের
নিকট উপস্থিত হইবে। সুতরাং তাহাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে।
এইরূপে বারাণসীর ন্যায় এলাহাবাদেও সিপাহীরা ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে
সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং এইরূপে ৬ই জুন তাহারা ফিরিঙ্গীর
শোণিতে আপনাদের সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কার চিহ্ন প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিতে
বদ্ধ হইতে লাগিল।

সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হইল। এসময়েও উক্ত সিপাহীদল আপনাদের
স্তুতা ও প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে কাতর হইল না। মে মাসের
ষাংশে যখন মিরাটের উত্তেজিত সিপাহীগণ দিল্লীর বাদশাহের নিকট
স্থিত হয়, এবং ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত করিয়া, বৃদ্ধ মোগলকে
গ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া সম্মানিত করে, তখন ইহারা একাগ্রতার
তে দিল্লীস্থিত বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-
॥। অবিলম্বে এই বিষয় তারে কলিকাতায় লর্ড কানিঙ্গকে জানান
। গবর্ণর জেনেরল আবার তারে উক্ত সিপাহীদিগের প্রভুভক্তির
গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। এলাহাবাদের সৈন্যাধ্যক্ষ-
৬ই জুন সূর্য্যাস্ত সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে উক্ত সিপাহী-
কে সমবেত করিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদের কথা জানাইতে ইচ্ছা
লেন। এজন্য যথাসময়ে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সিপাহীরা
বত হইল। এ সময়ে তাহাদের ধীরতা ও প্রশান্তভাবের কোনরূপ

বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। তাহাদের ধীরতা দেখিয়া সেনাপতিগ[ণ] সন্তুষ্ট হইলেন। অবিলম্বে তাহাদের সম্মুখে গবর্ণর জেনেরলের ধন্যবাদলি[পি] পঠিত হইল। এলাহাবাদের কমিশনর সাহেব সৈন্তাধ্যক্ষের অনুরো[ধে] এস্থলে উপস্থিত হইয়া হিন্দুস্থানীতে সিপাহীদিগের গভীর রাজভ[ক্তি] ও অটল বিশ্বস্ততার প্রশংসা করিলেন। সিপাহীরা এই বক্তৃতায় অধিকত[র] প্রীত হইল এবং প্রীতিসহকারে আনন্দধ্বনি করিয়া বক্তার বক্তৃতা[র] মর্য্যাদারক্ষা করিল। বক্তৃতা শেষ হইল। সিপাহীরা স্বস্থানে প্রতিনিবৃ[ত্ত] হইতে লাগিল। ইউরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাহাদের ধীরতা ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন দর্শনে সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইয়া, কেহ অশ্বারোহণে কেহ বা পদব্রজে ভোজনগৃহে যাইতে লাগিলেন। এই স্থানে আহারের জন্য সকলে একত্র হইয়া ৬গণিত সিপাহীদলের ব্যবহারে সন্তোষপ্রকা[শ] করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন নৌসেতুর সম্মুখবর্ত্তী কামানদ্বয় দুর্গে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল না। অবিলম্বে কামান দুইটি দুর্গে লইয়া যাইবার আদেশ প্রচারিত হইল।

সৈনিক কর্ম্মচারীরা ভোজনগৃহে সমবেত হইয়া নিরুদ্বেগে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েকটি অতি তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ বালক ৬ গণিত সিপাহী-দলের মধ্যে সামরিক কার্য্য শিখিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, ইহারাও নিরুদ্বেগে অফিসরদিগের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। ইহাদের কিশোর বয়সের উৎফুল্ল ভাব আবার জাগিয়া উঠিল। ইহারা গরীয়সী জন্মভূমিতে স্নেহময়ী জননী[র] পার্শ্বে থাকিয়া যে রূপ শান্তিসুখ অনুভব করিত, উপস্থিত সময়েও সেই রূপ শান্তিসুখে সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উপবিষ্ট রহিল। এই রূপে বালক, বৃদ্ধ, যুবক, সকলেই প্রশান্তভাবে সেই প্রশান্ত রজনীর স্নিগ্ধ সমীরসঞ্চালনে প্রফুল্ল হইয়া ভোজনের সঙ্গে নানারূপ আলাপ করিতে লাগিল। সিবি[ল] কর্ম্মচারীরাও ইহাদের ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, এব[ং] নিরুদ্বেগে ভোজনস্থলে আসনপরিগ্রহ করিলেন। এই রূপে ৬ই জুন রজনীসমাগমে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্রশান্ত ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। যাহারা পূর্ব্ব রাত্রিতে দুর্গে যাইয়া নিদ্রি[ত] হইয়াছিল, তাহারা ৬ই জুন গৃহে প্রত্যাগত হইল। মিরাট ও দিল্লী[র]

সংবাদপ্রাপ্তির পর আর কোন দিন সায়ংকালে এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ এরূপ শান্তিসুখভোগ করেন নাই। কিন্তু রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময়ে সহসা এই শান্তিসুখ তিরোহিত হইল। সহসা আশঙ্কাসূচক ভেরীধ্বনিতে এলাহাবাদের সমগ্র ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেনাপতি সসম্ভ্রমে বাসগৃহে প্রত্যাগত হইয়া অশ্বারোহণে সৈনিকনিবাসে গমন করিলেন। অপরাপর ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষও ভেরীধ্বনিতে তাড়াতাড়ি এই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ৬গণিত বিশ্বস্ত সিপাহী-দলের সঙ্কল্প এত ক্ষণে কার্য্যে পরিস্ফুট হইল। যাহারা ক্ষণস্থায়ী বিশ্বস্ততায় সেনাপতির প্রীতির উৎপাদন করিয়াছিল, তাহারাই কর্তৃপক্ষের বিচারদোষে বলবতী আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, এতক্ষণে আপনাদের বৈরনির্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য অস্ত্রপরিগ্রহ করিল।

যে সকল সিপাহী নৌসেতুরক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারাই সর্ব্বপ্রথম উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের নিকটে দুইটি কামান ছিল, কর্তৃপক্ষ যখন ঐ দুইটি কামান দুর্গে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন, তখন তাহারা উহা সহজে ছাড়িয়া দিল না। বারাণসীতে কামানের গোলায় তাহাদের স্বদেশীয়দিগের কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, তাহা তাহাদের অবিদিত ছিল না। কামান স্থানান্তরিত হইলে হয় ত, তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা বিচলিত হইয়া উঠিল। গভীর আশঙ্কায়, বলবতী উত্তেজনায় তাহাদের আর দিখিদিক্ জ্ঞান থাকিল না, তাহারা অধীরভাবে কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষকে আক্রমণ করিল। কামানরক্ষক অবিলম্বে আক্রমণকারী সিপাহী-দিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, অযোধ্যার অনিয়মিত সিপাহীদিগের অধ্যক্ষের সাহায্যপ্রার্থনা করিল। অধ্যক্ষ সাহায্যদানে বিলম্ব করিলেন না। তিনি আপনার সৈন্যকে কামানরক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। সিপাহীরা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই আদেশপালনে উদ্যত হইল। ইহার মধ্যে কামানরক্ষক দুর্গে সংবাদ পাঠাইলেন। এই সময়ে সিপাহীদিগের ভয়ঙ্কর কোলাহল, বন্দুকের গভীর শব্দ, সৈনিকনিবাস হইতে স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইতেছিল। কামানরক্ষক ও অযোধ্যার সৈনিকদলের অধিনায়ক যখন

অশ্বারোহণে যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন অযোধ্যার সিপাহীদিগের তিন জন মাত্র তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই ৬গণিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই সময়ে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কর-জালে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া, সেই কৌমুদীবিধৌত প্রশান্ত রজনীতে ইউরোপীয়দিগের শোণিত-পাতে অগ্রসর হইল। তাহাদের গুলির আঘাতে অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিক-দলের অধিনায়ক নিহত হইলেন। কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ প্রাণে প্রাণে পলায়ন করিল। এই ভয়ঙ্কর সময়ে অযোধ্যার কতিপয় সিপাহী আপনাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে কাতর হয় নাই। তাহাদের স্বদেশীয়গণ যখন ফিরিঙ্গীর বিনাশে দলবদ্ধ হইয়াছিল, তখনও তাহারা বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের ধীরতা ও প্রভুপরায়ণতা তখনও অটল ছিল; তাহারা নিহত অধিনায়কের দেহ স্বদেশীয়দিগের করাল আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিয়া, নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে অপরাপর সিপাহীদিগের উত্তেজনা নিবারিত হইল না। উত্তেজিত সিপাহীরা আপনাদের অভ্যুত্থান-সংবাদ জানাইবার জন্য সহযোগীদিগের নিকটে দুইজন লোক পাঠাইয়া দিল। কথিত আছে, তাহারা এই বার্ত্তাবিজ্ঞাপনের জন্য ব্যোমধ্বনি করিয়াছিল। এইরূপে সংবাদ দিয়া, তাহারা কামান লইয়া বিপুলবিক্রমে সৈনিকনিবাসের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের অধিনায়ক যখন অশ্বারূঢ় হইয়া কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে আসিলেন, তখন সমগ্র সিপাহীদল প্রকাশ্য-ভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইল।

কর্ণেল সিম্‌সন্ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সিপাহীদিগের মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। এ সময়ে কর্ত্তা কর্ত্তৃত্বপ্রকাশে সমর্থ হইলেন না। পরিচালক আপনার অধীন লোকের পরিচালনে কৃতকার্য্য হইলেন না। অনুগত লোকে পরিচালকের আনুগত্যস্বীকারে ইচ্ছা করিল না। কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব, অনুগতের আনুগত্য, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় অধিনায়কেরা আপনাদের অধীন সৈনিক পুরুষদিগকে, যে আদেশ দিতে লাগিলেন, সৈনিক পুরুষেরা সে আদেশপালনে যত্নপ্রকাশ করিল না। সেনাপতি সিম্‌সন্ কাওয়াজের ভূমিতে কামান আনিবার কারণজিজ্ঞাস

করিলেন। দুইজন সিপাহী তাঁহার দিকে গুলি চালাইয়া, এই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিল। শিষ্টাচারে বা মিষ্ট কথায়, ক্ষমতায় বা সদুপদেশে, সিপাহী-দিগকে এখন বশীভূত করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। উত্তেজনায় অধীর হইয়া সিপাহীরা প্রতি কথায় গুলি চালাইতে লাগিল, এবং আপনাদের অধিনায়কদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রশায়ী করিবার জন্য যুদ্ধের অয়োজন করিল। সেনাপতি হতাশ হইলেন, আত্মপ্রাধান্যরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি আর এক দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। এই স্থানের কতিপয় সিপাহী সেনাপতির প্রতি সৌজন্যপ্রকাশে বিমুখ হইল না। তাহারা অস্ত্রপরিত্যাগ পূর্ব্বক সিম্‌সনের অধিষ্ঠিত অশ্বের চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে প্রাণরক্ষার জন্য দুর্গে যাইতে কহিল। সেনাপতি আর একটি সৈনিক পুরুষের সহিত ধনাগার রক্ষার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু ধনাগারে যাইবার পথও সাতিশয় বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। সেনাপতি যেদিকে গমন করেন, সেই দিকেই অনবরত গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই রূপে চতুর্দ্দিকে গুলিবৃষ্টির মধ্যে সেনাপতি আপনার প্রাণ লইয়া বিব্রত হইলেন। বন্দুকের একটি গুলি তাঁহার টুপির পার্শ্বভাগ দিয়া চলিয়া গেল, সেনাপতি দুর্গের দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। সিপাহীরা এই সময়েও তাঁহার দিকে গুলিবৃষ্টি করিতে নিরস্ত থাকিল না। ক্রমান্বয়ে কয়েকটি গুলিতে তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব আহত হইল। তেজস্বী বাহন এইরূপে আহত হইয়াও, আরোহীকে লইয়া, প্রবলবেগে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইল। সেনাপতি অধিষ্ঠিত অশ্বের দেহনিঃসৃত শোণিতে রঞ্জিত হইয়া, নিরাপদে দুর্গে আশ্রয়-গ্রহণ করিলেন। তদীয় বাহন অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত আরোহীর জীবন-রক্ষা করিয়াই দুর্গদ্বারে গতাসু হইল।

সেনাপতি সিমসন্ দুর্গে পলায়ন করিলেও, সিপাহীরা নিরস্ত হইলনা। তাহারা যে সকল ইউরোপীয়কে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকেই আক্রমণ করিতে লাগিল। অনেকে তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে বিমুক্ত হইল, অনেকে পলায়ন করিতে না পারিয়া, তাহাদের ভীষণ অস্ত্রাঘাতে চিরনিদ্রিত হইয়া পড়িল। যে ৮টি বালক সমরবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য এতদ্দেশে আসিয়াছিল, তাহাদের ৭টি সিপাহীদিগের হস্তে নিহত হইল। অপরটি

সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও নিকটবর্ত্তী একটি গর্ত্তের মধ্যে আত্মগোপন করিল। এই সময়ে ইহার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক ছিল না। ষোড়শবর্ষীয় বালক নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া, চারি দিন সেই অপকৃষ্ট স্থানে লুক্কায়িত রহিল। তাহাদের স্বদেশীয়দিগের কেহই তাহার রক্ষার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল না। যে সকল ইউরোপীয় দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্গের বাহিরে কি হইতেছে, কিছুই জানিতেন না। আক্রমণকারী সিপাহীদিগের ভয়ে, তাঁহাদের কেহই বহির্ভাগে যাইতে সাহসী হইতেন না। আহত বালক এই রূপ অসহায় অবস্থায় চারি দিন সেই অনাবৃত স্থানে পড়িয়া রহিল। আহার্য্য ও পানীয়ের অভাবে তাহার কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপময় দিন ও সুশীতল রাত্রি তাহার মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। পঞ্চম দিবসে সিপাহীরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া সরাইতে লইয়া আসিল। এই স্থানে আরও কতিপয় খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বন্দী ছিল। গোপীনাথনামক এক জন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, আহত বালককে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় নিরতিশয় কাতর দেখিয়া, আহার্য্য ও পানীয় দিলেন। বালক উহা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু তাহার শান্তিলাভ হইল না। তাহার ক্ষত স্থান নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কতিপয় উত্তেজিত মুসলমান আসিয়া গোপীনাথকে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মপরিগ্রহ করিতে কহিল। বালক ইহা শুনিতে পাইল এবং যাতনায় কাতর হইয়াও তেজস্বিতার সহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "পাদ্‌রি! পাদ্‌রি! আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিওনা।" এই তেজস্বী বালক পরিশেষে সিপাহীদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত ও দুর্গে নীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার জীবনরক্ষা হয় নাই। অনাহারে ও অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকাতে, তাহার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয়। বালক ১৬ই জুন এলাহাবাদের দুর্গে প্রাণত্যাগ করে।

দুর্গে ৬ গণিত সিপাহীদিগের এক দল এবং অন্য এক দল শিখসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। যখন ইহারা দুর্গের বাহিরে মুহুর্মুহুঃ বন্দুকধ্বনি শুনিতে পাইল, তখন ভাবিল, বারাণসীর সিপাহীরা সৈনিকনিবাসে আসিয়াছে, এবং তাহাদের স্বদেশীয়েরা ঐ সকল সিপাহীর সহিত সম্মিলিত

হইয়াছে। কিন্তু যখন সেনাপতি সিম্‌সন্‌ অধিষ্ঠিত অশ্বের শোণিতে রঞ্জিত হইয়া দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন তাহাদের ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন তাহারা বারাণসীর সিপাহীদিগের উপস্থিতির সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, দুর্গের বহিঃস্থ স্বদেশীয়দিগের পরিণামচিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে সেনাপতি দুর্গে প্রবেশ করিয়াই ষষ্ঠ দলের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। শিখদিগের অধিনায়কের উপর নিরস্ত্রীকরণের ভার সমর্পিত হইল। এই অধিনায়ক পঞ্জাবের যুদ্ধে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শিখদিগকে এই অপ্রীতিকর কার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিতে বিমুখ হইলেন না। এই সময়ে সিপাহীরা দুর্গের সদর দ্বাররক্ষা করিতেছিল, যখন সৈনিকনিবাসের দিকে বারংবার বন্দুকের শব্দ হয়, তখন ইহারা আপনাদের বন্দুক গুলিপূর্ণ করিয়া বিপক্ষদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। যদি শিখসৈন্য ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা সহসা এই সম্মিলিত সৈন্যের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। অধিকন্তু যদি ধনাগারের অর্থরাশি দুর্গে আনীত হইত, তাহা হইলেও সৈনিকনিবাসের উত্তেজিত সিপাহী ও নগরের দুর্বৃত্ত জনসাধারণ সম্ভবতঃ দুর্গ আক্রমণ করিত, এরূপ হইলেও দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দিগের ক্ষমতা বিনষ্ট হইত। হয় ত এলাহাবাদ ইঙ্গরেজের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িত। কিন্তু দুর্গস্থিত পঞ্জাবী সৈনিক পুরুষেরা হিন্দুস্থানী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত সম্মিলিত হইল না। ধনাগারের অর্থ দুর্গে সমানীত হইয়া, প্রলুব্ধ জনসাধারণকে দুর্গাক্রমণে উত্তেজিত করিল না। দুর্গের যেস্থানে সিপাহীরা গুলিপূর্ণ বন্দুক হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, সেই স্থানে সশস্ত্র শিখেরা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পুরোভাগে চুনার হইতে আগত কামান স্থাপিত হইল। অদূরে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদলের ইউরোপীয় সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, সন্নিবেশিত রহিল। কামানরক্ষক ইঙ্গরেজ সৈনিকপুরুষেরা প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া কামানের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্গের হিন্দুস্থানী সিপাহীরা সে সময়ে কোনরূপ অবাধ্যতা কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন দেখাইল না। তাহারা অধিনায়কের

আদেশে ক্ষুব্ধহৃদয়ে অস্ত্রপরিত্যাগ পূর্ব্বক স্তূপাকৃতি করিয়া রাখিল, এবং দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইল।

এলাহাবাদের দুর্গে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল, যদি দুর্গ ইঙ্গরেজের অধিকারচ্যুত হইত, তাহা হইলে ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র সিপাহীদিগের হস্তগত হইয়া, নিঃসন্দেহ তাহাদের বলবৃদ্ধি করিত। একটি কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ ইহা ভাবিয়া, দুর্গের বারুদাগারে অগ্নিসংযোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। কাপ্তেন উইলোবি, যেরূপে দিল্লীর প্রকাণ্ড বারুদাগার নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা এই সৈনিকপুরুষের অবিদিত ছিল না। গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইলে, উক্ত সৈনিক পুরুষ উইলোবির প্রবর্ত্তিত পথের অনুসরণ পূর্ব্বক, দুর্গের বারুদাগারের সহিত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করে। কিন্তু বিনা গোলযোগে সিপাহীরা নিরস্ত্রীকৃত ও দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইল, দুর্গে ইঙ্গরেজের পতাকা পূর্ব্ববৎ উড়িতে লাগিল, কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ যে দুষ্কর কার্য্যসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে কার্য্য আর অনুষ্ঠিত হইল না। দুর্গের বারুদাগার, অস্ত্রাগার, সমস্তই পূর্ব্ববৎ রহিল।

এলাহাবাদের ষষ্ঠ দলের সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানের ইতিহাস এইরূপ। এই ইতিহাসে সিপাহীদিগের একতা ও পরস্পর একীভূতভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। যখন নৌসেতুর সম্মুখে সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হয়, এবং কামানসহ সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়া, ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগকে আক্রমণ করে, তখন দুর্গস্থিত সিপাহীরা তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে কোন বিষয় সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা অদূরে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভাবিতেছিল, বারাণসীর সিপাহীরা প্রবলপরাক্রমে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কার্য্য করিবার জন্য একীভূত হয় নাই। দুর্গের বাহিরে তাহাদের স্বদেশীয়গণও তাহাদিগকে একসময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য কোনরূপ সঙ্কেত করে নাই। যখন সেনাপতি সিমসন্ রক্তাক্তদেহে দুর্গে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহারা উদ্বেগে উদ্‌ভ্রান্ত হইল। সেনাপতি দুর্গে উপস্থিত

হইয়াই, তাহাদিগকে নিরস্ত্রীকৃত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব যখন কার্য্যে পরিণত হয়, তখন শিখেরা নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হয় নাই। যদি একসময়ে দুর্গের বহিঃস্থ সিপাহীরা সৈনিকনিবাসে ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিত, এবং দুর্গস্থিত সিপাহী ও শিখেরা পরস্পরসম্মিলিত হইয়া, দুর্গের ইউরোপীয়দিগের ক্ষমতাবিনাশে উদ্যত হইত, তাহা হইলে এলাহাবাদে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের গতিরোধ করা, ইঙ্গরেজের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। হয় ত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ দুর্গ সিপাহীদিগের হস্তগত হইত, এবং গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে সিপাহীদিগের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিত। এইরূপে সুদক্ষ পরিচালক ও সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালীর অভাবে, এলাহাবাদে সিপাহীদিগের সমুত্থান গোলযোগপূর্ণ হইয়াছে। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের প্রায় সকল স্থানেই এইরূপ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সামরিক নীতির অংশে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে এলাহাবাদের সিপাহীদিগের এইরূপ বিশৃঙ্খল সমুত্থানই সমধিক প্রসিদ্ধ। যেহেতু, এই সমুত্থানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনাও উক্তরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। মূল বিষয় যেরূপ শৃঙ্খলার অভাবে ব্যর্থ হয়, তৎপ্রসূত ঘটনাবলীও সেইরূপ শৃঙ্খলার অভাবে বিফল হইয়া যায়। সিপাহীদিগের সমুত্থানের অব্যবহিত পরেই, প্রায় সমগ্র নগর কোম্পানির বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে। নগরের প্রান্তবর্ত্তী ভূভাগেও ঐরূপ উত্তেজনার গতিবিস্তার হয়। দেখিতে দেখিতে সুদূরবর্ত্তী কৃষকপল্লীসমূহও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। যদি এই সার্ব্বজনীন সমুত্থানের কার্য্যপ্রণালী বিশিষ্ট যোগ্যতা সহকারে অবধারিত ও বিশিষ্ট নৈপুণ্যসহকারে পরিচালিত হইত, এবং যদি সমগ্র জনসাধারণ একবিধ মন্ত্রণায় সম্বদ্ধ হইয়া, একবিধ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একীভূতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, ইঙ্গরেজ সহসা এই সমুত্থান নিবারিত করিতে সমর্থ হইতেন না, এবং সহসা আপনাদের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। কিন্তু এই সর্ব্বব্যাপী অভ্যুত্থানের কোন অংশেও একতা বা শৃঙ্খলার চিহ্ন রহিল না। প্রত্যেকেই স্বাধীন হইয়া অসঙ্কুচিতভাবে স্বাধীনতার অপব্যবহারে উদ্যত হইল। কেহ কাহারও মতানুবর্ত্তী হইল না। কেহ কাহারও প্রাধান্যস্বীকারে ইচ্ছা

করিল না। কেহ কাহারও সহিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির মন্ত্রণা করিতে আগ্রহ দেখাইল না। সকলেই স্বপ্রধান, সকলেই স্বমতানুবর্ত্তী ও সকলেই স্বাভীষ্ট-সিদ্ধিপরায়ণ হইয়া, অবিচ্ছেদে ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। কোথাও শৃঙ্খলা, প্রাধান্য বা কর্তৃত্বের সম্মান রহিল না। সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলার অভাব ও স্বেচ্ছাচারের প্রবলতা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরের মধ্যে এলাহাবাদের ন্যায় কোন নগরই বিভিন্ন জাতির জনগণে অধ্যুষিত ছিল না। এই স্থানে যেরূপ হিন্দুর প্রাধান্য ছিল, সেইরূপ মুসলমানেরও ক্ষমতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। এলাহাবাদের বহুসংখ্য মুসলমান এক সময়ে দিল্লীর মোগল সম্রাটের প্রতিপালিত ও অনুগৃহীত ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বতন সুখসৌভাগ্যের বিষয় এখনও ইঁহাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতির সময়ে ইঁহারা যেরূপ ক্ষমতাশালী ও সৌভাগ্যশালী ছিলেন, সেইরূপ ক্ষমতা ও সেইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে এখনও ইঁহাদের বলবতী বাসনা ছিল। সুতরাং ইঁহারা ইঙ্গরেজের প্রাধান্যে তাদৃশ সন্তুষ্ট ছিলেন না। যখন এলাহাবাদে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন ইঁহারাও সেই উত্তেজনার তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, আপনাদের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরাবির্ভাব হইল বলিয়া মনে করিতে থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও শৃঙ্খলা বা কার্য্যপ্রণালীর একতা রহিল না। ইঁহারা মোহিনী কল্পনায় বিমুগ্ধ হইয়া, আপনাদের মানসপটে যে সুখময় চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন, সেই চিত্রের সম্মোহন ভাবে ইঁহাদের ধীরতার বিপর্য্যয় ঘটিল। ইঁহারা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খল কার্য্য-পরম্পরায় সমবেদনা দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। ইউরোপীয়েরা যখন দুর্গে আত্মরক্ষায় তৎপর ছিলেন, তখন সমগ্র নগরে ও নগরের উপকণ্ঠ-বর্ত্তী সমগ্র ভূখণ্ডে বিষম গোলযোগের সূত্রপাত হইল। ৬ই জুনের সমস্ত রাত্রি, অবিচ্ছেদে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কারাগারের দ্বার ভগ্ন হইল, কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীগণ আপনাদের সেই অপূর্ব্ব আভরণ উন্মোচিত না করিয়াই, লুণ্ঠনাশায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। উত্তেজিত জন-

সাধারণের অধিকাংশই, ইউরোপীয়দিগের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। পথে তাহারা যে ইউরোপীয় বা ইউরেশীয়কে দেখিতে পাইল, তাহার প্রতিই অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের গৃহ বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল। গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা দূর হইতে এই অগ্নিশিখা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের মনোরম্য আবাসগৃহসকল অবিলম্বে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের দোকান সকল বিলুণ্ঠিত হইল। রেলওয়ের কারখানা বিনষ্ট ও টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইয়া গেল। দুর্গের বাহিরে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাহাদের প্রায় কেহই নিষ্কৃতিলাভে সমর্থ হইল না। উত্তেজিত লোকে সম্পত্তিলুণ্ঠনে ও ফিরিঙ্গীহননে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। তাহারা এখন সর্ব্বান্তঃকরণে সেই প্রতিজ্ঞা-পালন করিতে লাগিল। সিপাহীরা এক দিন পূর্ব্বে যাহাদের প্রাধান্য-রক্ষার প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিল, এখন তাহারাই সেই প্রাধান্যনাশে উদ্যত হইল। কোম্পানির সৈনিকদলের যে সকল সিপাহী পেন্‌সন্‌ভোগী হইয়া জীবনের শেষভাগ শান্তিসুখে অতিবাহিত করিতেছিল, কথিত আছে, তাহারাও এই সময়ে তাহাদের উত্তেজিত স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইতে বিমুখ হয় নাই *। তাহাদের যৌবনের কার্য্যপটুতা অন্তর্হিত হইয়াছিল, বার্দ্ধক্যের আবির্ভাবে বল ও বিক্রম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা উত্তেজনার গতিবিস্তারে বিমুখ হইল না। তাহাদের পরামর্শে অনেকে ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। এইরূপে বৃদ্ধের পরামর্শে, যুবকের পরাক্রমে, সমগ্র এলাহাবাদ ভীষণভাবের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল। রাজকীয় শাসন কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত হইল; অরাজকতা কিছুকালের জন্য পূর্ণভাবে বিকাশ পাইল; এবং অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত সবুজ পতাকা কিছুকালের জন্য কোতোয়ালীতে উড্ডীন হইয়া, মোগলের প্রাধান্যঘোষণা করিতে লাগিল।

উত্তেজিত লোকে কেবল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। এলাহাবাদের অনেক বাঙ্গালী শান্তভাবে কালাতিপাত করিতে-

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 257, Note.*

ছিলেন, পবিত্র প্রয়াগে, পবিত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে, বাস করিয়া, ইহারা পুণ্যসঞ্চয় ও শারীরিক স্বাস্থ্যবর্দ্ধনের আশা করিতেছিলেন। দূরাগত অনেক বাঙ্গালীও স্রোতস্বতীসঙ্গমে অবগাহন করিবার জন্য, এই স্থানে আসিয়াছিলেন। উত্তেজিত জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোনরূপ সমবেদনা ছিল না। কোম্পানির রাজ্যবিনাশার্থেও ইহারা কাহারও পরামর্শে পরিচালিত হইতেন না। ইহারা নিরীহভাবে আপনাদের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং কোম্পানির অধিকারে আপনাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ রহিয়াছে ভাবিয়া, নিরুদ্বেগে ধর্ম্মাচরণে মনোনিবেশ করিতেন। নগরের দুর্বৃত্ত লোকে এখন এই শান্তস্বভাব অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, বাঙ্গালীরা চারিদিকে বিধ্বংসের বিকট ভাব দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সম্পত্তি অধিকৃত হইল, তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং তাঁহাদের আবাসগৃহে মুহুর্মুহুঃ ভয়াবহ কোলাহল ও কাতরকণ্ঠনিঃসৃত করুণরোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বাঙ্গালীগণ অবশেষে উত্তেজিত জনসাধারণের প্রাধান্যস্বীকার করিয়া, এবং শপথপূর্ব্বক আপনাদিগকে বৃদ্ধ মোগলের অধীন বলিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইলেন। এইরূপে আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, তাঁহারা আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা দুর্গস্থিত ইঙ্গরেজদিগের সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন, সে সময়ে ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে লইয়াই বিব্রত ছিলেন, এবং আপনাদের জীবনের জন্যই অপরের নিকট সাহায্যের আশা করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা কোনরূপ সাহায্যদানে সমর্থ হইলেন না। বাঙ্গালীরা অতঃপর এক জন সমৃদ্ধিপন্ন হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র সৈনিকদল সংগঠিত করিলেন।

ধনাগারবিলুণ্ঠন, উত্তেজিত সিপাহীদিগের ও জনসাধারণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ৬ই জুন ইহারা ধনাগারের অর্থরাশি স্পর্শ করে নাই। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিল যে, এই অর্থ সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য দিল্লীতে লইয়া গিয়া বৃদ্ধ মোগলকে দেওয়া হইবে। স্বাধীনতামূলক জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কেহই সে সময়ে ধনাগারের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করে নাই। সমস্তই কোম্পানির শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদবত

দিল্লীর মোগল সম্রাটের নামে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ৭ই জুন প্রাতঃকালে
গণিত সিপাহীদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া, এই প্রস্তাবের
বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিল। অনন্তর ঐ দিন বেলা দুই প্রহরের পর
তাহারা ধনাগারে উপস্থিত হইল, সবলে দ্বার উদ্ঘাটিত করিল, এবং মুদ্রাপূর্ণ
থলিয়াসকল সংগ্রহ করিতে লাগিল। সিপাহীদিগের যে যত পারিল, সেই
মত থলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। অবশিষ্ট অর্থ দুর্বৃত্ত লোকে লুঠিয়া লইল।
কথিত আছে, এইসময়ে এলাহাবাদের ধনাগারে ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল। সিপা-
হীরা প্রত্যেকে ৩। ৪ টি থলিয়া লইয়া যায়। প্রতি থলিয়ায় এক এক হাজার
টাকা ছিল। সিপাহীরা এই রূপ অর্থলাভে সন্তুষ্ট হইয়া, আপনাদের
আবাসপল্লীতে গমন করিল, কিন্তু নগর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান নিরুপদ্রব
হইল না। কোম্পানির মুল্লুক বিনষ্ট হইল ভাবিয়া, ধনলুব্ধ দুর্বৃত্ত লোকে
অবাধে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। শ্বেত পুরুষদিগকে
লাঞ্ছিত দেখিয়া, তাহাদের সাহস অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। তাহারা বর্দ্ধিত-
সাহসে ও অসঙ্কুচিতভাবে অরাজকতার প্রশ্রয়বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

নগরের বিপ্লব দেখিতে দেখিতে সুদূরবর্ত্তী পল্লীসমূহে সংক্রান্ত হইল।
যে সকল তালুকদার ইঙ্গরেজের আদালতে আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে
প্রচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এসময়ে নিরীহ কৃষাণদিগকে উত্তেজিত
করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে মুসলমান
ভূস্বামিগণেরই প্রাধান্য ছিল। ইঁহারা ভারতের ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তার পদে
বৃদ্ধ মোগলকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে অনিচ্ছু ছিলেন না। গঙ্গাযমুনার পার্শ্ববর্ত্তী
স্থানসমূহে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব ছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কেহ কেহ
উপস্থিত বিপ্লবে কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। কোম্পানির ক্ষমতা-
নাশের জন্য উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে ইঁহাদের
ইচ্ছা হইল না। ইঁহারা কোন পক্ষের সমর্থন না করিয়া, আত্মরক্ষার উপায়
দেখিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা ইঙ্গরেজের প্রাধান্যনাশের সহিত
আপনাদের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিয়া, আপনারাই বিমুগ্ধ হইতে
লাগিলেন। সুতরাং চিরপ্রসিদ্ধ গঙ্গাযমুনার দোয়াবের অনেকস্থলে
কোম্পানির শাসনপ্রণালী, কোম্পানির বিধিব্যবস্থা ও কোম্পানির

প্রাধান্য কিছু দিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। কিছু দিন পরে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের কার্য্য শেষ হইল। দুর্বৃত্ত জনসাধারণ বলবতী লালসার আর কোন বিষয় না পাইয়া, কিছু দিন পরে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতেও অরাজকতার শান্তি হইল না। ভয়াবহ বিপ্লবের উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যাবলী এখন প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে ও ধারাবাহিকরূপে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। জনসাধারণের হৃদয় যখন উত্তেজিত হয়, আত্মক্ষমতা, আত্মপ্রভুত্ব বা আত্মধর্ম্মের প্রাধান্যস্থাপনের ইচ্ছা, যখন সাধারণের মধ্যে বলবতী হইয়া উঠে, বিপ্লব যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভীষণভাব পরিগ্রহ করিয়া, সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন সাধারণকে অধিকতর উত্তেজিত করিবার, সাধারণের হৃদয়গত অভিলাষ অধিকতর প্রবল করিবার বা সর্ব্বব্যাপী বিপ্লব অধিকতর ভীষণভাবে পরিণত করিবার জন্য লোকের অভাব হয় না। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ লোকের আবির্ভাবে বিলম্ব হইল না। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে একটি মুসলমানপল্লীতে একজন মৌলবী ছিলেন। ইনি এলাহাবাদের খসরুবাগে আসিয়া বাস করেন। এই উদ্যান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও কতিপয় সমাধিস্থানের জন্য মুসলমানদিগের মধ্যে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। মৌলবী এই পবিত্র উদ্যানে বাস করিয়া আপনাকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাধু পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অনেক কৌতূহলপর মুসলমান তাঁহার শিষ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইল। বিপ্লবের সময়ে মৌলবী যখন উত্তেজিত জনসাধারণের মধ্যে গম্ভীর স্বরে দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া, ঘোষণা করিলেন, তখন সকলে আগ্রহসহকারে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। মৌলবীর তদানীন্তন উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায়, মুসলমানেরা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত করিবার মানসে দলবদ্ধ হইল। মৌলবীর কথায় তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইঙ্গরেজশাসনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মোগল সম্রাট্ পুনর্ব্বার সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেন। দিল্লীতে তাঁহার প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। এলাহাবাদে তাঁহার অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা উড্ডীন হইতেছে। দিল্লীতে ফিরিঙ্গীরা নিহত

হইয়াছে। এলাহাবাদেরও কেহ কেহ নিহত হইয়াছে, কেহ কেহ বা দুর্গমস্থানে আত্মগোপন করিয়াছে। সুতরাং মোগলের সর্ব্বব্যাপী আধিপত্য অবিসংবাদিতরূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। উত্তেজিত মুসলমানসম্প্রদায় এইরূপে আপনাদের কল্পনায় আপনারাই বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। তাহাদের মৌলবী এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এলাহাবাদের শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার নাম ও গুণাবলী মহম্মদের শিষ্যবর্গের মুখে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাঁহার কথায় মুসলমানদিগের হৃদয়ে ফিরিঙ্গীবিদ্বেষ অধিকতর প্রবল হইল। তাঁহার মন্ত্রণায় মুসলমানেরা, সকলকেই ফিরিঙ্গীবিদ্বেষী করিয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহার আদেশে মুসলমানদিগের কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষে শ্বেত পুরুষের আর কোন চিহ্ন থাকিবে না। সর্ব্বত্র মুসলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও মুসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইবে। এই বলিয়া তিনি সকলকে দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে উত্তেজিত লোকে দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। ইঙ্গরেজের কামানে আক্রমণকারীদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইল। সরিৎসঙ্গমের তটবর্ত্তী বিশাল দুর্গে পূর্ব্ববৎ ইঙ্গরেজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল। এলাহাবাদের এই মৌলবীর নাম লিয়াকৎ আলি। ইনি জাতিতে তাঁতী ও ব্যবসায়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। নিরতিশয় আত্মশুদ্ধি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য বাসগ্রামে ইঁহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল ছিল। বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় চেলনামক পরগণার মুসলমান ভূস্বামিগণ ইঁহাকে আপনাদের অধিনেতা করিয়া এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। অতঃপর ইনি এলাহাবাদবিভাগের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষিত হয়েন এবং দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতির নামে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করেন।

এলাহাবাদে মৌলবীর এইরূপ প্রাধান্য দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণভাবে থাকিল না। মহম্মদের শিষ্যেরা দীর্ঘকাল এলাহাবাদে আপনাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিতে পারিল না। ইঙ্গরেজের প্রভুত্ব আবার এলাহাবাদে

বদ্ধমূল হইল। যখন সিপাহীরা যুদ্ধোন্মুখ হয়, নগরের পর নগরে যখন তাহাদের আক্রমণে ইঙ্গরেজেরা প্রাণত্যাগ বা পলায়ন করিতে থাকেন, তখন এলাহাবাদের দিকে সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ আউট্রাম এই স্থান হস্তগত রাখিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে কহিয়াছিলেন। রাজনীতিকুশল হেন্‌রি লরেন্স এই স্থানে আপনাদের আধিপত্যরক্ষা করিবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে এলাহাবাদে ইঙ্গরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এলাহাবাদের বিশাল দুর্গে ইঙ্গরেজের পতাকা পূর্ব্ববৎ উড়িতে লাগিল। যদি দুর্গ ইঙ্গরেজের অধিকারচ্যুত হইত, তাহা হইলে কাণপুর ও লক্ষ্নৌ অধিকার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। হয় ত ভারতে ইঙ্গরেজের বিশাল সাম্রাজ্য বিপ্লবের ভয়াবহ অভিঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত *। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারিতা বা মানুষের ক্ষমতা এস্থলে পরিস্ফুট হউক বা নাই হউক, ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় ইচ্ছায় এলাহাবাদের দুর্গে ইঙ্গরেজের বিজয়পতাকা অক্ষুণ্ণ রহিল। বারাণসীতে শিখসৈন্য ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিয়াছিল। এলাহাবাদের শিখসৈন্য হিন্দুস্থানী সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে ইঙ্গরেজের আদেশানুবর্ত্তী হইল। যদি এলাহাবাদের সামরিক রঙ্গভূমিতে বারাণসীব্যাপারের অভিনয় হইত, তাহা হইলে ঘটনাচক্র বোধ হয়, অন্যদিকে আবর্ত্তিত হইত। যাহা হউক, অনতিবিলম্বে এলাহাবাদের দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। যে সাহসী, সুদক্ষ, স্বজাতিহিতৈষী অথচ কঠোরহৃদয় বীরপুরুষ বারাণসীরক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সৈনিকদল সহ এলাহাবাদের দুর্গে প্রবেশ করিয়া, তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের হৃদয় আশ্বস্ত করিলেন।

সেনাপতি নীল ১১ই জুন এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। তিনি যখন বারাণসী হইতে যাত্রা করেন, তখন এলাহাবাদে কি হইতেছে, কিছুই জানিতে পারেন নাই। টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সেই মুহূর্ত্তে কোন সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক,

* *Russell, Diary in India, Vol I. p. 155.*

তস্বী সেনাপতি বিশিষ্ট সত্বরতাসহকারে, এলাহাবাদের অভিমুখে গ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রচণ্ড নিদাঘের নিদারুণ আতপে তাঁহার বা দীয় সৈন্যের গতিরোধ হইল না। সেনাপতি সমস্ত বিঘ্নবিপত্তিতে পেক্ষা করিয়া, ত্বরিতগতিতে গঙ্গার তটদেশে উপস্থিত হইলেন। দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা তাঁহার আগমনসংবাদ জানিতে পারেন নাই, এজন্য সেনাপতির পার হওয়ার জন্য নৌকা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এই অন্তরায় ীঘ্র বিদূরিত হইল। কার্য্যকুশল নীল এতদ্দেশীয় কতিপয় পোতবাহককে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিলেন। তাহারা একখানি নৌকা আনিয়া দিল, সেনাপতি কতিপয় সৈনিক পুরুষের সহিত ঐ নৌকায় অপর তটে উপস্থিত হইলেন। এদিকে দুর্গস্থিত ইঙ্গরেজেরা সংবাদ পাইয়া, নৌকাসংগ্রহ করিয়া দিলেন। এইরূপে সেনাপতি নীলের সমগ্র সৈনিকদল নদী উত্তীর্ণ হইল। সেনাপতি এই সৈন্যসমভিব্যাহারে ঘর্ম্মাক্তকলেবরেও নিরতিশয় পরিশ্রান্তভাবে দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। পথে তিনি অরাজকতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কোথাও ইউরোপীয়দিগের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। সকল স্থানেই অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলভাবের বিকাশ হইয়াছিল। সেনাপতি এলাহাবাদে আসিয়াও সমস্তই গোলযোগপূর্ণ দেখিতে পাইলেন। এস্থলেও জনসাধারণের বলবতী প্রতিহিংসার পরিচয়সূচক চিহ্নের অভাব ছিল না। ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহাবলী, বিপণিশ্রেণী ও কার্য্যালয়সমূহ বিপ্লবের বিকটভাব বিকাশ করিয়া দিতেছিল। সার্ব্বজনীন উত্তেজনার সময়ে শৃঙ্খলার মর্য্যাদা থাকে না। ইউরোপের চিরপ্রসিদ্ধ বালক্লাবানামক স্থানে * যে ভীষণ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে সভ্যতাসম্পন্ন সৈনিকপুরুষেরা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয় নাই†। এলাহাবাদের নিরক্ষর জনসাধারণ যে, উত্তেজনায় অধীর ও কুমন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া, বিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করিবে, তাহা কোন অংশে

* *Russell, Diary in India. Vol I. p. 156.*

† বালক্লাবা ক্রীমিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত। সিবাষ্টোপল হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী। ক্রীমিয়ার যুদ্ধে (এক পক্ষে রুশিয়া অপর পক্ষে ইঙ্গরেজ ও ফরাসী, তুরস্ক ও সার্দ্দিনিয়াবাসী) এস্থলে ইঙ্গরেজদিগের রণতরী সকল ছিল।

বিচিত্র নহে। যাহা হউক, সেনাপতি নীল এলাহাবাদের দুর্গ এখনং ইঙ্গরেজের হস্তে রহিয়াছে দেখিয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। দুর্গস্থিত শিখসৈন্য যে, এরূপ অবস্থাতেও দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করে নাই ইহাই তাঁহার অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় হইল। দুর্গের প্রায় চতুর্দ্দিক উত্তে জিত জনসাধারণে পরিব্যাপ্ত ছিল। যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীরাও প্রতিমুহূর্ত্তে ভয়ঙ্ক কার্য্যসাধনের সুযোগপ্রতীক্ষা করিতেছিল। ইউরোপীয়েরা দুর্গে অবরু থাকিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইতেছিলেন সেনাপতি ইহা দেখিয়া ভাবিলেন ঈশ্বরের অসীম করুণায় দুর্গ হস্তগত রহিয়াছে। সেনাপতির উপস্থিতির পূর্ব্বে দুর্গে কোনরূপ শৃঙ্খলা ছি না। দুর্গের বহির্ভাগে জনসাধারণ যেরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছি দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরাও উত্তেজনায় তদপেক্ষা অধিকতর অধীর হইয়া অবাধে গর্হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল। এই সময়ে কেহ কাহার অধীনতাস্বীকারে সম্মত হয় নাই; কেহ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদিগকে আত্মবশে রাখিয়া আপনার তেজস্বিতার পরিচয় দিতে উদ্যত হয় নাই। যে সকল ইউরোপীয় আপন ইচ্ছায় সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের নিকট সুনীতি বা সুশৃঙ্খলার আদর ছিল না। অনিয়মিত সুরাপান ও যথেচ্ছ ব্যবহারে তাহারা সমুদায় বিষয়ই বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিতেছিল। বিলুণ্ঠন বিধ্বংস ও বিরুদ্ধাচার তখন তাহাদের নিকট দোষ বলিয়া পরিগণি ছিল না। তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইলেও আপনাদিগকে যুদ্ধবীরের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, নিরীহ লোকের শোণিত পাতপূর্ব্বক আত্মগর্ব্বের পরিচয় দিতেছিল। তাহাদের এক ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া শিখসৈন্যের অধ্যক্ষকে গুলি করিবার জন্য পিস্তল গ্রহণ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। তাহারা শিখদিগের সহিত দুর্গস্থ দ্রব্যাদি বিলুণ্ঠনেও কাতর ছিল না। দুর্গের বহুমূল্য কাষ্ঠময় দ্রব্যসকল বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মালগুদামের দ্রব্যাদি অস্বামিক দ্রব্যের ন্যা সকলের হস্তগত হইতেছিল। শিখসৈন্য সুরাপূর্ণ বোতল সকল বিলুণ্ঠি করিয়া ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষদিগের নিকট অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এইরূপে মদিরাস্রোত অবাধে প্রবাহিত হইতেছিল।

ইউরোপীয়েরা নদীতটের সন্নিহিত গুদাম বিলুণ্ঠিত করিয়াছিল। ইহাদের এইরূপ যথেচ্ছাচার দেখিয়া শিখেরাও বিলুণ্ঠনব্যাপারে নিরস্ত থাকে নাই। দুর্গের কার্য্যপ্রণালী এরূপ বিশৃঙ্খল ছিল যে, এক ব্যক্তি দুর্গরক্ষার জন্য সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার স্ত্রীপুত্র সমস্ত দিন অনাহারে ছিল। একজন সদাশয় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক তাহার দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া, সেনাপতি সিমসন্‌কে উক্ত বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। সেনাপতি অনেক কষ্টে তাহাকে দুর্গে লইয়া যান এবং আহারের জন্য এক খানি রুটী দেন। কিন্তু মালগুদামের এক ব্যক্তি এই হতভাগ্যের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে খাদ্য সামগ্রী দিতে অসম্মত হয়; যেহেতু তাহারা দুর্গরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। এইরূপ অপূর্ব্ব হেতুবাদ দেখাইয়া তখন সকলেই সর্ব্ববিধ অপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল। যুদ্ধবীর সেনাপতির শাসনেও এই যথেচ্ছাচারস্রোত নিরুদ্ধ হয় নাই। দুর্গস্থিত ইউরোপীয় ও শিখসৈন্য এলাহাবাদের উত্তেজিত জনসাধারণের ন্যায় উগ্রভাবের পরিচয় দিতেছিল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জনগণ যখন কাহারও বশ্যতাস্বীকার না করিয়া, স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন বলবতী উত্তেজনায় তাহারা সহজেই ভয়ঙ্করভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদের ঈদৃশ ভাব বিস্ময়কর নহে। কিন্তু, দূরদর্শী, সভ্যতাভিমানী ও সুদক্ষ সেনাপতির শাসনে যখন সর্ব্ববিধ্বংসকর যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয়বৃদ্ধি হয়, তখন কেহই তাহার জন্য গভীর ক্ষোভপ্রকাশ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। তেজস্বী বীরপুরুষের অধীন শিক্ষিত সৈনিকদলের এইরূপ পশুবৎ ব্যবহার ইতিহাসে সর্ব্বদা নিন্দনীয় হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য এইরূপ নিন্দনীয় হইয়াছে। সেনাপতি নীল এই বিশৃঙ্খল কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া, আপনাদের প্রাধান্য সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত যথেচ্ছাচারী ইউরোপীয়দিগের শাসনে মনোনিবেশ করেন।

সেনাপতি নীল সর্ব্বপ্রথম এলাহাবাদের দুর্গ সুরক্ষিত ও নিরাপদ করিতে উদ্যত হইলেন। দারাগঞ্জ নামক স্থান, নগরের উচ্ছৃঙ্খল ও যুদ্ধোন্মত্ত লোকে পরিপূর্ণ ছিল। উহাদের দূরীকরণ জন্য সেনাপতি ১২ই জুন প্রাতঃ-

কালে আপনার সমভিব্যাহারী একদল সৈন্য ও কতিপয় শিখকে পাঠাই দিলেন। প্রেরিত সৈন্য দারাগঞ্জ হইতে উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগে দূরীভূত করিল, একটি পল্লী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, এবং নৌসে আপনাদের অধিকারে আনিল। নীল অতঃপর ঐ সেতু সংস্কৃত করি উহার রক্ষার জন্য কতিপয় শিখ সৈন্য রাখিয়া দিলেন। শিখেরা এ পর্য দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা হিন্দুস্থানী সিপাহীদিগের নিরস্ত্রী করণে সবিশেষ কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়াছিল। ইহাদের বিশ্বাস ছিল যে ইহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদলভুক্ত ইউরোপীয়দিগের ন্যায়, দুর্গে থাকিয়াই স্বেচ্ছাচারিতাসহকারে সুরাপানে ও গবর্ণমেণ্টের মালগুদামের দ্রব্যগ্রহে আমোদিত থাকিবে। কিন্তু সেনাপতি নীল ইহাদের ব্যবহারে সন্দিহা হইলেন। যাহারা যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীদিগকে দুর্গাক্রমণে বাধা দিবার জ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া, প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইয়াছিল, তাহারাই এক্ষ দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু শিখেরা সহসা এই আদেশ পালনে সম্মত হইল না। সেনাপতি নীল ক্লাইবের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি আপনার সঙ্কল্প সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এই সময়ে দুর্গে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না, সৈনিকদলের মধ্যে পানদো প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শিখেরা গুদামের উৎকৃষ্ট সুরাপূর্ণ বোতল সক সংগ্রহপূর্ব্বক, ঐ সুরাপানে নিরন্তর পরিতৃপ্ত হইতেছিল। সেনাপতি নী শিখদিগকে প্রার্থনানুরূপ মূল্য দিয়া, ঐ সুরা গুদামে রাখিতে গুদামে কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশে শিখসৈন্য সন্ত হইল। এ দিকে তাহাদের অধিনায়কও তাহাদিগকে দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে, অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা অতঃপর কোনর আপত্তি না করিয়া দুর্গের বহিঃস্থিত বাটীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিল কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইল না। তাহা ইউরোপীয়দিগের দ্রব্যাদির বিলুণ্ঠনে নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু দুর্গের বহির্ভাগে পল্লীসমূহ বিলুণ্ঠিত ও বিদগ্ধ করিতে বিরত থাকিল না। তাহারা মূষিক দলের ন্যায় বিশৃঙ্খলভাবে চারি দিকে প্রধাবিত হইত এবং পল্লীবাসীদিগে যে সকল দ্রব্য দেখিত, তৎসমুদয়ই লুঠিয়া আনিত। তাহাদের গন্তব্য প

অবরুদ্ধ হইল, তথাপি তাহারা বিলুণ্ঠনের আশায় জলাঞ্জলি দিল না। তাহা-
দের অধিনায়ক তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে একান্ত অসমর্থ হইলেন।
শিখদিগের ন্যায় ইউরোপীয় সৈনিকদলও অধিনেতাদের আদেশপালনে
আগ্রহপ্রকাশ করিত না। এই সময়ে দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার নিমিত্ত
গরুর গাড়ী সাতিশয় আবশ্যক হইয়াছিল, অনেক স্থলে গাড়ী বা বলদ,
কিছুই পাওয়া যাইত না। সুতরাং ইউরোপীয় যোদ্ধার ন্যায় বলদও অতি
প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ইউরোপীয় সৈনিকদল
এরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল যে, তাহারা এইরূপ অতি প্রয়োজনীয়
জীবের প্রতি গুলি নিক্ষেপকরিতেও সঙ্কুচিত হইত না। তাহাদের ঈদৃশী
উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া, সেনাপতি নীল তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন
করিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা সুব্যবস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের
কয়েক জনকে বন্দুকের গুলিতে বা ফাঁসীকাষ্ঠে বধ করা হইবে।

শিখদিগকে দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া, সেনাপতি নীল বিপক্ষদিগকে
বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ১৫ই ও ১৭ই জুন আপনাদের
বালকবালিকা ও কুলনারীদিগকে দুই খানি জাহাজে কলিকাতায় পাঠাইয়া
দিলেন। জাহাজের নাবিকেরা মুসলমান ছিল। তাহাদের প্রতি সর্ব্বাংশে
বিশ্বাস না থাকাতে, ১৭ জন বিশ্বস্ত রক্ষক যাত্রীদিগের সমভিব্যাহারে গমন
করিলেন। ইহাদের মধ্যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়নামক এক জন খ্রীষ্ট-
ধর্মাবলম্বী রক্ষক ছিলেন, ইনি উক্ত কুলনারী ও বালকবালিকাদিগের প্রতি
যথোচিত যত্নপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, কর্ণেল নীল
একদিকে যমুনার বামতটবর্ত্তী কিদগঞ্জ এবং মুলগঞ্জ নামক পল্লীস্থিত বিপক্ষ-
দিগকে আক্রমণ করেন। বিপক্ষেরা পল্লী হইতে দূরীভূত হয়। সেনানায়ক
নীল অতঃপর জলপথ নিরাপদ রাখিবার জন্য একখানি জাহাজে একটি
কামান সহ কতিপয় সৈনিক পুরুষকে পাঠাইয়া দেন। ইহারা
কামান লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়, এবং জাহাজের দক্ষিণে ও বামে,
উভয় দিকেই গুলিনিক্ষেপ করিয়া, বিপক্ষদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে।
স্থলপথে কতিপয় পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরিত হয়। পদাতি-
দিগের মধ্যে এক দল শিখ ছিল; ইহারা অগ্রসর হইলে, বিপক্ষেরা প্রবল-

বেগে ইহাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু শেষে শিখদিগের পরাক্রমে তাহাদে ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয়। তাহারা রাত্রিসমাগমে কামান ও বন্দীদিগ ফেলিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করে। এই বন্দীদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ষোড় বর্ষীয় সৈনিক বালক ছিল।

সেনাপতি নীল এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া, এইরূপে একে একে নান স্থানে আপনাদের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৭ই জুন মাজিষ্ট্রেট সাহে কোতোয়ালীতে উপস্থিত হয়েন। বিপক্ষেরা পূর্ব্বেই এই স্থান পরিত্যা কারয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট্ বিনা বাধায় আপনার কর্ম্মচারীদিগকে নির্দি কার্য্যে নিবেশিত করেন। এই সময়ে ইঙ্গরেজের কামানের গোলায় অচির সমগ্র নগর বিধ্বস্ত হইবে বলিয়া জনরব প্রচারিত হয়। এই জনরবের উ পত্তি কোথা হইতে হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভব ভাতগ্রস্ত ব্যক্তির কল্পনায় অথবা যাহারা ইঙ্গরেজের বিপক্ষদিগকে দূরীভূ কারতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাদের মন্ত্রণায় ইহার প্রচার হইয়াছিল। বি জনরব যে স্থান হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, উহা সুনিপুণ ঐন্দ্রজালিবে মোহিনী শক্তির ন্যায় দেখিতে দেখিতে সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়াছি নগরবাসিগণ ঐ জনরবে সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। মৌলবী ও তাহ সহকারিগণ সাধারণের ভয় নিবারণের অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহা চেষ্টা ফলবতী হইল না। নগরবাসিগণ ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, চারি দি পলাইতে লাগিল। সেই দিন নগরের কোন গৃহেই একটি মানুষ রহিল ন সায়ংকালে নগরের কোনস্থানেও একটি আলোক পরিদৃষ্ট হইল না। লি কৎ আলি অধীরহৃদয়ে ও দুঃসহমনোদুঃখে কাণপুরের অভিমুখে প্রস্থ করিলেন*। তাঁহার দুইজন সহকারী ইতঃপূর্ব্বে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলে

* মৌলবী এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"কতিপয় দুষ্ট লোক "অভিশাপগ্রস্তদিগের" অবলম্বন পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াছিল যে, ইঙ্গরেজেরা নগরধ্বংসের জন্য দুর্গস্থিত কামানস প্রস্তুত করিতেছে। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাহারা নগরে গোলাবৃষ্টি করি যে যথাকারিগণ আপনাদের বাক্যের দৃঢ়তাস্থাপনজন্য গৃহ ও সম্পত্তিরক্ষার ভার ঈশ হস্তে সমর্পিত করিয়া অনুচরগণের সহিত প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। এই আশঙ্কার সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও, নগরবাসিগণ পরিজন দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করিতে থাকে"।

একটি সুদৃশ্যপরিচ্ছদধারী, সুন্দর যুবক শিখদিগের অধিনায়কের নিকট বন্দীভাবে আনীত হয়েন। ইহার হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। ইনি সেনানায়কের নিকটে মৌলবীর ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত হয়েন। সৈন্যাধ্যক্ষ ইহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই কারাগারে আবদ্ধ করিতে আদেশ দেন। যখন শিখ সৈন্য অধিনায়কের আদেশে ইহাকে কারাগারে লইয়া যায়, তখন ইনি সহসা বলপূর্ব্বক হস্তদ্বয়ের বন্ধনচ্ছেদ পূর্ব্বক প্রবলপরাক্রমে আপনার বন্ধনকারীদিগের এক জনকে আঘাত করেন। সেনানায়ক ইহা দেখিয়াই বিদ্যুদ্বেগে নিকটে উপস্থিত হয়েন, এবং ইহার হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া, সবেগে ইহাকে ভূতলে পাতিত করেন। শিখেরা এই অবসরে আপনাদের পদস্থিত অনুপদীনাদ্বারা ইহার মস্তক এরূপ মর্দ্দিত করে যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহার মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন ও বহির্গত হয়। অতঃপর ইহার শব বহির্ভাগে প্রক্ষিপ্ত হয় *।

১৮ই জুন সেনাপতি নীল সমগ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হয়েন। তিনি একদল সৈন্য দরিয়াবাদ, সৈদরবাদ ও রসুলপুরনামক পল্লী আক্রমণ জন্য প্রেরণ করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যসহ নগরে অগ্রসর হয়েন। নগর এখন নীরব ও নির্জ্জন ছিল। উত্তেজিত অধিবাসিগণ আবাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিল। বাতাবর্ত্তের পর প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধভাব ধারণ করে, সৈনিকনিবাস ও কাওয়াজের ক্ষেত্র সেইরূপ নিস্তব্ধ ভাবে ছিল। সেনাপতি পরিত্যক্ত সৈনিকনিবাসে পুনর্ব্বার সৈনিকদল নিবেশিত করিলেন। শাসনবিভাগের রাজকর্ম্মচারিগণ পুনর্ব্বার আপনাদের কার্য্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন। কাওয়াজের ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার ব্রিটিশ কোম্পানির অনুরক্ত সৈনিক পুরুষদিগের সমাগম হইতে লাগিল। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে পুনর্ব্বার ইঙ্গরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। এলাহাবাদে যুদ্ধ শেষ হইল। কিন্তু, ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের বলবতী প্রতিহিংসার অবসান হইল না। উত্তেজিত জনসাধারণ যেরূপ নিষ্ঠুরতাসহকারে ফিরিঙ্গীহত্যা করিয়াছিল, রাজপুরুষগণ এখন জনসাধারণের হত্যায় তদপেক্ষা অধিকতর

* *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 299.*

নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহারা নগর হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আশ্রয় দুর্গ চারি দিকে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের আবাসগৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের আত্মীয়গণ যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদিগের হস্তে, নিপীড়িত, নিগৃহীত বা নিহত হইয়াছিল দুই সপ্তাহ পরে যখন তাঁহারা উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও তাঁহাদের অধ্যুষিত নগর যখন পুনরধিকৃত হইল, তখন তাঁহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে নিরক্ষর ও প্রধানতঃ নিরীহ অধিবাসীদিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইলেন। বিপ্লবের প্রতিঘাতে আবার ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইল। উদারতা ও ন্যায়পরতাসহকৃত দয়া, যে স্থলে শান্তির রাজ্য অব্যাহত ও পবিত্রতায় পরিশোভিত রাখিতে পারিত, সে স্থলে ঘোরতর প্রতিহিংসাসহকৃত পাপময় কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

ইঙ্গরেজ যখন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আপনাদের জীবনরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তখন কলিকাতার মন্ত্রিসভা বিপক্ষদিগকে কঠোর শাস্তি দিবার জন্য কঠোরতর আইনপ্রচার করেন। এই আইনের বলে জনসাধারণের অমূল্য জীবন বিচারপতিদিগের হস্তে ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠে। এলাহাবাদ বিভাগে এখন এই কঠোরতর আইন প্রচারিত হইল। কেবল সেনাপতি নীল এই আইনে বিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করেন নাই। সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত বিচারাধ্যক্ষ, তাঁহার সহকারী, এমন কি, বিচারবিভাগের বহির্ভূত লোকের হস্তেও এই আইনপরিচালনের ভার সমর্পিত হইল। বিভাগের কমিশনর, জজ, সহকারী মাজিষ্ট্রেট, সিবিল সার্জন, সকলেই উপস্থিত আইনের মহিমায়, মানবের অমূল্য জীবনের বিধাতা পুরুষ হইয়া উঠিলেন। এই সকল বিচারক উত্তেজিত জনসাধারণের আক্রমণে আপনার গৃহ সকল বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া ছিলেন, আপনাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ব্যস্ততার সহিত দুর্গে আনিবার কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিহিংসা ইহাদের হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। ইহারা সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ লোককেই ঘোরতর শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা এইরূপ শাত্রববুদ্ধিতে বিচলিত হইয়া বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে উন্মুখ ছিলেন,

এখন তাঁহারাই জনসাধারণের জীবনরক্ষণ বা হরণের জন্য বিচারকের পবিত্র আসনে সমাসীন হইলেন।

উপস্থিত সময়ে ঐ সকল ব্যক্তির হস্তে উক্তরূপ কঠোরতম শক্তির পরিচালনের ভারসমর্পণ করা, গবর্ণমেণ্টের উচিত হয় নাই। যাহারা সর্ব্বত্র বিপ্লবের বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু, এইরূপ শাস্তিপ্রদানের সময়ে সুবিচারের সম্মানরক্ষা করাও কর্ত্তব্য। শত অপরাধীর বিমুক্তি হয়, তাহাও ভাল, তথাপি একটি নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড সন্নীতির অনুমোদিত নহে। গবর্ণমেণ্ট এ সময়ে যে উদ্দেশ্যে উপস্থিত আইনপ্রচার করিয়া ছিলেন, যদি দূরদর্শী, উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উহার পরিচালনভার থাকিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হইত। কিন্তু সদ্বিবেচনা ও ধীরতার অভাবে তাহা হয় নাই। যে বিধি দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন ও রক্ষণের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল, বিচারের দোষে তাহা শিষ্টের প্রাণহরণেরও প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে। প্রতিদিন বহুসংখ্য ব্যক্তির অমূল্য জীবনবিনাশ হইতে থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ঘোষণা করিয়া ছিলেন যে, গবর্ণরজেনেরলের বিনা অনুমতিতে প্রাণদণ্ড হইবে না। কিন্তু সেনাপতি নীল এই ঘোষণায় মনোযোগ দেন নাই। এই সময়ে পরলোকগত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি নির্ভীকচিত্তে গভীর ঘৃণা ও বিরাগের সহিত আপনার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে ঐ বিষয়সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন, "যদি গবর্ণর জেনেরল গ্রাণ্ট্ সাহেবের (উঃ পঃ প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর) আদেশরক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও স্থানান্তরিত করা উচিত। যদি এতদ্দেশীয়দিগকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি নীলের বৈরনির্য্যাতনপ্রণালী অনুসারে কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে লর্ড কানিঙ্গ্ ও তাঁহার সদস্যগণ যেন কতিপয় কসাইর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া এদেশ হইতে শীঘ্র প্রস্থান করেন। কিন্তু যদি তাঁহারা এখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজমুকুটের মণিস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহা হইলে করুণাদেবতা, যুদ্ধদেবতার স্থান অধিকার করিয়া উত্তর

পশ্চিমপ্রদেশের লোকদিগকে সর্ব্বধ্বংস হইতে রক্ষা করুন"*। স্বদেশহিতৈষী, রাজনীতিজ্ঞ, লেখকশ্রেষ্ঠের আবেগময়ী লেখনী হইতে একসময়ে এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী বাক্য নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে সেনাপতি নীল ব্যতীত আরও অনেকে সর্ব্ববিধ্বংসের বিকটভাববিস্তার করিয়া, স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা, সকলকেই সমভাবে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন†। ঘোরতর প্রতিহিংসায় তাঁহাদের বিবেক বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং গভীর উত্তেজনার ভয়াবহ তরঙ্গে তাঁহাদের ন্যায়পরতা, সমদর্শিতা ও উদারতা ভাসিয়া গিয়াছিল।

বিচারবিভাগের বহির্ভূত যে তিন জনের হস্তে সামরিক আইন পরিচালনের ভার ছিল, তাহাদের এক জন ৬০ জনের, আর একজন ৬৪ জনের এবং সিবিল সার্জ্জন ৫৪ জনের ফাঁসীর আদেশ দেন। এই সকল লোকের অপরাধের বিবরণ এবং সাক্ষীদিগের জবানবন্দী কোন কাগজপত্রে রক্ষিত হয় নাই। এক ব্যক্তির নিকটে এক থলিয়া নূতন পয়সা ছিল বলিয়া, তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। বিচারক মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, অথবা সিপাহীরা পয়সা ফেলিয়া টাকা লইবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে,উক্ত ব্যক্তি ঐ পয়সার থলিয়া কুড়াইয়া লইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার এক মাসেরও অধিক কাল পরে, এক দিন পনর জনকে, তৎপর দিন ২৮ জনকে বিদ্রোহ ও ধনাগারলুণ্ঠন অপরাধে ফাঁসী দেওয়া

* শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল সান্যাল প্রণীত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী, ১২ পৃষ্ঠা।

† ১৭ই জুন সেনাপতি নীল আপনার দৈনন্দিন লিপিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন :- "বিদ্রোহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার অপরাধে সৈয়দ ইসুআলি নামক এক রসালদার আমার সমক্ষে বিচারার্থ আনীত হয়। এ ব্যক্তি কুড়ি বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম করিয়াছিল। আমি অবিলম্বে উহাকে ফাঁসী দিবার আদেশ দিই। এই ব্যক্তিকে লইয়া আমি ছয় জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছি। আমাকে যে. এরূপ কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি কখন ভাবি নাই। ঈশ্বর দেখিবেন, আমি ন্যায়পরতার সহিত কার্য্য করিয়াছি। আমি জানি. যে, আমাকে বিশেষ কঠোরতার পরিচয় দিতে হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত বিষয় দেখিলে আমার অপরাধ মার্জ্জনীয় হইবে, স্বদেশের মঙ্গল এবং স্বদেশের ক্ষমতা ও প্রাধান্যরক্ষার নিমিত্ত আমাকে এরূপ করিতে হইয়াছে। ইত্যাদি।" কে সাহেব এই লিপি উদ্ধৃত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেনাপতি নীলের ধর্ম্মভয় ও দায়িত্ব বোধ ছিল। সেনাপতি বহুসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ড করেন নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস অন্যরূপ। *Kaye, Sepoy War Vol. II. p. 269, note.*

র। কিন্তু ইহারা যে, বিপক্ষ সিপাহী, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ঐ অপরাধে আর এক দিন ১৩ জনের ফাঁসী হয়।

উত্তেজিত সিপাহীদিগকে নদী পার করিয়া দিবার অপরাধে বিচারকের আদেশে ছয় জন ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে। উপস্থিত সময়ে ফাঁসীই প্রত্যেক অপরাধীর একমাত্র শাস্তি ছিল। প্রত্যেক অপরাধীর বিচারসময়ে যদি তাহার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, এবং যথোপযুক্ত প্রমাণাদি লইয়া যথোচিত দণ্ড বিহিত হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু সময়ে উক্তরূপ কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করা হয় নাই। বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, বোধ হয়, আপনার হৃদয়গত বেদনা উদ্দীপ্ত প্রতিহিংসার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। বিপ্লবের ছয় মাস পরে জজের আদেশে ১০০ জন এবং মাজিষ্ট্রেটের আদেশে ৫০ জনের ফাঁসীর আদেশ হয়। উপস্থিত স্থানে এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য নগরে একটি বৃহৎ ফাঁসীকাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ ভীষণ বধ্যভূমিতে উপনীত হইয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ দলে দলে ফাঁসীকাষ্ঠে লম্বমান হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত বিচারকদিগের একজন এই সময়ে লিখিয়াছিলেন, "যে সকল পল্লীর অধিবাসী আমাদের বিপক্ষতা করিয়াছে, আমরা সেই সকল পল্লীর অধিবাসীদিগকে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়াছি। এই রূপে আমরাও আমাদের প্রতিহিংসার তৃপ্তি করিয়াছি। যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ ও গবর্ণমেণ্টের অনুগত ব্যক্তিদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, আমি তাহাদের বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। আমরা প্রতিদিন ৮।১০ জনের ফাঁসী দিয়াছি। প্রাণরক্ষণ ও প্রাণহরণের ভার আমাদের হস্তে আসিয়াছে। আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে, অপরাধীদিগের কাহারও জীবনরক্ষা করা হইবে না। সরাসরির বিচারে প্রত্যেক অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতেছে। দণ্ডিত ব্যক্তির গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে গাছের নীচে গাড়ীর উপর দণ্ডায়মান রাখা হয়; শেষে গাড়ী চালাইয়া দিলে সে ফাঁসবদ্ধ হইয়া ঝুলিতে থাকে*।" সুযোগ্য বিচারক আপনার

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 301.*

প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত করিয়া, এই রূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা দেওয়ানী কর্ম্মচারিগণই সর্ব্বধ্বংসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। জল্লাদ ও মুদ্দফরাসদিগের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার সময়ে, মাজিষ্ট্রেট এই হেতুবাদ দেখাইয়া ছিলেন যে, এতদ্দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফাঁসী দিতে দশ টাকা করিয়া বাঁচিয়া যাইবে। ব্যয়সংক্ষেপের সহিত এইরূপে লোকসংক্ষেপ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে একজন বাঙ্গালী মুন্‌সেফ বিশিষ্ট সাহস ও পরাক্রমের পরিচ[য়] দেন। ইনি আপনার তত্ত্বাবধানে সৈনিকদল সংগঠিত করেন, তাহাদিগকে সুনিয়মে পরিচালিত করিতে উদ্যত হয়েন, এবং বিপক্ষের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া আপনার বীরত্বকীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত হইয়া উঠেন। ইহার না[ম] প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ার সম্রা[ন্ত] ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয়সূচক "যুদ্ধকারী মুন্‌সেফ" বলিয়া অভিহিত হয়েন। বাবু প্যারীমোহ[ন] উত্তরপাড়ার ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে তৎপরে কলিকাতাস্থিত হিন্দুকলে[জে] বিদ্যাশিক্ষা করেন। সিপাহীযুদ্ধের সমকালে ইনি এলাহাবাদের মুন[্‌সেফ] ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাকে জায়গীর দিয়া, এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট করি[য়া] ইহার সাহস ও পরাক্রমের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন*।

কলিকাতা রিবিউ নামক সাময়িক পত্রের একজন সদাশয় লে[খক] এই "যুদ্ধকারী মুন্‌সেফের" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দেওয়ানী আদাল[তের] এতদ্দেশীয় বিচারক, এক জন বাঙ্গালী বাবু, এসময়ে আপনার ক্ষমতা[য়] সাহসে সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ সুপরিচিত হয়েন যে, তিনি 'যুদ্ধকারী মু[ন্‌]সেফ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। তিনি কেবল সাহসসহকারে আ[প]নাদের অধ্যুষিত স্থানরক্ষা করেন নাই, অধিকন্তু আক্রমণের প্রণা[লী] অবধারিত করিয়াছেন, পল্লীসমূহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইঙ্গরেজী[তে] ঘটনার বিবরণ সহ স্বাভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া, অধীন ব্যক্তিদিগকে ধন্যব[াদ]

* *A Hindu, Mutinies and the People, p. 141.*

দিয়াছেন এবং শাসনকার্য্যে ক্ষমতা ও আপনাদের প্রসিদ্ধ জাতীয় গুণ—বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দেখাইয়াছেন *।" উপস্থিত সময়ে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের রাজকীয় কার্য্যালয়সমূহে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক ছিল। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে এই প্রদেশের কোন স্থলেই ইঁহাদের বিপক্ষতাচরণের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয় নাই। ইঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের চিরন্তন রাজভক্তির সম্মানরক্ষা করিয়া ছিলেন†।

সুসভ্য ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ এইরূপ বিধ্বংসব্যাপারে আপনাদের সভ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিপক্ষগণ তাঁহাদের ন্যায় সভ্যতাগৌরবে উন্নত ছিল না, তাঁহাদের ন্যায় হিতাহিতনির্দ্ধারণে পারদর্শী ছিল না, তাঁহাদের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ও সহায়সম্পন্ন ছিল না। তাহাদের স্বাধীনতাস্পৃহা থাকিতে পারে, দেশহিতৈষিতার জন্য একাগ্রতা থাকিতে পারে, স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য একপ্রাণতা থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা যে, অনেক সময়ে গভীর উত্তেজনায় সভ্যতার চিহ্নসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তাহারা বলবতী প্রতিহিংসায় ইউরোপীয়দিগকে যারপর নাই দুরবস্থান্বিত করিয়াছিল; চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়প্রভৃতি ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল; বিদেশিনী কুলকন্যা ও বিদেশী শিশু সন্তানগুলিকে তরবারির আঘাতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে যে স্থান সর্ব্বদা শ্রীসম্পন্ন থাকিত, শান্তির মহিমায় যে স্থানে লোকে নিরাপদে বাস করিত, সভ্যতার গৌরবে যে স্থান সর্ব্বদা সভ্যসমাজে পরিকীর্ত্তিত হইত, তাহাদের আক্রমণে সে স্থানের শৃঙ্খলা ও শান্তি বিলুপ্ত হয়, এবং সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু কেবল ভারতের ইতিহাসেই ভয়াবহ বিপ্লবের এইরূপ লোমহর্ষণ চিত্র পরিদৃষ্ট হয় না। এগুলি বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল। বিভিন্নদেশের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা দেখা যায়। বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায়, নরনারী বালকবালিকা হত্যার বর্ণনা রহিয়াছে। সভ্যতাসম্পন্ন রোমসাম্রাজ্যেও

* *Calcutta Review. Vol. XXXI. p. 69.*
† *Ibid p. 68.*

যে, এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদি নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইঙ্গলণ্ডের ভূপতি প্রথম চার্লসের রাজত্বকা আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কাথলি ধর্ম্মসম্প্রদায় যে রূপ ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বর্ণ পাঠ করিয়া, ইঙ্গলণ্ডের ইতিহাসপাঠক আজ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হই থাকেন *। সুসভ্য দেশে বিপ্লবের সংঘাতে যখন অবাধে এইরূ ভয়াবহ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, নিরপরাধা কুলনারী ও নিরীহ শিশুসন্তা পর্য্যন্ত যখন উত্তেজিত লোকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখ ভারতের যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদল ও উত্তেজিত জনসাধারণ যে, আপনাদের চিরন্ত ধর্ম্ম, আপনাদের চিরমান্য আচার ও আপনাদের চিরাগত সম্পত্তিরক্ষা জন্য ফিরিঙ্গীদিগের হত্যায় উদ্যত হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে তাহারা নিত্যসন্দিগ্ধ ও নিত্যকৌতূহলপর। ভূয়োদর্শিতায় তাহাদে অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয় নাই, কার্য্যকারণের পরিজ্ঞানে তাহাদের চি সুব্যবস্থিত হইয়া উঠে নাই, বা ধীরতায় ও সদ্বিবেচনায় তাহাদের হৃদ প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে নাই। তাহারা ইঙ্গরেজের দুরবগাহ রাজনীতি মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, বিভীষিকাময়ী কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ ইঙ্গরেজের কার্য্যপ্রণালীর দোষে আপনাদের সর্ব্বনাশ হইবে মনে করিয়া, সংহারকার্য্যে উদ্যত হইয়াছিল, কেহ কেহ ক্ষমতাচ্যুত বা সম্পত্তিচ্যুত লোকের উত্তেজনায় অসিপরিগ্রহ করিয়াছিল, কেহ কে ইচ্ছা না থাকিলেও, আপনাদের সম্পত্তিনাশের আশঙ্কায় উন্মত্ত লোকের সহিত মিশিয়া ছিল, কেহ কেহ সম্পত্তিলুণ্ঠনে আপনাদিগকে সহসা সমৃদ্ধ করিবার আশায়, কেহ কেহ বা আত্মীয়দিগের প্ররোচনায় বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হইয়াছিল। যখন প্রধান প্রধান নগরে সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরু অস্ত্রপরিগ্রহ করিতেছিল, ইউরোপীয় সৈন্য যখন যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিল, তখন এই জনসাধারণ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, উত্তেজনার স্রোতে ভাসমান হইয়াছিল।

* *Calcutta Review. Vol. XXXI, p. 80.*

রোমকগণ ব্রিটিশ দ্বীপ পরিত্যাগ করিলে ব্রিটন্‌দিগের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, উপস্থিত সময়ে উক্ত জনসাধারণও সেইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল*। ইহাদের কোন সৎপরামর্শদাতা ছিল না, কোন উদ্ধারকর্ত্তা ছিল না, সম্পত্তি ও সম্মানরক্ষার কোনরূপ অবলম্বন ছিল না। ইহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশ্যম্ভাবী ঘটনার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। শেষে ইঙ্গরেজের হস্তে ইহাদের সর্ব্বনাশ হয়। ইহারা যে পরিজনবর্গের রক্ষার জন্য, সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইয়াছিল, যে সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার আশায়, সিপাহীদিগের কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিল, ইহাদের সেই পরিজনবর্গ শেষে উৎসন্ন এবং সেই সম্পত্তি শেষে পরহস্তগত বা ভস্মীভূত হয়। ইহারাও শেষে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইতে থাকে। ইঙ্গরেজ ইহাদের সম্বন্ধে কোন অংশে দয়াপ্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা যুবক, বৃদ্ধ, সকলকেই সমভাবে মৃত্যুমুখে পাতিত করেন। পল্লীদাহে নিরাশ্রয় বালকবালিকা পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইঙ্গরেজ তখন এই বলিয়া গর্ব্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "নিগার্‌ নেটিবদিগের" সমূলে বিধ্বংস করা তাঁহাদের একটি আমোদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা হৃষ্টান্তঃকরণে এই আমোদ উপভোগ করিয়াছেন†। অস্মদ্দেশের একজন গ্রন্থকার তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পথপার্শ্বে ও বাজারে যে সকল ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের শব গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত আট খানি গাড়ি নিয়োজিত হয়। তিন মাস এই গাড়িতে প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ঐ সকল শব লইয়া যাওয়া হয়। সরাসরি বিচারে ছয় হাজার লোকের জীবন এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল‡ যুদ্ধের অবসানে ইঙ্গরেজ এইরূপে প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। বিলুণ্ঠন ও বিপ্লবের বিনিময়ে এইরূপে সর্ব্বধ্বংসব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। উত্তেজনার পরিবর্ত্তে এইরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রচণ্ডভাব প্রদর্শিত

* *Calcutta Review, Vol. XXXI, p. 84.*

† *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 270.*

‡ *Bholanath Chunder, Travels of a Hindu, Vol. II. p. 324-325*

হইয়াছিল, এবং লোকপালনী শক্তির পরিবর্ত্তে এইরূপে সর্ব্বসংহারিণী শক্তি আবির্ভূত হইয়া, করুণার সম্মোহন ভাব অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

এলাহাবাদবিভাগের সিপাহীযুদ্ধের সম্বন্ধে একজন সদাশয় সুলেখকের একটি প্রবন্ধ উপস্থিত যুদ্ধের অবসানসময়ে কলিকাতা রিবিউ নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধোক্ত কোন কোন বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রবন্ধের উপসংহারভাগে লেখক, এলাহাবাদ বিভাগের লোকহত্যার সম্বন্ধে এই ভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন :— "প্রত্যেক ইঙ্গরেজ কেবল স্বাধীন মানব নহেন, প্রত্যুত স্বাধীনতার প্রচারক। তাহারা যথেচ্ছাচার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইলেও, এই বলিয়া সান্ত্বনালাভ করেন যে, গবর্ণমেণ্ট পিতৃভাবে প্রজাপালন করিয়া থাকেন 'রাজনৈতিক বিষয়ে কোন অপরাধ এ স্থানে পরিদৃষ্ট হয় না, এবং প্রকৃতিবর্গও আপনাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট,' আর এই সকল কথা যেন প্রচারিত না হয়। যে নরশোণিতপাত হইয়াছে, তাহা ভাগীরথীর জলপ্রবাহে বিধৌত হইবে না। অনন্ত কালস্রোতেও ১৮৫৭ অব্দ স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। এই সময়ে শত শত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করা হইয়াছে। আমরা চারি দিকে পরিবেষ্টিত, আক্রান্ত, অপমানিত ও নিহত হইয়াছি; ইহার বিনিময়ে আমরাও আসুরিক বলে ঐ সকল আক্রমণকারী, অবমাননাকারী ও হত্যা-কারীকে বিদলিত করিয়াছি। আমরা তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে সম্মি-লিত হইবার ও তাহাদের নিকটে বন্ধুভাবে অভিনন্দিত হইবার আশা করিতে পারি নাই। তাহাদের মধ্যে তাহাদের সন্তানবর্গের পিতৃস্বরূপেও অবস্থিতি করিতে পারি নাই। তাহারা যেমন আমাদের শোণিতপাত করিয়াছে, আমরাও সেইরূপ তাহাদের শোণিতপাত করিয়াছি। আমরা তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছি, তাহারাও আমাদের প্রতি এরূপ ঘৃণা দেখাই-য়াছে, যে, আমাদের মৃত্যু হইলেই যেন তাহারা সন্তুষ্ট হয়।

"খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত এতদ্দেশীয়দিগের এইরূপ যুদ্ধে, করুণা, সমবেদনা ও খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুশাসন সমূলে উৎপাটিত করিবার কল্পনা করা বড় ভয়ানক। যাঁহারা সম্প্রতি ইঙ্গলণ্ড হইতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা করুণাময়ী

দেবাঙ্গনাস্বরূপ সদয়প্রকৃতি নারীদিগের মুখে যখন সর্ব্বজাতির, সর্ব্বশ্রেণীর ধ্বংসকাহিনী শুনিয়াছেন ; তাহাদের প্রতি কিরূপ প্রতিহিংসা প্রদর্শিত ও তাহারা কিরূপে দলে দলে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়াছে, যখন তাহার বিবরণ জানিয়াছেন, তখন তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। মনুষ্যত্বের বিশ্বজনীন ধর্ম্ম আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা এই সকল ব্যক্তিকে আরণ্য পশু বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। কিন্তু এই পশুদিগের মধ্যেই আমাদের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা ইহাদের হস্ত হইতেই খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের কার্য্যে, ইহারা আর আমাদের হত্যাকারী না হইলেই ভাল।

* * * * * *

"যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, কিংবা আমাদের ক্ষমতায় পরাজিত হইয়াছিল, অথবা, আমাদের তরবারিতে, কামানে ও ফাঁসীকাষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অনুসন্ধান বা কোনরূপ বিচার করি নাই। তাহাদের অনেকেই স্পার্টাবাসীদিগের ন্যায়, স্পর্দ্ধাসহকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, এবং জয়োল্লাসে আপনাদের অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। তাহারা কিরূপ শক্তিসম্পন্ন, তাহা কেবল সেই অন্তর্যামী প্রধান পুরুষই জানিতেন। তাহাদের কেহই জীবনভিক্ষা করে নাই, কিংবা কোন বিষয়ের বিনিময়ে জীবনরক্ষা করিতে যত্নবান্ হয় নাই। তাহারা অপরের জীবন যেমন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াছিল,আপনাদের জীবনও সেইরূপ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল,যেহেতু, তাহাদের অবলম্বনের আর কোন পথ ছিল না, আত্মরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না, এবং কোন স্থলে করুণার কোমলভাবের বিকাশ ছিল না।

"আমাদের শাসকবর্গ ভাবিয়া দেখুন, তাঁহারা অনুন্নত ও অসভ্য জনগণের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। বহুসংখ্য সমৃদ্ধ নগর ও অসংখ্য পল্লী তাহাদের আবাস স্থল। তাহারা কার্য্যে চতুর, আচারব্যবহারে ভদ্র, যুদ্ধে সাহসসম্পন্ন, মৃত্যুতে নির্ভয় এবং ধর্ম্মানুগত বিশ্বাসে অনমনীয়। হইতে পারে যে, তাহারা ন্যায়ানুগত বিরাগের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অব-

লঙ্ঘন করিয়াছিল। যেহেতু, তাহাদের ধারণা ও আমাদের ধারণা এক নহে তাহাদের দেবতা ও আমাদের দেবতা এক নহেন, তাহারা যে ভাবে ন্যায় ন্যায়ের বিচার করে, আমরা সে ভাবে ন্যায়ান্যায়ের বিচার করি না আমরা এই সকল লোককে সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের স্থানে ইঙ্গরেজ দিগকে উপনিবিষ্ট করিতে পারি না। আমরা সমগ্র ভারতবর্ষ জনশূ করিয়া, উহাকে শান্তিময় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পারি না। অতএ আমরা যে, নিরতিশয় অপকার্য্য করিয়াছি, তাহা অবশ্য স্বীকার করা উচিত বিশ্বনিয়ন্তার হস্তই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে এবং এখনও রক্ষা করিতেছে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই অপরাধের শাস্তি দিতেছেন এবং আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমাদের ক্ষমতা, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, আমাদের মন্ত্রি গণের অভিজ্ঞতা, আমাদের বহুসংখ্য সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র থাকিলেও দুর্ব্বল, নিরক্ষর, বিভ্রান্ত, বিদ্রোহী বলিয়া কথিত এই সকল ব্যক্তির প্রতি দয়া ও ক্ষমাপ্রদর্শন করা উচিত*।"

উদারপ্রকৃতি, সহৃদয় লেখক এলাহাবাদবিভাগে এতদ্দেশীয়দিগের হত্যাকাণ্ডসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যত দিন ন্যায়পরতার সম্মা থাকিবে, দয়া ও উদারতা যতদিন লোকসমাজে চিরন্তন স্নিগ্ধভাবের পরিচ দিবে, এবং সাধুতা ও সন্নীতি যত দিন পাপের প্ররোচনায় বিমুগ্ধ না হইয়া সর্ব্বক্ষণ অটলভাবে রহিবে, তত দিন উক্ত লেখকের লেখনীবিনিঃসৃত বাক্যা বলী উপেক্ষিত হইবে না।

সেনাপতি নীল যখন এলাহাবাদে ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, তখন তিনি কাণপুর ও লক্ষ্ণৌস্থিত স্বদেশীয়দিগের অবশ্যম্ভাবী বিপদের বিষয় ভাবিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েন। তিনি ঐ দুই স্থলে সাহায্যকারী সৈনিকদল পাঠাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে, এ বিষয়ে বিশিষ্ট সত্বরতাসহকারে কার্য্য করিবার সুবিধা ছিল না। লোকের অভাব না হইলেও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির

* *Calcutta Review. Vol. XXXI,—A district during a Rebellion, pp. 82,83,84.*

বড় অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সৈন্যদিগের জন্য যথোচিত খাদ্য সামগ্রী দক্ষিত ছিল না। এতদ্ব্যতীত অভিযানসময়ে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তৎসমুদয়ও সংগৃহীত ছিল না। রসদবিভাগের কার্য্যের জন্য অনেক বলদ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই তৎসমুদয় উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তগত হয়। এইরূপে গাড়ি ও গরুর সংগ্রহে অনেক বিলম্ব হইল। যুদ্ধের গোলযোগে সৈন্যের ব্যবহারোপযোগী তাম্বু সকলও হস্তান্তরিত ও স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে এক দিন যেমন সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবী বিদগ্ধ হইত, অপর দিন হয় ত, নিরন্তর বৃষ্টিপাতে চারি দিক ভাসিয়া যাইত, সুতরাং প্রচণ্ড উত্তাপ ও অবিরল বৃষ্টিসম্পাতের মধ্যে সৈনিকপুরুষদিগকে অগ্রসর হইতে হইত। এরূপ অবস্থায় দ্রব্যাদি সংগৃহীত না হইলে, তাহারা সত্বরতা সহকারে নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু এলাবাদের যুদ্ধে সম্পত্তি সকল বিনষ্ট হইয়াছিল, শ্রমজীবিগণ আতঙ্কে অধীর হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছিল, ব্যবসায়িগণ আপনাদের ব্যবসায়ে যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর যুদ্ধের অবসানে কর্ত্তৃপক্ষ যে সর্ব্ববিধ্বংসকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, তাহাতে অনেকে ভীত হইয়া স্থানান্তরে আত্মগোপন করিয়াছিল। সুতরাং রসদবিভাগের কর্ম্মচারিগণ শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিবার জন্য লোক পাইলেন না, আবশ্যক দ্রব্যসংগ্রহ করিতেও সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা দ্রব্যাদির সংগ্রহ জন্য যে সকল ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বে চুক্তি করিয়াছিলেন; লোকসংহারে ইঙ্গরেজের তৎপরতা দেখিয়া, তাহারাও ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। এই সকল কারণে সাহায্যকারী সৈন্যের অভিযানে বিলম্ব হইতে লাগিল।

এই সময়ে আবার একটি অপ্রতিবিধেয় বিপদের সূত্রপাত হইল। সেনাপতি নীল যখন আবশ্যক দ্রব্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন, তখন দুরন্ত বিসূচিকা রোগ তাঁহার সৈনিকদলে প্রবেশ করিল। প্রচণ্ড উত্তাপে অবস্থিতি, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও উত্তেজক সুরাপান, এই কারণসমষ্টিতে দুরন্ত রোগের ভয়ঙ্করভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক রাত্রিতে ২০ জন একসঙ্গে সমাহিত হইল। চিকিৎসালয় ওলাউঠা রোগীতে

পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেনাপতি এই আকস্মিক বিপৎপাতে নিরতি
বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্য ভিন্ন কো
কার্য্য করিবার সুবিধা ছিল না। রোগীদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ডুলী
একান্ত অভাব হইয়াছিল। ডুলী পাওয়া গেলেও বাহক পাওয়া যাই
না। এদিকে প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদন জন্য সৈনিককর্ম্মচারীদিগের অনুচ
ও ভৃত্যসংগ্রহ করা সাতিশয় দুর্ঘট হইয়াছিল। ইঙ্গরেজের বলবতী প্রতিহিং
দেখিয়া কেহই তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে সাহসী হইত না। বিভীষিকা
রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে ইউরোপীয়ের হ
আপনাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা করিতেছিল। এই সময়ে একজন রেলও
কর্ম্মচারী লিখিয়াছিলেন, "সেনাপতি নীল আমাদের সকল সিবি
কর্ম্মচারীকে দুর্গের বহির্দ্দেশে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই আদে
অতি কঠোর হইলেও এতদ্দ্বারা আমাদের সমূহ কষ্টের অবসান হইয়াছিল
রাত্রিকালে আমরা দুর্গের ঢালু স্থানে কামানের পার্শ্বে নিদ্রিত থাকিতাম
পুরুষেরা পর্য্যায়ক্রমে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের রক্ষার জন্
সান্ত্রীর কার্য্য করিত। এতদ্দেশীয়দিগের যে কেহ, আমাদের দৃষ্টিপথে পতি
হইত, আমরা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাকেই গুলি করি
তাম। সৈনিকদল যদিও অতিশ্রমপ্রযুক্ত হাঁটিতে অসমর্থ ছিল, তথাপি
সেনাপতি নীলের আদেশে তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি দুর্গ হইতে বহির্গত
হইয়া, আমাদের ভস্মাবশিষ্ট বাঙ্গলার নিকটবর্ত্তী সমস্ত পল্লী দগ্
করিয়াছিল, এবং যাহাকে ধরিতে পারিয়াছিল, তাহাকেই পথের উভ
পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের শাখায় ফাঁসী দিয়াছিল। আর একদল সৈ
সহরের যে অংশে এতদ্দেশীয়েরা বাস করিত, সেই অংশস্থিত সক
গৃহেই আগুন দিয়াছিল। গৃহ হইতে যাহারা পলাইতে উদ্যত
হইয়াছিল, তাহাদের উপর গুলির পর গুলিবৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক ঘণ্টা
মধ্যেই আমরা এরূপ ভয়গ্রস্ত হইয়াছিলাম যে, নিরাপদ হইবার জন্
রেলওয়ে ষ্টেসনে যাওয়াই উচিত মনে করিয়াছিলাম। আমরা
অস্ত্রশস্ত্রশূন্য হইয়া ঐ স্থানে গিয়াছিলাম, যে সকল এতদ্দেশীয় আমাদে
কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে এক একখানি পাশ দেওয়া হইয়াছিল।

াহারা পাশ দেখাইতে পারে নাই তাহারা নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে ফাঁসবদ্ধ ইয়াছিল *।"

এইরূপ বিধ্বংসব্যাপারে এতদ্দেশীয়েরা নিরতিশয় ভীত হইয়াছিল, এবং কম্পিত হৃদয়ে ইউরোপীয়দিগকে সর্ব্বক্ষণেই আপনাদের সর্ব্বনাশে সমুদ্যত ভাবিয়াছিল সুতরাং তাহারা ইউরোপীয়দিগের নিকটে আসিয়া তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছা করে নাই। এজন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহিত প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদকেরও একান্ত অভাব হইয়াছিল। উপস্থিত যুদ্ধের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক কে সাহেব এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্য ব্যতীত আমাদের কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য ছিল না, এরূপ হইলেও আমরা ইহাদিগকে আমাদের তাম্বুর বহুদূরে তাড়াইয়া দিতে যারপরনাই চেষ্টা করিয়াছিলাম †। ইঙ্গরেজ উপস্থিত সময়ে কিরূপ অনিষ্টকর নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা এই ইতিহাসলেখকের বাক্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এইরূপ গোলযোগে সেনাপতি নীলকে জুন মাসের শেষদিন পর্য্যন্ত এলাহাবাদে থাকিতে হইয়াছিল। কোন ইউরোপীয় সৈন্য এ পর্য্যন্ত কাণপুরের উদ্ধারে প্রেরিত হয় নাই। ঐ দিন অপরাহ্নে মেজর রেণডের তত্ত্বাবধানে ৪০০ শত ইউরোপীয় সৈন্য, ৩০০ শত শিখ, ১০০ শত অশ্বারোহী ও ২টি কামান কাণপুরের অভিমুখে যাইতে উদ্যত হয়। সেনানায়ক রেণডকে যাহা যাহা করিতে হইবে, কর্ণেল নীল তৎসমুদয় লিখিয়া দেন। তিনি এই আদেশলিপিতে লিখিয়াছিলেন, পথের নিকটবর্ত্তী বিপক্ষদিগের অধ্যুষিত সমস্ত স্থানই আক্রমণ ও ধ্বংস করিতে হইবে। কিন্তু অপর কাহারও দেহ যেন স্পর্শকরা না হয়। অধিবাসীদিগকে আপনাদের বাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য উৎসাহ দিতে হইবে, ব্রিটিশ ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। এই সূত্রে অপরাধী ব্যক্তিদিগের অধ্যুষিত কতিপয় পল্লী ধ্বংসকরিবার জন্য দেখাইয়া দেওয়া হয়।

Martin, Indian Empire, Vol. II., p. 220.

† Kaye, Sepoy War, Vol. II., p. 274, note.

সেই সকল পল্লীবাসীদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে বলা হয়
এতদ্ব্যতীত আদেশলিপিতে নির্দ্দেশ থাকে, যে সকল সিপাহী আপনাদে
সম্বন্ধে সন্তোষজনক বিবরণ দিতে না পারিবে, তাহাদের সকলকেই ফাঁসি
দিতে হইবে। ফতেহপুর নগরের অধিবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হই
য়াছে, অতএব ঐ নগর আক্রমণ এবং উহার পাঠানপল্লী সমগ্র অধিবাসী
সহিত ধ্বংস করিতে হইবে। ফতেহপুরের সমস্ত বিপক্ষকে ফাঁসী দিতে
হইবে। যদি তথাকার ডেপুটী কলেক্টরকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে
তাহাকেও ফাঁসী দিয়া তদীয় মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, এবং ঐ ছিন্ন মস্ত
নগরের কোন প্রধান (মুসলমানের অধিকৃত) বাড়ীতে নিবদ্ধ রাখিতে
হইবে। এইরূপ ভয়ঙ্কর আদেশলিপি লইয়া, সেনানায়ক রেণড সৈনিকদ
সহ কাণপুরের অভিমুখে স্থলপথে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে
জলপথে রেণডের সহকারিতা এবং কাণপুরের বিপদাপন্ন ইউরোপীয়দিগে
উদ্ধার জন্য একখানি জাহাজে কাপ্তেন স্পার্জ্জেননামক একজন সেনানায়কে
তত্বাবধানে আর একদল সৈন্য যাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিল।

যে দিন কাণপুরের উদ্ধারার্থ সৈন্য প্রেরিত হয়, সেই দিন একজন উচ্চ
পদস্থ সৈনিক পুরুষ কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। ইহা
উপস্থিতিতে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের হৃদয় অধিকতর প্রফুল্ল
অধিকতর আশ্বস্ত হয়। ইনি মহারাণীর সৈনিকদলের একজন সাহসিক বীর
পুরুষ। অনেক স্থানের অনেক যুদ্ধে ইহার সাহস ও ইহার পরাক্রম পরিস্ফু
হইয়াছিল। ইনি ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলে
মধ্যভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রসৈন্যের অবস্থা জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এব
শূরত্বসম্পন্ন শিখদিগেরও সাহস ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। সম
বিজয়শ্রীলাভ করাই ইহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইনি এ
উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত কোনরূপ দুর্গতিতে কাতর হইয়া পড়িতেন না
ইহার দৃঢ়তা, ইহার কার্য্যতৎপরতা ও ইহার অধ্যবসায় সর্ব্বক্ষণ অটল
অনমনীয় থাকিত।

কর্ণেল হাবেলক সিপাহীযুদ্ধের প্রারম্ভে বোম্বাইতে অবস্থিতি করিতে
ছিলেন। বোম্বাই হইতে তিনি মাদ্রাজে উপনীত হয়েন। এই সময়ে গবর্ণ

জেনেরল লর্ড কানিঙ্গ, মাদ্রাজের প্রধান সেনাপতি স্যার পাট্রিক গ্রাণ্টকে মৃত প্রধান সেনাপতি আন্‌সনের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্যার পাট্রিক গ্রাণ্ট এজন্য কলিকাতায় যাইতে উদ্যত হয়েন। এদিকে কর্ণেল হাবেলকও মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়েন। এইরূপে সাহসী সৈনিক পুরুষদ্বয় একসঙ্গে মাদ্রাজ হইতে যাত্রা করিয়া, ১৭ই জুন কলিকাতায় পদার্পণ করেন। গবর্ণর জেনেরল ইঁহাদের আগমনে যেরূপ সন্তুষ্ট, সেইরূপ আশ্বস্ত হইলেন। এখন কোন বিষয়ে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। বিপদ প্রতিমুহূর্ত্তে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল। অল্পমাত্র বিলম্ব বা অল্পমাত্র গোলযোগ হইলেই বিপদের গতিরোধ দুঃসাধ্য হইত। সুতরাং দূরদর্শী লর্ড কানিঙ্গ আর কালবিলম্ব করিলেন না। স্যার পাট্রিক গ্রাণ্ট প্রধান সেনাপতির পদগ্রহণ করিলেন, কর্ণেল হাবেলক্ অবিলম্বে সৈনিকদলসহ এলাহাবাদে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। এই সময়ে সংবাদ আসিয়াছিল যে, বারাণসীতে গোলযোগের শান্তি হইয়াছে, কিন্তু এলাহাবাদ এখনও উপদ্রবশূন্য হয় নাই, এবং কাণপুর ও লক্ষ্ণৌ সাতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াছে। এজন্য হাবেলকের প্রতি আদেশ দেওয়া হইল যে, তিনি এলাহাবাদের উপদ্রবনিবারণ করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, কাণপুর ও লক্ষ্ণৌ যাইবেন, এবং সেই স্থানের বিপক্ষদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিবেন। হাবেলক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, চারি দল পদাতিক, এক দল অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যসহ যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন। অশ্ব ও কামানের অভাব প্রযুক্ত তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। অধিকন্তু পর্য্যাপ্তপরিমাণে টোটা না থাকাতেও তাঁহার মনোমধ্যে দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইল। কিন্তু হাবেলক এই সকল অভাবের জন্য সময় অতিবাহিত করিলেন না, তিনি গবর্ণরজেনেরল ও প্রধান সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া ২৫ শে জুন আশ্বস্তহৃদয়ে ও সাহসসহকারে আপনার সৈনিকদল সহ এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন।

৩০ শে জুন হাবেলক ও নীল যখন এলাহাবাদে একত্র হয়েন, তখন নীল স্বকৃত কার্য্যের বিবরণ হাবেলককে জানাইলেন। তিনি কাণপুর ও লক্ষ্ণৌর উদ্ধার জন্য যে ভাবে সৈন্যপ্রেরণের আদেশ দিয়াছেন, তাহা সেনাপতি

হাবেলকের অনুমোদিত হইল। এই বিচক্ষণ ও কার্য্যতৎপর সৈনিক পুরুষদ্বয়ের মধ্যে স্থির হইল যে, সেনানায়ক রেণড্ ঐ দিনই সৈনিকদলসহ স্থলপথে যাত্রা করিবেন। জলপথে সৈন্য প্রেরণের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তদনুসারে সেনানায়ক রেণডের যাত্রার সমকালে জাহাজ ছাড়া হইবে না। যেহেতু, স্থলপথগামী সৈনিকদল অপেক্ষা জাহাজ অধিকতর সত্বরতাসহকারে অগ্রসর হইবে। এজন্য সেনানায়ক রেণডের যাত্রার কিছুকাল পরে কাপ্তেন স্পার্জ্জেনের অধীন সৈনিকদল যাত্রা করে।

এই রূপে ৩০শে জুন সায়ংকালে কাণপুরের ইউরোপীয়দিগের উদ্ধার জন্য সৈনিকদল স্থলপথে যাত্রা করিল। কিন্তু উপস্থিত সময়ে সকল বিষয়েই অযথা বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি এক সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে অভিযানে বিলম্ব করিতেন, অন্য সময়ে বলবতী প্রতিহিংসার পরিতর্পণ জন্য বিপদাক্রান্ত স্থানে সত্বর অগ্রসর হইতে নিরস্ত থাকিতেন। কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বসংহারিণী নীতির দোষে এলাহাবাদে শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কার্য্যসম্পাদন জন্য অনুচর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এখন অগ্রগামী সৈনিকদলের অধিনায়কের জিঘাংসার দোষে পথে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। কাণপুরের উদ্ধারকারী সৈন্য তিন দিনে যতদূর অগ্রসর হইল, ততদূর কেবল ভস্মস্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ তাহাদের বলবতী প্রতিহিংসার পরিচয় দিতে লাগিল। সেনানায়ক কিছুমাত্র বিচারবিতর্ক না করিয়া, গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অধিবাসীদিগকে বৃক্ষশাখায় ফাঁসী দিতে লাগিলেন। সেই বৃক্ষশাখাবিলম্বিত শবরাশিতে কাণপুরে যাইবার পথ নিরতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। দুই দিনে এইরূপে বিয়াল্লিশ জনের প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তাহাদের শব পথবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় ঝুলিতে লাগিল, এতদ্ব্যতীত বার জনকে বধ করা হইল। যেহেতু যখন ইঙ্গরেজ সৈন্য কাণপুরের পথে অগ্রসর হয়, তখন ইহারা বিপক্ষদিগের দিকে যাইতেছিল। সৈনিকদল যেস্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল, সেই স্থানের পুরোভাগের সমস্ত পল্লী ভস্মরাশিতে পরিণত হইতে লাগিল। অফিসরগণ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, সেনানায়ককে কহিলেন, যদি তিনি এই ভাবে সমস্ত পল্লী উৎসন্ন করেন, তাহা হইলে সৈন্যের খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিবে।

কাণপুরের হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে ইঙ্গরেজ সেনাপতির আদেশে এইরূপ পল্লীদাহ ও নরহত্যা হইয়াছিল *। সুতরাং ঐ হত্যার প্রতিশোধ জন্য কাণপুরের পথবর্ত্তী পল্লী জনশূন্য করা হয় নাই। এস্থলে সেনানায়ক কেবল বিদ্বেষের পরিতৃপ্তির জন্য নরশোণিতপাত করিতেছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে, তাঁহাদেরই অনিষ্ট ঘটিতেছিল, তদ্বিষয় তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। সর্ব্বসংহারিণী প্রবৃত্তি তাঁহাকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিতে দেয় নাই। তিনি যখন অবাধে নরহত্যা ও পল্লীদাহ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন (৩রা জুলাই) লক্ষ্ণৌ হইতে স্যার হেন্‌রি লরেন্সের প্রেরিত একজন এতদ্দেশীয় চর তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়া কহিল যে, কাণপুররক্ষার জন্য সমস্ত আশাভরসার অবসান হইয়াছে। নগর শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়াছে, সেনাপতি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং সেনাপতি সহ তথাকার সমগ্র ইউরোপীয় নিহত হইয়াছেন।

অবিলম্বে এই দুঃসংবাদ এলাহাবাদে পঁহুছিল। সেনাপতি নীল ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এই সংবাদ নিঃসন্দেহ শত্রু-পক্ষ হইতে প্রচারিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহে বিলম্ব হইলেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কাণপুরের ইউরোপীয়েরা সহসা শত্রুহস্তে নিহত ও নিপীড়িত হইবে না, এবং তথায় ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন সহসা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। এই বিলম্বেই যে, কাণপুরে সর্ব্বনাশ ঘটিবে, নীল তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেনাপতি হাবেলক উপস্থিত দুঃসংবাদের সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন না। দুই জন চর এলাহাবাদে উপনীত হইল, দুই জনকেই উপস্থিত সংবাদের বিষয় পৃথক পৃথক জিজ্ঞাসা করা হইল; দুইজনেই এক কথা কহিল। কোন বিষয়ে কাহারও সহিত কাহারও অনৈক্য ঘটিল না। কাণপুরে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্যের অধঃ-পতন ও তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের নিধনের সংবাদ যে, সেনানায়ক রেণডের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দুই জনেই একবাক্যে স্বীকার করিল। নীল এবিষয়ে আর কোন কথা কহিলেন না। বিষণ্ণতাসহকৃত অনুশোচনার

Russell, Diary in India. comp. Kaye Sepoy War. Vol. II., p 294, note

চিহ্ন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কাণপুরে উদ্ধার জন্য এলাহাবাদ হইতে সৈন্য পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। এখ নীল, যত শীঘ্র সম্ভব, রেণড্‌কে কাণপুরে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিতে আগ্রহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেনাপতি হাবে লক্‌ তাঁহার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। তিনি কহিলেন, যদি কাণপুর অধিকারচ্যুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আক্রমণকারী বিপক্ষদল অন্য স্থান আক্রমণ ও অবরোধ করিতে প্রধাবিত হইবে, এবং ইহারা নিশ্চিতই এলাহাবাদ হইতে কাণপুরের উদ্ধারের জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইবে। কিন্তু কাণপুর যে, সর্ব্বাংশে শত্রুর হস্তগত হইয়াছে, নীল এখনও তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইতেছিলেন, এবং এখনও উপস্থিত দুঃসংবাদ বিপক্ষের কল্পনাসম্ভূত বলিয়া মনে করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি কাণপুরের উদ্ধারকারী সৈনিকদলের যাত্রা বন্ধ রাখিতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। সেনাপতি হাবেলক এ দিকে রেণডকে সমভিব্যাহারী সৈনিকদল সহ অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। এই রণকুশল বীরপুরুষদ্বয়ের নির্দ্দিষ্ট উভয়বিধ কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে, কোনটি অধিকতর সঙ্গত ও সময়োপযোগী হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনায় জানা যাইবে। কাণপুর ইঙ্গরেজের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইউরোপীয় সৈন্যের প্রায় সকলেই বিপক্ষের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিরূপে কাণপুর ইঙ্গরেজের হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রের শেষ পেশবা পরাক্রান্ত বাজীরাওর উত্তরাধিকারী কিরূপে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়েন, ইঙ্গরেজ আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ সাহস ও বীরত্বপ্রদর্শন করেন, এবং শেষে কিরূপে শত্রুহস্তে নিপতিত ও নিহত হয়েন, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে। উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে এই ঘটনা যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী, সেই রূপ ভয়ঙ্কর ভাবের উদ্দীপক। ইহার এক দিকে যেমন করুণার কাতরতা আছে, অপর দিকে সেই রূপে বীরত্ব ও সহিষ্ণুতার অটলতা রহিয়াছে, এক দিকে যেমন কার্য্য-তৎপরতা ও একপ্রাণতার নিদর্শন আছে, অপরদিকে সেই রূপ হঠকারিতা বা অদূরদর্শিতার চিহ্ন পরিস্ফুট রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

কাণপুর—স্যার হিউ হুইলর—ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা—সিপাহীদিগের উত্তেজনা—মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত স্থান—নানা সাহেব—সিপাহীদিগের সমুত্থান—তাহাদের আক্রমণ—ইঙ্গরেজদিগের আত্মরক্ষায় চেষ্টা—তাঁহাদের আত্মসমর্পণ—গঙ্গার ঘাটে হত্যা—হতাবশিষ্টদিগের পলায়ন—বিবিঘর।

কাণপুর গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। বারাণসী ও এলাহাবাদের ন্যায় ইহা ভারতের পুরাবৃত্তে চিরমান্য বা চিরপ্রসিদ্ধ নহে। ইহাতে কোনরূপ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষ নাই। ইহার সহিত কোনরূপ প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব নাই, বা ইহার মধ্যে কোন পুরাতন মহাপুরুষের কোনরূপ অলোকসামান্য কার্য্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব নাই। হিন্দুর ভূবৃত্তান্তে এই নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর শাহ ইহার নামনির্দ্দেশ করেন নাই, বা আইন আকবরীতেও ইহার সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত হয় নাই। ভারতে যখন ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্যের সূত্রপাত হয়, তখন কাণপুরের নাম ইতিহাসে স্থানপরিগ্রহ করে। কোম্পানি ১৭৭৫ অব্দে অযোধ্যার নবাবের জন্য এই স্থানে কতকগুলি সৈন্য রাখিতেন। ১৮০১ অব্দের সন্ধি অনুসারে নবাব এই স্থান, অন্যান্য স্থানের সহিত কোম্পানির হস্তে সমর্পিত করেন। তদবধি কাণপুর ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে ঠগীপ্রভৃতি দস্যুদিগের বসতি ছিল*। ক্রমে ইহা লোকালয়ে পরিবেষ্টিত, সৈনিকনিবাসে সুরক্ষিত ও বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে কাণপুরের নাম পরিদৃষ্ট না হইলেও, বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাসে কাণপুর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ইঙ্গরেজের নবাধিকৃত অযোধ্যারাজ্য। দক্ষিণপূর্ব্বে এলাহাবাদ। কলিকাতা হইতে এই সীমায় সৈনিক-

* *Asiatic Researches, Vol. XIII., p. 290*

দলের আগমনের প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিমে আগরা ও দিল্লী। এই সীমার পার্শ্বভাগ দিয়া পঞ্জাব হইতে সৈনিকদলের আগমনের উৎকৃষ্ট পথ আছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে যে সকল পথ আছে, তৎসমুদয় দিয়া, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে সৈনিকদল সহজে আসিতে পারে। এই সকল কারণেই বোধ হয়, কাণপুর কোম্পানির সময়ে, সৈনিকদলের একটি প্রধান আবাসস্থান হইয়া উঠে।

কাণপুর চামড়ার জিনিষের কারবারের জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বিভিন্ন প্রকার চর্ম্মপাদুকা ও ঘোড়ার সাজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কাণপুরে এই সকল দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। নগরের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীর তটদেশে দণ্ডায়মান হইলে বাণিজ্যপ্রসঙ্গে লোকের শ্রমশীলতা, উৎসাহ ও উদ্যমের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের নৌকা, বিবিধ বাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া জাহ্নবীবক্ষে ভাসমান রহিয়াছে। কেহ কেহ দ্রব্যাদি নৌকায় লইয়া যাইতেছে, কেহ কেহ বা নৌকা হইতে দ্রব্যজাত তীরে উঠাইতেছে। সকলেই আপন আপন কার্য্যে শশব্যস্ত রহিয়াছে, এবং সকলেই আপনাদের কর্ত্তব্য-সম্পাদনে একাগ্রতার পরিচয় দিতেছে। এইরূপে বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী, বিভিন্নজাতীয় লোকের সম্মিলনে গঙ্গার তটের দৃশ্য বৈচিত্র্যজনক হইয়া উঠে। কিন্তু নগরের মধ্যে এইরূপ বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয় না। একসঙ্গে বহুসংখ্য লোকের এরূপ কার্য্যকারিতার ক্ষেত্রও প্রত্যক্ষীভূত হয় না। উপস্থিত সময়ে কাণপুরে ষাটি হাজার লোকের বসতি ছিল। ইহার সৈনিক-নিবাসে ১, ৫৪ ও ৫৬গণিত পদাতিক সিপাহী ২গণিত অশ্বারোহী সিপাহী, সর্ব্ব সমেত তিন হাজার এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে ষাটিজন ইউরোপীয় গোলন্দাজ সৈন্য, এবং বারাণসী হইতে প্রেরিত কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ছিল। এতদ্ব্যতীত পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহীদলে ৬৭ জন ইঙ্গরেজ অধিনায়ক ছিলেন *।

* মোব্রে টম্সন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সর্ব্বসমেত ৩০০ তিন শত ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ কাণপুরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার মধ্যে ৩২গণিত দলের দুর্ব্বল ও রুগ্নের সংখ্যা

সেনাপতি স্যার হিউ হুইলর কাণপুরের সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ॰
নিক কার্য্যে স্যার হিউ হুইলারের যেরূপ অভিজ্ঞতা, সেইরূপ দূরদর্শিতা
ল। সেনাপতি হুইলর, চুয়ান্ন বৎসর কাল, সিপাহীদলে অবস্থিতি করিয়া
াহাদের রীতি, নীতি ও চরিত্রবিষয়ে, অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন।॰
নি সেনাপতি লর্ড লেকের তত্ত্বাবধানে সিপাহীদিগকে তাহাদের স্বদেশীয়-
গের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিয়াছিলেন, আফ্‌গানিস্তানের পার্ব্বত্য
দেশে তাহাদের সাহায্যে দুরন্ত আফ্‌গানদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে
দ্যত হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে তাহাদিগকে রণপণ্ডিত
খদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে অর্দ্ধ
তাব্দেরও অধিক কাল, ভারতের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে, তিনি আপনার প্রিয়তম
বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের অধিনেতা হইয়া, সাহস ও পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন।
ধীন সৈনিকদলের প্রতি তাঁহার অটল অনুরাগ ছিল। সেনাপতি এতদ্দেশীয়
একটি ইউরেশীয় নারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, এতদ্দেশেই জীবিত-
কালের উৎকৃষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সপ্ততি বর্ষ অতিক্রম
করিলেও তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। যখন মিরাট ও দিল্লীর সংবাদ
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কাণপুরে
ঐরূপ বিপৎপাত অসম্ভব নহে। এই সময়ে কাণপুরে ইউরোপীয় সৈন্য
অধিক ছিল না। ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারবৃদ্ধির কুফল এক্ষণে তাঁহার
সম্মুখে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কোম্পানি নিরন্তর আপনাদের অধিকারবৃদ্ধি
করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল অধিকার সুরক্ষিত রাখিতে হইলে, কিরূপ
সৈনিকবলের সাহায্যগ্রহণ করিতে হইবে, তদ্বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই।
যে ইউরোপীয় সৈন্য কাণপুররক্ষার জন্য থাকিতে পারিত, তাহা নববিজিত
অযোধ্যারক্ষার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। মে মাসে যখন সিপাহীদিগের
মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল, নগরে নগরে ইউরোপীয়েরা
যখন আপনাদের প্রাণের ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, তাড়িতবার্ত্তাবহ যখন
প্রতিদিন নানা স্থানের দুঃসংবাদ আনিয়া দিতে লাগিল, তখন হুইলর

৭৪ (কাহারও মতে ৩০) ছিল।—*Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, p.* 23.
Comp. Kaye, Sepoy War. Vol II, p. 289, *note.*

কাণপুরে সৈনিক বলের অল্পতা দেখিয়া নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কাণপুরের বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট অট্টালিকা, ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের স্ত্রী পুত্রকন্যাপ্রভৃতিতে পূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী বণিকদিগে পরিবারবর্গ নগরের স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসালয়ে ৩২গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদলের কতিপয় পীড়িত সৈনিকপুরু ছিল। এখন এই সকল অসহায় ও অসমর্থ জীবের রক্ষার ভার হুইলরে উপর পড়িল। বর্ষীয়ান সেনাপতির সম্মুখে এখন যেরূপ উৎকট কার্য্যক্ষে প্রসারিত হইল যে, সেনাপতি অর্দ্ধশতাব্দকাল কোম্পানির সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত থাকিলেও কখনও তাদৃশ উৎকট কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন নাই।

এই সময়ে সিপাহীদের মধ্যে জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশসম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল। মে মাসের মধ্যভাগে কয়েকখানি আটা বোঝাই নৌকা কাণপুরে উপনীত হয়। বাজারে ঐ আটা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রীত হইতে থাকে। উপস্থিত আটা অতি পুরাতন ও ময়লা ছিল। রুটী প্রস্তুত হইলেই উহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইত। জনরব উঠিল, ফিরিঙ্গীরা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য উক্ত আটায় গরু ও শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে। এই জনরব বিদ্যুদ্বেগে সিপাহীদিগের আবাসভূমিতে প্রচারিত হইল। সিপাহীরা সকলেই আপনাদের জাতি ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। ইহার পর আবার বসামিশ্রিত টোটার কথা লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। কয়েকজন সিপাহী অভিনব টোটার প্রয়োগ-প্রণালী শিখিবার জন্য অম্বালার সৈনিকশিক্ষালয়ে গিয়াছিল; তাহারা কাণপুরে প্রত্যাগত হইলে, তাহাদের সজাতীয় সিপাহীরা তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করিতে উদ্যত হইল না, বা তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতেও সঙ্কোচপ্রকাশ করিলনা *। ৫৩ গণিত দলের মামখাঁ-নামক একজন মুসলমান সিপাহী কতকগুলি নূতন টোটা সঙ্গে

* *J. W. Shepherd, Personal Narrative of the outbreak and Massacre of Cawnpur, p. 25.*

আনিয়াছিল; সে ঐ টোটা সহযোগীদিগকে দেখাইয়া কহিল যে, উহাতে প্রাণিবিশেষের বসা নাই *। মানখাঁ সহযোগীদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই অভিনব টোটার নমুনা দলস্থিত সিপাহীদিগকে দেখাইয়াছিল; কিন্তু তাহার কথায় তদীয় সহযোগিগণ বিশ্বাসস্থাপন করে নাই। অভিনব টোটা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হইত যে, উহা ফিরিঙ্গী, হিন্দু ও মুসলমান, সকলেরই সমভাবে অপ্রীতিকর হইয়াছিল †। সিপাহীরা নিরতিশয় কৌতূহলপর ও সন্দিগ্ধ। অভিনব টোটার সম্বন্ধে যখন বাজারে বাজারে, সৈনিকনিবাসে সৈনিকনিবাসে, নানা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন সিপাহীরা কৌতূহলের আবেগে উহা শুনিয়া, আপনাদের মধ্যে নানা বিতর্ক করিতে লাগিল। ইহার পর যখন তাহারা অভিনব টোটা সম্মুখে পাইয়া উহার বিষম দুর্গন্ধ অনুভব করিল, তখন তাহাদের হৃদয়ে সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাহারা ধর্ম্মনাশের গভীর আশঙ্কায় ফিরিঙ্গী-দিগকে বিশ্বাসঘাতক ও আপনাদের পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সময়ে কল্পনাপর লোকের অভাব ছিলনা। যখন সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে কোন বিষয়ে সন্দেহ ও আশঙ্কার সঞ্চার হয়, তখন কল্পনাপর লোকে নানা ভয়ঙ্কর বিষয়ের কল্পনা করিয়া, অনেকস্থলে সেই আশঙ্কা ও সন্দেহের গতিবিস্তারে চেষ্টা করিয়া থাকে। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। যখন সিপাহীরা আশঙ্কায় অধীর ও সন্দেহে বিচলিত হইল, তখন তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইল যে, কাওয়াজের ক্ষেত্রে ভূগর্ভে বারুদ রাখা হইয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদিগকে এক দিন ঐ স্থানে সমবেত করিয়া, ভূগর্ভস্থিত প্রজ্বালিত বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইবে ‡।

* *Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, p. 25.*

† *Ibid. p. 25.*

‡ ৫৬গণিত দলের খাঁ মহমুদ নামক একজন সিপাহী প্রচার করে যে, সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে, এবং তাহাদিগকে বেতন দিবার ছলে একত্র করিয়া ভূগর্ভনিহিত বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। অশ্বারোহী সৈনিকদল খাঁ মহমুদের কথায় সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয় অবগত হইয়া উক্ত সিপাহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখেন।—*Trivilyan, Cawnpur, p. 79.*

সিপাহীরা এইরূপ বিভীষিকাময়ী বিবিধ উপকথায় বিচলিত হইতে লাগিল তাহারা এতদিন বিশ্বস্ততাসহকারে ব্রিটিশ কোম্পানির পক্ষসমর্থন করিতে ছিল, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহকারে ভিন্নজাতীয় সেনাপতির আদেশপালনে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত ছিল। এখন নানাজনরবে তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল। চিরভক্তিভাজন সেনাপতির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিলুপ্ত হইল; চিরমান্য কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে তাহাদের একাগ্রতা ও যত্নশীলতার চি পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল॥

সেনাপতি হুইলর সৈনিকদলের অধিনায়কদিগের মুখে সিপাহীদিগে চিত্তচাঞ্চল্যের বিবরণ শুনিয়া,উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কিছুদিনে মধ্যে ঐরূপ চাঞ্চল্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু কাণপুরে মিরাট ও দিল্লীর সংবা পহুঁছিলে সিপাহীরা অধিকতর চঞ্চল ও অধিকতর উত্তেজিত হইতে লাগিল এই সময়ে কাণপুরের ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী, সকলেই সমভাবে সন্ত্রস্ত হই উঠিল। দিল্লীর কারাগার ভগ্ন হইয়াছিল। দুর্দান্ত কয়েদীরা বিমুক্ত হইয়া পরস্ব বিলুণ্ঠন জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কাণপুর হইতে দিল্লী ও আগ্রা যাইবার প্রশস্ত পথ গুজরনামক বহুসংখ্য দস্যুদলে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এদিকে কাণপুরের সিপাহীদিগের উত্তেজনা প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। এজন্য কাণপুরবাসী ইউরোপীয়গণ প্রতিমুহূর্ত্তে গুরুতর বিপদের আবির্ভাব হই বলিয়া ভয়ে অভিভূত হইতেছিলেন। তাঁহারা এক দিন শুনিতেন, গুজরের দলবদ্ধ হইয়া নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আর এক দিন রাজকী কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীদিগকে ইতস্ততঃ প্রধাবিত দেখিয়া ভাবিতেন, সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, অন্য এক দিন আপনাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যের নিকটে কোন একটি সামান্য কথা শুনিয়াই মনে করিতেন, উত্তেজিত সিপাহীরা সশস্ত্র হইয়া তাঁহাদের হত্যার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে প্রতিদিনই তাঁহারা ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। রাত্রিতেও তাঁহাদের শান্তি ছিলনা। একদা গভীর নিশীথে কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য কামানসহ কাণপুরে আসিতেছিল। ইউরোপীয়গণ অদূরে ইহাদের অধিষ্ঠিত অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা অমনি শশব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিলেন, শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা

াবিতে লাগিলেন, অশ্বারোহী সিপাহীরা তাঁহাদের বিনাশার্থ দলে দলে
াসিতেছে। শেষে যখন প্রকৃত বিষয় তাঁহাদের গোচর হইল, তখন
াহারা বিশ্বপালক ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করি-
ান। কোন সময়েই তাঁহাদের আশঙ্কার বিরাম ছিলনা। দিবারাত্রি
াহারা আপনাদের সম্মুখে সংহারমূর্ত্তির বিকট ভাব দেখিতেছিলেন। কাহা-
রও কোনও অংশে শঙ্কিত বা কোনস্থানে ধাবমান দেখিলেই, তাঁহারা
াপনাদের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করিতেন। সিপাহীগণ এই সময়ে
াহাদের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ অগ্রসর না হইলেও তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই যেন
াপনাদিগকে মহাপ্রলয়ের করাল কবলে নিপতিতপ্রায় মনে করিতেন।
াহাদের কেহ কেহ বিশ্বস্ত পরিচারিকার সাহায্যে হিন্দুস্তানীদিগের পরিচ্ছদ
স্তত করিয়া রাখিতেছিলেন; বিপদ উপস্থিত হইলে, স্ত্রী,কন্যা ও আত্মীয়দিগকে
সকল পরিচ্ছদ পরাইয়া, নিরাপদ স্থানে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন *।
াহারা এরূপ ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের স্বদেশীয়গণের কেহ যদি
ান বিষয়ে ব্যস্ত হইতেন, অথবা তাঁহাদের ভৃত্যগণ যদি গোপনে
ান বিষয়ে আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিত, অমনি তাঁহারা তাড়াতাড়ি
রিবারবর্গের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। এসময়ে কারণনির্দ্ধারণে
াহাদের অবসর থাকিত না। কেহ কাহারও কোন কথার প্রকৃত উত্তর
তে পারিত না। কেহ ঘটনার সত্যতানিরূপণের প্রতীক্ষা করিত না। অথচ
কলেই উদ্ভ্রান্ত, সকলেই শশব্যস্ত, ও সকলেই দিশাহারা হইয়া পড়িত।
যাহা সম্মুখে পাইত, সে তাহাই লইয়া,আত্মীয়গণের সহিত গাড়িতে উঠিত,
ং কম্পিতহৃদয়ে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসে যাইয়া উপস্থিত হইত।
হারা তাড়াতাড়ি গাড়ি না পাইত, তাহারা দ্রুতপদে যাইতে যাইতে

* সেফার্ড নামক একজন ইঙ্গরেজ এই সময়ে কাণপুরে রসদবিভাগে কার্য্য করিতেন।
ার ঠাকুরাণী নামে একটি হিন্দু পরিচারিকা ছিল। সেফার্ড সাহেব এই বিশ্বস্তা পরি-
কা দ্বারা এতদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণীর মহিলাদিগের ব্যবহারোপযোগী অতি মোটা কাপড়
য়া আনেন। বিপদের সময়ে তাঁহার কন্যাগণ ঐ পরিচ্ছদ পরিয়া, ছদ্মবেশে
াইতে ইচ্ছা করিয়াছিল।—*Shepherd, Cawnpur, p. 13.*

পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তেই আপনাদিগকে কালান্ত
যমের হস্তগত মনে করিত *।

কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি ইউরোপীয়দিগকে এইরূপ সন্ত্রস্ত দেখি
তাঁহাদের রক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। যাবৎ স্থানান্তর হইতে
তাঁহাদের সাহায্যার্থ ইউরোপীয় সৈন্য না আইসে, তাবৎ তিনি আপনাদে
বালকবালিকা ও কুলনারীদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সমবে
করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই কার্য্য অনায়াসে সম্পাদনীয় ছিল না
এদিকে সময়ও সঙ্কীর্ণ ছিল, সুতরাং সেনাপতি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আ

* সেফার্ড সাহেব ২১শে মে, বেলা ১০ ঘটিকার সময় আপনার কার্য্যালয়ে যাইয়া দেখে
বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা সভয়ে গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছেন। তিনি শুনিলেন, তাঁহ
ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর স্ত্রী, শিশুসন্তান লইয়া আয়ার সহিত তাড়াতাড়ি গৃহপরিত্যাগ পূর্ব
পদব্রজে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের অভিমুখে গিয়াছেন উক্ত প্রধান কর্ম্মচারীও, তা
দিগকে, যত শীঘ্র সম্ভব, গাড়ি পাঠাইতে কহিয়া, স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছেন। সেফা
সাহেব বেহারাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বেহারা কহিল, সে কিছুই জানে না
মেমসাহেবের নিকট একখানি পত্র আসিয়াছিল। মেমসাহেব উহা পড়িয়াই ভয়ে চীৎকা
করিয়া উঠিলেন এবং তিলার্দ্ধমাত্র বিলম্ব না করিয়া শিশু সন্তান লইয়া আয়ার সহিত গৃ
পরিত্যাগ করিলেন সেফার্ড সাহেব, বিপদের আশঙ্কা করিয়া, হে নামক অন্য একজ
সাহেবের নিকট সবিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরি
আসিয়া কহিল, "সাহেব ছাউনিতে গেলেন আপনাকেও তাড়াতাড়ি ছাউনিতে যাইতে কহি
লেন। অনেক সাহেব বিবি,সন্তান লইয়া, দ্রুতগতি বারিকে যাইতেছে" সেফার্ড সাহেব ই
শুনিয়াই উপরিতন কর্ম্মচারীর নামে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া সত্বরপদে গৃহে আসি
পরিবারবর্গকে বড় ব্যস্ত দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি তাড়াতাড়ি আবশ্যক দ্রব্যা
গাড়ীতে উঠাইয়া, পরিবারবর্গের সহিত বারিকে উপস্থিত হইলেন। বারিক এই স
সাহেব বিবি ও তাহাদের সন্তানগণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কি জন্য তাহারা তাড়াতা
আপন গৃহ হইতে সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়াছিল, কেহই জানিত না; অথচ সকলে
শশব্যস্ত হইয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করিতেছিল। ছাউনিতে আসিবার সময় পথে কতি
পরিচিত ব্যক্তির সহিত সেফার্ডের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইঁহারাও তাড়াতাড়ি বারি
যাইতে ছিলেন। ইঁহারা সেফার্ডকে সহসা এইরূপ পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে
সেফার্ড নিজেই কিছু জানিতেন না, সুতরাং ইঁহাদের কথার কোন সদুত্তর দিতে পারি
না। শেষে কারণ অনুসন্ধানের সময় কেহ কেহ কহিল, [illegible]
টাকা স্থানান্তরিত করিতে দিতেছে না, কেহ কেহ কহিল, সিপাহীরা [illegible]
করিতেছে। কেহ কেহ বা কহিল, গুজরেরা দিল্লী হইতে আসিতেছে। [illegible]
নানা কথা কহিতে লাগিল।—*Shepherd Cawnpur, p. 86.*

গর বন্দোবস্ত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। আত্মরক্ষার স্থলের ধ্য, অস্ত্রাগারই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হইত। া গঙ্গার তটদেশে অবস্থিত ও চারি দিকে উচ্চ পাকাপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত ল। উহার মধ্যে কামান বারুদ প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে রক্ষিত ছিল, ং উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে বাসোপযোগী অনেক গুলি বড় বড় গৃহ নির্ম্মিত য়াছিল। অধিকন্তু, উহা কারাগার ও ধনাগারের নিকটবর্ত্তী ছিল। ক অস্ত্রাগার সৈনিকনিবাসের প্রায় ছয় মাইল দূরে ছিল। কিন্তু নাপতি ঐ স্থান মনোনীত করিলেন না। উহার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে, নিকনিবাসের অনতিদূরে, বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সৈনিকদিগের টি বৃহৎ চিকিৎসালয় ছিল। উহার একটি পাকা ও আর একটি পাকা চীরের উপর খড়ের চালে আচ্ছাদিত। ছুইটিই একতল, এবং ছুইটিই দিকে বারান্দায় পরিবেষ্টিত। এতদ্ব্যতীত উহার নিকটে প্রয়োজনীয় র্য্য সাধনোপযোগী কয়েক খানি ছোট ছোট ঘর ছিল। গঙ্গা উহার ূ দূরে প্রবাহিত হইতেছিল। সেনাপতি হুইলর আত্মরক্ষার জন্য ঐ স্থান োনীত করিলেন। অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানের চারি দিকে প্রাচীর নির্ম্মিত তে লাগিল। অনেক কষ্টে চতুর্দ্দিকে কিঞ্চিদধিক চারিফুট উচ্চ মৃন্ময় চীর প্রস্তুত হইল। উপস্থিত সময়ে সূর্য্যের নিদারুণ উত্তাপে মৃত্তিকা ন শুষ্ক ও কঠিন হইয়া গিয়াছিল যে, উহা খনন করিবার তাদৃশ সুবিধা ল না। এদিকে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি যাহা খনিত ইল, তাহা দ্বারাই উপস্থিত প্রাচীর প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই প্রাচীর াদৃশ সুদৃঢ় হইল না। যেহেতু, গুলির আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙ্গিয়া ইত। যাহা হউক, উক্ত স্থান এইরূপে প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইলে, সেনাপতি তথায় খাদ্য দ্রব্যাদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত করিবার ব্যবস্থা রিতে লাগিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থাও তাদৃশ ফলোপধায়িনী হইল না। হারা দ্রব্যসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা দ্রব্যাদি উপযুক্ত রিমাণে আনিয়া দিতে পারিল না। সেনাপতি পঁচিশ দিনের উপযোগী দ্যদ্রব্যসংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন, যাহারা দ্রব্যসংগ্রহের ভার লইয়া- ল, তাহাদের দোষেই হউক, অথবা সেনাপতি, কেবল সৈন্যের জন্য

খাদ্য সংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন, এই জন্যই হউক, লোকসংখ্যানুসা খাদ্য দ্রব্য অল্প পরিমাণে সংগৃহীত হইল *।

সেনাপতি আত্মরক্ষার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, অনেকে মতে সে স্থান আত্মরক্ষার উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সেনাপতি অস্ত্রাগারে সকলকে সমবেত করি আত্মরক্ষা করিলে তাঁহার প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হইত। যেহেতু, অস্ত্রা গার অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। গঙ্গা উহার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গ যে সকল গৃহ ছিল, তৎসমুদয়ে ইউরোপীয়েরা পরিবারবর্গের সহিত বি কষ্টে ও বিনা গোলযোগে বাস করিতে পারিত। ঐ স্থান মনোনীত হইলে অসহায় বালকবালিকা বা কুলকামিনীরা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতি হইত না, এবং অসমর্থ ইউরোপীয়েরাও সিপাহীদিগের আক্রমণে সহ নিপীড়িত হইয়া পড়িত না। অধিকন্তু অস্ত্রাগারের নিকটে ধনাগা কারাগার ও অন্যান্য কার্য্যালয় ছিল। সমস্তই একসঙ্গে রক্ষিত হইত যাঁহারা কাণপুরের উপস্থিত ভয়ঙ্কর ঘটনার বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহাদে মধ্যে অনেকেই আত্মরক্ষার উপযোগী স্থানের সম্বন্ধে অস্ত্রাগারই প্রশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন†। রণনিপুণ, অভিজ্ঞ সৈনিক কর্ম্মচারীও এঅং অস্ত্রাগারের সম্যক্ উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। সেনাপতি হুইলর স্থান ছাড়িয়া গঙ্গা হইতে বহু দূরে, বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের কিয়দংশ মৃৎপ্রাচী পরিবেষ্টিত করিয়া আত্মরক্ষায় উদ্যত হইযাছিলেন। এজন্য বৃদ্ধ সেনাপতি দূরদর্শিতা ও সমীক্ষ্যকারিতার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে‡। সমরবিদ্যা

* *Thomson, Story of Cawnpur, p 31.*

† *Trevilyan, Cawnpur p, 82 Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. II. p.* ২৯

‡ সেনাপতি নীল অস্ত্রাগারের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"ইহা চারিদিকে বন্দুকে গুলির অভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার ভূমির পরিমাণ নয় বিঘারও অধিক। ইহা সৈনিকদিগের বাসোপযোগী গৃহ অনেক রহিয়াছে। ইহা গঙ্গার তটবর্ত্তী। ইহা সিপা দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইত। নানা সাহেব বা সিপাহী, কেহই তাঁহাদে (ইঙ্গরেজদিগের) নিকটে আসিতে পারিত না। তাঁহারা কামান লইয়া সিপাহীদিগ আক্রমণ করিতে পারিতেন এবং কেবল আপনাদিগকে নয়, নগররক্ষা করিতেও স

শারদ পুরুষেরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, হুইলরের স্থায় এক জন বৃদ্ধও চক্ষণ সেনাপতি যে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এরূপ বোধ হয় না। স্ত্রাগার সৈনিকনিবাস হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে ছিল। সেনাপতি রূপ দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিলে সিপাহীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ারিতেন না, সৈনিকনিবাসে সিপাহীদিগের মধ্যে কি হইতেছে, তাহাও ম্যক্‌রূপে জানিতে সমর্থ হইতেন না। সিপাহীরা উত্তেজিত হইলেও এপর্য্যন্ত ান্তভাবে ছিল। তাহারা এপর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে মুত্থিত হয় নাই। সুতরাং সেনাপতি এসময়ে সিপাহীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন ইতে সমর্থ ছিলেন না। তাঁহাকে অস্ত্রাগারে যাইতে হইলে সিপাহী-িগকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত, কিন্তু এরূপ চেষ্টায় গুরুতর বিপৎ-াতের সম্ভাবনা ছিল। সেনাপতি যদি ইউরোপীয় সৈন্য ও কামান হ অস্ত্রাগারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেন, তাঁহাদের বালকবালিকা কুলকামিনীরা বদি দলে দলে অস্ত্রাগারে যাইত, সিপাহীদিগকে যদি নিকনিবাস পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইত, তাহা হইলে বাধ হয়, সিপাহীরা স্থির থাকিতে পারিত না। তাহারা ভাবিত, ফিরিঙ্গীরা াহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। অবিলম্বে অস্ত্রাগারের অস্ত্ররাশিতে াহাদিগকে সমূলে বিধ্বস্ত হইতে হইবে, এইরূপ ভাবিয়া, তাহারা উরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিত, কিন্তু এসময়ে তাহাদের প্রবল াক্রমণ নিরস্ত করিবার সুবিধা ছিল না। ইউরোপীয় সৈন্য এত ল্প ছিল যে, সিপাহীদিগের আক্রমণে তাহারা নির্মূল হইয়া যাইত। র্ষীয়ান সেনাপতি এই সকল বিপত্তির বিষয় ভাবিয়াই, বোধ হয়, দূরবর্ত্তী স্ত্রাগারে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন*। তিনি যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, সেস্থান যে বিপদসঙ্কুল ও আত্মরক্ষার অযোগ্য ছিল, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ঘটনায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে

ইতেন। ** সেনাপতি হুইলরের একবারে এখানে যাওয়া উচিত ছিল। কেহই াহাকে নিবারিত করিতে পারিত না। তাঁহারা সমস্ত বিষয়ই রক্ষা করিতে পারিতেন।
** *Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 295, note.*

* *The Mutiny of the Bengal Army. By one who has served under Sir Charles Napier, p. 125. Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 294.*

ঐ স্থানে থাকিতে হইয়াছিল। সিপাহীদিগের প্রবল আক্রমণে সমূ
উৎখাত হওয়া অপেক্ষা সাহায্যকারী সৈন্যের আগমন পর্য্যন্ত, তিনি
স্থানে থাকিয়া আত্মরক্ষাকরাই শ্রেয়স্কর বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার নি
যে সকল সংবাদ উপস্থিত হইতেছিল, তৎসমুদয়ে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছি
যে, সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুথিত হইলেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ
করিয়া একবারে দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইবে। ইহার মধ্যে কলিকা
হইতে সৈন্য আসিতে পারে। তিনি ইহাদের সাহায্যে সহজেই কাণপু
ইউরোপীয়দিগকে লইয়া এলাহাবাদে পঁহুছিতে পারিবেন। বৃদ্ধ সেনাপতি যা
আশা করিয়াছিলেন, নিয়তির বিচিত্র লীলায় তাহা সম্পন্ন হয় নাই। সে
পতি ইচ্ছা করিয়া, আপনাদের নিরীহ শিশুদিগকে মৃত্যুহস্তে সমর্পিত কর
নাই, বা ইচ্ছা করিয়াও আপনাদের অমূল্য জীবনবিনাশের পথ প্রশস্ত কর
তুলেন নাই। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা না ঘটিলেও, তাঁহ
বিশ্বাস যে, নিতান্ত অমূলক ছিল না, পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে

সেনাপতি আত্মরক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, আত্মবলবৃদ্ধি করিতে উদাস
রহিলেন না। তিনি অবিলম্বে লক্ষ্ণৌতে স্যার হেন্‌রি লরেন্সের নিক
সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ঐ সময়ে অযোধ্যাতেও সিপাহীদি
উত্তেজনা দেখা যাইতেছিল। স্যার হেনরি লরেন্সের তত্ত্বাবধা
যে সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা অযোধ্যারক্ষার পক্ষেই পর্য্যা
ছিল না। তথাপি স্যার হেনরি লরেন্স কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি
সাহায্য করিতে উদাসীন থাকিলেন না। তিনি অবিলম্বে দ্বাত্রিং
ইউরোপীয় সৈনিকদলের ৮৪ জন পদাতিক ঘোড়ার গাড়িতে করি
কাণপুরে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত অযোধ্যার গোলন্দাজ সৈন্য স
লেপ্টেনান্ট আসেনামক সৈনিক পুরুষের তত্ত্বাবধানে দুইটি কামা
প্রেরিত হইল। কাণপুরের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য স্যার হেন্‌
লরেন্স আপনার সেক্রেটরিকেও পাঠাইয়া দিলেন। এই সৈনিক
সেনাপতি হুইলরের নির্দ্দিষ্ট, মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত আত্মরক্ষার স্থানে উপস্থি
হইল। হেন্‌রি লরেন্সের সুদক্ষ সেক্রেটরিও যথাসময়ে আসিয়া আশঙ্কি
বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়বিধানে ব্যাপৃত হইলেন।

কাণপুরের ইঙ্গরেজ কর্তৃপক্ষ যখন স্যার হেন্‌রি লরেন্সের সাহায্যপ্রার্থনা করেন, তখন আপনাদিগকে অধিকতর নিরাপদ করিবার জন্য কাণপুরের নিকটবর্তী বিঠুরের আর এক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির নিকটেও সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। এই ক্ষমতাশালী পুরুষ, কাণপুরবাসী ইঙ্গরেজদিগের সহিত দীর্ঘকাল সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে সম্প্রীত করিয়া আসিতে-ছিলেন, এবং দীর্ঘকাল, আপনার বহুমূল্য দ্রব্যাদি তাঁহাদের পরিতোষার্থে বিনিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। কাণপুরের ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ সেই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্মরণ করিয়া ঘোরতর বিপত্তিকালে ইঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

মহারাষ্ট্রের শেষ পেশবা বাজীরাওর উত্তরাধিকারী ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের বিষয় উপস্থিত ইতিহাসের প্রথম ভাগে বর্ণিত হইয়াছে। পরাক্রান্ত বাজীরাও কিরূপে পুনার সিংহাসন হইতে অপসারিত হয়েন, কিরূপে তিনি কাণপুরের নিকটবর্তী বিঠুরনামক স্থানে আসিয়া বাস করেন, কিরূপে তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেব পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হয়েন, এবং শেষে কিরূপে ঐ দত্তক, বিলাতে একজন মুসলমান দূত পাঠাইয়াও কর্তৃপক্ষের নিকট সুবিচার লাভে হতাশ হইয়া পড়েন, তাহা এই ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। নানা সাহেব আপনার অভীষ্টসিদ্ধিতে অকৃতকার্য্য হইলেও, ইঙ্গরেজের সহিত সদ্ভাব রাখিতে উদাসীন থাকেন নাই। বাজীরাওর ৮০০০ সশস্ত্র অনুচর ছিল, তাঁহার জীবদ্দশায় ইহারা কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দেয় নাই। যখন নানা সাহেব পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করেন, বিঠুরের রমণীয় প্রাসাদ, বহুসংখ্য সশস্ত্র অনুচর, বাজীরাওর সঞ্চিত অর্থরাশি, যখন তাঁহার অধিকৃত হয়, তখনও তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন নাই। ইঙ্গরেজ প্রায়ই তাঁহার বিস্তৃত প্রাসাদে আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। নানা সাহেব অতিথির সম্মানরক্ষায় উদাসীন থাকিতেন না। ইঙ্গরেজ তাঁহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তদীয় আতিথেয়তার গৌরবঘোষণা করিতেন। তাঁহারা বিঠুরে আসিয়া নানা সাহেবের পৈতৃক বৃত্তির সম্বন্ধে ব্রিটিশ কোম্পানির অন্যায়াচরণের কথা শুনিতেন। নানা সাহেবও বোধ হয় ভাবিতেন যে, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রনষ্ট অধিকারের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিবেন*।

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 249.*

মর্য্যাদাশালী ইঙ্গরেজ অতিথি স্বদেশে যাইয়া, তদীয় অভীষ্টসিদ্ধির বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা করুন, বা না করুন, নানা সাহেবের বিস্তৃত প্রাসাদ অতিথিশূন্য থাকিত না। তদীয় প্রাসাদের পরিদর্শকদিগের খাতা খুলিলে শত শত ইঙ্গরেজের নাম পাওয়া যাইত। ইহারা অনেকদিন নানা সাহেবের গৃহে অবস্থিতি করিয়া, নানারূপ সুখাদ্য দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইতেন। একজন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী একদা নানা সাহেবের একখানি শকটে বিঠুরে উপনীত হয়েন। তিনি উক্ত শকটের সবিশেষ প্রশংসা করিলে, নানা সাহেব তাঁহাকে কহেন,—"অধিকদিন অতীত হয় নাই,আমার ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট গাড়িঘোড়া ছিল, কিন্তু আমি ঐ গাড়ি দগ্ধ করিয়াছি,ঘোড়াও মারিয়া ফেলিয়াছি।" উক্ত কর্ম্মচারী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে,নানা সাহেব কহিলেন, "কাণপুরের এক জন সাহেবের একটি শিশু সন্তান সাতিশয় পীড়িত হইয়াছিল, সাহেব ও মেমসাহেব বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সন্তানটিকে লইয়া, বিঠুরে আসিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য আমার উক্ত গাড়ি পাঠাইয়াছিলাম। পথে গাড়ীতে সন্তানটির মৃত্যু হইল। গাড়িতে মৃত শিশু থাকাতে এবং গাড়ির সহিত ঘোড়ার সংস্পর্শ হওয়াতে, আমি উক্ত গাড়ি ও ঘোড়া কখনও ব্যবহার করি নাই।" কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়া আপনার কোন খ্রীষ্টীয় বা মুসলমান বন্ধুকে ব্যবহার করিতে দিলেন না কেন?" নানা সাহেব উত্তর করিলেন, "না, আমি এইরূপ করিলে এ বিষয় সাহেবের গোচর হইত, সাহেব আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়া দুঃখিত হইতেন।" ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া শেষে লিখিয়াছেন, "বিঠুরের এইরূপ প্রকৃতির মহারাজা সাধারণতঃ নানা-সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আমাদের সমক্ষে ক্ষমতাপন্ন বলিয়াও পরিগণিত হইতেন না, কিংবা নির্ব্বোধ বলিয়াও প্রতিপন্ন ছিলেন না *"।

উপস্থিত সময়ে নানাসাহেবের বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। যৌবনের কার্য্যপটুতা ও আলস্যশূন্যতা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। তিনি কার্য্যপটু ও অনলস হইলেও তাদৃশ দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন না। অপরের

* *Martin, Indian Empire, Vol. II., p. 249-250.*

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীর সঙ্গতি বা অসঙ্গতির পরিজ্ঞানে তাঁহার বুদ্ধি ছিলনা, বা অপরেব অবলম্বিত কর্ত্তব্যপথের শুভাশুভফলনির্দ্ধারণে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি যে পথে অগ্রসর হইতেন, যে কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত থাকিতেন বা যে বিষয় অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করিতেন, তৎসমুদয়ই অপরের পরামর্শে নির্দ্ধারিত হইত। একজন সুশ্রী ও সৌখীন মুসলমান তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ইঁহারই পরামর্শে পরিচালিত হইতেন।

আজিমউল্লা খাঁর বিষয় পূর্ব্বে একবার লিখিত হইয়াছে। আজিমউল্লা নবীন বয়সে ইঙ্গরেজ রাজপুরুষের খানা যোগাইবাব ভার গ্রহণ করুন, বা কাণপুরের বিদ্যালয়ে দশ বৎসর শিক্ষা করিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরে একজন ইঙ্গরেজ সৈনিক কর্ম্মচারীর মুন্সীই হউন, * তিনি সৌন্দর্য্যময়ী আকৃতি ও প্রীতিপ্রদ আলাপের গুণে ইঙ্গলণ্ডের বিলাসিনীসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। তিনি অনর্গল ইঙ্গরেজী বলিতে পারিতেন, ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষাতেও কথাবার্ত্তা কহিতেন। নানা সাহেব এজন্য তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি বিলাতে যাইয়া প্রভুর কার্য্যসাধনে সমর্থ হন নাই। বিলাতের কর্তৃপক্ষ যখন তাঁহার প্রার্থনাপূরণে অগ্রসর হইলেন না, তখন তিনি আত্মপরিতোষসাধন জন্য অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রভুর প্রদত্ত প্রচুর অর্থ ছিল, তাঁহার বাকপটুতা ও স্বরমাধুর্য্য ছিল, সর্ব্বোপরি তাঁহার দেহের অসামান্য সৌন্দর্য্যগৌরব ছিল। তিনি এই সকলের সাহায্যে বিলাসসাগরে ভাসমান হইলেন। বিলাসিনীদিগের অনুগ্রহে ও আদরে তাঁহার যৌবনকান্তি অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। তিনি ইঙ্গলণ্ড হইতে তুরস্কের রাজধানীতে উপনীত হইলেন, এই সময়ে ক্রীমিয়ার যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ আন্দোলিত হইতেছিল। কৌতূহলপর মুসলমান দূত ইউরোপের বীরপুরুষদিগের বীরত্বদর্শন জন্য সমরভূমির নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি ইঙ্গরেজের [illegible]

* *Kaye, Sepoy War, p. 312. Shepherd, Cawnpur, p. 9.*

ফরাসীর বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিলেন, রুশিয়াবাসীদিগের কামানের গোলায় ইঙ্গরেজদিগকে বিশৃঙ্খল হইতে দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। আজিমউল্লা যাঁহাদের নিকট ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন, যাঁহাদের বিচারে আপনার প্রতিপালক প্রভুকে পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত দেখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগকে ইউরোপের সমরভূমিতে ইউরোপীয় বীরেন্দ্রবৃন্দ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিলেন*। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি স্বদেশে আসিয়া ইঁহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে পারিবেন। আজিমউল্লা স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন বিশ্বাস অপনীত হইল না। তিনি বিঠুরে আসিয়া নানা সাহেবকে আপনার ভূয়োদর্শিতার ফল জানাইলেন। পৈতৃক বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে নানা সাহেব গভীর মনোবেদনায় অস্থির হইয়াছিলেন। তদীয় দূত যখন অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অধীরতা বর্দ্ধিত হইল। তিনি ইঙ্গরেজ কর্ত্তৃপক্ষের উপর জাতক্রোধ হইলেন। লর্ড ডালহৌসীর অবৈধকার্য্যের ফল এখন পরিস্ফুট হইল। এদিকে আজিমউল্লা ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া, যে ভূয়োদর্শিতাসংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি স্বীয় প্রভুকে বিচলিত করিয়া তুলিলেন। নানা সাহেব তত্ত্বজ্ঞ বা দূরদর্শী ছিলেন না, সুতরাং তিনি স্বীয় দূতের অর্জ্জিত জ্ঞান যথার্থ কি না, ভাবিয়া দেখিলেন না। মর্ম্মান্তিক মনোবেদনায়, ও আজিমউল্লার হৃদয়গ্রাহিনী কথায়, তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। কাণপুরের ইতিহাস শোণিতাক্ষরে রঞ্জিত হইবার সূচনা হইল।

বিঠুরের রাজপ্রাসাদে নানা সাহেবের আরও কয়েক জন সহচর ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বালরাও ও বাবাভট্ট ঐ স্থানে থাকিতেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব তদীয় আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেন,

* ক্রীমিয়ায় ১৮৫৪-৫৫ অব্দে রুশিয়ার সহিত ফ্রান্স, ইংলণ্ড, তুরুষ্ক ও সার্দ্দিনিয়ার সম্মিলিত সৈন্যের যুদ্ধ হয়। ১৮ই জুন শিবাস্তোপোল নামক স্থানের যুদ্ধে সম্মিলিত সৈন্য তাড়িত হয়। এই সময়ে আজিমউল্লা কনস্তান্তিনোপোলে ছিলেন। সংবাদপত্রে বিখ্যাত লেখক রাসেল সাহেবও এই সময়ে ঐ নগরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আজিমউল্লার সাক্ষাৎ হয়। আজিমউল্লা তাঁহাকে কহেন, "বিখ্যাত ক্রীমিয়া নগর ও যে সকল পরাক্রান্ত

[এ]বং তাঁহার বাল্যক্রীড়াসঙ্গী তাঁতিয়াতোপী ঐস্থানে প্রিয়বয়স্কের সমৃদ্ধি[-]ভাগে পরিতৃপ্ত থাকিতেন। আজিমউল্লার ন্যায় তাঁতিয়াতোপীও নানা [সা]হেবের মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠেন। এইরূপে এক দিকে মুসলমান, অপর [দি]কে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মন্ত্রণায় বিঠুরের মহারাজের কার্য্যপ্রণালী অবধারিত [হ]ইত। কাণপুরের ভয়াবহ বিপ্লবের সময়ে প্রধানতঃ ইহারই নানা সাহেবের [ম]ন্ত্রণাদাতা হইয়াছিলেন।

কাণপুরের ইঙ্গরেজকর্ত্তৃপক্ষ যখন ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত [হ]য়েন, অসহায় বালকবালিকা ও অবলা কুলনারীদিগের রক্ষার জন্য [য]খন তাঁহারা আলস্যশূন্য হইয়া আত্মরক্ষার স্থান সুরক্ষিত করিতে [থা]কেন, তখন ধনাগারের অর্থরাশির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। এই সময়ে কাণপুরের ধনাগারে দশ বার লক্ষ টাকা ছিল। মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হিলর্স্‌ডন সাহেব নানা সাহেবের সাহায্যে ঐ টাকা রক্ষা করিতে উদ্যত হয়েন। নানা সাহেবের সদ্ব্যবহারে, ও আতিথেয়তায়, কলেক্টর [স]াহেব পরিতুষ্ট ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, বিপদ উপস্থিত হইলে, একমাত্র নানা সাহেবের সাহায্যেই তিনি পরিবারবর্গের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিরক্ষায় সমর্থ হইবেন। এ সম্বন্ধে বিবি হিলর্স্‌ডন্ একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"এস্থলে সহসা বিপৎপাতের সম্ভাবনা। যদি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা হয় সৈনিকনিবাসে, নচেৎ কাণপুরের প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বিঠুরনামক স্থানে যাইব। এই স্থানে পেশবার উত্তরাধিকারী অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সাহেবের পরম বন্ধু এবং বহুসম্পত্তির অধিপতি ও প্রভূত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। তিনি সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছেন যে, তাঁহারা বিঠুরে সর্ব্বাংশে নিরাপদে থাকিবেন। আমি অপরাপর কুলনারীর সহিত সৈনিকনিবাসে থাকাই ভাল বোধ

[রুষগণ]) রুশিয়াবাসী, ফরাসী ও ইঙ্গরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে [য]াবার বড় ইচ্ছা হইতেছে।" আজিমউল্লা কলিকাতায় আসিতেছিলেন। মাল্টায় [প]হুছিলে তিনি ইঙ্গরেজের পরাজয়সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অমনি যুদ্ধস্থল দেখিবার জন্য [ক]নষ্টাণ্টিনোপলে গমন করেন।—*Russell, Diary in India. Vol. I. p. 165-166.*

করিতেছি, কিন্তু সাহেব আমাকে অমূল্য সন্তানরত্নের সহিত বিঠুরে রাখা
শ্রেয়স্কর মনে করিতেছেন” *।

নানা সাহেবের প্রতি কাণপুরের কলেক্টর সাহেবের এইরূপ অট
বিশ্বাস ও প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। এই বিশ্বাস ও প্রীতি প্রযুক্তই তিনি ধনাগার
রক্ষার ভার নানা সাহেবের হস্তে সমর্পিত করিতে উদ্যত হয়েন
কথিত আছে, নানা সাহেব যখন লক্ষ্ণৌ নগরে উপনীত হয়েন, তখন তত্রত
রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারীরা তাঁহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসস্থাপনে উন্মু
হয়েন নাই। নানা সাহেব সহসা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রস্থান করিলে অযোধ্যা
রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারীর মনে গভীর সন্দেহ জন্মে। এজন্য, উ
কর্ম্মচারী কাণপুরের ইঙ্গরেজ সেনাপতিকেও সাবধান হইতে কহেন
এবিষয় অযোধ্যার প্রধান কমিশনর স্যার হেন্‌রি লরেন্সেরও অনুমোদি
হয়। † যাহা হউক, হিলর্‌স্‌ডন সাহেব অবশ্য নানা সাহেবের সৌজ
মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নানা সাহেবের সদাচারে পরিতোষলাভ করিয়াছিলে
এবং নানা সাহেবের সদনুষ্ঠানে তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন
বাজীরাও লোকান্তরিত হইলে, নানা সাহেব যখন পৈতৃক সম্পত্তির অধি
কারী হয়েন, তখন তিনি কাণপুরের রাজপুরুষদিগের সমক্ষে কোন অং
অবিনয় বা অসৌজন্যের পরিচয় দেন নাই। লর্ড ডাল্‌হৌসীর সংকী
রাজনীতিতে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছি
যে, এক সময়ে তাঁহার প্রণষ্ট অধিকারের পুনরুদ্ধার হইবে। তিনি
যাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন, যাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে নিরন্ত
প্রয়াস পাইতেছেন, এবং যাঁহাদের সমক্ষে সৌজন্যের একশেষ দেখাইতেছে
তাঁহারা অবশ্য এক সময়ে তদীয় ন্যায়ানুগত স্বত্বরক্ষায় যত্নবান্ হইবে
তিনি ইহা ভাবিয়াই বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট ও ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহান্বি
ছিলেন। তাঁহার অনভিজ্ঞ ও কৌতূহলপর মুসলমান মন্ত্রী ক্রীমিয়ার যু
ক্ষেত্র দেখিয়া, যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানের মোহিনী শক্তি

* *Martin, Empire in India, Vol. II, p. 251.*

† *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 32.*

যদি তিনি আকৃষ্ট না হইতেন, বা তাঁহার বাল্যক্রীড়াসহচরের মন্ত্রণায় যদি তদীয় মতিভ্রংশ না ঘটিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, তিনি পূর্ব্বতন সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হইতেন না। কাণপুরের বিস্তৃত ক্ষেত্রও বোধ হয়, ইউরোপীয়ের শোণিতে রঞ্জিত হইত না, এবং কাণপুরের প্রান্তবাহিনী পবিত্রসলিলা জাহ্নবীও বোধ হয়, নিঃসহায় বালকবালিকা ও নিরপরাধা কুলকামিনীদিগের দেহনিঃসৃত শোণিতস্রোতে কলুষিত হইয়া উঠিতেন না।

নানা সাহেব যথোচিত শিষ্টতা দেখাইয়া কাণপুরের ইঙ্গরেজ কর্তৃপক্ষের সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ কি জন্য সহসা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কি জন্য তাঁহাকে এই সঙ্কটকালে, আপনাদের প্রধান অবলম্বস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন, এই স্থলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। দেওয়ানী ও সৈনিক কর্ম্মচারিগণ এ সময়ে ধনাগারের অর্থরাশি সুরক্ষিত করিতে নিরতিশয় চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা যে স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিয়া, আত্মরক্ষার্থ সজ্জিত হইতেছিলেন, সেই স্থানে ধনাগারের মুদ্রা আনিয়া রাখিলে উহা উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িত। কিন্তু এসময়ে যে সকল সিপাহী ধনাগাররক্ষা করিতেছিল, তাহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির উল্লেখ করিয়া কহিল, "আমরা ধনাগাররক্ষা করিতে যথাশক্তি যত্ন করিব। টাকা স্থানান্তরে অপসারিত হইলে, আমাদের রাজভক্তিতে কলঙ্কস্পর্শ হইবে, আমাদের বিশ্বস্ততারও অবমাননা ঘটিবে। আমরা উপস্থিত থাকিতে বিপক্ষদিগের কেহই ধনাগার বিলুণ্ঠিত করিতে পারিবে না। আমাদের হস্তে ইহা নিরাপদে রহিয়াছে।" কর্তৃপক্ষ ধনাগাররক্ষকদিগের এই কথার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এসময় তাহাদের প্রতি কোন বিষয়ে অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখাইলে বা তাহাদের কথার কোন অংশে প্রতিবাদ করিলে, তাহারা হয় ত প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইত, এবং কর্তৃপক্ষের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, প্রকাশ্যভাবে আপনাদের রক্ষণীয় দ্রব্য আপনারাই আত্মসাৎ করিত। বৃদ্ধ সেনাপতি, ইহা ভাবিয়া ধনাগাররক্ষকদিগের মতের

বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলেন না। বিপুল অর্থ পূর্ব্ববৎ ধনাগারে রহিল। কিন্তু বিপদের সময়ে ধনাগাররক্ষক সিপাহীদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসস্থাপন করা, অনুচিত মনে করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ কতিপয় সশস্ত্র সৈনিক পুরু ধনাগারের নিকটে রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। কাণপুরের কলেক্টর হিলর্সড সাহেবের সহিত নানা সাহেবের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। কলেক্টর সাহেব এজ নানা সাহেবের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। নানা সাহেবও সাহায্যদানে অগ্রস হইলেন। ধনাগার বিঠুরে যাইবার পথের কিয়দ্দূরে ছিল। অবিলম্বে নান সাহেবের দুই শত সশস্ত্র অনুচর দুইটি কামান লইয়া ধনাগার ও অস্ত্রাগারে নিকটবর্ত্তী নবাবগঞ্জনামক স্থানে উপস্থিত হইল। এইরূপে কাণপুরের কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিশ কোম্পানির অর্থরক্ষার উপায়বিধান করিলেন। এই উপায়ে পরিশেষ সিপাহী দিগের অদৃষ্ট অধিকতর প্রসন্ন হইয়া উঠিল। নানা সাহেবে নিকটে কলেক্টর সাহেবের সাহায্যপ্রার্থনাকরার সম্বন্ধে নানার সহচর তাঁতি তোপী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—"১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে কাণপুরে কলেক্টর সাহেব বিঠুরে নানা সাহেবের নিকটে এক খানি পত্র প্রের করেন। পত্রে লিখিত থাকে যে, "আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমা স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ইঙ্গলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভা হয়।" নানা সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। চারি দিবস পরে কলেক্টর সাহেব আবার নানা সাহেবকে সৈন্য ও কামানসহ কাণপুরে আসিতে লিখেন। নানা সাহেব তিন শত সৈন্য ও দুইটি কামান লইয় কাণপুরে গমন করেন। আমিও সেই সঙ্গে কাণপুরে যাই। কলেক্টর সাহে এই সময়ে তাঁহার বাটীতে ছিলেন না, প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানে অবস্থি করিতেছিলেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে বলিয় পাঠান। আমরা তদনুসারে তাঁহার বাটীতে সেই রাত্রি অতি বাহিত করি। প্রাতঃকালে কলেক্টর সাহেব আসিয়া নানা সাহেবকে তাঁহার নিজের গৃহে অবস্থিতি করিতে কহিলেন। ঐ বাটী কাণপুরে ছিল। আমরা তদনুসারে ঐ বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। এইরূপে চারি দিন অতিবাহিত করিলাম। কলেক্টর সাহেব কহিলেন, সিপাহীরা কথার যেরূপ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য যে, নান

সাহেব তাঁহাদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অনুচরগণের খরচপত্রের বিষয় সেনাপতিকে বলিবেন। কলেক্টর সাহেব আপনার কথারক্ষা করিলেন। সেনাপতিও ঐ বিষয় আগ্রায় লিখিয়া পাঠাইলেন। সে স্থান হইতে উত্তর আসিল যে, নানা সাহেবের অনুচরদিগের ব্যয়নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করা হইবে" *। এইরূপে ২২শে মে নানা সাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

যে দিন নানা সাহেবের হস্তে ধনাগাররক্ষার ভার সমর্পিত হয়, তাহার পূর্ব্ব দিন লক্ষ্ণৌ হইতে সাহায্যকারী সৈনিকদল কাণপুরে পঁহুছে। এ দিকে সেনাপতির আদেশে ইউরোপীয় কুলকামিনী, বালকবালিকা ও রোগাতুরগণ প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করে। এই সময়ে গোলযোগের একশেষ হয়। বগী, পালকী, গাড়ি প্রভৃতি বিবিধ যান ক্রমান্বয়ে আশ্রয়স্থানের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকে। শিশুদিগের রোদন-ধ্বনিতে, কুলকামিনীদিগের আর্ত্তনাদে, ইতস্ততঃ ধাবমান লোকের উচ্চৈঃস্বরে ও যানসমূহের ঘর্ঘর শব্দে, সমগ্র সৈনিকনিবাস সমাকুল হইয়া উঠে। এই সময়ে সকলেই শশব্যস্ত, সকলেই আসন্ন বিপদে সন্ত্রস্ত, সকলেই আপনাদের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার জন্য বিহ্বলচিত্ত হইয়া, ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। ছোট বড়, ভদ্র ইতর, উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষ ও নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী, সকলেই সমভাবে একক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া একবিধ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। সকলের মুখই গভীর আশঙ্কায় মলিন ও সকলের হৃদয়ই অবশ্যম্ভাবী বিপদে অবসন্ন হইয়া উঠে। ২২ শে তারিখ বাজারের সমস্ত দোকান ৪।৫ বার বন্ধ হয়। ঐ দিন সেনাপতির নিকটে নিরন্তর নানারূপ অসম্বদ্ধ ও ভয়ঙ্কর সংবাদ উপস্থিত হইতে থাকে। এক ব্যক্তি যে সংবাদ লইয়া আইসে, ১০ মিনিট পরে অপর ব্যক্তি সেই সংবাদ মিথ্যা বলিয়া তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রচার করে। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়। তৎপর দিনও ঐরূপ নানা ভয়ঙ্কর জনরব প্রচারিত হয়। এই সময়ে বৃদ্ধ সেনাপতির প্রশান্তভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেনাপতির আবাসগৃহের দ্বার ও গবাক্ষ সকল সমস্ত

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 300, note.*

রাত্রি উন্মুক্ত থাকিত। সেনাপতি স্বয়ং স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা করেন নাই, পরিবারবর্গকেও স্থানান্তরিত করিতে সম্মত হয়েন নাই। সেনাপতি ব্যতীত কাণপুরের আর কতিপয় রাজপুরুষও এই সময় আপনাদের গৃহে রাত্রি-যাপন করিতেন।

ইঙ্গরেজেরা যখন আত্মরক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন, সৈনিক-চিকিৎসালয়ের বিস্তৃত ক্ষেত্র যখন মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের স্থানে স্থানে যখন কামানসকল স্থাপিত হইতেছিল, তখন সিপাহীরা নানা লোকের কথায় ও নানাস্থানের সংবাদে অধিকতর উত্তেজিত ও অশান্ত হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলই সর্ব্বপ্রথম বিপক্ষতাচরণে আগ্রহপ্রকাশ করে। ইহারা ক্রমে আপনাদের পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি স্থানান্তরে প্রেরণ করে। আপনাদের চিরসহচর ও চিরপবিত্র লোটা ব্যতীত, ইহারা আর কিছুই আপনাদের গৃহে রাখে নাই। এই দলে অনেক মুসলমান সৈনিকপুরুষ ছিল। ইহারাও সমভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদেরও আশঙ্কার অবধি ছিল না। ইহারা মসজিদে সমবেত হইয়া, উপস্থিত বিষয়ে আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিত। ২৪ শে মে ইহাদের প্রসিদ্ধ পর্ব্ব ইদের দিন ছিল। এজন্য ইউরোপীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে, ঐ দিন ইহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। কিন্তু ঐ দিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। মুসলমান সৈনিকপুরুষেরা উত্তেজিত হইলেও, ঐ দিন শান্তিভঙ্গ করিল না। তাহারা প্রশান্তভাবে আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য সম্পন্ন করিল, এবং প্রশান্তভাবে ও সন্তোষসহকারে আপনাদের অধ্যক্ষদিগকে অভিবাদন ও অভিনন্দন করিয়া, যথোচিত বিনীতভাবের পরিচয় দিল। তাহাদের অধিনায়কগণও তাহাদিগকে প্রত্যভিনন্দিত করিলেন।

কিন্তু ইহাতেও সেনানায়ক ও সিপাহীদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল না। সিপাহীরাও উত্তেজনা ও আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না। কর্ত্তৃপক্ষের প্রক্রিকার্য্যেই তাহাদের উত্তেজনা পরিবর্দ্ধিত ও আশঙ্কা বলবতী হইতে লাগিল। তাহারা দেখিল, ইঙ্গরেজেরা তাহাদিগকে নিরন্তর সন্দিগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আত্মরক্ষার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রাচীরে পরিবেষ্টিত

করিয়াছেন। স্থানান্তর হইতে কামান সকল আনীত হইতেছে। ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষেরা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক আত্মরক্ষার উপায়বিধান করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল, হয় ত ঐ সকল সজ্জিত কামানে এক সময়ে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহার উপর বসাযুক্ত টোটা ও অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দার কথা তাহাদের নিদারুণ অন্তর্দ্দাহের কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা আবার ভাবিতে লাগিল, ফিরিঙ্গীর অধিকারে, ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে, তাহাদের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের সহিত প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিবে। যে দিন গোলন্দাজ সৈন্য কামান লইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরে উপস্থিত হয়, সে দিন এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষেরা এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, তাহারা আপনাদের পিস্তল গুলিপূর্ণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে থাকে। ঐ কামান কি জন্য তাহাদের আবাসভূমির অভিমুখে আসিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। সহসা কামানের আবির্ভাব ও তৎপার্শ্বে ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগের সমাবেশ দেখিয়া, তাহারা আশঙ্কায় অধীর হয়। তাহারা ভাবিতে থাকে, ঐ কামানে এই মুহূর্ত্তেই তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে। এইরূপ দুর্ভাবনায় তাহাদের মানসিক শান্তি তিরোহিত হয়। তাহারা তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, আপনাদের অশ্ব সকল সজ্জিত করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে গোলন্দাজ সৈন্য কামান লইয়া তাহাদের আবাসগৃহ অতিক্রম পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের হৃদয় আশ্বস্ত হইল না। কামান চলিয়া গেলে জনসাধারণের অনেকে আপনাদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কারণ জানিবার জন্য কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। কয়েকজন সিপাহীও আসিয়া তাহাদের সহিত মিশিল। গোলযোগ দেখিয়া রসদ-বিভাগের একজন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সিপাহীদিগের কথোপকথনে তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কামান সকল চলিয়া যাওয়াতে, তাহাদের আশঙ্কা দূর হইয়াছে। তাহারা এতক্ষণ আপনাদের সর্ব্বনাশের চিন্তায় অস্থির ছিল। তাহাদের সে অস্থিরতা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা অতঃপর আপনাদের মধ্যে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। এই অবসরে উক্ত ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী তাহাদের নিকটবর্ত্তী

হইয়া কহিলেন, "অযোধ্যা হইতে যে সকল অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ এ সকল কামানের সঙ্গে আসিতেছিল, তাহারা পূর্ব্বে কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রকা করে নাই। রাজভক্তির অবমাননা করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি দেখা যা নাই। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ভাল ভাবিয়াই ফতেগড়ে পাঠাইয়া ছিলেন* কি জন্য তাহারা রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হইল, এবং কি জন্যই বা আপনাদে অধিনায়কদিগকে নিহত করিল?" তাঁহার এই বাক্যে সিপাহীরা উত্তেজনা সহকারে নানা ভাবে নানা কথা কহিতে লাগিল। এক জন বলিল, "অধি নায়কেরাই যে, বিশ্বাসঘাতক হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সকল অধিনায়ক, সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র ও তাহাদের অশ্বসকল তাহাদিগহইতে ছিনাই লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবিষয়ে অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহারা উহাদিগকে বেতন লইবার জন্য যুদ্ধবেশ ও যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্ত্তে সামান্যবেশে এই স্থানে আসিতে আদেশ দেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বক্তা ঘাড় নাড়িয়া পুনর্ব্বার গম্ভীরভাবে কহিল, "কিন্তু সিপাহীরা সেরূপ পাত্র নহে; তাহারা সহজে এই স্থানে আসিবার লোক নয়।" আর এক ব্যক্তি কহিল, "আফিসর গণ যদি বিশ্বাসঘাতক না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা কিজন্য আবাসস্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিতেছেন? তাঁহারা যদি পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের সহিত ভালব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমরাও কখনও কোন অংশে তাঁহাদের অনিষ্ট করিব না। কিন্তু এখন সেই ভাল ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তাঁহারা বিবিধ কৌশলে আমাদের জাতিনাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন।" বক্তা অতঃপর তাহার সহযোগীদিগের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিল, "দেখ, আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ গুরুতর ষড়যন্ত্রের অনুষ্ঠান হইতেছে। তাহারা জানে যে, আমরা কখনও নূতন টোটাগ্রহণ করিব না, এজন্য আমাদিগকে জাতিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে গাভী ও শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত ময়দা রুড়কি হইতে প্রেরিত হইতেছে।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, আমাদের উপর অফিসরদিগের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তাঁহারা অস্ত্রাগার ও ধনাগাররক্ষক

* ফতেগড়ের বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

সিপাহীদিগকে অপসারিত করিয়া সেই স্থলে ইউরোপীয়দিগকে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিপাহীরা, এতদিন বিশ্বস্ত ছিল, এখন সহসা তাহারা অবিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।” সিপাহীদিগের মধ্যে যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন সিপাহীরা রসদবিভাগের উক্ত কর্ম্মচারীর চারিদিকে দাঁড়াইয়াছিল। ঐ কর্ম্মচারী তাহাদিগকে শান্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই শান্ত হইল না। তিনি তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য যতই বুঝাইতে লাগিলেন, তাহারা ততই গভীর আশঙ্কা ও তন্মূলক অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা মিরাটের ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিল, “তথাকার সিপাহীরা দশ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছে, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া গুরুতর পরিশ্রমসহকারে পথ প্রস্তুত করিবার কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। যেহেতু, তাহারা নূতন টোটা দাঁতে কাটিতে অসম্মত হইযাছিল। কাণপুরে ইউরোপীয় সৈনিকদল উপস্থিত হইলেই আমাদেরও সেই দশা ঘটিবে। আমরা সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব না, আমাদের অধোগতির একশেষ হইয়াছে। এই সেই রাত্রিতে এক জন আফিসর আমাদের দলের কতিপয় সান্ত্রীর দিকে গুলি নিক্ষেপ করিল। বিচারক তাহাকে পাগল বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন *। আমরা যদি কোন ইউরোপীয়ের দিকে গুলিনিক্ষেপ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের ফাঁসী হইত।” সিপাহীদিগকে এইরূপ উত্তেজিত ও অধীর দেখিয়া, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী কহিলেন, “তোমরা আপনাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিতেছ। ব্রিটিশ কোম্পানি ব্যতীত আর কাহার নিকট এরূপ উচ্চ ও সম্মানিত কর্ম্ম পাইবে?” একজন সিপাহী তিলার্দ্ধ মাত্র বিলম্ব না করিয়া এই কথার উত্তরে বলিল, “আমরা মুসলমান।

* সিপাহীর এই কথা অমূলক নহে। একদা রাত্রিকালে অশ্বারোহী সৈনিকদলের একজন সিপাহী পাহারা দিতেছিল। এমন সময়ে একটি ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ আপনার বাঙ্গলা হইতে বাহির হইয়া, মদ্যপান প্রযুক্ত মত্ততাতেই হউক, অথবা ভয়েই হউক, ঐ সান্ত্রীর প্রতি গুলিনিক্ষেপ করে। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সিপাহী উক্ত সৈনিক পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত করে। এই বিষয়ের বিচার জন্য সামরিক বিচারালয়ের অধিবেশন হয়। মত্ততাপ্রযুক্ত অভিযুক্ত সৈনিকের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, এই হেতুতে বিচারক তাহাকে দণ্ডিত না করিয়া ছাড়িয়া দেন। — *Trevelyan, Cawnpur, p. 92-93.*

আমরা সজাতীয় ভূপতির কর্ম্ম করিব, সজাতীয়ের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা অবশ্যই তাঁহার বিদিত আছে।” আর একজন সিপাহী আপনার শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া সাতিশয় উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। রসদবিভাগের পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী তাহাকে নিরতিশয় উত্তেজিত দেখিয়া কহিলেন, “যদি তোমরা এই সকল কার্য্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তাহা হইলে বণিক, কেরাণী প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির সহিত তোমাদের কোনরূপ সংস্রব নাই, তাহাদের অনিষ্টসাধনে কেন প্রবৃত্ত হইবে?” তাঁহার এই কথায় পূর্ব্বোক্ত সিপাহী দৃঢ়তার সহিত কহিল, “ওঃ! তোমরা সকলেই এক। তোমাদের সকলের জাতিই এক। তোমরা খলসর্প। তোমাদের কেহই রক্ষা পাইবে না।” এই সময়ে একজন হাবিলদার বা নায়ক ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীর সম্মুখে আসিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, “আপনি এই নির্ব্বোধের কথায় কর্ণপাত করিবেন না, আপনার কার্য্যে গমন করুন; আমাদের মধ্যে আর আসিবেন না।” হাবিলদার যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন আরও কতিপয় ব্যক্তি ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীকে সে স্থান হইতে শীঘ্র শীঘ্র যাইতে বলিল। কর্ম্মচারী সিপাহীদিগকে নিরতিশয় উত্তেজিত দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। চারি দিকে ঐ উত্তেজিত সিপাহীগণে পরিবেষ্টিত হওয়াতে তাঁহার আশঙ্কা বলবতী হইয়াছিল, সুতরাং তিনি তথায় অধিকক্ষণ থাকিলেন না। পূর্ব্বোক্ত হাবিলদারের কথায় তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি যখন যাইতে লাগিলেন, তখন এক ব্যক্তি উপহাসপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, “তোমার কোন ভয় নাই। তুমি শীঘ্র যাইয়া মুসলমানের বেশপরিগ্রহ কর, স্থূল ও দৃঢ় যষ্টি হস্তে লও এবং গোঁপে তা দিতে দিতে “আল্‌হাম্‌দ্‌-লিল্‌লা রব্‌বেল্‌ আল্‌মিন্‌” (মুসলমানদিগের উপাসনাবাক্যের একটি অংশ) এই কথা বলিয়া বেড়াও, তুমি নিরাপদ থাকিবে।” এই বাক্যে উপস্থিত ব্যক্তিগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী উহাতে কর্ণপাত করিলেন না, আপনার প্রাণ লইয়া সত্বরপদে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন*।

* *Shepherd, Cawnpur Massacre, p., 17-19*

এইরূপে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়েরা অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যতই আয়োজন করিতে লাগিলেন, সিপাহীরা ততই সন্দিগ্ধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহারা বৃদ্ধ সেনাপতিকে আত্মরক্ষার স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিতে দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারে নাই। ইহার পর যখন তাহারা দেখিল, ইউরোপীয়গণ দলে দলে এই স্থানে সমবেত হইতেছে, কামান সকল স্থানান্তর হইতে আনীত হইতেছে, বর্ষীয়ান্ সেনাপতি দিবারাত্র এই স্থানে সামরিক কার্য্যের সুব্যবস্থায় মনোযোগী হইতেছেন, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ সন্ত্রাসে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া এই স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিতেছে, তখন তাহাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস ও প্রভুর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট হইল। বর্ষীয়ান্ সেনাপতি আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে মৃণ্ময় প্রাচীর নির্ম্মিত করিলেন, সে প্রাচীর তাঁহাদের রক্ষার উপযোগী হইল না। অথচ, ঐ প্রাচীর সিপাহীদিগকে সন্দেহাকুল করিয়া তুলিল। অধিকন্তু সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের ভীতিব্যাকুলতা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এই ব্যাকুলতা দর্শনে তাহাদের উদ্‌বোধ হইল যে, তাহারা এতদিন যাহাদিগকে সাহসী, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সর্ব্বাংশে কার্য্যকুশল মনে করিতেছিল, তাহারাও আশঙ্কায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং আপনাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে অবলম্বশূন্য ভাবিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মহারা ও দিশাহারা হইতে থাকে। এরূপ বিপত্তিবিচলিত ব্যক্তিদিগের পরাজয় অসাধ্য নহে। এইরূপ ভাবিয়া সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতে লাগিল। শেষে যখন কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষেরা, আপনাদের কামান সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল, এবং সমর্থ ইউরোপীয়গণ অস্ত্রপরিগ্রহ করিতে লাগিল, তখন সিপাহী ও তাহাদের অধিনায়কদিগের মধ্যে বিশ্বাস, অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর কোন বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা রহিল না। সৌহার্দ্দ ও বিশ্বস্ততার স্থলে বিষম শত্রুতা ও ঘোরতর অবিশ্বাসের আবির্ভাব হইল। ইঙ্গরেজ, সিপাহীকে আততায়ী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, সিপাহীও ইঙ্গরেজের প্রতিকার্য্যে আশঙ্কা ও শত্রুতার চিহ্ন দেখিতে লাগিল।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে চারি দিকে আশঙ্কা ও উদ্বেগের নিদর্শন প্রত্যক্ষীভূত হইলেও কোনরূপ শান্তিভঙ্গ হইল না। মহারাণীর জন্ম দিনে ইঙ্গরেজ সেনাপতি সিপাহীদিগের উত্তেজনাবৃদ্ধির আশঙ্কায় তোপধ্বনি করিতে বিরত থাকিলেন। ঐ দিনে কাণপুরের কাওয়াজের ক্ষেত্রে সৈনিক পুরুষের সমাগম হইল না, কেহ সৈনিক পদ্ধতি অনুসারে কোনরূপ উৎসব সম্পন্ন করিল না। সমগ্র সৈনিকনিবাস প্রশান্তভাবে রহিল, সমগ্র সৈনিক পুরুষ নীরবে আপনাদের অধীশ্বরীর জন্মদিন অতিবাহিত করিল। ত্রিপঞ্চাশ দলের একটি ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষের স্ত্রী বাজারে যাইয়া আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিতেছিল, এমন সময়ে একজন সামরিকপরিচ্ছদশূন্য সিপাহী সেই স্থলে তাহাকে কহিল,—"তোমরা আর ঘন ঘন এখানে আসিও না, তোমরা আর এক সপ্তাহও জীবিত থাকিবে না।" সৈনিক পুরুষের স্ত্রী সৈনিকনিবাসে যাইয়া এই কথা সকলকে জানাইল। কিন্তু সে সময় উহা তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। ইহার পূর্ব্বে, একদা রাত্রিকালে এতদ্দেশীয় প্রথম পদাতিদিগের গৃহে আগুন লাগিয়াছিল; ইউরোপীয়দিগের অনেকে উহা বিপক্ষতাচরণের পূর্ব্বসূচনা মনে করিয়া, ছয়টি কামান সেই স্থলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সিপাহীরা অগ্নিনির্ব্বাণে আদিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা এই আদেশপালনে উদাসীন থাকে নাই। অবিলম্বে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। শেষে উহা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে ইঙ্গরেজ প্রায় প্রতি বিষয়েই বিপদের আবির্ভাব দেখিতেছিলেন। এদিকে ইঙ্গরেজের বিদ্বেষ্টা মিষ্টভাষী আজিমউল্লাও ইঙ্গরেজের অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়া উপহাসের সহিত আত্ম-বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় দিতে ক্রটি করেন নাই। ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থলের চতুর্দ্দিকে যখন মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন আজিম উল্লার সহিত তাঁহার একজন সুপরিচিত, তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের (লেপ্টনাণ্ট দানিয়াল) সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে মিরাটের সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানসংবাদ কাণপুরে পঁহুছিয়াছিল। আজিমউল্লা মৃৎপ্রাচীর দেখাইয়া লেপ্টেনাণ্ট দানিয়ালকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারা সমতল প্রান্তরে যে স্থান প্রস্তুত করিতেছেন, উহা কি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"

।নিয়াল কহিলেন, "আমি জানিনা।" এই কথা শুনিয়া আজিমউল্লা বলিয়া ঠিলেন, "উহা নিরাশাদুর্গ বলিয়া অভিহিত করা উচিত।" অমনি ইঙ্গরেজ দনানায়ক উত্তর করিলেন, "না না। আমরা উহা বিজয়দুর্গ বলিব।" াজিমউল্লা এই কথার উত্তরে আর কিছু বলিলেন না। কেবল, "আহা! াহা!" বলিয়া ইঙ্গরেজ সেনানায়কের প্রতি তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাবপ্রকাশ রিলেন *। লেপ্‌টেনাণ্ট দানিয়াল নানা সাহেবের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছলেন। নানা একদা মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ক আপনার অঙ্গুলি হইতে ন্মোচিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

এই সময়ে কাণপুরে নানকচাঁদনামক একজন উকিল ছিলেন। পেশবা বাজীরাওয়ের এক জন ভ্রাতুষ্পুত্র, খুল্লতাতের সম্পত্তির অংশ পাই-ার জন্য নানা সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উত্থাপিত করেন। পেশবার াাতুষ্পুত্রের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার ভার নানকচাঁদের উপর মর্পিত হয়। নানকচাঁদ নানা সাহেবের বিরোধী ও ব্রিটিশ বর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আপনার রোজনামচায় ১৫ই মে হইতে কাণপুরের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। যে কল সিপাহী ধনাগাররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও যে, এসময়ে কোম্পানির রাজনীতির উপর দোষারোপ করিয়াছিল, তাহা নানকচাঁদ স্বীকার করিয়াছেন †। যাহা হউক, মে মাসে নানারূপ ঘটনার আবির্ভাব ও নানারূপ ংবাদ প্রচারিত হইলেও উক্ত মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত সিপাহীরা প্রকাশ্য-ভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হয় নাই। সেনাপতি হুইলর ইহাতে ভাবিলেন, বিপদ অন্তর্হিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্যার হেন্‌রি লরেন্সের াাহায্যার্থ লক্ষৌতে সৈন্য পাঠাইতে সমর্থ হইবেন, ইহা ভাবিয়া কাণ-পুরের বৃদ্ধ সেনাপতি ১লা জুন গবর্ণর জেনেরলকে লিখিলেন. "এলাহাবাদ হইতে ইউরোপীয় সৈন্য আনিবার জন্য আমি অদ্য ৮০ খানি গরুর গাড়ি

* *Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, p. 57. Comp. Trevelyan, Cawnpur, p.* 83.

† *Trevelyan, Cawnpur, p. 78-79.* ধনাগাররক্ষক ত্রিপঞ্চাশ দলের সিপাহীরা াজভক্ত ও বিশ্বস্ত ছিল।

পাঠাইলাম। আমার বিশ্বাস, অতি অল্পদিনের মধ্যেই কাণপুর নিরাপ
হইবে। কেবল ইহাই নয়, আবশ্যক হইলে আমি লক্ষ্ণৌতেও সাহায্যার্থ সৈন্য
পাঠাইতে পারিব। আমি এখন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের প্রাচীরবেষ্টি
স্থানে সন্নিবেশিত তাম্বুতে অবস্থিতি করিতেছি। যাবৎ সাধার
শান্তভাব অবলম্বন না করে, তাবৎ এই তাম্বুতেই থাকিবার ইচ্ছা আছে
গ্রীষ্ম ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমিয়া আসিয়াছে
কিন্তু উত্তেজনা ও অবিশ্বাস এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, সরলতা ও সাবধানতা
সহকারে যে কোন বিষয়েরই অনুষ্ঠান হউক না কেন, সমস্ত বিষয়ে
সাধারণের মধ্যে অর্থান্তর ও ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে * *। বর্ত্তমা
সময়ে অবিবেচনাপূর্ব্বক সামান্য একটি কার্য্য করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হই
উঠিতে পারে। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে, এরূপ সঙ্কটকালে আমা
সহিত সমগ্র সৈনিক দলের বিশিষ্ট পরিচয় আছে * *। আমি ৫২ বৎস
কাল, তাহাদের মধ্যে কার্য্য করিয়া, তাহাদের স্বত্বরক্ষা করিয়া আসিতেছি
আমার এই আত্মপ্রশংসা মার্জ্জনা করিবেন, কাণপুরের ন্যায় স্থানে শান্তি
রক্ষায় আমার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে, আমি কেবল তজ্জন্যই এবিষয়ে
উল্লেখ করিতেছি। লোকে কহিতেছে যে, আমি তাহাদের মধ্যে
থাকাতে তাহারা অপরের দৃষ্টান্তের অনুসরণের নিরস্ত রহিয়াছে *"
এইরূপ বিশ্বাসে ও এইরূপ আত্মপ্রসাদে বৃদ্ধ সেনাপতি লক্ষ্ণৌতে
সাহায্যকারী সৈন্য পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। ৮৪গণিত ইউরোপী
সৈনিকদলের কতিপয় সৈনিক পুরুষ বারাণসী হইতে মে মাসে
শেষ সপ্তাহে কাণপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহারা ৩রা জুন লক্ষ্ণৌতে
প্রেরিত হইল। এ সম্বন্ধে সেনাপতি গবর্ণর জেনেরেলের নিকট তা
এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইলেন, "স্যার হেনরি লরেন্স উদ্বেগ প্রকা
করাতে আমি এই মাত্র আমার ক্ষুদ্র দল হইতে মহারাণীর ৮৪গণি
পদাতিদলের ৫০ জন সৈনিক ও ২জন অধিনায়ককে ডাক গাড়িতে লক্ষ্ণৌ
পাঠাইলাম। অধিক গাড়ি পাওয়া গেল না। এই সৈন্য পাঠাইয়া দেওয়াতে

* *Kaye, Sepoy War. Vol II,. p. 304.*

আমার কিয়দংশে বলহ্রাস হইল বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, অপর ইউ-রোপীয় সৈনিকদলের আগমন পর্য্যন্ত আমি এই স্থানে আত্মরক্ষা করিতে পারিব।" উক্ত ক্ষুদ্র সৈনিকদল কাণপুরের সৈনিকনিবাস হইতে যাত্রা করিল। তাহারা যখন নৌসেতু উত্তীর্ণ হইয়া, অযোধ্যার রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন উত্তেজিত সিপাহীরা কাণপুরস্থিত ইঙ্গরেজের বলহ্রাস হইল দেখিয়া, মনে মনে আনন্দিত হইল, এবং আত্ম-পক্ষের বল-বহুলতায় স্বাভীষ্টসাধনে অধিকতর সাহসসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনাদিগকে ফিরিঙ্গীর হস্ত হইতে বিমুক্ত ও দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের অধিকারে সর্ব্বসম্পত্তির অধিকারী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইতে লাগিল।

জুন মাসের প্রারম্ভে সিপাহীরা আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিল না। তাহারা আপনাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে অশ্বারোহিদলই সমধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহারা পদাতিদলকেও আপনাদের ন্যায় উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত থাকিল না। বাজারে, সৈনিকনিবাসে, নানারূপ ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। বিঠুররাজের অনুচরবর্গ নবাবগঞ্জে অবস্থিতি করিতেছিল, রাজা স্বয়ংও ঐ স্থলে ছিলেন। কথিত আছে, ষড়যন্ত্রকারিগণ তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতেও কুণ্ঠিত হইল না। এই স্থানে অস্ত্রাগার, ধনাগার ও কারাগার ছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণ তৎসমুদয় আপনাদের পুরোভাগে দেখিয়া অভিনব আশায় উদ্যমসম্পন্ন হইতে লাগিল। তাহারা ধনাগারের নিকটে অস্ত্রাগার ও ও অস্ত্রাগারের পার্শ্বে কারাগার দেখিয়া, উহা অধিকার করা অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহাদের উৎসাহদাতার অভাব ছিলনা, তাহাদের বলবৃদ্ধির উপকরণও দূরবর্ত্তী ছিলনা। জোবালা-প্রসাদ নামে নানা সাহেবের একজন অনুজীবী ছিল। মহুদ আলি নামক এক জন মুসলমান নানা সাহেবের চাকরি ছাড়িয়া ঘোড়ার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা এখন সিপাহীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের সুবাদার টীকা সিংহ আপনার ক্ষমতায়, কার্য্যনৈপুণ্যে ও

ইঙ্গরেজের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষবুদ্ধিতে সহযোগীদিগের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। এখন সুবাদার টীকা সিংহের সহিত জোবালা প্রসাদের পরামর্শ হইতে লাগিল। এই সময়ে আজিমউল্লাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ইনি নানা সাহেবকে আপনার মতানুসারে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ কোথায় কি ভাবে পরামর্শে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্যসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এ সম্বন্ধে অনেকে নানা কথা বলিয়াছেন, অনেকেই নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল মতের পরস্পর সামঞ্জস্য নাই*। শিবচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছে, "অশ্বারোহি-দলের সমুত্থানের তিন কি চারি দিবস পরে, সুবাদার টীকাসিংহ নানা সাহে-বের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কহেন, "আপনি ইঙ্গরেজের অস্ত্রাগার ও ধনাগাররক্ষার জন্য এখানে আসিয়াছেন। আমরা, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই আমাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হইয়াছি। বাঙ্গালার সমগ্র সিপাহী-দলই এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছে, আপনি এ সম্বন্ধে কি বলেন?" নানা সাহেব উত্তর করেন "আমিও সৈনিক-দলের হাতে রহিয়াছি†।" আর একজন নির্দ্দেশ করিয়াছে, "জুন মাসে এক দিন সন্ধ্যা অতীত হইলে মহারাজ নানা সাহেব তাঁহার ভ্রাতা বালরাও ও মন্ত্রী আজিমউল্লার সহিত গঙ্গার ঘাটে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার গুপ্তচরগণ টীকাসিংহ ও তদীয় সহযোগীদিগকে আনয়ন করে। সকলে নৌকায় বসিয়া, দুই ঘণ্টাকাল পরামর্শ করেন‡।" এইরূপ বিসংবাদী বিবরণ হইতে সত্যনির্ণয় অনায়াসসাধ্য নহে। ষড়যন্ত্র-

* উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পুলিশকমিশনর কর্ণেল উইলিয়মস্ এবিষয়ে অনেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তিনিও অনেকের শুনা কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II.,p. 306, note.*

† *Kaye, Sepoy War. Vol. II p., 306. note, Comp. Trevelyan, Cawnpur p, 89.*

‡ *Trevelyan., Cawnpur, p. 89*

কারিগণ, আপনাদের বক্তৃতার মোহিনীশক্তিতে নানা সাহেবকে বিমুগ্ধ করুক, বা না করুক, নৌকায় আত্মগোপন করিয়া কার্য্যপ্রণালীর অবধারণে উদ্যত হউক, বা না হউক, তাহাদের কেহ কল্পনার সম্মোহনভাবে ও আশার তৃপ্তিদায়ক মন্ত্রে প্রফুল্ল হইয়া বিলাসিনী প্রণয়িনীর নিকটে আত্মগৌরব প্রকাশ করুক, বা নাই করুক, জুন মাসের প্রথম চারি দিন যে, অশ্বারোহিদলের উত্তেজিত সিপাহীগণ আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিল, তদ্বিষয় ইতিহাসে নির্দ্দিষ্ট আছে *। নানা সাহেবের অনুচরগণ ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। হয়ত, ইহারা এই অনুচরদিগের মুখেই শুনিয়াছিল যে, বিঠুররাজ তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তাঁহার অর্থরাশি ও তাঁহার সৈনিকদল, সমস্তই তাহাদের সাহায্যার্থ রাখিয়াছেন। অনুচরদিগের এইরূপ কথায় ইহারা উৎসাহান্বিত হইয়াছিল, এবং কালবিলম্ব না করিয়া আপনাদের অধিনায়কদিগের সমক্ষেই আপনাদিগকে স্বাধীনতার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

সেনাপতি হুইলর দীর্ঘকাল বাঙ্গালার সিপাহীদিগের মধ্যে অবস্থিতি করাতে, তাহাদের ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকারলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন হিন্দুস্থানীতে কথা কহিতেন, তখন তাঁহার স্বর, উচ্চারণপ্রণালী ও বাক্যবিন্যাসে বোধ হইত যেন, হিন্দুস্থানী লোকের মুখ হইতে হিন্দুস্থানী ভাষা বহির্গত হইতেছে। বৃদ্ধ সেনাপতি সিপাহীদিগের আবাসভূমিতে যাইয়া, স্নেহসহকারে তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিতে উপদেশ দিতেন। উত্তেজিত সিপাহীরা উদাসীনভাবে তাঁহার কথা শুনিত। শেষে এই উপদেশে কোন ফল হইল না, গভীর উত্তেজনায়, নিরন্তর শাত্রববুদ্ধিতে ও বিদ্বেষপর লোকের কুপরামর্শে সিপাহীরা সেনাপতির বাক্যলঙ্ঘন করিয়া ফিরিঙ্গীর অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ এ বিষয়ে কালবিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিল না। কেহ কেহ বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া,

* কথিত আছে, আজিজননামে একটি বারবিলাসিনী দ্বিতীয়দলের অশ্বারোহীদিগের প্রিয়পাত্রী ছিল। সমস উদ্দীন নামক একজন সোয়ার তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহে, দুই এক দিনের মধ্যেই নানা সাহেব সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। আমরাও তোমার গৃহ মোহরে পরিপূর্ণ করিয়া দিব।—*Trevelyan*, *Cawnpur*, *p. 89.*

সহযোগীদিগকে আপাততঃ নিরস্ত থাকিতে বলিল। এইরূপে তাহারা তাহাদের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রথম গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবে, স্থির করিতে না পারিয়া, কয়েকদিন আপনাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করিল। অশ্বারোহী সৈনিক-দলের একজন এতদ্দেশীয় আফিসর একদিন উক্ত সৈনিকদলকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিল। এই উদ্দেশে ঐ অধিনায়ক সঙ্কেত করিবার জন্য ভেরী গ্রহণ করিল, কিন্তু আর একজন অধিনায়ক উক্ত ভেরী তাহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইল *। এইরূপে সিপাহীরা সঙ্কল্পিত কার্য্যসাধনে প্রথমে দোলায়মানচিত্ত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিদল ৩রা জুন, রাত্রিতে কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহাদের সুবাদার ভবানীসিংহের চেষ্টায় সেই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সুবাদার ভবানীসিংহ ইঙ্গরেজ সেনাপতির যে রূপ অনুরক্ত; সেইরূপ বিশ্বস্ত ছিলেন। বয়সের পরিপক্কতায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি ৩রা জুন স্বীয় দলের সিপাহীদিগকে শান্তভাবে রাখিলেন। সিপাহীরা সেই রাত্রিতে কোনরূপ গোলযোগ করিল না, তাহার পরদিনও তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের চিহ্ন অভিব্যক্ত হইল না। তাহারা পূর্ব্ববৎ দোলায়মানচিত্তে ঐ দিন অতিবাহিত করিল †। শেষে রাত্রিকালে তাহাদের পূর্ব্বতন সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তাহারা মদিরামত্ত ইউরোপীয় আফিসরকে সৈনিক বিচারালয়ে দোষভার হইতে বিমুক্ত দেখিয়া কহিয়াছিল যে, একদিন তাহাদের পিস্তল হইতেও সহসা গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে ‡। এখন তাহাদের সেই কথা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিল। তাহারা আপনাদের বৃদ্ধ সুবাদারের আদেশানুবর্ত্তী হইল না; ইঙ্গরেজ আফিসর বা বৃদ্ধসেনাপতির দিকে দৃক্‌পাত করিল না। ৪ঠা জুন রাত্রিতে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল কোম্পানির

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II., p. 305, note.*

† *Shepherd, Cawnpur Massacre, p. 22.*

‡ এই বিষয়ে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। যে আফিসর সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া গুলি করিয়াছিল বিচারালয়ে সে মুক্তিলাভ করাতে সিপাহীরা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, এইকথা বলিয়াছিল।

বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল *। বৃদ্ধ সুবাদার বৃথা তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিতে কহিলেন, বৃথা রাজভক্তির সম্মানরক্ষার উপদেশ দিলেন, বৃথা পরিণামে ঘোরতর বিপদের ভয় দেখাইলেন। তাহাদের চিত্তবৃত্তির আর পরিবর্ত্তন হইল না। তাহারা বৃদ্ধ সুবাদারকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে,—নচেৎ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে কহিল। বর্ষীয়ান বীরপুরুষ প্রশান্ত ও গম্ভীর স্বরে তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিলেন এবং নির্ভয়ে আপন দলের পতাকা ও সৈনিকনিবাসস্থ গবর্ণমেণ্টের টাকারক্ষার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হইল না। উত্তেজিত অশ্বারোহিদলের কতিপয় ব্যক্তি, তাঁহাকে তরবারির দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিল। নিদারুণ আঘাতে তিনি মৃতপ্রায় ও ভূপতিত হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে তদবস্থ রাখিয়া, টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল। এদিকে তাহাদের দলের দুই জন অশ্বারোহী প্রথম পদাতিদলে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আমাদের সুবাদার প্রথম দলের সুবাদারকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া ঐ দলের বিলম্বের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অশ্বারোহিদল আবাসগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্তব্যপথে সজ্জিত হইয়াছে।" কিন্তু তাহারা আপনাদের যে সুবাদারের নামে প্রথম পদাতিদলের সুবাদারকে সাদর সম্ভাষণ করিল, সেই সুবাদার যে, রক্তাক্তদেহে ভূপতিত রহিয়াছিলেন, তাহা প্রথম পদাতিদল জানিতে পারিল না। অশ্বারোহী সৈনিক দলের কথায় প্রথম পদাতিদলও তাড়াতাড়ি অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের দ্রব্যাদি লইয়া উক্ত অশ্বারোহিদলের প্রস্থানের দুই এক ঘণ্টা পরে তাহাদের অনুগমন করিল। ইহাদের অধিনায়ক অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, ইহাদিগকে হিন্দুস্থানীতে কহিলেন, "বাবালোক! বাবালোক! তোমাদের এরূপ ব্যবহার সঙ্গত নয়, তোমরা কখনও এরূপ ঘোরতর অপকর্ম্ম করিও

* টমসন সাহেব লিখিয়াছেন, অশ্বারোহিদল ৬ই জুন রাত্রিতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল।—*Story of Cawnpur, p. 38.* কিন্তু কে সাহেবের মতে ৪ঠা জুন রাত্রিতে উঁহারা সমুত্থিত হয়।—*Kaye Sepoy War. II, p, 306.*

না” কিন্তু তাঁহার এই কথায় কোন ফল হইল না। পদাতিদলের সকলেই অশ্বারোহিদলের অনুসরণপূর্ব্বক নগরের উত্তরপশ্চিম দিক্‌বর্ত্তী নবাবগঞ্জনামক স্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিল। ঐ স্থানে ধনাগার, কারাগার ও অস্ত্রাগার ছিল। দিল্লীতে যাইবার পথ ঐ স্থান দিয়াই ছিল। সুতরাং উত্তেজিত সিপাহীগণ আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ স্থানে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা পথবর্ত্তী গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। দ্রব্যাদি লুঠিয়া লইল। তাহাদের পথের সমুদয় স্থলে সর্ব্ব-বিধ্বংসের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের আফিসরগণ অক্ষত-শরীরে থাকিলেন। অন্যান্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীও নিরাপদে রহিল। ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচারী সিপাহীরা সে সময়ে ইঙ্গরেজের শোণিতপাতে আগ্রহপ্রকাশ না করিয়া, ত্বরিতগতিতে অভীষ্ট স্থানে যাইতে লাগিল।

দুই দল সিপাহী নবাবগঞ্জের সমীপবর্ত্তী হইলে নানা সাহেবের অনুচরেরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের কার্য্যের অনুমোদন করিল, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের সাহায্য করিতে যত্নবান্ হইয়া উঠিল। ত্রিপঞ্চাশ দলের কতিপয় সিপাহী এ সময়ে ধনাগাররক্ষা করিতেছিল। এই সৈনিকদল চিরন্তন রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। ইউরোপীয়েরা দূর হইতে ইহাদের বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু সেনাপতি ইহাদের সাহায্য জন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দিলেন না *। ধনাগাররক্ষক বিশ্বস্ত সিপাহীরা অল্পসংখ্যক ছিল। তাহারা আক্রমণকারীদিগের ক্ষমতানাশে সমর্থ হইল না। ধনা-গারের ধনরাশি বিলুণ্ঠিত হইল; কারাগারের কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল; রাজকীয় কার্য্যালয়ের কাগজপত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল। অস্ত্রাগারের বারুদ-কামানপ্রভৃতি উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তগত হইল। সিপাহীরা অবিলম্বে সমস্ত টাকা হাতীতে ও গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিল, এবং সত্বরতাসহকারে মোগলের রাজধানী দিল্লীগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল।

সেনাপতি নীল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কাণপুরের অস্ত্রাগারে কি কি দ্রব্য

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 40.*

ছিল, তাহা সেনাপতি হুইলর জানিতেন না। এইরূপ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত পরিশেষে বিষম অনর্থের উৎপত্তি হয়। নীল এ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই, সেনাপতি হুইলরের এইরূপ অমূলক বিশ্বাস ছিল যে, নানা সাহেব তাঁহার সাহায্য করিবেন। বিপক্ষ সিপাহী-দিগের সকলেই দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। নানা সাহেব তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন। সেনাপতি হুইলর আপনাকে সমগ্র বিপক্ষদলে পরিবেষ্টিত দেখেন। তাঁহাদের তোপখানার তোপসকল হইতে চারিদিকে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ হয়। আপনাদের তোপখানার ঐ সকল তোপের অস্তিত্ব সেনাপতি হুইলর বা তদীয় সহযোগীদিগের বিদিত ছিল না। কিছুকাল পূর্ব্বে অস্ত্রাগারপরিদর্শন ও তথায় কি কি দ্রব্য রহিয়াছে, তাহার বিজ্ঞাপন জন্য কতিপয় আফিসর প্রেরিত হয়েন। ইঁহারা তাম্বু প্রভৃতি সামান্য দ্রব্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। কামানরক্ষার স্থান পরিদর্শন বা অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেন নাই। ফল কথা, এই সকল বিষয় ইঁহাদের মনেই উদিত হয় নাই। ইঁহারা সেনাপতিকে বিজ্ঞাপিত করেন যে, অস্ত্রাগারে কিছুই নাই। কিন্তু কে সাহেব স্বীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, অস্ত্রাগারের দ্রব্যাদি কাণপুরের গোলন্দাজ সৈনিকপুরুষদিগের অবিদিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না। যুদ্ধের প্রারম্ভে সেনাপতি ও তাঁহার সহযোগিগণ অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পুলিশ কমিশনর কর্ণেল উইলিয়মস্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, রিলেনামক এক ব্যক্তি অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অস্ত্রাগাররক্ষক সিপাহীরা তাঁহাকে উক্ত কার্য্য করিতে দেয় নাই *।

দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল এবং প্রথম পদাতিকদল ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধা-চরণে প্রবৃত্তও হইলে, অন্য দুই দল সহসা তাহাদের অনুসরণ করিল না। প্রথম দুই দল নবাবগঞ্জে উপস্থিত হইয়া, যখন অপর দুই দলকে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইতে দেখিল না, তখন তাহাদের মনে সন্দেহের

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 308, note.*

আবির্ভাব হইল। এদিকে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ত্রিপঞ্চাশ ও ষট্‌পঞ্চাশ সিপাহীদল, অপর দুই দলের সহিত সম্মিলিত হইবার কোন উদ্‌যোগ করিল না। ইহাদের আফিসরেরা সমস্ত রাত্রি ইহাদের সহিত অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি ২টা হইতে তৎপর দিন পর্য্যন্ত ইহারা কাওয়াজের ক্ষেত্রে সজ্জিত থাকিল। প্রত্যেক আফিসরই আপনাদের নির্দ্দিষ্ট দলের পুরোভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ষট্‌পঞ্চাশদলের অধিনায়ক আপনার সৈনিকদল, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের আবাসগৃহাভিমুখে পরিচালিত করিলেন। অশ্বারোহীরা এই স্থানে যে সকল অশ্ব ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তৎসমুদয় সংগৃহীত হইল। অনন্তর অধিনায়কগণ উক্ত দুই দলের সিপাহীদিগকে তাহাদের আবাসগৃহে যাইতে আদেশ দিয়া, আপনারা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে গমন করিলেন। সিপাহীরা সামরিক পরিচ্ছদ উন্মোচিত করিয়া আপনাদের খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল। এই অবসরে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের লোক আসিয়া, তাহাদিগকে নবাবগঞ্জে যাইতে অনুরোধ করিল। উক্ত চর সৈনিকনিবাসে আসিয়া ত্রিপঞ্চাশ পদাতিদলের সিপাহীদিগকে কহিল যে, তাহাদের দলের যে সকল লোক ধনাগারে রহিয়াছে, তাহারা, যাবৎ স্বীয় দলের লোক আসিয়া আপনাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ না করে, তাবৎ কাহাকেও টাকা ভাগ করিতে দিতেছে না *। এই দলের সুবাদার ও জমাদারগণ, ব্রিটিশ কোম্পানির একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে, ইঙ্গরেজের শোণিতপাত করিতে বা সম্পত্তি লুঠিয়া লইতে ইহাদের ইচ্ছা ছিল না। এই সময়ে ইঙ্গরেজ অধিনায়কেরা যদি সৈনিকনিবাসে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ইহারা সমগ্র সৈনিকদল সুব্যবস্থিত রাখিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু সেনানায়কগণ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সৈনিকদল পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত আবাসস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিকদল, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের

* কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, ইহারা সর্ব্বপ্রথম ধনাগাররক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধ হয়, কোনরূপ সাহায্য না পাওয়াতে শেষে উত্তেজিত সিপাহীদিগের কথায় সম্মত হয়।

লোকের কথায় সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। অনেকে, সরকারী তহবিল যে স্থলে থাকে, সেই স্থলে গমন করে। অনেকে পতাকা ও অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করিতে উদ্যত হয়। ঐ দলের সুবাদার সরকারী টাকা রক্ষার জন্য নির্ভয়ে ও অটলসাহসে স্বীয় দলের উত্তেজিত সিপাহীদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েন। কিন্তু বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক হওয়াতে ধনরক্ষক রাজভক্ত সুবাদারের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয়। উত্তেজিত সিপাহীরা টাকা ও অস্ত্রাদি অধিকার করে এবং কালবিলম্ব না করিয়া, নবাবগঞ্জের অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু এই দলের অনেকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে উদ্যত ছিল। ইহারা কোন সময়ে আপনাদের প্রভুভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহাদের হৃদয় কোন সময়ে ফিরিঙ্গীবিদ্বেষে বিচলিত হয় নাই। ইহারা আপনাদের ইচ্ছায় অধিনায়কের আদেশানুসারে কার্য্য করিবার জন্য কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হইযাছিল। ত্রিপঞ্চাশ পদাতি-দলও কোম্পানির অনুরক্ত ছিল। ইহারা অপরাপর দলের ন্যায় সহসা ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই, এবং সহসা আবাসগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নবাবগঞ্জে যাইয়া কোম্পানির অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করে নাই। ইহাদের রাজভক্তি এ সময়েও অকলঙ্কিতভাবে ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতির বুদ্ধির দোষে শেষে ইহাদের অনেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নবাবগঞ্জস্থিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহারা যখন নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাদের আহারীয় প্রস্তুত করিতেছিল, এবং কোন অংশে উত্তেজনার চিহ্ন না দেখাইয়া আপনাদের প্রশান্তভাবেরই পরিচয় দিতেছিল, তখন সেনাপতি হুইলর অমূলক আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া, ইহাদের প্রতি কামানের গোলাবৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। তিনি সিপাহীদিগের সকলকেই সমভাবে অবিশ্বস্ত, সমুত্তেজিত ও ইঙ্গরেজের সর্ব্বনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাবিয়া-ছিলেন। ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিদলের অনেকে যে, তাঁহাদের পক্ষসমর্থনে কৃতসঙ্কল্প ছিল, তাহা তিনি মনে করেন নাই। ত্রিপঞ্চাশদলও যে, রাজভক্তির পরিচয় দিতেছিল, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে যেস্থলে আত্মবলের বৃদ্ধি হইত, সে স্থলে হঠকারিতার দোষে অনুরক্ত ব্যক্তিগণও বিরক্ত ও বিপক্ষ হইয়া উঠে।

এই সময়ে প্রধান প্রধান নগরে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল না। সংখ্যার অল্পতাপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজেরা প্রায় সকল স্থলেই সিপাহীগণ অপেক্ষা হীনবল ছিলেন। কাণপুরের সেনাপতি যদি, অমূলক আতঙ্কে অধীর হইয়া, উক্ত সিপাহীদিগকে সৈনিকনিবাস হইতে নিষ্কাশিত না করিতেন, তাহা হইলে উহারা, অসময়ে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া উঠিত। কিন্তু সেনাপতি সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া, আপনার বলহ্রাস করিলেন। তাঁহার আদেশে অনুরক্ত সিপাহীদিগের প্রতি কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সিপাহীরা সামরিক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিতেছিল. অকস্মাৎ কামানের গোলায় তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের সেনাপতি যে, সহসা এইরূপ কঠোরতাপ্রকাশ করিবেন, এবং দয়ায় ও সদাশয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাহাদিগকে বন্য পশুর ন্যায় বধ করিতে উদ্যত হইবেন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম তাহাদের বিশ্বাসস্থাপনে প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা আপনাদিগকে নির্দোষ বলিয়া জানিত। এখন সেনাপতি কি জন্য তাহাদিগকে কোম্পানির কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। এদিকে গোলাবৃষ্টির বিরাম হইল না। এক বার, দুই বার, তিন বার, যখন প্রজ্বলিত পিণ্ড সকল তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তাহাদের পূর্ব্বতন বিশ্বাস দূরীভূত হইল। তাহারা খাদ্যসামগ্রী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পলাইতে লাগিল। কেহ কেহ নবাবগঞ্জে যাইয়া তত্রত্য সিপাহীদিগের সহিত মিশিল। কিন্তু সকলে এই পথের অনুসরণ করিল না। তাহাদের দল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু অনেকেই এরূপ অবস্থাতেও রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হইল না। তাহারা কামানের গোলার বিরাম না হওয়া পর্য্যন্ত, নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে আত্মগোপন করিয়া রহিল, শেষে আপনাদের প্রভুর কার্য্যসাধনজন্য তাঁহাদের প্রাচীরবেষ্টিত আত্মরক্ষার স্থানে গমন করিল এবং অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততা দেখাইয়া বৃদ্ধ সেনাপতিকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। তাহারা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত এই বিশ্বস্ততার সম্মানরক্ষা করিয়াছিল। কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি যদি এসময়ে দূরদর্শিতার সহিত কার্য্য করিতেন, তাহা

হইলে, ঐ দলের সকল সিপাহীই প্রাণান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত।

কাণপুরের সিপাহীরা এইরূপে নবাবগঞ্জে যাইয়া, দিল্লীস্থিত সিপাহী-দিগের সহিত সম্মিলিত হইবার ইচ্ছা করিল। তাহারা শুনিয়াছিল, সিপাহীরা ফিরিঙ্গীদিগকে দিল্লী হইতে বহিস্কৃত করিয়াছে। দিল্লীতে বৃদ্ধ মোগলের ক্ষমতা ও প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক সময়ে তাহাদের স্বদেশীয়গণ মোগলের সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়া, যেরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইত, এখন দিল্লীস্থিত সিপাহীরা মোগলের সরকারে সেইরূপ সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কাণপুরের সিপাহীরা স্বদেশের ও সজাতীয়ের গৌরবের স্থল, বৃদ্ধ মোগলের রাজধানীতে যাইতে উদ্যত হইল। তাহারা ধনাগার বিলুণ্ঠিত করিয়া, অনেক অর্থ পাইয়াছিল। অস্ত্রাগার অধিকার করিয়া, যুদ্ধসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রচুরপরিমাণে হস্তগত করিয়াছিল, এখন তাহারা বিলম্ব না করিয়া মোগল সম্রাটের অধিকার সুরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইল। কথিত আছে, নানা সাহেব নবাবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন শুনিয়া, তাহাদের কেহ কেহ তথায় উপস্থিত হইয়া, নানা সাহেবকে কহিয়াছিল, "মহারাজ! যদি আপনি আমাদের সহিত মিলিত হয়েন, তাহা হইলে এই রাজ্য আপনার হইবে। আপনি আমাদের শত্রুদলে মিশিলে আপনাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।" ইহা শুনিয়া নানা সাহেব উত্তর করিয়াছিলেন, "ইঙ্গরেজদের পক্ষে থাকিয়া কি করিব? আমি সর্ব্বাংশে তোমাদের পক্ষে রহিয়াছি।" সিপাহীরা অতঃপর তাঁহাকে তাহাদের সহিত দিল্লীতে যাইতে অনুরোধ করিল। নানা সাহেব সম্মতিপ্রকাশ করিলেন এবং সিপাহীদিগের যে কয়েক জন দূত স্বরূপ হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যে-কের মস্তকে হস্ত দিয়া জাতীয় গৌরবরক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর তাহারা ধনাগারের দশ লক্ষ টাকা হস্তগত করিল। কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ একটি হাতীর উপর বিজয়পতাকা তুলিয়া, চারিদিক প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নৌসেতু ভগ্ন করিল। নিকটে ইউ-রোপীয়দিগের যে সকল গৃহ ছিল, তৎসমুদয় ভস্মীভূত হইল। এইরূপে

তাহারা টাকা বোঝাই গরুর গাড়ি সঙ্গে লইয়া, আপনাদের মহিলাদিগকে অন্যান্য গরুর গাড়িতে তুলিয়া, জয়োল্লাসে দিল্লী যাইবার পথে কল্যাণপুর-নামক স্থানে উপনীত হইল *। এই সময়ে নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রণাদাতা ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় নানা সাহেবের মত পরিবর্ত্তিত হইল। তৎসঙ্গে উত্তেজিত সিপাহীদিগের নির্দ্ধারিত কার্য্য-প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

আজিম উল্লা খাঁ নানা সাহেবকে বুঝাইতে লাগিলেন, যদি তিনি সিপাহী-দিগের সহিত দিল্লীতে গমন করেন, তাহা হইলে মোগলের দরবারে তাঁহার কিছুমাত্র প্রাধান্য থাকিবে না। দিল্লীতে তাঁহাকে সম্রাটের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। দরবারের অনুচিত আধিপত্যপ্রিয় ও ঈর্ষ্যাপর মুসলমান-দিগের কৌশলে হয়ত তিনি, আপনার ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন। এরূপ অবস্থায় সিপাহীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, সম্রাট্‌ও তাঁহাকে তিরস্কৃত ও অপদস্থ করিতে পারেন। কিন্তু কাণপুরে থাকিলে তাঁহার কোনরূপ লাঞ্ছনা হইবার সম্ভাবনা নাই। এ সময়ে কাণপুরের ইঙ্গরেজেরা সর্ব্বাংশে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কাণপুরে থাকিলে সমগ্র কাণপুর ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে তাঁহার আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা হইবে। ইঙ্গরেজের ক্ষমতা ও ইঙ্গরেজের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইবে। তিনি বহুসংখ্য সৈন্যের অধিনায়ক ও বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া, সুখে রাজত্ব করিতে পারিবেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে ইঙ্গরেজেরা ঠিক এই সময়ে, পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিয়াছিল। কাণপুরে তিনিও ঐরূপে আপনার সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইবেন। অন্ধকূপে তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। এখন তিনিও প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে কাণপুরে অন্ধকূপের ব্যাপারসম্পাদনে সমর্থ হইবেন। যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মাক্রান্ত কুকুর পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়কে অপদস্থ ও রাজবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণকে প্রতারিত করিয়াছে, এইরূপে তিনি তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিবেন।

* *Trevelyan, Cawnpur, p. 104-105.*

মুসলমান মন্ত্রীর এইরূপ অপূর্ব্ব যুক্তিতে ও উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় নানা সাহেবের হৃদয় আকৃষ্ট হইল। নানা সাহেব কাণপুরে ইঙ্গরেজদিগের অবস্থার বিষয় জানিতেন। ইঙ্গরেজেরা লক্ষ্ণৌতে যে, বিপদাপন্ন হইয়াছেন, ইহাও তাঁহার বিদিত ছিল। সুতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরস্থিত ইঙ্গরেজদিগের সহসা সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নাই। গঙ্গা ও যমুনার তটবর্ত্তী বারাণসী, এলাহাবাদ, বা আগ্রা হইতেও সাহায্যকারী সৈন্য আসিতে পারিবে না। স্যার হিউ হুইলর নগরান্তরের সৈন্যে আত্মবলবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। এদিকে চারি দল সুশিক্ষিত সিপাহী ও বিঠুরের অনুচরবর্গ তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতেছে। কামান, বারুদ ও লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁহার অধিকারে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তিনি সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, গৌরবান্বিত পেশবা পদ অধিকার করিতেও অসমর্থ হইবেন না। মন্ত্রিবর আজিমউল্লা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতাহ্রাস হইতেছে, এখন তিনি দেখিলেন যে, ভারতবর্ষেও ইঙ্গরেজেরা ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। যে যে স্থলে সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতেছে, সেই সেই স্থলেই তাঁহাদের সৈনিকদলের অল্পতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তাঁহারা সিপাহীদিগের ভয়ে চারি দিকে পলায়ন করিতেছেন। ইহাতে নানা সাহেবের আশা বলবতী হইল। তিনি আজিম উল্লার মন্ত্রণায় বিমুগ্ধ হইয়া, সম্মুখে আত্মসৌভাগ্যের হৃদয়রঞ্জক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির দোষে তিনি যে, ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক ছিল। তিনি ইঙ্গরেজের প্রতি সমুচিত সৌজন্য দেখাইলেও ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না। যাঁহাদের বিচারে তাঁহার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে তিনি ন্যায়পর ও ও সমদর্শী বলিয়া মনে করিতেন না। সুতরাং কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় উত্তেজিত হওয়া বিচিত্র নহে। বিঠুরের লোক ও উত্তেজিত সিপাহীরা, আপনাদের মধ্যে যেরূপ কার্য্যপ্রণালী অবধারিত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সাধারণতঃ উক্তরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইঙ্গরেজের লিখিত ইতিহাসেও ঐরূপ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু নানা সাহেবের বাল্যকালের

সহচর তাঁতিয়া তোপী এ সম্বন্ধে অন্যরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সিপাহীরা নানা সাহেবকে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের অভিমত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "দুই দিন পরে তিন দল পদাতি ও দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল ধনাগারে আসিয়া, নানা সাহেব ও আমাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ করে এবং ধনাগার ও অস্ত্রাগারের যাবতীয় দ্রব্য লুঠিয়া লয়। সিপাহীরা দুই লক্ষ এগার হাজার টাকা নানা সাহেবের হস্তে সমর্পিত করিয়া, আপনাদের লোককে উক্ত ধনাগার-রক্ষায় নিযুক্ত করে। নানা সাহেব এই সকল সাস্ত্রীর তত্বাবধায়ক হয়েন। আমাদিগের নিকট যে সকল সিপাহী ছিল, তাহারা আগন্তুক সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহার পর সিপাহীরা আমাকে, নানা সাহেবকে ও আমাদের সমস্ত অনুচরকে সঙ্গে লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে। কাণপুর হইতে তিন ক্রোশ গেলে নানা সাহেব সিপাহীদিগকে কহেন, 'অদ্য দিবস প্রায় শেষ হইয়াছে, অতএব অদ্য এই স্থানেই অবস্থিতি করা যাউক। আগামী কল্য পুনর্ব্বার যাত্রা করা যাইবে।' সিপাহীরা ইহাতে সম্মত হয়, পর দিন প্রাতঃকালে সিপাহীরা নানা সাহেবকে তাহাদের সহিত দিল্লীতে যাইতে কহে। নানা সাহেব অসম্মত হয়েন। ইহাতে সিপাহীরা কহে, "আমাদের সহিত কাণপুরে আসিয়া যুদ্ধ করুন।" নানা সাহেব এ প্রস্তাবেও আপত্তি-প্রকাশ করেন। কিন্তু সিপাহীরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে বন্দী করে, এবং কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে উদ্যত হয়*।" তাঁতিয়া তোপীর এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নানা সাহেব সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, যুদ্ধ করিতে সম্মতিপ্রকাশ করেন নাই। সিপাহীরা এই জন্যই তাঁহাকে বন্দী করিয়া, কাণপুরে উপস্থিত হয়। নানা সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া, ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি যে, অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরিপোষক হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত উভয় বিবরণেই প্রতিপন্ন হইতেছে। আজিম উল্লা তাঁহাকে পরামর্শ না দিলে উত্তেজিত সিপাহীরা হয়ত দিল্লীর অভিমুখে গমন করিত।

* *Kaye, Sepoy War. Vol II., 310, note.*

কাণপুরের ইউরোপীয়েরাও নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিতেন। আর তাঁতিয়া তোপী যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে সিপাহীরা নানা সাহেবকে বন্দী না করিলে, নানা সাহেব কখনও তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতেন না। সুতরাং উভয় দিকেই নানা সাহেবকে বলপূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে টানিয়া আনা হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া, নানা সাহেব নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

আজিম উল্লার মন্ত্রণায় ও সিপাহীদিগের উত্তেজনায় নানা সাহেব, তাঁহার ভ্রাতা বালরাও ও বাবাভট্টকে সঙ্গে লইয়া, সিপাহীদিগের পক্ষাবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া সম্মানিত করিল। কথিত আছে, রাজা সিপাহীদিগকে একএকটি সোণার তাগা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এখন এই রাজার নামেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। উত্তেজিত সিপাহীরা আপনাদের এই রাজার নামে ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। রাজার নামে ভিন্ন দলের অধিনায়কগণ নির্ব্বাচিত হইলেন, এবং তাঁহারা এই রাজার নামেই স্ব স্ব দলের পরিচালনে ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন। সুবাদার টীকা সিংহ পূর্ব্বাবধি উত্তেজিত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি সেনাপতি হইয়া, অশ্বারোহিদলের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। জমাদার দোলরঞ্জন সিংহ ও সুবাদার গঙ্গাদীন যথাক্রমে ত্রিপঞ্চাশ ও ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিদলের অধিনায়ক হইলেন। যে তিন জন অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু, এজন্য কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধোদ্যত, উত্তেজিত সিপাহীদিগের মধ্যে হিন্দুগণই অধিকতর বিদ্বেষবুদ্ধি ও শত্রুতার পরিচয় দিয়াছিল, মুসলমানগণ নহে*। কিন্তু এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই ধীরতা অন্তর্হিত হইয়াছিল। দুর্বৃত্ত লোকে হিন্দুর আরাধ্য গাভী ও মুসলমানের অস্পৃশ্য

* *Trevelyan, Cawnpur, p. 107. Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 315. note.*

শূকরের উল্লেখ করিয়া, উভয়কেই সমভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। কাণপুরের অশ্বারোহিদল সর্ব্বপ্রথম ইঙ্গরেজের বিপক্ষে সমুত্থিত হয়। ইহারা প্রধানতঃ মুসলমান। যাহা হউক, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহারাজ নানা সাহেবের নামে সেনানায়কগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, নানা সাহেবের প্রীতির জন্য হিন্দুদিগের হস্তে অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইয়াছিল।

৬ই জুন শনিবার প্রাতঃকালে নানা সাহেবের নামে সেনাপতি হুইলরের নিকট পত্র আসিল *। উহাতে লিখিত ছিল, নানা সাহেব শীঘ্রই তাঁহাদের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণ করিবেন। উত্তেজিত সিপাহীরা যখন দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে, তখন সেনাপতি ও তদীয় সহযোগিগণ ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবেন। কিন্তু এখন তাহাদের সে আশা অন্তর্হিত হইল। উন্মত্ত সিপাহীদল কাণপুরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। তাহাদের অভিনব অধিনায়কেরা তাহাদিগকে ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে অধিকতর উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী এক উদ্দেশ্যসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, প্রবলবেগে ইঙ্গরেজদিগের আত্মরক্ষার স্থানের দিকে আসিতে লাগিল। সহসা এইরূপ বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হওয়াতে বৃদ্ধ সেনাপতি দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সিবিল কর্ম্মচারী ও সৈনিকদলের অধিনায়কেরাও এই আকস্মিক ঘটনায় স্তম্ভিত হইলেন। এখন আর বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। অধিনায়কদিগের অনেকে সিপাহীদিগের আবাসস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, রাত্রিতেও সেই স্থলে শয়ন করিয়া থাকিতেন। শেষে তাঁহারা আপনাদের বাঙ্গলায় গিয়াছিলেন। সেনাপতির আদেশে এই সকল অধিনায়ক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের আত্মরক্ষার স্থান সামান্য মৃৎপ্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উহার নিকটে

* মোব্রে টমসন সাহেব লিখিয়াছেন, ৭ই জুন রবিবার সিপাহীরা ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করে —*Story of Cawnpur, p. 61.* কিন্তু কর্ণেল উইলিয়মসের সংগৃহীত বিবরণে প্রমাণ হইয়াছে, সিপাহীরা ৬ই জুন কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ঐ দিনই তাহারা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান আক্রমণ করে।—*Kaye, p. 313, note. Comp. Trevelyan, Cawnpur, p. 114,*

অস্ত্রাগার ছিল না। কারাগার ও ধনাগার দূরবর্ত্তী ছিল। গঙ্গাও দূরে প্রবাহিত হইতেছিল। সমতলক্ষেত্রে যে মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দুর্ভেদ্য ছিল না। এসম্বন্ধে মানক চাঁদ উল্লেখ করিয়াছেন, সাহেবেরা অনভিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা নগরের বহির্ভাগে সমতল ক্ষেত্রে প্রাচীর নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। যদি সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহারা যে, সহজে প্রাচীরের চারি দিক বেষ্টিত করিতে পারিবে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। অস্ত্রাগার ও ধনাগার অরক্ষিত অবস্থায় থাকাতে, সিপাহীগণ কামান ও টাকার সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। যেরূপ প্রবাদ আছে, সাহেবেরাও সেইরূপ শত্রুর হস্তে তরবারি দিয়া আপনাদের মাথা বাড়াইতে দিয়াছিলেন *। যাহা হউক, ইঙ্গরেজেরা এখন এইরূপ অযোগ্যস্থানরক্ষার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যভার সমর্পিত হইল। প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইযা উঠিল।

ইউরোপীয়েরা যখন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন সিপাহীরা দলে দলে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহারা ধনাগারের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। অস্ত্রাগারের কামান সকলও তাহাদিগকে বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা পথে যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকে নিহত করিয়া, ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণে উদ্যত হইল। নানা সাহেবের পত্র বৃদ্ধ ইঙ্গরেজ সেনাপতির হস্তগত হইলে, ইউরোপীয়েরা প্রতি মুহূর্ত্তে আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশঙ্কায় ও উদ্বেগে প্রাতঃকাল অতিবাহিত হইল। দিনমণি ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিত্যাগ করিয়া, পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখনও আক্রমণের লক্ষণ গোচর হইল না। অবশেষে মধ্যাহ্নে কামানের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ইউরোপীয়েরা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ

* *Trevelyan, Cawnpur, p. 106-107.*

আপনাদের সঙ্কল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। অবিলম্বে বংশীধ্বনি হইল। ধ্বনি শুনিবা মাত্র সকলে সজ্জিত হইয়া, আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থলে দাঁড়াইল। এদিকে বিপক্ষগণ হইতে মুহুর্মুহুঃ কামানের গোলা আসিয়া ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থানে পড়িতে লাগিল। বিপন্ন ইউরোপীয় মহিলা ও নিরীহ বালকবালিকারা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। ইঙ্গরেজ এখন এই অসহায় জীবগণের রক্ষার জন্য আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও আপনাদের স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। তাঁহাদের সাহস ও একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইল, তাঁহারা প্রশান্তভাবে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আত্ম-রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই সময়ে কিরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, আপনাদের বালকবালিকা ও মহিলাকুলের কাতরতায় প্রতিক্ষণে কিরূপে গভীর বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং আপনাদের ক্ষুদ্র দলের অনেককে মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিবা, বিষম অন্তর্দ্দাহে কিরূপ নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী বিবরণে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই বিবরণের প্রতিস্থলেই করুণার কাতরতা, বিষাদের মলিনতা ও বীরত্বের একাগ্রতার সমাবেশ রহিয়াছে।

উত্তেজিত সিপাহীগণ মহারাজ নানা সাহেবের নামে ৬ই হইতে ২৬শে জুন পর্য্যন্ত উদ্যম ও উৎসাহসহকারে অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি করে। ইহাদের আক্রমণে ইঙ্গরেজদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। ইঙ্গরেজেরা যেরূপ অসহনীয় কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন সমর-ভূমিতে কোন আক্রান্ত সৈনিকদল, বোধ হয় সেরূপ কষ্টভোগ করে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড তপন যেন তাঁহাদের মস্তকের উপর অনলময় চন্দ্রা-তপ বিস্তার করিয়াছিল। নিদারুণ বায়ুপ্রবাহ যেন প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহা-দিগকে প্রজ্বলিত চুল্লীর উত্তাপে বিদগ্ধ করিতেছিল। বন্দুক ও কামান যেন স্পর্শে স্পর্শে অগ্নিতপ্ত লৌহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। এদেশে যে সময়ে ইঙ্গরেজদিগের অবসাদ উপস্থিত হয়, উদ্যম ও উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়ে, সামরিক কার্য্যে ঔদাসীন্য জন্মে; যে সময়ে তাঁহাদের মহিলা ও বালকবালিকারা সুচ্ছায়তরুরাজিপরিবৃত শীতল স্থানে বা সুস্নিগ্ধ

পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিতি. করিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করে, এবং তাঁহারা নিজেও উক্ত সময়ে ঐরূপ স্থানে বিবিধ আমোদে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখে থাকিয়া, দুঃসাধ্য কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগের কষ্টের অবধি ছিল না। মহিলারা এসময়ে প্রাতঃকালে ও বৈকালে গাত্রমার্জ্জন ও সর্ব্বদা পরিচ্ছদপরিবর্ত্তন করিতেন। ভৃত্যেরা সর্ব্বদা তাঁহাদের কষ্টশান্তির জন্য বাতাস দিতে বা শীতল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকিত। এখন তাঁহাদের তৃপ্তিকর উক্তরূপ কার্য্য বন্ধ হইল। তাঁহারা অস্নাত অবস্থায় এক পরিচ্ছদে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শিশুসন্তানগুলি পানীয় জল ও খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে শত্রুপক্ষ হইতে গোলার পর গোলা আসিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। আহতদিগের নিদারুণ আর্ত্তনাদে, নিহতগণের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে, প্রতিদিনই তাঁহারা অবসন্ন ও হতাশ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের রক্ষার আর কোনরূপ উপায় রহিল না। প্রাণের দায়ে ও প্রাণাধিক সন্তানগুলির শোচনীয়ভাবে, তাঁহারা কামিনীজনোচিত কমনীয়তা ও শালীনতা হইতে বিচ্যুত হইলেন। তাঁহাদের বেশপারিপাট্য অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া, অনেক সময়ে অনাবৃতদেহে সেই ভীষণ স্থলে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

আক্রান্ত ইঙ্গরেজগণ প্রতিদিনই আপনাদের মহিলাদের ও বালকবালিকাগণের উক্তরূপ শোচনীয় দশা দেখিতে লাগিলেন, এবং প্রতিদিনই ঐরূপ শোচনীয় দৃশ্যের মধ্যে বহুসংখ্য আক্রমণকারীর সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃৎপ্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কামান সকল স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতি কামানের পনর পদ অন্তরে পদাতিগণ দণ্ডায়মান ছিল। যাহারা সৈনিকদল ভুক্ত নয়, তাহারাও পদাতিশ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সেনাপতি হুইলরের আদেশে সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। প্রত্যেক পদাতির পার্শ্বে গুলিভরা ও সঙ্গীনযুক্ত তিনটি করিয়া বন্দুক ছিল। শিক্ষিত

সৈনিক পুরুষেরা প্রত্যেকে সাত আটটি বন্দুক লইয়াছিল। কামান সকল অনাবৃত স্থানে থাকাতে গোলন্দাজ সৈনিক পুরুষদিগকে সর্ব্বক্ষণ শত্রুপক্ষের বন্দুকের সম্মুখে থাকিতে হইয়াছিল। এদিকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বালক-বালিকা ব্যতীত অনেকেই পীড়িত অবস্থায় ছিল। ইহাদেরও নিয়মিতরূপে শুশ্রূষার উপায় ছিল না। কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি এইরূপ নানা অসুবিধার মধ্যে সিপাহীদিগের আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি আত্ম-রক্ষাকারীদিগকে যে যে স্থলে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিনানু-মতিতে কেহই সেই সেই স্থল পরিত্যাগ করিতে পারিত না। কাণপুরের উপস্থিত ঘটনার বিবরণলেখক মৌব্রে টম্‌সন্ সাহেব নিদারুণ গ্রীষ্মে নিপীড়িত হইয়া ব্রিগেডিয়ার জাকের নিকট কাফিপানের জন্য মুহূর্ত্তকাল স্থানান্তরে যাই-বার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতির আদেশানুসারে ব্রিগেডিয়ার তাহার প্রার্থনাপূরণে সম্মত হয়েন নাই। এইরূপে নিরন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়গণ বিপক্ষের প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টির মধ্যে আপনাদের অধিষ্ঠিত স্থানরক্ষা করিতে লাগিল। কামানের ভয়ঙ্কর শব্দে, সিদ্ধিপান-প্রমত্ত সিপাহীদিগের ভৈরব নিনাদে, প্রথম দিন প্রাচীরের মধ্যস্থিত কুলকামিনী ও বালকবালিকারা করুণকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। শেষে প্রতিদিনই ঐরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে শুনিতে ও বিকট দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, তাহারা উহাতে অভ্যস্ত হইয়া রোদনসংবরণ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের যাতনার নিবৃত্তি হইল না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই নূতন নূতন কষ্ট আসিয়া তাহাদিগকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিতে লাগিল।

এ দিকে সিপাহীদিগের অধিনায়কগণ, আপনাদের কার্য্যে উদাসীন ছিলেন না। টীকা সিংহ শনিবার সমস্তদিন অস্ত্রাগার হইতে, কামান সকল যথাস্থানে পাঠাইয়া দেন। এক একটি কামান যেমন উপস্থিত হয়, অমনি উহা ইঙ্গরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের পুরোভাগে স্থাপিত হইতে থাকে। রবিবার প্রাতঃকালে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। উহা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিতরিত হইতে থাকে। ঐ ঘোষণাপত্রে হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে, আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ

করা হয়। দূরদর্শী হিন্দু ও মুসলমান, ঐ ঘোষণাপত্রে বিচলিত না হইলেও, নগরের অনভিজ্ঞ ও উত্তেজিত জনসাধারণ ইঙ্গরেজের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার আশায়, সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। এই বিপ্লবে প্রধানতঃ জনসাধারণই সিপাহীদিগের দল পরিপুষ্ট করিয়াছিল। অধিকন্তু, যে সকল ভূস্বামী আপনাদের চিরন্তন অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বিপ্লবের গতিবিস্তার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। যদি কেবল সিপাহীগণ হইতে এই বিপ্লবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজ সহজে উহার গতিরোধে সমর্থ হইতেন। যে হেতু, অনেক সিপাহী আপনাদের রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইঙ্গরেজ সেনাপতি অনেক সময়ে তাহাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন না করিলেও তাহারা প্রাণপণে আপনাদের বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু ভারতের অধিকার-ভ্রষ্ট ভূস্বামী ও জনসাধারণের উপর প্রভুত্বস্থাপন, ইঙ্গরেজের সুসাধ্য ছিল না। ইহারা যখন দলে দলে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মিশিতে লাগিল, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, যখন ইহাদের উচ্ছৃঙ্খলভাবের পূর্ণ বিকাশ হইতে লাগিল, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যখন ইহাদের আক্রমণে দেহত্যাগ করিতে লাগিল, তখন সকল স্থানে এক সময়ে শান্তিস্থাপন একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। অধিকারচ্যুত ভূস্বামী ও জনসাধারণ উত্তেজিত না হইলে এই বিপ্লব তাড়িতবেগে সর্ব্বস্থানে প্রসারিত হইত না, এবং সিপাহীদিগের সহিত ঐ সকল ব্যক্তির সম্মিলন না হইলে, উহা অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত না। ফলতঃ, এইরূপ গভীর উত্তেজনাপ্রযুক্তই সিপাহীযুদ্ধে ইঙ্গরেজের সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণান্ত ঘটিয়াছে*।

ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে উত্তেজিত মুসলমানেরা ফিরিঙ্গীর শোণিত-পাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। পর দিন অর্থাৎ ৮ই জুন সোমবার গঙ্গার

* কেহ কেহ যেমন মনে করিয়া থাকেন, উপস্থিত বিপ্লব যদি সেইরূপ কেবল সৈনিক দিগের সমুত্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, অধিকারচ্যুত রাজারা এবং দেশের কৃষিজীবী, পল্লী-বাসী রাইয়তগণ যদি সিপাহীদিগের সহিত এক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইয়া না উঠিত, তাহা হইলে সিপাহীদিগের অতি অল্প সংখ্যকই ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিত।—*Red Pamphlet. Comp. Kaye, Vol, II., p, 290, note. Indian Empire, II. p. 240*

খালের দক্ষিণে মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত সবুজ পতাকা উড্ডীন হইল। মুসলমানের সম্মানিত পুরোহিত ঐ পতাকার নিম্নভাগে উপবিষ্ট হইয়া, বিধর্ম্মীর পরাক্রমনাশের জন্য, বিজয়িনী শক্তির উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের প্রণয়িনী আজিজন যুদ্ধ-বেশে বিভূষিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে লইয়া, উক্ত আরাধনাস্থলে যাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই*।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইঙ্গরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে অল্পমাত্র সৈনিকপুরুষ ছিল। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকপুরুষের সংখ্যাও অধিক ছিল না। এতদ্ব্যতীত অনেক কুলকামিনী ও বালকবালিকা ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক ছিল†।

* *Trevelyan, Cawnpur, p, 137.* আজিজন মুসলমান বারবিলাসিনী, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের মুসলমান সিপাহীদিগের পরমপ্রিয়পাত্রী বলিয়া কথিত ছিল। পূর্ব্বে এবিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে।

† প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ২১০টি ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক শত অফিসর ছিলেন। বাণিজ্যব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক লইয়া সর্ব্বসমেত ৪৫০ জন ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বালক বালিকা ও কুলকামিনীর সংখ্যা ৩৩০ ছিল।—*Mutiny of the Bengal Army, By one who has served under Sir Charle Napier, p. 130.* রসদবিভাগের কর্ম্মচারী সেফার্ড সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিতরূপে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়দিগের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ	...	...	২১০
এতদ্দেশীয় সৈনিক দলের এতদ্দেশীয় বাদ্যকারক	..	...	৪৪
অধিনায়ক প্রায়	...	...	১০০
সৈনিক দলের বহির্ভূত লোক প্রায়		...	১০১
স্ত্রীলোক ও শিশুসন্তান প্রায়	...	...	৫৪৬
			১০০০

এতদ্ব্যতীত ২৫।৩০ জন এতদ্দেশীয় ভৃত্য ও কতিপয় প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত সিপাহী ও আফিসর ছিল।—*Shepherd, Cawnpur massacre, p. 26 27.* হলমেস্ সাহেব ভৃত্যের সংখ্যা ৫০ এবং বিশ্বস্ত সিপাহী ও আফিসরের সংখ্যা ২০ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—*Holmes, Indian Mutiny, p. 239, note.* ট্রিবিলিয়ান সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন সর্ব্বসমেত ১০০০ লোক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ছিল।—*Trevelyan., Cawnpur, p. 118.*

বিপক্ষ সিপাহীদিগের সংখ্যা সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। এক দল অশ্বারোহী ও দুই দল পদাতি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরে অন্য পদাতিদলের (৫৩ গণিত দলের) কেহ

উত্তেজিত জনসাধারণও এসময়ে তাহাদের দলে মিশিয়া আক্রান্ত ইউ-রোপীয়দিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সিপাহীরা পর্য্যায়ক্রমে বিশ্রাম ও গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু আত্মরক্ষাকারীদিগের বিশ্রাম করিবার সময় রহিল না। আক্রান্ত ইউরোপীয় সৈন্য কামানের পার্শ্বে থাকিয়া বা বন্দুক হস্তে করিয়া, সিপাহীদিগের গোলার আঘাতে যখন একে একে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল, তখন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্য আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। ইহারা আপনাদের সম্মান, আপনাদের জীবন ও জীবনাধিক শিশুসন্তানদিগের রক্ষার জন্য বিপক্ষের সম্মুখীন হইতে কাতর হইল না। এ সময়ে ইঙ্গরেজ বীরপুরুষগণ যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আত্মজীবনে উপেক্ষা করিয়া, যেরূপ দুঃসাধ্যকার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং অবিশ্রাম গোলাবৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও শিশুসন্তান ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের

কেহ ইহাদের সহিত মিলিত হয়। ইহাদের অধিকাংশ আফিসর (সুবাদার বা জমাদার) ইঙ্গরেজের পক্ষে ছিলেন। অশ্বারোহিদল (রেজিমেণ্ট) ছয় ভাগে (ট্রূপে) (এখন ৮ ভাগে) বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে এতদ্দেশীয় লোক আছে:—

আফিসর	...	...	১৩
অধস্তন আফিসর	...	...	৫৪
ভিস্তি	...	...	৬
ভেরীবাদক	...	...	৬
সৈনিকপুরুষ	...	...	৫০৪

পদাতিদল (রেজিমেণ্ট) ৮ ভাগে (কোম্পানিতে) বিভক্ত। সমগ্র দলে এই সকল লোক আছে:—

সুবাদার	...	...	১ × ৮ = ৮
জমাদার	...	...	১ × ৮ = ৮
হাবিলদার	...	...	৬ × ৮ = ৪৮
নায়ক	...	...	৬ × ৮ = ৪৮
ভেরীবাদক	...	...	১ × ৮ = ৮
সৈনিকপুরুষ	...	...	৮০ × ৮ = ৬৪০

(১ম ভাগ জন্মভূমিতে প্রকাশিত "আমার জীবনচরিত" হইতে উদ্ধৃত। জন্মভূমি, ৫৬৭ ও ৫৭২ পৃষ্ঠা।)

উল্লিখিত হিসাবে বিপক্ষ সিপাহীদিগের সংখ্যা কিয়দংশে অনুমিত হইবে। এতদ্ব্যতীত নানা সাহেবের অনুচর, কাণপুর ও অযোধ্যার অনেক লোক সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

শুশ্রূষায় যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। আক্রমণকারী সিপাহীরা প্রতিদিন উদ্যম ও উৎসাহসহকারে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রতিদিনই আক্রান্তগণ অধিকতর নিপীড়িত হইতে লাগিল। সিপাহীরা দিবসে অবিশ্রান্তভাবে কামানের গোলাবৃষ্টি করিত। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকল সময়েই প্রজ্বলিত পিণ্ডসকল প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে নিপতিত হইত। উহার প্রচণ্ড আঘাতে প্রতিদিনই কেহ নিহত কেহ বা সাংঘাতিকরূপে আহত হইত, এবং উহার জ্বালাময়ী শিখায় আক্রান্তদিগের অধ্যুষিত স্থানের কোন কোন অংশ দগ্ধীভূত হইয়া যাইত। রাত্রিকালে আক্রমণকারিগণ অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মৃৎপ্রাচীরের সম্মুখে আসিত, এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বন্দুকের গুলিবৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয়-দিগকে নিপীড়িত করিত। স্থতরাং ইউরোপীয়েরা দিবসে ও রাত্রিতে, সকল সময়েই আত্মরক্ষায় প্রস্তুত থাকিত। একদা কামানের প্রজ্বলিত গোলায় বারুদ রাখিবার একখানি গাড়ির ছাদ উড়িয়া গেল এবং বারুদ ইত্যাদি রাখিবার স্থানের নিকটে গাড়ির কাঠে আগুন ধরিল। ডিলা-ফোসীনামক একজন তরুণবয়স্ক সৈনিক পুরুষ ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। অচিরাৎ অগ্নিনির্ব্বাণ না হইলে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। স্থতরাং বীরযুবক মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রজ্বলিত গাড়ির নিকটে গেল, যে কাঠে আগুন ধরিয়াছিল, তাহা নিজ হাতে টানিয়া ফেলিয়া দিল, এবং জলের অভাবে কঠিন মৃত্তিকা বহ্নিশিখার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

শিক্ষিত সৈনিকদলের মধ্যেই কেবল এইরূপ সাহস ও বীরত্বের নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। যাহারা ইতঃপূর্ব্বে সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হয়েন নাই, যথানিয়মে সামরিক কার্য্য শিক্ষা করেন নাই, রণস্থলের করাল দৃশ্য ও কঠোর নিয়মের সহিত পরিচিত হইয়া উঠেন নাই, তাঁহারাও এ সময়ে অবিচলিতভাবে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষ ব্যতীত অন্যব্যবসায়ী ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষার স্থলে আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রেলওয়ের কতিপয় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন, ইঁহারা বন্দুক হস্তে করিয়া, অটলসাহসে বিপক্ষদিগকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বিপক্ষের গুলির আঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েন। গুলি মুখে লাগাতে তিনি মুখ তুলিতে পারিতেন না। ইঁহাকে দুঃসহ যাতনায় নিরন্তর অধোমুখে থাকিতে হইত। শেষে এই আঘাতেই ইঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। ধর্ম্মপ্রচারকও এসময়ে উদাসীন রহিলেন না। তিনি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র পরিগ্রহ করিলেন না, বা শত্রুর পুরোভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সাহসের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন না। অন্য কার্য্যে তাঁহার একাগ্রতা ও শ্রমশীলতাপ্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, পীড়িতদিগকে ধর্ম্মোপদেশে বলীয়ান্ করিয়া তুলিতে লাগিলেন এবং অবসন্ন আত্মরক্ষাকারিগণ ও ভয়ব্যাকুলা কুল-কামিনীদিগের সমক্ষে ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন করিয়া, তাহাদের হৃদয় শান্ত, কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্দীপ্ত ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

যখন ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হয়, জীবন ও সম্পত্তি যখন প্রতিমুহূর্ত্তেই ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে, স্বাধীনতা ও সার্ব্বজনীন আধিপত্য যখন সংশয়দোলায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন বীরত্বপ্রসিদ্ধ জাতির সকল শ্রেণীর মধ্যেই একাগ্রতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। কার্থেজের বীরজননী রমণীগণ এক সময়ে স্বদেশের জন্য আপনাদের সৌন্দর্য্যের প্রধান অঙ্গ কেশসমূহের ছেদন করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় ভারতের মহিলাকুলও পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষা করিতে অবলীলায় বহুমূল্য আভরণরাশি যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন*। কাণপুরের অবরুদ্ধ ইউরোপীয় কামিনীরাও এসময়ে

* রোমীয়েরা কার্থেজ আক্রমণে উদ্যত হইলে ধনুর ছিলা প্রস্তুত করিবার জন্য কার্থেজ বীররমণীরা আপনাদের কেশচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। যখন সুলতান মহমুদ চতুর্থবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন লাহোরের ভূপতি অনঙ্গপাল আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। এই সময়ে হিন্দু মহিলারা যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য আপনাদের অলঙ্কার উন্মোচিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

পরাক্রান্ত ও সহায়সম্পন্ন শত্রুর সম্মুখে আত্মবলবৃদ্ধির উপায়বিধানে উদাসীন থাকেন নাই। প্রতিদিন ভয়ঙ্কর কাণ্ড দৃষ্টিগোচর হওয়াতে, তাঁহাদের সাহসবৃদ্ধি হইয়াছিল। আত্মপক্ষের ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিন বীরত্বের পরিচয়সূচক দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে উদ্যত দেখাতে, তাঁহাদেরও তেজস্বিতার বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায়, ভয়ে সর্ব্বদা অভিভূত থাকেন নাই, এবং পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, চারিদিক অন্ধকারময় বোধ করেন নাই। কিরূপে শত্রু পরাজিত হইবে, কিরূপে প্রাণাধিক শিশুসন্তানগুলি আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে, কিরূপে আপনারা নিরাপদে ও অক্ষতশরীরে আত্মীয়স্বজনের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবেন, এখন তাঁহারা ইহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। সিপাহীদিগের নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতে, কামানে ছিদ্র হওয়াতে বড় অসুবিধা ঘটিয়াছিল। বীরাঙ্গনারা এজন্য আপনাদের পায়ের মোজা সকল অকাতরে দিতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহাদের অঙ্গচ্ছদ অধিক ছিল না, তথাপি তাঁহারা আপনাদের চিরব্যবহার্য্য ও লজ্জাসম্ভ্রম রক্ষার চিরাবলম্বন দ্রব্যগুলি দিতে বিমুখ হইলেন না। তাঁহাদের প্রদত্ত মোজায় ছিদ্র সকল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আবার ঐ সকল কামান হইতে আক্রমণকারী সিপাহীদিগের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কয়েকজন সিপাহী প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে অবরুদ্ধ ছিল*। একটি সৈনিক পুরুষের স্ত্রী সাহসসহকারে নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে করিয়া, তাহাদের পাহারা দিতে লাগিলেন। যাবৎ এই মহিলা সম্মুখে ছিলেন, তাবৎ অবরুদ্ধগণ পলাইতে সমর্থ হয় নাই। শেষে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাদের পাহারার ভার গ্রহণ করিলে তাহারা কোন সুযোগে পলায়ন করে। কিন্তু এইরূপ স্বার্থত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিলেও মহিলাদিগের যাতনার পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদের

* খাঁ মহম্মদ নামক যে সিপাহী সহযোগীদিগকে উত্তেজিত করিবার অপরাধে অবরুদ্ধ হয়, সে ইহাদের মধ্যে ছিল।

কেহ কেহ আসন্নপ্রসবা ছিলেন। তাঁহারা অবরোধের সেই ভয়ঙ্কর সময়ে, সেই কোলাহলময় বিপত্তিপূর্ণ স্থানে সন্তান প্রসব করিলেন। এ সময়ে তাঁহাদের শুশ্রূষার লোক ছিল না। তাঁহারা প্রসবযাতনায় যেরূপ কাতর হইলেন, নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর কাতরতাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশ্বপালক ভগবান ব্যতীত এসময়ে তাঁহাদের আর কোন রক্ষক ছিলেন না। তাঁহারা নীরবে ও কাতরনয়নে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। অনেকে আপনাদের শিশুসন্তানগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া দিনে দিনে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহারা পরম আদরে যাহাদের লালনপালন করিতেছিলেন, স্তন্য দিয়া যাহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিলেন, এবং যাহাদের সহাস্য বদনে আধ আধ কথা শুনিয়া, আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিতেছিলেন, সেই বাৎসল্যের ধন, প্রীতির পুত্তলী, স্নেহের অবলম্ব সন্তানরত্ন সকল তাঁহাদের বক্ষঃস্থল হইতে অপহৃত হইতে লাগিল। কোন সৈনিক পুরুষের স্ত্রী দুইটি সন্তান দুই বাহুতে লইয়া স্বামীর সহিত বেড়াইতেছিলেন, সহসা একটি গুলি আসিয়া, তাহার স্বামীর দেহভেদ পূর্ব্বক তদীয় বাহুযুগল ভগ্ন করিয়া ফেলিল। স্বামী তৎক্ষণাৎ ভূপতিত ও গতাসু হইলেন। তাঁহার প্রিয়তমা বনিতাও মৃতস্বামীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। সন্তানদ্বয়ের একটি সাংঘাতিকরূপে আহত হইল। অভাগিনী বিধবা অতঃপর গৃহে নীত হইলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং শিশু দুইটিকে কোলে লইবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি যাতনায় কাতর হইয়া শয্যায় শুইয়া রহিলেন। শিশু দুইটি তাঁহার বুকের উভয় পার্শ্বে থাকিয়া, স্তন্যপান করিতে লাগিল; কিন্তু মাতার হাত তুলিবার শক্তি রহিল না। কল্পনায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় দৃশ্য অঙ্কিত হইতে পারে না, উদ্ভাবনায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর করুণ-রসোদ্দীপক চিত্র উদ্ভূত হইতে পারে না। এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার প্রতিদিনই অবরুদ্ধদিগের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতে লাগিল। একদা অপর এক জন সৈনিকের স্ত্রীর হাতের কনুইতে বন্দুকের গুলি প্রবিষ্ট হইল। সৈনিক পুরুষ ইতঃপূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন। অবিলম্বে সাংঘাতিক

আঘাতজনিত প্রচণ্ড জ্বরে তাঁহার স্ত্রীও লোকান্তরিত হইলেন। এইরূপে প্রায় প্রতিদিনই অবলাগণের প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। যে সকল শিশু হাঁটিতে পারিত, বালসুলভ চাপল্য প্রযুক্ত তাহারা এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিত না। তাহারা কিরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিত না। গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই যে, তাহাদের প্রাণ যাইবে, তাহা তাহারা জানিত না। অবোধ শিশুগণ এ দুঃসময়েও পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ সহকারে খেলার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিত। তাহারা খেলা করিতে সহসা প্রাঙ্গনে আসিলেই নিরন্তর গুলিবৃষ্টিতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত। এইরূপে নিরীহস্বভাব, সদানন্দময় শিশুগুলিও অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল।

এদিকে সেনাপতি হুইলর প্রতি মুহূর্ত্তেই স্থানান্তর হইতে সাহায্যকারী সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, পঞ্জাব হইতে স্যার জন লরেন্স সৈন্য পাঠাইবেন। এলাহাবাদ হইতে সেনাপতি নীল তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইবেন। লক্ষ্ণৌ হইতে স্যার হেনরি লরেন্সও তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এসময়ে কোন স্থান হইতেই সাহায্যকারী সৈনিক পুরুষের সমাগম হইল না। পঞ্জাব হইতে স্যার জন লরেন্সের পত্র আসিল। তিনি লিখিলেন, পঞ্জাবরক্ষার জন্য সৈন্যসংখ্যাই পর্য্যাপ্ত নহে, সুতরাং তিনি কাহাকেও এ সময়ে পাঠাইতে পারেন না। বৃদ্ধ সেনাপতির আশা ছিল, সেনাপতি নীল ১৪ই জুন কাণপুরে উপস্থিত হইবেন, কিন্তু ১৪ই জুন ধীরে ধীরে অতীত হইতে লাগিল, সেনাপতি হতাশ্বাস হইযা, সন্ধ্যাকালে লক্ষ্ণৌতে বিচারপতি গাবিন্স্ সাহেবের নিকট পত্র পাঠাইলেন। পত্রের শেষাংশে লিখিত হইল,—"নগরের সমগ্র খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আমাদিগের নিকটে রহিয়াছে। মহত্ত্বসহকারে ও আশ্চর্য্যরূপে আমাদের আত্মরক্ষা হইতেছে। আমরা সাহায্য, সাহায্য, সাহায্যের ভিখারী। এখন যদি সাহায্যকারী দুই শত লোক প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া, আপনাদেরও সাহায্য করিতে পারি।" কিন্তু এই দুই শত লোকও লক্ষ্ণৌ হইতে আসিল না। বর্ষীয়ান্ সেনাপতি ধীরভাবে অদৃষ্টের নিকট অবনতমস্তক হইলেন। তাঁহার সহযোগীরাও ধীরভাবে আপনাদের দশাবিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন। একে একে

তাঁহাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল। সুতরাং তাঁহারা শেষে আপনাদের সাহস, পরাক্রম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সর্ব্বোপরি আত্মত্যাগের উপর নির্ভর করিলেন। তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ এখন পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল। তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য ধীরভাবে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইল, এক সপ্তাহ কাল ইউরোপীয়েরা প্রবল শত্রুর সম্মুখে, অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টির মধ্যে, আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থান রক্ষা করিল। সপ্তাহান্তে আক্রান্তগণ আর এক ঘোরতর বিপদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের দুইটি বড় গৃহের একটিতে খড়ের চাল ছিল। দুইটি গৃহই রুগ্ন, অসমর্থ, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণে পরিপূর্ণ ছিল। খড়ের চাল টালি বা ইট দ্বারা আচ্ছাদিত করিবার সবিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে চাল সর্ব্বাংশে আচ্ছাদিত হয় নাই। এক দিন অপরাহ্লে সহসা খড়ের চাল জ্বলিয়া উঠিল। অসমর্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ ঐ গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে তাহারা সাতিশয় বিপদাপন্ন হইল। এদিকে আক্রমণকারিগণ ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ প্রচণ্ড অনলের জ্বালাময়ী শিখায় পরিব্যাপ্ত দেখিয়া, অধিকতর উৎসাহসহকারে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্করী রাত্রিতে অনলস্তূপ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া, আক্রান্ত ক্ষুদ্র সৈনিক দলকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। আহত ও রুগ্নগণের আত্মরক্ষার কোন সামর্থ্য ছিল না। ইউরোপীয়েরা এখন এই সকল অসমর্থ জীবের রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহারা বিপদে দিশাহারা না হইয়া, প্রাণপণে উহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। এ দিকে খড়ের চাল দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইল। দুইটি গোলন্দাজ সৈনিক পুরুষ প্রজ্বলিত অনলের মধ্যে দেহত্যাগ করিল। কিন্তু আক্রান্তগণ গৃহদাহে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইল। স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের আর আশ্রয়স্থান রহিল না। তাহারা এখন গৃহশূন্য হইয়া অনাবৃতস্থানে, অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কানবিশ ও মদের বাক্সের আচ্ছাদন চট মাত্র, এখন তাহাদের দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিম হইতে

রক্ষার প্রধান সম্বল হইল। কিন্তু বিপক্ষের নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতে ঐ আচ্ছাদনও অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। গৃহদাহে কেবল বালকবালিকা ও রোগার্ত্তেরা আশ্রয়শূন্য হইল না। আহত ও পীড়িতদিগের যাতনাশান্তির উপকরণগুলিও ভস্মীভূত হইয়া গেল। ঔষধাদি, অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রাদি কিছুই রক্ষা পাইল না। যাহারা আহত হইতে লাগিল, অস্ত্রাভাবে তাহাদের ক্ষত স্থান হইতে গুলি বহিষ্কৃত করিবার উপায় রহিল না। যাহারা রোগে শয্যাশায়ী হইল, ঔষধাদির অভাবে তাহাদের রোগশান্তির সুবিধা ঘটিল না। অসহনীয় যাতনা, অকালমৃত্যু, প্রতিদিনই এই সকল অসহায় জীবের উপর পরাক্রমপ্রকাশ করিতে লাগিল। ইহারা যাতনার কঠোরতা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকেই পরম সুহৃদ্ বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

গৃহদাহে যাহারা আশ্রয়শূন্য হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ত্রিপঞ্চাশ পদাতিদলের কতিপয় সিপাহী ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের সুবাদার ভবানীসিংহ আপনার অধীন সৈনিকদলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। উক্ত সৈনিকদল ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন। এজন্য বৃদ্ধ সুবাদার উত্তেজিত অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তাঁহাকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ভবানীসিংহ আহত হইয়াও আপনার প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সেই ভয়ঙ্কর সময়ে, বিপদাপন্ন স্থানে প্রভুর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অবরোধের প্রথমাবস্থায় বিপক্ষের কামানের গোলার আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই রূপে প্রভুভক্ত বর্ষীয়ান্, বীরপুরুষ প্রভুর কার্য্যসাধন জন্য প্রভুর নিকটেই প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে ত্রিপঞ্চাশ পদাতিদলের প্রভুভক্ত সিপাহীরা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহারাও এতদিন স্বশ্রেণীর ও স্বধর্ম্মের লোকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থন করিতেছিল। শেষে গৃহদাহ হইলে সেনাপতি ইহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ দেন। যেহেতু, ইহাদের আশ্রয়স্থান ছিল না। খাদ্য সামগ্রীরও অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দলের ভোলাখাঁ নামক সিপাহী এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছে, "আমরা ৫ই হইতে ৯ই কি ১০ই জুন

পর্য্যন্ত আমাদের গৃহরক্ষা করি। বিপক্ষের গোলার আগুনে উহা দগ্ধ হইলে আমাদিগকে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার বোধ হয়, গোলায় কোন দাহ্য পদার্থ জড়ান ছিল, ঐ পদার্থের সহিত খড়ের চালের সংযোগ হওয়াতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়।” রামবক্‌স্ নামক উক্ত দলের আর একব্যক্তিও এসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রকাশ করে। ইহার মতে ৯ই কি ১০ই জুন অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে ঘরে আগুন লাগে *। যাহা হউক অনুমান ৮০ কি ১০০ জন সিপাহী ছিল। এতদ্ব্যতীত ইহাদের সহিত দশ জন এতদ্দেশীয় অধিনায়ক অবস্থিতি করিতেছিলেন †। ইহারা সকলেই অবরোধের স্থান পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলেন। আফিসরেরা বিষণ্ণবদনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সিপাহীরা কাতরভাবে স্থানান্তরে যাইতে প্রস্তুত হইল। মেজর হিলর্সডন্ সাহেব (কলেক্টর হিলর্সডন্ সাহেবের ভ্রাতা) সকলকেই কয়েকটি টাকা ও বিশ্বস্ততার নিদর্শনজ্ঞাপক এক থানি প্রশংসাপত্র দিলেন। সিপাহীরা উহা লইয়া আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কেহ কেহ পথে বিনষ্ট হইল। কেহ কেহ অক্ষতশরীরে আবাসপল্লীতে গমন করিল। ইহাদের কেহই কখনও প্রভুভক্তি হইতে স্খলিত হয় নাই। কেহই উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করে নাই। ইহারা বিদেশী ও বিজাতি প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য স্বদেশীয় ও সজাতীয়দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, প্রভুর আদেশে ঘোরতর বিপত্তিকালেও স্বদেশীয়গণের পক্ষাবলম্বন না করিয়া, স্থানান্তরে গিয়াছিল, এবং আত্মীয়স্বজনশূন্য হইয়া পথে অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল, তথাপি আপনাদিগকে “নিমকহারাম” বলিয়া পরিচিত করিতে উদ্যত হয় নাই। কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি যদি ইহাদিগকে কোনরূপে আপনার নিকটে রাখিতেন, তাহা হইলে ইহাদের দ্বারা সমূহ উপকার হইত। ইহারা স্বার্থত্যাগে কাতর ছিল না, অসহনীয় কষ্টস্বীকারেও পরাঙ্মুখ ছিল না, অসময়ে প্রভুর পক্ষ-

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 325, note.*
† *Ibid*

সমর্থনেও অনিচ্ছু ছিল না। ইহাদের সাহস, পরাক্রম ও আত্মত্যাগ, ইহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ বিপদে অনমনীয়, যাতনায় অটল ও দুর্দ্দশায় অবিচলিত রাখিয়াছিল। ইহারা উপস্থিত সময়ে, ইঙ্গরেজের পার্শ্বে থাকিলে নিঃসন্দেহ তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইত।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রতিদিনই আক্রান্ত সৈনিকদলের বলহ্রাস ও আক্রমণকারী সিপাহীদিগের গোলাবৃষ্টি অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ইউরোপীয়েরা কিরূপ অম্লানভাবে দুঃসহ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় কুলকামিনীরা বিপদে কিরূপ অবসন্ন হইয়াছিলেন, ইউরোপীয় বালকবালিকারা কিরূপ যাতনায় ঈষদুদ্ভিন্ন, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় পরিম্লান হইয়াছিল, তাহার করুণ-রসাত্মক মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ হতাবশিষ্টদিগের মধ্যে এক জন প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন *। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে জেলার যে রাজপুরুষের আদেশে সকলে মস্তক অবনত করিত, যে সেনাপতির ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র সৈনিকপুরুষ পরিচালিত হইত, যে ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীর প্রভুত্বে ভৃত্যগণ সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত, এখন সিপাহীদিগের গোলার আঘাতে তাঁহাদের কাহারও হস্তদ্বয় ভগ্ন হইল, কাহারও পদদ্বয় বিকল হইয়া পড়িল, কাহারও বা মুখ বিকৃতভাব ধারণ করিল। একে একে অনেকেই ক্রমে ক্ষমতাশূন্য হইতে লাগিলেন। একে একে অনেকেরই প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা বড় সাহেবকে এইরূপে নিগৃহীত ও নিপীড়িত দেখিয়া, বিস্ময়সহকারে আপনাদের মধ্যে ঐ বিষয় লইয়া আলাপ করিতে লাগিল। অমনি তাহাদের সম্মানিত আর একজন সাহেব আহত হওয়াতে তাহাদের আলাপ বন্ধ হইল; পর মুহূর্ত্তে আবার তাহারা, সবিস্ময়ে আর একজন সাহেবকে গুলির আঘাতে ভূপতিত দেখিল। প্রতিক্ষণেই এইরূপ ঘটনার আবির্ভাব হইতে লাগিল। মৃত্যু যেন সুপরিচিত বান্ধবের ন্যায় প্রতিক্ষণেই যাতনার শান্তির জন্য সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। কলেক্টর হিলর্সডন্ সাহেব গৃহের বারেন্দায় দাঁড়াইয়া নানা সাহেবের

* *Capt. Mowbray Thomson, Story of Cawnpur.*

সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার যুবতী ভার্য্যা তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। অমনি কলেক্টর সাহেব গোলার আঘাতে প্রিয়তমার পদতলে পতিত ও গতাসু হইলেন। কয়েক দিন পরে গোলার আঘাতে দেয়ালের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া হিলর্সডন্ সাহেবের পত্নীর মাথায় পড়িল। ঐ আঘাতে হতভাগিনী বিধবারও সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হইল। সেনাপতি স্যার হিউ হুইলরের পুত্র লেপ্টেনাণ্ট হুইলর আহত হইয়া একটি গৃহে শয়ান ছিলেন। তাঁহার পিতা, মাতা, ভগিনীগণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একটি ভগিনী পদপ্রান্তে বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছিলেন। সহসা কামানের গোলা সেই স্থলে পতিত হওয়াতে সেনাপতির আহত পুত্রের মাথা উড়িয়া গেল। পুত্রবৎসল বর্ষীয়ান্ পিতা, স্নেহময়ী বর্ষীয়সী জননী ও প্রীতিময়ী ভগিনী বাষ্পাকুল-নেত্রে এই শোচনীয় ঘটনা চাহিয়া দেখিলেন। লিণ্ডসে নামক একটি সৈনিক পুরুষের মুখ গোলার আঘাতে বিকৃত হইল। নেত্রদ্বয় নষ্ট হইয়া গেল। হতভাগ্য সৈনিক পুরুষ অন্ধ হইয়া কিয়ৎকাল জীবিত রহিল, পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহার কষ্টের পরিসমাপ্তি করিল। আর এক জন সৈনিকের গুলির আঘাতজনিত ক্ষত স্থান মারাত্মক হইয়া উঠিল। শেষে সন্ন্যাসরোগে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার স্ত্রী ও কন্যাগুলি অসহায় অবস্থায় সেই ভয়ঙ্কর স্থানে পড়িয়া রহিল। কিয়দ্দিনের মধ্যে গুলির আঘাতে অভাগিনী বিধবার মৃত্যু হইল। তাহার একটি কন্যাও আহত হইল। কাপ্তেন হালিডেনামক আর এক সৈনিক পুরুষ তাঁহার নির্জ্জীব ও ক্ষুধার্ত্ত স্ত্রীর জন্য একবাটি ঘোড়ার মাংসের ঝোল লইয়া যাইতেছিলেন। সহসা গুলির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে অবরুদ্ধ সৈনিকেরা বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে কিরূপে নিপীড়িত হইয়াছিল, কাপ্তেন টমসন্ সাহেব তাহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন, "এক জন সৈনিক আর এক জন আহত সৈনিককে দেখিতে গিয়াছিল, সে যখন ঐ ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিল, তখন উরুদেশে আহত হইয়া ভূপতিত হইল। আমি তাহার কাঁধে হাত দিয়া কোমর ধরিয়া তুলিলাম। যখন এইরূপ অবস্থায় অনাবৃত স্থল দিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতেছিলাম, তখন আমার দক্ষিণ

স্কন্ধে একটি গুলি লাগাতে আমরা উভয়েই ভূতলশায়ী হইলাম। আর দুই ব্যক্তি আসিয়া, আমাদিগকে টানিয়া ঘরে লইয়া গেল। আমি যখন গুলির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পড়িয়া রহিলাম, তখন এক জন সৈনিক আমার শুশ্রূষার জন্য সেই স্থানে আসিল। সহসা একটি গুলি তাহার স্কন্ধ ভেদ করিল। সেই আঘাতেই হতভাগ্যের মৃত্যু হইল*।" এক দলের তিন জন অফিসর এক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। উপর্য্যুপরি গোলার আঘাতে তিন জনেরই মাথা উড়িয়া গেল। আর এক ব্যক্তি গুলির বৃষ্টির মধ্যে অনাবৃত স্থল দিয়া যাইতেছিল, অমনি গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতির সহযোগিগণ এইরূপে প্রতিদিনই অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল। সেনাপতি আপনার বলক্ষয়ে সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। কেহ কেহ অধ্যুষিত স্থান রক্ষার সময়ে নিহত হইল। কেহ কেহ পীড়িতের শুশ্রূষা করিতে যাইয়া চিরনিদ্রিত হইল। কেহ কেহ বা তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় ও ক্ষুধার্ত্তকে আহারীয় দিবার সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। প্রাচীরের বহির্ভাগে একটি কূপ ছিল। শবরাশি ঐ কূপে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। প্রতি রাত্রিতেই বিপক্ষের আক্রমণভয়ে এইরূপে তাড়াতাড়ি সমাধি হইতে লাগিল। অবরুদ্ধদিগের অন্তর্দ্দাহের বিরাম ছিল না। দিবসে তাহাদের মস্তকের উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড নিরন্তর অনলকণা বিকীর্ণ করিত। রাত্রিতেও শত্রুর নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিময় পিণ্ডসকল আসিয়া তাহাদিগকে বিদগ্ধ করিয়া তুলিত। তাহাদের জীবনাধিক সন্তান, প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও প্রীতিভাজন আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহ প্রতিদিন একটি বিশুষ্ক কূপে নিক্ষিপ্ত হইত। তাহারা এইরূপ শোচনীয় অবস্থায়, এইরূপ শোচনীয় দৃশ্যে দিন দিন বিশীর্ণ ও বিষণ্ণ হইতে লাগিল।

এদিকে ইউরোপীয়দিগের কামানের গোলায় আক্রমণকারীদিগের অনেকে নিহত হইলেও তাহাদের একবারে বলহ্রাস হয় নাই। স্থানান্তর হইতে অনেকে আসিয়া তাহাদের সহিত মিশিতে থাকে। আজিমগড়ের সপ্তদশ পদাতিদলের সিপাহীরা তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কাণ-

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 106-107.*

পুরের অনতিদূরে চৌবেপুরনামক পল্লীতে লক্ষৌর সিপাহীদলস্থিত কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতি অবস্থিতি করিতেছিল। কথিত আছে, ইহারাও কাণপুরের সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। এতদ্ব্যতীত বারাণসী ও এলাহাবাদের সিপাহীদিগেরও অনেকে কাণপুরে আইসে। মির নবাব নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভূস্বামী দুইদল সৈন্যের সহিত নানা সাহেবের সাহায্যার্থ সমাগত হয়েন। লর্ড ডালহৌসীর পররাজ্যাধিকারের সময়ে তিনি এই সৈন্যসংগ্রহ করেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার হৃদয়গত বিদ্বেষানলের বিকাশ হয় নাই। এখন সুযোগ বুঝিয়া তিনি ডালহৌসীর কার্য্যের প্রতিশোধ দিতে উদ্যত হয়েন। এইরূপে অনেক স্থান হইতে অনেকে আসিয়া আক্রমণকারীদিগের দলবৃদ্ধি করে।

আক্রমণকারিগণ যত্নপূর্ব্বক আপনাদের ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মৃৎ প্রাচীরের উত্তরদিকে ইঙ্গরেজদিগের ক্রীড়াগৃহের নিকটে কামান স্থাপিত হইয়াছিল। ননী নবাব নামক একজন ধনী মুসলমান এই স্থানের অধ্যক্ষতাগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দু সিপাহীরা ইঁহার ও বাকর আলীনামক আর একজন মুসলমানের গৃহ বিলুণ্ঠিত করে। ননী নবাব ও বাকর আলী উভয়েই কারারুদ্ধ হয়েন। মুসলমান সিপাহীরা এজন্য বিরক্ত হওয়াতে উভয়েই মুক্তিলাভপূর্ব্বক নানাসাহেবের সমান সম্মানলাভ করেন। এই অবধি ইঁহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরিপোষক হয়েন। কথিত আছে, আজিজন অস্ত্রপরিগ্রহপূর্ব্বক এই স্থানে কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্বারোহীদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। প্রাচীরের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে মীর নবাব আপনার কামান স্থাপিত করিয়া, নিরন্তর গোলাবৃষ্টি করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিকে বাকর আলী সন্নিবেশিত কামানের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। ইঙ্গরেজেরা উহা "সাবেডার হাউস" নামে অভিহিত করিতেন। ক্রমে সাধারণের মধ্যে উহা "সবেদা কুঠী" নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইঙ্গরেজের ক্রীড়াগৃহের দিকে যেমন মুসলমানেরা প্রবল ছিল। সবেদা কুঠীর দিকে সেইরূপ হিন্দুর প্রাধান্য ছিল। এই কুঠীতে নানাসাহেব পারিষদবর্গসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেনাপতি টীকাসিংহের শিবির এই স্থানে ছিল। সেনাপতি এই স্থানের

কামানসমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁতীয়া তোপীপ্রভৃতি এই স্থানে ফিরিঙ্গীদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য আপনাদের কূটমন্ত্রণাজাল বিস্তার করিতেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান একসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থান অবরুদ্ধ করিয়াছিল। আর নানা সাহেব ইহাদের ভয়েই ইহাদের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক নামেমাত্র সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন।

শান্তিরক্ষণ ও বিচারকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নানা সাহেবের নামে বিভিন্ন ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। হুলাস সিংহনামক এক ব্যক্তি প্রধান শান্তিরক্ষক হইয়াছিলেন। বাবাভট্ট প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আজিমুল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদপ্রভৃতিও প্রাড়বিবাকের কার্য্য করিতেছিলেন। কিন্তু ইঁহারা উত্তেজিত জনসাধারণ বা উদ্ধত সিপাহী-দিগের উচ্ছৃঙ্খলতানিবারণে সমর্থ হয়েন নাই। ইঁহাদের মতের বিরুদ্ধে নানাসাহেবের কিছুই করিবার সামর্থ্য ছিল না। ইঁহারা নানা সাহেবের নামে যথেচ্ছভাবে সমুদয় কার্য্য করিতেছিলেন।

২১শে জুন অযোধ্যার উত্তেজিত অধিবাসিগণ আক্রমণকারীদের নিকটে উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা ঐ দিন বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করে। ২৩ শে জুন আক্রমণকারিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহসহকারে যুদ্ধের আয়োজন করে। এক শতাব্দ পূর্ব্বে লর্ড ক্লাইব এই সময়ে পলাশীর আম্রকাননে আপনাদের আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শত বৎসর পরে সিপাহীরা সেই আধি-পত্যভিত্তি বিপর্য্যস্ত করিবার মানসে বদ্ধপরিকর হইল। লর্ড ক্লাইব যেরূপে বাঙ্গালার নবাবকে পদানত করিয়াছিলেন, সিপাহীরা ফিরিঙ্গীদিগকেও সেইরূপে আপনাদের পদানত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অশ্বারোহী ও পদাতিরা দলবদ্ধ হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা সম্মুখভাগে কার্পাসের বড় বড় বস্তা সকল গড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজদিগের গির্জ্জা তাহাদের এক পার্শ্বে ছিল। অপর পার্শ্বে অসম্পূর্ণ নূতন সৈনিকালয় রহিয়াছিল। উভয় দিকে এইরূপ গৃহ থাকাতে তাহাদের আক্রমণের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছিল। তথাপি তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহারা প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের

সহযোগিগণ সাধারণতঃ রণপারদর্শী ছিল না। তাহারা সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয় নাই। অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান্ হইয়া উঠে নাই, বা রণকৌশলেও অভিজ্ঞতালাভ করে নাই। সুতরাং তাহারা সহজেই চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। দলভঙ্গ হওয়াতে সিপাহীরাও হটিয়া গেল। ইঙ্গরেজ আপনাদের অধ্যুষিত স্থানরক্ষা করিলেন, কিন্তু আর এক বিপদে তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিপীড়িত ও অধিকতর বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে অবরুদ্ধগণ দুই তিন বার সাহায্যলাভের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ২৪শে জুন একজন ফিরিঙ্গী সৈনিক ছদ্মবেশে, এলাহাবাদ হইতে সাহায্যকারী সৈন্যের প্রত্যাশায়, প্রাচীরবেষ্টিত স্থান পরিত্যাগ করে। শেষে অকৃতকার্য্য হইয়া, ফিরিয়া আইসে। ঐ দিন রসদবিভাগের সেফার্ডসাহেব বদলু নামধারণ পূর্ব্বক বাবুর্চ্চির বেশে যাত্রা করেন। সিপাহীরা তাঁহাকে অবরুদ্ধ করে। হতভাগ্য বদলুর প্রতি তিন বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হয়*। এইরূপে হতভাগ্য অবরুদ্ধগণ আপনাদের প্রতিচেষ্টাতেই হতাশ হইয়া পড়ে। মানুষ বিপত্তিকালে বারংবার হতাশ হইলেও তাহার আশার বিরাম হয় না। মরুভূবিহারী, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক প্রতিমুহূর্ত্তে মায়াবিনী মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত হইলেও আবার দূরে শ্যামল তৃণসমাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী জলাশয় তাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়। পথিক আবার আশ্বস্তহৃদয়ে সেই জলাশয়ের অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে। সে যতই অগ্রসর হয়, জলাশয় তাহাকে প্রতারিত করিবার জন্যই যেন দূরে—অতিদূরে সরিয়া যাইতে থাকে। তথাপি হতভাগ্যের আশার নিবৃত্তি হয় না। হতভাগ্য অবরুদ্ধগণও বারংবার এলাহাবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাহায্যকারী সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু এলাহাবাদ হইতে কেহই আসিল না; হতভাগ্যেরা একবার হতাশ হইয়াও আবার আশান্বিতহৃদয়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এদিকে

* জুলাই মাসে সেনাপতি হাবেলক কাণপুরে আসিলে সেফার্ড সাহেব মুক্তিলাভ করেন। বট্‌পকাণ পদাতিদলের খোদাবক্‌স নামক একজন জমাদার ইঙ্গরেজের পক্ষে ছিলেন। তিনিও বিপক্ষকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। হাবেলকের আগমনে তাঁহার মুক্তিলাভ হয়। খোদাবক্‌স শেষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হন।

তাহাদের খাদ্যসামগ্রী অল্প হইয়া আসিল। এতদ্দেশীয়গণ তাহাদিগকে খাদ্যসামগ্রী দিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিল। অবরোধকারী সিপাহীদিগের জন্য তাহাদের চেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। একজন রুটী-ওয়ালা একঝুড়ি রুটী লইয়া, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে যাইতেছিল। পথে সিপাহীগণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া অবরুদ্ধ করিল। জহুরীনামক আবকারী বিভাগের একজন কর্ম্মচারী সুযোগক্রমে রুটী, ডিম, দুগ্ধ ও ঘৃত পাঠাইয়া দিতেছিল। ১৪ই জুন রাত্রিতে দ্রব্যবাহক পনর ব্যক্তি ধৃত হয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক ছিল। হতভাগ্যেরা সিপাহীদিগের কামানের মুখে আত্মবিসর্জ্জন করিল, তথাপি জহুরীর নাম প্রকাশ করিল না*। বিশ্বস্ত এতদ্দেশীয়গণ পরের জন্য এইরূপ অম্লানভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছিল। এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা এই দুঃসময়ে আত্মজীবনে উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয়-দিগের পার্শ্বে থাকিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ইহাদের অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। একদা একটি গোলায় তিন জন জীবনবিসর্জ্জন করে। আর একজন প্রভুর জন্য গৃহান্তরে খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাইতেছিল, সহসা গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়†। একটি আয়া শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছিল, সহসা কামানের গোলায় তাহার পদদ্বয় ভগ্ন হইয়া যায়। এইরূপ বিপদের সময়েও প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ আপনাদের প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। অবরুদ্ধগণ এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্যেও যখন খাদ্যদ্রব্য পাইল না, তখন নিদারুণ দুর্ভিক্ষে তাহাদের যাতনার একশেষ হইতে লাগিল। এ সময়ে যে কোন জীব তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইত, তাহারা তাহারই মাংসে জঠরানলশান্তি করিতে সচেষ্ট হইত। একদা গ্রামের একটি কুক্কুর তাহাদের সম্মুখে আসিল, তাহারা অমনি উহা বধ করিয়া ঝোল প্রস্তুত করিল। এই অপূর্ব্ব ঝোল তাহারা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল। অশ্বারোহীদলের একটি বৃদ্ধ অশ্ব অন্য সময়ে

* *Trevilyan Cawnpur, p.* 173.

† *Thomson Story of Cawnpur, p. 111.*

তাহাদের খাদ্যের জন্য সমানীত হইল। একদা একটি ধর্ম্মের ষাঁড় চরিতে চরিতে তাহাদের প্রাচীরের নিকটে আসিল। তাহারা নিদারুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উহার পবিত্রতার মর্য্যাদারক্ষা করিল না। অবধ্য ষাঁড় তাহাদের গুলিতে গতাসু হইল। তাহারা আপনাদের ঐ আদরণীয় খাদ্য প্রাচীরের অভ্যন্তরে আনিতে যত্নশীল হইল। আট দশজন দড়ী লইয়া প্রাচীরের বাহিরে আসিল এবং ষাঁড়ের শৃঙ্গে ও পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়ে রজ্জুবদ্ধ করিয়া প্রাচীরের অভ্যন্তরে টানিয়া আনিল। সিপাহীদিগের গুলিতে কেহ কেহ আহত হইল, তথাপি কেহই পরম প্রীতিকর খাদ্য হস্তচ্যুত করিল না। অবরুদ্ধগণ এইরূপে যাহা নিকটে পাইতে লাগিল, তাহাই উদরসাৎ করিতে লাগিল। শেষে এইরূপ পশুও আর তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল না। তাহারা প্রতিদিন যে পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী পাইত, জুন মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতিদিন তাহার অর্দ্ধাংশ করিয়া পাইতে লাগিল*। খাদ্যের অভাব অপেক্ষা জলের অভাবই তাহাদের নিরতিশয কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে একটি মাত্র কূপ ছিল। কূপের ৬০।৭০ ফীট নীচে জল পাওয়া যাইত। এই কূপও আক্রমণকারী সিপাহীদিগের লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল না। নিরন্তর গুলিবৃষ্টিতে কূপের দেয়াল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহারা জল তুলিতে যাইত, সিপাহীরা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া গোলাবৃষ্টি করিত। এইরূপে ভিস্তিগণ জীবনবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের নিদারুণ উত্তাপে জলের অভাবে সকলের অসহনীয় কষ্ট উপস্থিত হইল। অপেক্ষাকৃত সবল ব্যক্তিগণ নীরবে যাতনাভোগ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু স্ত্রীলোক, শিশু সন্তান ও পীড়িতগণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের হৃদয়বিদারক কাতরস্বরে সমগ্র সৈনিকনিবাস পরিপূর্ণ হইল। অনেকে মর্ম্মান্তিক যাতনায় উন্মত্ত হইল। একটি মহিলা অনশনে ও পিপাসায় নিপীড়িত হইয়া, আপনার দুইটি শিশু সন্তান দুই বাহুতে লইয়া, যে স্থানে নিরন্তর গুলিবৃষ্টি

* যখন আত্মসমর্পণের প্রস্তাব চলিতেছিল, তখন প্রতিদিন এইরূপ আধপেটা করিয়া খাইলেও খাদ্যদ্রব্য চারি দিনের অধিক যাইবার সম্ভাবনা ছিল না।—*Story of Cawnpur, p*, 134.

হইতেছিল, সেইস্থানে উপস্থিত হইল। অভাগিনী অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য গুলির আঘাতে শিশু সন্তানের সহিত আত্মবিসর্জনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, কিন্তু একজন সৈনিক অভাগিনীকে আত্মহত্যা করিতে দিল না। অভাগিনী তীব্র যাতনানলে নিরন্তর বিদগ্ধ হইয়া জীবনপরিত্যাগের জন্য সেই স্থান হইতে অপসারিত হইল*। রাত্রিতেও কূপ হইতে জল তুলিবার সুবিধা ছিল না। জল তোলার শব্দ শুনিলেই আক্রমণকারিগণ সেই দিকে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিত। ভিস্তিগণ যখন নিহত হইল, তখন জন্ ম্যাক্‌ফিলপ্ নামক একজন, সিবিল কর্ম্মচারী জল তুলিবার ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে গুলির আঘাতে হতভাগ্য কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইল। তিনি বহুমূল্য পানীয় একজন মহিলাকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আসন্নকালেও প্রতিশ্রুতি-পালনে তাঁহার ঔদাসীন্য রহিল না। তিনি কাতরস্বরে সেই তৃষ্ণার্ত্তামহিলার জীবনরক্ষার জন্য সেই অমূল্য পানীয় দিতে বলিযা অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এইরূপে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে প্রতিদিনই অবরুদ্ধদিগের জীবনীশক্তির হ্রাস হইতে লাগিল। শিশুসন্তানগুলি বিশুষ্ক-মুখে জলের পুরাতন থলিযা, আর্দ্র কান্‌বিশ্ বা চর্ম্ম চুষিতে লাগিল। একবিন্দু জলে বিশুষ্ক ওষ্ঠ আর্দ্র করিবার জন্য উহারা ঐ সকল দ্রব্য মুখ হইতে সহজে বহিষ্কৃত করিল না। আত্মরক্ষাকারিগণ ঈদৃশ শোচনীয় দৃশ্যে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। অনশনে, অনিদ্রায়, পানীয়ের অভাবে, শত্রুর নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতেও তাহারা ধীরতারক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু প্রাণসমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিক শিশুসন্তানগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা জামা ও মোজার অধিকাংশই আহতদিগের ক্ষতস্থান বান্ধিবার জন্য দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের গাত্রচ্ছদ বা পদাবরণ অধিক ছিল না। এদিকে জলের অভাবে শিশুদিগের গাত্র মার্জ্জিত হইত না। মহিলাদিগের পরিচ্ছদও পরিষ্কৃত করিবার সুবিধা ছিল না। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে যেরূপ সকলে বিশুষ্ক ও কঙ্কালমাত্রে

* *Martin, Indian Empire. Vol, II. p*, 257.

পর্য্যবসিত হইতে লাগিল, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদের অভাবে সেইরূপ সকলে পঙ্কিলভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য সমস্তই অন্তর্হিত হইল। বিপক্ষেরা যখন সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের এইরূপ অভাবের বিষয় জানিতে পারিল, তখন তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশার সঞ্চার হইল। তাহারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষয়ে অসন্দিগ্ধ হইয়া, সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তিন সপ্তাহ এইরূপে অতিবাহিত হইল। তিন সপ্তাহের মধ্যে অবরুদ্ধগণ আত্মপক্ষের আড়াইশত ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত কূপে সমাহিত করিলেন*। তিন সপ্তাহকাল তাঁহারা অসহনীয় কষ্ট অশ্রুতপূর্ব্ব যাতনাভোগ করিলেন। কোন স্থান হইতে তাঁহাদের সাহায্যজন্য সৈন্য আসিল না। এদিকে শত্রুর গোলাবৃষ্টিতে ও অতিসারপ্রভৃতি রোগে তাহাদের সংখ্যা অল্প হইল, তাঁহাদের কামান সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। তাঁহাদের বারুদ, গোলা প্রভৃতি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব উপস্থিত হইল। অনশনে অধ্যুষিত স্থান রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। স্ত্রীলোক, বালকবালিকা ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে লইয়া, শত্রুর ব্যূহভেদ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমনেরও সুবিধা ছিল না। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাংশে হতাশ হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহারা বিষণ্ণভাবে ও কাতরনয়নে আপনাদের অবস্থায় পরিতপ্ত হইতেছিলেন, তখন সহসা একটি খ্রীষ্টধর্ম্মা-বলম্বিনী মহিলা মৃৎপ্রাচীরের সমীপবর্ত্তিনী হইল। একজন ইউরোপীয় শাস্ত্রী গুপ্তচর ভাবিয়া তাহাকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। অমনি কাপ্তেন টমসন তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। মহিলা নানা সাহেবের শিবির হইতে একখানি পত্র লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল†। পত্রে এই কয়েকটি কথা

* সিপাহীদিগের কত ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, যখন তিনি গঙ্গার ঘাটে গমন করেন, তখন একজন বিপক্ষ সিপাহীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সিপাহী পূর্ব্বে তাঁহাদের দলে ছিল। কাপ্তেনের জিজ্ঞাসায় সিপাহী কহিয়াছিল, তাহাদের ৮০০ হইতে ১০০০ লোক নিহত হইয়াছিল।—*Thomson Story of Cawnpur*, *p*, 104.

† কেহ কেহ এই মহিলাকে গ্রিনওয়েনামক কাণপুরের একজন ধনী সাহেবের পত্নী বিবি গ্রিনওয়ে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা ঘড়ীওয়ালা জেকবি সাহেবের

লিখিত ছিল, "মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রজাগণ সমীপে,—লর্ড ডালহৌসীর কার্য্যের সহিত যাহাদের কোন অংশে কোনরূপ সংস্রব নাই এবং যাহাদের অস্ত্রাদিপরিত্যাগের ইচ্ছা আছে, তাহারা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবে।" পত্রখানি আজিম উল্লার হস্তলিখিত। উহাতে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না, বৃদ্ধ সেনাপতি পত্র পাইয়া, আত্মসমর্থনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নানা সাহেব বা তদীয় মন্ত্রী আজিম উল্লার উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং তিনি অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগকে লইয়া বিপক্ষের নিকটে উপনীত হইতে সম্মত হইলেন না। অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক অফিসরেরাও অন্তিমকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি, কাপ্তেন মূর ও হুইটিং নামক দুইজন সহযোগীর সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই কহিলেন, যদি স্ত্রীলোক, শিশুসন্তান ও বহুসংখ্যক পীড়িত ব্যক্তি নিকটে না থাকিত, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর ছিল। কিন্তু যখন এই সকল অসহায় জীবের রক্ষার কোন উপায়ই নাই, তখন আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই উচিত। সুতরাং নানা সাহেবের নামে আজিম উল্লার হস্তে লিখিত যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইল না। আগন্তুক মহিলা নানা সাহেবের শিবিরে উপনীত হইয়া, প্রকাশ করিল যে, সেনাপতি হুইলর ও তাঁহার প্রধান অফিসরেরা উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবেন। এই সংবাদে সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের প্রতি গোলানিক্ষেপে নিরস্ত থাকিল। পরদিন (২৮শে) প্রাতঃকালে আজিম উল্লা ও নানা সাহেবের অশ্বারোহিদলের অধ্যক্ষ জোয়ালা প্রসাদ ইউরোপীয়-দিগের মৃৎপ্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। কাপ্তেন মূর, হুইটিং ও ডাকঘরের কর্ম্মচারী রোডে সাহেব সমাগত দূতদ্বয়ের সহিত সমস্ত বিষয় ঠিক করিবার জন্য গমন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অবধারিত হইল যে, ইঙ্গরেজেরা তাঁহাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থান, তাঁহাদের কামান ও

পত্নী বলিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই নানা সাহেবের বন্দী হইয়াছিলেন। বিবি জেকবি পাল্কীতে আসিয়াছিলেন।—*Trevilian, Cawnpur, p. 217,*

তাঁহাদের টাকাকড়ি, পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহারা আপনাদের বন্দুক ও অস্ত্র এবং প্রত্যেকে যাটিবার গুলিনিক্ষেপের উপযোগী বারুদ ও টোটা লইয়া যাইতে পারিবেন। নানা সাহেব তাঁহাদিগকে নিরাপদে নদীতটে লইয়া যাইবেন, ঘাটে তাঁহাদের জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকিবে এবং তাঁহাদের আহারের জন্য পর্য্যাপ্তপরিমাণে আটা দেওয়া হইবে। এই সময়ে, আজিম উল্লা ও জোয়ালা প্রসাদের সঙ্গীদিগের কেহ কেহ কহিল, "আমরা পাঁঠা ও ভেড়াও দিব।" এই সকল প্রস্তাব কাগজে লিখিত ও আজিম উল্লার হস্তে সমর্পিত হইল। আজিমউল্লা উহা নানা সাহেবের নিকটে লইয়া গেলেন। অপরাহ্নে একজন সওয়ার ইঙ্গরেজদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ নানা সাহেব সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছেন, তাঁহার আদেশে অদ্য রাত্রিতেই সকলকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানপরিত্যাগ করিতে হইবে।"

বৃদ্ধ সেনাপতি আবার আপত্তিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে যাত্রা করা অসম্ভব বলিয়া, তিনি সন্ধিপত্র ফিরাইয়া দিলেন, এবং কহিলেন যে, পরদিন প্রাতঃকাল ভিন্ন তাঁহারা কোন ক্রমে আপনাদের স্থানপরিত্যাগ করিতে পারেন না। সওয়ার চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ইঙ্গরেজদিগের বর্ত্তমান অবস্থা মহারাজ ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের অবিদিত নাই। মহারাজ যদি আবার গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।" কিন্তু ইঙ্গরেজেরা এই ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত অশ্বারোহীকে কহিলেন, "আমরা অটলভাবে বীরশয্যায় শয়ন করিব, তথাপি এই রাত্রিতে স্থানপরিত্যাগ করিব না।" অশ্বারোহী প্রতিগমন করিল। কিয়ৎকাল পরে আবার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিল, নানা সাহেব তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে এলাহাবাদে যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিপক্ষের শিবির হইতে তিন ব্যক্তি আসিয়া প্রতিভূস্বরূপ সেই রাত্রিতে ইঙ্গরেজদের নিকটে রহিল। ইহাদের মধ্যে জোয়ালা প্রসাদ ছিলেন। তিনি মুখে বৃদ্ধ সেনাপতির নিকটে বিশিষ্ট সৌজন্যের পরিচয় দিলেন। দীর্ঘকাল সিপাহীদিগের মধ্যে

থাকিয়াও যে, সেনাপতিকে শেষ দশায় সেই অধীন সিপাহীদিগেরই হস্তে নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইতে হইল, তজ্জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করিতেও বিমুখ হইলেন না। সূর্য্য অস্তগত হইবার প্রাক্কালে ইঙ্গরেজেরা আপনাদের কামানসমূহ বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিপক্ষের কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক সমস্ত রাত্রি সেই কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। নৌকা সকল প্রস্তুত রহিয়াছে কি না, দেখিবার জন্য ইঙ্গরেজপক্ষের তিনটি সৈনিক পুরুষ হাতীতে চড়িয়া গঙ্গার ঘাটে গমন করিলেন। কতিপয় সওয়ার তাঁহাদিগকে ঘাটে লইয়া গেল। তাঁহারা ঘাটে গিয়া, প্রায় চল্লিশখানি নৌকা দেখিতে পাইলেন। কোন কোন নৌকার ছই প্রস্তুত ছিল। কোন খানির ছই প্রস্তুত হইতেছিল। খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহেরও আয়োজন হইতেছিল। ইহা দেখিয়া সৈনিক পুরুষত্রয়ের মনে কোনরূপ সন্দেহের আবির্ভাব হইল না*। সমভিব্যাহারী অশ্বারোহীরাও তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিল না। তাহারা অক্ষতশরীরে ও অসন্দিগ্ধভাবে আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। টড্ নামক একজন ইঙ্গরেজ নানা সাহেবকে ইংঙ্গরেজীশিক্ষা দিতেন। তিনি সন্ধিপত্র লইয়া নানার স্বাক্ষরের জন্য সবেদা কুটীতে গেলেন। নানা আপনার শিক্ষাগুরুর যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সৌজন্যের কোনও ত্রুটি লক্ষিত হইল না। তিনি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া শিক্ষাগুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

* ইঁহারা যখন ঘাটে উপনীত হয়েন, তখন ইঁহাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। ষট্পঞ্চাশ পদাতিদলের অধিনায়ক কর্ণেল উইলিয়মসের ভৃত্য কয়েকটি আঙ্গুর লইয়া ইঁহাদের নিকট উপনীত হয় এবং আগ্রহসহকারে প্রভুর কুশল-জিজ্ঞাসা করে। অধিনায়কের মৃত্যু হইয়াছিল। তদীয় পত্নী জীবিত ছিলেন। ২৭শে জুন যখন ইউরোপীয়েরা এলাহাবাদে যাইবার জন্য গঙ্গার ঘাটে উপনীত হয়েন, তখন এই বিশ্বস্ত ভৃত্য আপনাকে প্রভুপত্নীর নিকটে লইয়া যাইবার জন্য ষট্পঞ্চাশ দলের হাবিলদার আনন্দদীনকে অনুরোধ করে। আনন্দদীন ইঙ্গরেজের বিপক্ষদলে মিশিয়াছিল; এজন্য ভৃত্যকে কহিল, সে আর অধিনায়কের পত্নীকে মুখ দেখাইতে পারে না; ইহা কহিয়া চারি জন সিপাহী দ্বারা ভৃত্যকে তাহার প্রভুপত্নীর নিকটে পাঠাইয়া দিল। ভৃত্যেরা অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া, প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করিলেও প্রভুভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই।—*Trevelyan, Cawnpur, p. 237-238.*

টড্ সাহেব নানার শিষ্টতায় পরিতুষ্ট হইয়া, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

২৭ শে জুন প্রত্যুষে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের ইউরোপীয়েরা এলাহাবাদে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আপনারা অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিবেন, ভাবিয়া, সকলেই আশ্বস্তহৃদয়ে দ্রব্যাদির সংগ্রহে তৎপর হইলেন। কেহ কেহ মূল্যবান্ অলঙ্কারের বাক্স গোপনীয় স্থান হইতে বাহির করিলেন। কেহ কেহ শান্তিদায়ক ধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। কেহ কেহ আপনাদের চিরসহচর পিস্তল ও বন্দুক লইয়া, বাহিরে আসিলেন। ইহাদের বিষাদমলিন মুখমণ্ডল আবার অভিনব আশায় প্রফুল্ল হইল। ইহারা ধীরে ধীরে একে একে আপনাদের দুঃসহ দুঃখের সাক্ষীভূত ও আপনাদের শোচনীয় অবস্থার নিদর্শনজ্ঞাপক স্থানের নিকটে বিদায়গ্রহণ করিলেন। ইহারা যাতনায় অবসন্ন, অনাহারে শীর্ণ ও দুশ্চিন্তায় মলিন হইয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যশালিনী মহিলাদিগের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছিল। যুবতীর যৌবনদশা অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। বালকবালিকার কুসুমকোমল কলেবর কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। সকলের ললাটে গভীর বিষাদের রেখাপাত হইয়াছিল। সকলের মুখমণ্ডলই বিষম অন্তর্দাহে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, এবং সকলের অপরিষ্কৃত ও ছিন্ন পরিচ্ছদই নিরতিশয় শোচনীয় দশার পরিচয় দিতেছিল। ইহাদিগকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার জন্য হাতী ও পাল্কী প্রস্তুত ছিল। মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগের অনেককে গরুর গাড়ী বা হাতীতে এবং রুগ্ন ও আহতদিগকে পাল্কীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। সমর্থ ইউরোপীয়গণ কটিদেশে পিস্তল ও স্কন্ধদেশে বন্দুক লইয়া ধীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে একে একে এইরূপে সর্ব্বসমেত প্রায় ৪৫০ জন ইউরোপীয় তীরাভিমুখে গমন করিলেন*। নগরের অধিবাসিরা ইহাদিগকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। ইহাদের বিশীর্ণ দেহ, ইহাদের মলিন পরিচ্ছদ, ও ইহাদের বিষণ্ণভাব দেখিয়া, তাহাদের অনেকে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। অনেকে বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং

* *Trotter, British Empire in India, Vol. II. p. 142.*

অনেকে আপনাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ভাবের পরিচয় দিবার সুযোগপ্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বর্ষীয়ান্ সেনাপতি স্ত্রী ও কন্যাগণের সহিত পদব্রজে নদীতটে উপনীত হইলেন*।

গঙ্গার সতীচৌর ঘাটে নৌকা প্রস্তুত ছিল। এই ঘাট ইঙ্গরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের এক মাইল দূরবর্ত্তী ও উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত। ঘাটের নিকটে হরদেবের একটি মন্দির ছিল। নিকটবর্ত্তী সতীচৌর পল্লীর নামানুসারে ঘাট উক্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ঘাটে যাইবার পথে একটি শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠময় সেতু ছিল। ইউরোপীয়েরা এই সেতু দিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিপাহীরা নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে অনেক কথাজিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহারা এক সময়ে যে সকল অধিনায়কের আদেশানুসারে পরিচালিত হইত, তাঁহাদের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতেও ক্রটি করিল না। কথিত আছে, একজন আহত সেনানায়ক সকলের শেষে পাল্কীতে যাইতেছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা বনিতা পদব্রজে তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতেছিলেন। কতিপয় উত্তেজিত সিপাহী তাঁহাদিগকে এইরূপ অসহায় দেখিয়া, পাল্কীবাহকদিগের গতিরোধ করিল। বাহকেরা তাহাদের কথায় পাল্কী নামাইল। অমনি তাহারা আপনাদের অধিনায়ককে নিহত করিল। কর্ণেলের বনিতাও তাহাদের অস্ত্রাঘাতে মৃতস্বামীর পার্শ্বে দেহত্যাগ করিলেন।

* কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, সেনাপতি আত্মপরিবারবর্গের সহিত পদব্রজে গিয়াছিলেন (*Thomson, Story of Cawnpur, p. 104.*) অন্যমতানুসারে সেনাপতির স্ত্রী ও দুহিতারা নানা সাহেবের হাতীতে (নানা, বৃদ্ধ সেনাপতিকে লইয়া যাইবার জন্য এই হাতী পাঠাইয়াছিলেন) গিয়াছিলেন। সেনাপতি স্বয়ং পাল্কীতে নদীতটে উপনীত হইয়াছিলেন। জলের ধারে আসিয়া সেনাপতি বেহারাদিগকে কহিলেন "আমাকে নৌকার দিকে আর একটু দূর লইয়া যাও।" একজন সোয়ার তাহাকে বলিল "না। এইখানে পাল্কী হইতে বাহির হও।" সেনাপতি যেমন বাহির হইলেন, অমনি সোয়ার তাঁহার গলদেশে অসির আঘাত করিল। সেনাপতি জলে পতিত হইলেন (*Trevelyan, Cawnpur, p. 247*). এইরূপ পরস্পরবিরোধী কথা হইতে সত্যের নির্দ্ধারণ বড় সহজ নহে।—*Kaye Sepoy War. Vol. II. 337, note.*

উপস্থিত সময়ে ভাগীরথী অতি সঙ্কীর্ণা ছিল। বর্ষার জল না হওয়াতে স্থানে স্থানে চড়া জাগিয়াছিল। এদিকে নৌকায় উঠিবার সিঁড়ী ছিল না। চড়ার জন্ত নৌকাও তটদেশের সহিত সংলগ্ন ছিল না। জলবৃদ্ধি না হওয়াতে তটভূমিও অতি উচ্চ ছিল। ইউরোপীয়েরা হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া মহিলা, বালকবালিকা, রোগাতুর ও আহতদিগকে নৌকায় তুলিতে লাগিলেন। বেলা নয়টার মধ্যে প্রায় সকলেই নৌকায় উঠিল। তটদেশে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল। তাঁতিয়া তোপী তটদেশবর্ত্তী দেবমন্দিরের সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আজিম উল্লা টীকাসিংহ প্রভৃতিও ঐ স্থানে ছিলেন। অশ্বারোহী সৈনিকেরা তটদেশে আপনাদের অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল। পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈনিকেরাও ঐ স্থানে রহিয়াছিল। ইহারা দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিল না। ভেরী বাজিয়া উঠিল। পবিত্রসলিলা জাহ্নবীতে অবিলম্বে ভীষণ সংহারকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল।

নৌকারূঢ় ইউরোপীয়েরা ভেরীধ্বনিতে চমকিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। এ দিকে ভেরী বাজিয়া উঠিলেই, নৌকার মাঝি মাল্লারা নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তীরাভিমুখে ধাবিত হইল। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে তাহাদের কেহ কেহ প্রজ্বলিত অঙ্গার নৌকার তৃণাচ্ছাদিত ছইয়ের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে ক্রটি করিল না। অবিলম্বে নৌকার ছই জ্বলিয়া উঠিল। কথিত আছে, তাঁতিয়া তোপীর আদেশে কয়েকটি কামান নদীতটে আনীত হইয়াছিল। এখন ঐ সকল কামান হইতে গোলার পর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। রুগ্ন ও আহত ব্যক্তি এবং বালকবালিকাগণের অনেকে প্রজ্বলিত অনলে বিদগ্ধ হইল। মহিলারা প্রাণাধিক সন্তান গুলিকে বুকে লইয়া নদীর জলে ঝাঁপ দিল। কিন্তু অভাগিনীরা পরিত্রাণ পাইল না। অশ্বারোহিগণ জলমধ্যে অশ্ব পরিচালিত করিয়া তাহাদের অনেককে নিহত করিল। জাহ্নবীর পবিত্র জল নিঃসহায় নির্দোষ ও নিরীহ জীবের শোণিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যাহারা দৌড়িয়া তটদেশে উপনীত হইল, তাহাদের কেহ কেহ পদাতির সঙ্গীনে প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ অবরুদ্ধ হইল। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে উত্তেজিত

সিপাহীদিগের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না। অশীতিপর সেনাপতিকে দেখিয়া তাহারা বিচলিত হইল না। অসহায় মহিলাদিগের দুর্দ্দশায় তাহারা কাতর হইয়া পড়িল না, বা মাতার বক্ষঃস্থলস্থিত নিরীহ শিশুর বিষণ্ণ ভাবেও তাহারা করুণাপ্রকাশ করিল না। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতায় শান্তিদায়িনী সুরধুনীর পবিত্র সলিলে অবাধে কোমলাঙ্গী কামিনীর ও কোমলপ্রাণ শিশুদিগের শোণিতপাত হইল। হিতৈষিণী অবলা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জনেও কাতর হইল না। একটি নীচজাতীয়া দরিদ্রা হিন্দু-রমণীর প্রতি দুই বৎসরের একটি ফিরিঙ্গী সন্তানের রক্ষার ভার ছিল। সন্তানের মাতা পিতা, উভয়েই অবরোধের সময়ে নিহত হইয়াছিল, কেবল এই দরিদ্রা স্ত্রীই শিশুর একমাত্র অভিভাবক ছিল; দুঃখিনী ধাত্রী শিশুটির জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল সুতরাং তাহাকে সে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। পিতৃহীন ও মাতৃহীন দুঃখী সন্তান, কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনুপম স্নেহে রক্ষিত হইতেছিল।

ফিরিঙ্গী সন্তানের প্রতিপালিকা ধাত্রী শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, আপনার পঞ্চদশ বৎসরবয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল। সে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু সন্তানটিকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া রাখিয়া, পুত্রের সহিত নৌকা হইতে নামিল, এবং সবেগে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীষণ কামানধ্বনি ও কৃতান্তসহচর সিপাহীদিগের কলরবমধ্যে অসহায় রমণী দুইটি সন্তান লইয়া প্রাণভয়ে তটদেশ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দুঃখিনী পরিত্রাণ পাইল না। তীরে সিপাহীগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ধাত্রী যেই তটদেশে উপনীত হইয়াছে, অমনি তাহাদের একজন দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া, ফিরিঙ্গীসন্তানকে ধরিবার জন্য বাম হস্ত প্রসারণ করিল। স্নেহময়ী নারী নরঘাতকের হস্তে শিশুটিকে সমর্পণ করিল না, নিজের অঙ্গাচ্ছাদন দ্বারা তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া, বাহুদেশমধ্যে চাপিয়া রাখিল।

সিপাহী অসির আস্ফালন করিয়া, তীব্রভাবে কহিল, "বালকটিকে হাতে দাও। তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।"

তেজস্বিনী ধাত্রী গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, "আমি কখনই আমার সন্তানকে তোমার হাতে দিব না। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়ের প্রতি দয়াপ্রদর্শন কর।"

"বালককে সমর্পণ না করিলে দয়ার প্রত্যাশা নাই।" সিপাহী সরোষে ইহা কহিয়া, পুনরায় হস্তপ্রসারণ করিল। কিন্তু ধাত্রী দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া ছিল, ছাড়িয়া দিল না।

ধাত্রীর পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র নিকটে ছিল। সে কাতরস্বরে কহিল, "মা! শিশুটিকে দিয়া আপনার প্রাণরক্ষা কর।"

পুত্রের কাতর প্রার্থনায় দয়াবতী রমণী আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইল না; নির্ভয়ে অটলসাহসে উত্তর করিল, "না, তাহা কখনই হইবে না।"

এই কথা বলিবামাত্র ঘাতকের উত্তোলিত অসি সবেগে তাহার মস্তকে নিপতিত হইল, দারুণ আঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধাত্রী অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়িনী হইল। আর তাহার চৈতন্য হইল না। অভাগিনী অবলা অনাথ শিশুর জন্য নীরবে, ধীরভাবে প্রাণবিসর্জ্জন করিল।

সিপাহী ফিরিঙ্গীশিশুটিকে বধ করিল। এক মাত্র ধাত্রীপুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। সিপাহী তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিল না।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত ধাত্রীর পুত্র অযোধ্যায় উপনীত হয়। জননীর মৃত্যুর কথা উত্থাপিত হইলে, সে কহিত, "মা আমার কথা শুনিলে প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন, ফিরিঙ্গী শিশুকে বাঁচাইতে যাইয়া, উভয়েই হত হইলেন।

কথিত আছে, ইঙ্গরেজেরা আত্মরক্ষার স্থান পরিত্যাগ করিলে কতকগুলি লোক মূল্যবান্ দ্রব্যাদি পাইবার আশায় ঐ স্থানে গমন করে। কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হয় নাই। একজন উষ্ট্রপরিচালক সর্ব্বপ্রথম যাইয়া তিনটি অকর্ম্মণ্য পিত্তলের কামান, দুইটি ঘৃতের বোতল ও কিছু ময়দা দেখিতে পায়। এতদ্ব্যতীত এগার জন লোক তাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়। হতভাগ্যেরা লেপের উপর শয়ান ছিল। অনেকের তখনও নিশ্বাস বহিতেছিল।

কিন্তু কাহারও বাঁচিবার আশা ছিল না। ইউরোপীয়েরা ইহাদের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই।

নদীতটে যখন ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন সৈনিক নিবাসের প্রশস্ত ক্ষেত্রস্থিত পটবাসে, নানা সাহেব অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি দূরে কামান ও বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার পারিষদবর্গ আবার ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এখন দুশ্চিন্তায় তাহার ললাটরেখা আকুঞ্চিত হইল। তিনি চিন্তাকুলহৃদয়ে পদচারণা করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন সওয়ার তীরবেগে আসিয়া সতীচৌর ঘাটের সংবাদ দিল। নানা সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নরনারীর হত্যার সংবাদে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইল। মনোযাতনাব্যঞ্জক বিষণ্ণ ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল। তিনি ভাবিলেন, হতভাগ্যেরা জীবিত থাকিলে, তাঁহার পক্ষে বিস্তর সুবিধা হইত। যাহা হউক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি সমাগত সংবাদবাহক দ্বারা ঘটনাস্থলে এই আদেশ পাঠাইলেন যে, অবিলম্বে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিয়া, হতাবশিষ্টদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। আদেশ প্রতিপালিত হইল। অনুমান ১২৫ জন অবরুদ্ধ হইয়া, যে পথে নদীতটে আসিয়াছিল, আবার সেই পথেই নগরে চলিয়া গেল। ইহাদের অনেকে আহত হইয়াছিল। জলমগ্ন হওয়াতে অনেকের বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। অনেকের দেহ নদীকর্দ্দমে অবলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা যখন কাণপুরের কারাগারে যাইতেছিল, তখন বোধ হয়, শীঘ্র শীঘ্র নিহত সহযাত্রীদিগের অনুগামী হইল না বলিয়া, আপনাদিগকে ধিক্কার দিতেছিল।

তাঁতীয়া তোপী ইঙ্গরেজদিগের আত্মসমর্পণ ও হত্যার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—"ইতঃপূর্ব্বে একটি স্ত্রীলোক নানা সাহেবের বন্দী হইয়াছিল। নানা সাহেব ইহার দ্বারা সেনাপতি হুইলারের নিকটে এই বলিয়া এক খানি পত্র লিখিয়া পাঠান যে, সিপাহীরা তাঁহার আদেশপালন করে না। সেনাপতি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাকে ও প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের ইউরোপীয়দিগকে নৌকায় এলাহাবাদে পাঠাইতে পারেন।

ত ইহাতে সম্মত হয়েন, এবং সেই দিন অপরাহ্ণে নানা সাহেবের নিকটে
থিবার জন্য এক লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দেন। পর দিন আমি চল্লিশ
নি নৌকাসংগ্রহ করি, এবং সাহেব, বিবি ও শিশুসন্তানগুলিকে নৌকায়
লিয়া, সকলকে এলাহাবাদে রওনা করিয়া দিই। এই সময়ে সমগ্র
শ্বারোহী, পদাতি ও গোলন্দাজসৈন্য নদীতটে উপনীত হয়। সিপাহীরা
ফ দিয়া জলে নামিয়া, সাহেব বিবি, বালকবালিকা, সকলকেই বধ করিতে
কে। তাহারা আগুন লাগাইয়া উনচল্লিশখানি নৌকা নষ্ট করে। এক-
নি মাত্র রক্ষা পাইয়া কালোকাঁকুড় পর্য্যন্ত যায়। শেষে ঐ নৌকাও
পুরে ফিরাইয়া আনা হয়। ঐ নৌকার আরোহীরা মৃত্যুমুখে পাতিত
। ইহার চারি দিন পরে নানা সাহেব মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিঠুরে গমন
ন।" উপস্থিত বিষয়ের সত্যতানিরূপণ জন্য অনেকের সাক্ষ্যগ্রহণ করা
। একজন কহে, "তাঁতিয়া তোপী আমার সাক্ষাতে সকলের হত্যার জন্য
াপতি টীকা সিংহকে আদেশ করেন।" আর একজন বলে, "আমি
তিয়া তোপীর নিকটে লুক্কায়িত ছিলাম। তাঁতিয়া তোপী ইউরোপীয়-
ের হত্যার জন্য সওয়ার পাঠাইতে দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলের সুবেদার
াপতি টীকা সিংহের প্রতি আদেশ দিয়াছিলেন।" তৃতীয় ব্যক্তি নির্দেশ
র "নানা সাহেবের আদেশে তাঁতিয়া তোপী হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া-
লেন।" এই সকল কথায় সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব
তিয়া তোপীকেই দোষী স্থির করিয়াছেন*। তাঁতিয়া তোপী দোষী
ত পারেন, আজিম উল্লা বা টীকা সিংহ এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে
েন। ইহারা নানা সাহেবের নামেই সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন।
হেতু, তখন সকল বিষয়ই নানা সাহেবের আদেশে সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া
রিত হইত। নানা সাহেব যে, তখন সিপাহীদিগের আয়ত্ত ছিলেন,
তাঁতিয়া তোপীর কথাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।
দিকে ঘটনা ক্রমে একখানি নৌকায় আগুন লাগে নাই। ঐ নৌকাও

aye, Sepoy War. Vol. II., p. 340-341, note.

তত ভারী ছিল না। সুতরাং উহা চড়ায় লাগিলে আরোহীরা প্রাণপণে কাঁধ দিয়া ঠেলিয়া ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ নৌকায় কাপ্তেন টম্‌সন্‌, মুর, ডিলাফোসি প্রভৃতি বীর পুরুষেরা ছিলেন। ইহারা প্রাচীর বেষ্টিত স্থানরক্ষার জন্য যথোচিত সাহস ও পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, এখন আপনাদের অধিষ্ঠিত তরী রক্ষা করিতেও সেইরূপ সাহস ও পরাক্রম দেখাইতে উদ্যত হইলেন। সিপাহীরা তটদেশ হইতে অবিশ্রান্তভাবে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। কাপ্তেন মুর ও তৎসহযাত্রীদিগের কেহ কেহ গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। অনেকে আহত হইল। নিহত ও আহতগণ নৌকার তলদেশে পড়িয়া রহিল। আরোহীরা শবরাশি টানিয়া বাহির করিতে লাগিল, এদিকে নৌকায় কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না। এ সময়ে গঙ্গার জলমাত্র তাঁহাদের উদরপূর্ত্তি ও তৃষ্ণানিবারণের অদ্বিতীয় অবলম্ব হইল। ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল। পশ্চাদ্ধাবিত আক্রমণকারীরাও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু ইহাতেও আরোহীদিগের কষ্ট বা বিপদের অবসান হইল না। নৌকার হাল বা দাঁড় ছিল না। মাঝি বা মাল্লারা উপস্থিত ছিল না। কর্ণধার ও ক্ষেপণীক্ষেপকের অভাবে, নৌকা কখন কখন স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখন কখন চড়ায় লাগিয়া রহিল। যে স্থানে চড়ায় আবদ্ধ হইতে লাগিল, সেই স্থানেই আরোহীরা আবার উহা ভাসাইয়া দিতে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল। মানুষ চিরদিনই অবস্থার দাস; সে যখন যে অবস্থায় পতিত হয়, তখন আপনাদের মঙ্গলের জন্য সেই অবস্থানুরূপ বিষয়েরই কামনা করিয়া থাকে। আরোহীরা যখন কাণপুরের মৃৎপ্রাচীরের সম্মুখে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল, তখন তাহারা তপনের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধীভূত হইলেও বৃষ্টির কামনা করে নাই। যে হেতু, বৃষ্টি হইলেই তাহাদের আত্মরক্ষার অবলম্বন মৃৎপ্রাচীর প্রক্ষালিত হইয়া যাইত। অবরোধকারীরা ঐ সুযোগে তাহাদের সর্ব্বনাশসাধন করিত। কিন্তু এখন তাহারা নৌকায় থাকিয়া প্রতিদিনই বৃষ্টির কামনা করিতে লাগিল। যে সকল চড়া তাহাদিগকে নিরন্তর কষ্ট দিতেছিল, নিরন্তর তাঁহাদের নৌকা আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছিল, বৃষ্টি হইলে সেই সকল চড়া ডুবিয়া যাইত। গঙ্গার স্রোতও অপেক্ষাকৃত প্রবল হইত এবং তাহাদের অধিষ্ঠিত তরী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর

প্রবল বেগে অগ্রসর হইতে থাকিত। কিন্তু প্রথম দিন হতভাগ্য আরোহী-দিগের কামনা পূর্ণ হইল না। তাহাদিগকে চড়া ঠেলিয়াই যাইতে হইল। এদিকে নদীর উভয় তটে উত্তেজিত জনসাধারণ তাহাদের শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৮ শে জুন কাণপুরের নিকটবর্ত্তী নজফগড় নামক স্থানে আরোহীদিগের নৌকা আবার চড়ায় লাগিয়া গেল। আবার আরোহীদিগের প্রতি গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। একটি কামান নদীতটে স্থাপিত হইল। কিন্তু এই সময়ে এরূপ প্রবল বেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল যে, বিপক্ষেরা গোলাবৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। সূর্য্যাস্ত সময়ে কাণপুর হইতে ৫০। ৬০ জন সশস্ত্র সিপাহী একখানি নৌকায় চড়িয়া নৌকারোহী ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। ঘটনাক্রমে তাহাদের নৌকাও চড়ায় লাগিয়া গেল। এই সুযোগে ইউরোপীয়দিগের ১৮।১৯ জন উৎসাহিত হইয়া, গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে আক্রান্তগণের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। তাহাদের অতি অল্প লোকই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল। আরোহীরা বিপক্ষদিগের নৌকা অধিকার করিল। উহাতে বারুদ টোটা প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে ছিল, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী অধিক ছিল না। জয়শ্রীর অধিকারী হইলেও ইউরোপীয়দিগের বিষণ্নতা অন্তর্হিত হইল না। নিদারুণ জঠরানল তাঁহা-দিগকে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিদগ্ধ করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। আরোহীরা ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া, নিদ্রাভি-ভূত হইল। এই সময়ে সহসা ঝটিকার আবির্ভাব হইল, নৌকা ঝটিকা-বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল; চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং নৌকা কোন দিকে কোথায় যাইতেছে আরোহীরা বুঝিতে পারিল না। রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা দেখিল, তাহাদের আশ্রয়তরী আবার নদীতটে সংলগ্ন হইয়াছে। এই সময়ে অনেক স্থানই উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহীদিগের দেখাদেখি ইহারাও উত্তেজিত হইয়া, ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। ইহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইয়াছে। সুতরাং ইহারা কোম্পানির বিপক্ষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আপনাদের সৌভাগ্য-

বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল। পলায়িতদিগের নৌকা যখন তীরে লাগিল, তখন পশ্চাদ্ধাবমানকারী বিপক্ষগণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপ উদ্ধত ও উত্তেজিত লোকে আক্রান্ত হইয়া পলায়িতেরা আবার আত্মরক্ষায় উদ্যত হইল। তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। আহারের অভাবে তাহাদের দেহ বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সময়োচিত বিশ্রামের অভাবে তাঁহাদের দেহ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল; পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাতে তাহাদের তেজস্বিতার হ্রাস হইয়াছিল, তথাপি তাহারা নিরস্ত হইল না। কাপ্তেন টমসন্ কতিপয় সৈনিক পুরুষকে সঙ্গে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং নৈরাশ্যে উন্মত্ত হইয়া, আক্রমণকারীদিগকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। তীরে সশস্ত্র সিপাহীর সহিত নিরস্ত্র লোকও উপস্থিত ছিল। চৌদ্দজন ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ সেই ঘোরতর বিপত্তিকালে বন্দুক ও সঙ্গীন লইয়া তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। এদিকে তাহাদের বিপন্ন সহযাত্রিগণ নৌকায় রহিল।

কাপ্তেন টমসন্ সহযোগীদিগের সহিত যখন নদী হইতে অগ্রসর হইয়া সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহাদের নৌকা আবার ভাসিতে ভাসিতে দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইল। অবিচ্ছিন্ন গুলিবৃষ্টিতে আক্রমণকারী সিপাহীরা হঠিয়া গেল। টমসন্ সহযোগিবর্গের সহিত তীরে আসিয়া দেখিলেন, নৌকা অন্তর্হিত হইয়াছে; হতভাগ্য আরোহীদিগের কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহারা আর জানিতে পারিলেন না। এদিকে তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে স্থানের ভূস্বামী বাবুরাম বক্স তাঁহাদের বিপক্ষ ছিলেন। বাবুরাম বক্সের আদেশে সশস্ত্র লোকে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহারা আহত হইয়া দৌড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিন মাইল যাইয়া, তাঁহারা সম্মুখে একটি দেবমন্দির দেখিতে পাইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া হতভাগ্য পলাতকেরা ঐ মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। মন্দিরে শীতল পানীয় জল ছিল। উহাতে হতভাগ্যদিগের তৃষ্ণাশান্তি ও কথঞ্চিৎ বলবৃদ্ধি হইল। দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্ধাবমানকারীরা মন্দিরের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া, পলায়িতদিগকে আক্রমণ করিল। পলাতকদিগের চারি জন দ্বারদেশে থাকিয়া সঙ্গীন দ্বারা আক্রমণ-

কারীদিগকে বাধা দিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের গুলিতে আক্রমণকারীদের কেহ কেহ গতাসু হইল। এইরূপে বাতায়নহীন সঙ্কীর্ণ মন্দিরে থাকিয়া হতভাগ্য ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। উত্তেজিত লোকে শুষ্ক কাষ্ঠরাশি মন্দিরের প্রবেশপথে সজ্জিত করিল এবং উহাতে আগুন দিয়া, আপনারা সরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ভাবিয়া ছিল, ধূমস্তূপে অত্মরক্ষাকারীদিগের নিশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এসময়ে পবনদেব হতভাগ্যদিগের সহায় হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুবেগে ধূমরাশি মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া অন্যত্র ধাবিত হইল। প্রয়াস বিফল হইল দেখিয়া, আক্রমণকারিগণ অতঃপর বারুদের থলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুতরাং পলায়িতেরা আর মন্দিরে থাকিতে পারিল না। তাহারা উন্মত্তভাবে ও অসমসাহসে আক্রমণকারীদিগের ব্যূহভেদ করিয়া নদীতটাভিমুখে দৌড়িতে লাগিল। চৌদ্দ জনের মধ্যে সাত জন প্রাণ লইয়া নদীতটে উপনীত হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাদের অস্ত্রাদি ফেলিয়া, জাহ্নবীজলে ঝাঁপ দিল। এই সাত জনের মধ্যে চারি জন, তটবর্ত্তী লোকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সন্তরণপটু ছিল বলিয়া, অবশিষ্ট চারি জন আত্মজীবনরক্ষা করিল। ইহারা যখন জাহ্নবীজলপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন তীরবর্ত্তী কতিপয় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে কহিল, "সাহেব! সাহেব! কেন তোমরা সাঁতার দিতেছ। আমরা বন্ধুভাবে আসিয়াছি।" সন্তরণকারিগণ সহসা তাহাদের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিল না। কিন্তু যখন তাহাদের প্রস্তাবক্রমে তীরবর্ত্তী লোকে আপনাদের অস্ত্রাদি জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল তখন সন্তরণকারীরা ধীরে ধীরে তীরে আসিতে লাগিল। তীরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ অযোধ্যার অন্তঃপাতী মোরারমৌ নামক স্থানের সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ভূস্বামী রাজা দিগ্বিজয় সিংহের প্রজা। ইহারা অবসন্ন সন্তরণকারী-দিগকে ধরিয়া তীরে উঠাইল। এই চারিজনের মধ্যে কাপ্তেন টমসন্ ছিলেন।

রাজা দিগ্বিজয় সিংহ ব্রিটিশ কোম্পানির অনুরক্ত ও নিরতিশয় দয়াশীল ছিলেন। তিনি পলায়িতদিগকে আনিবার জন্য হাতী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পলায়িতেরা তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইলে তিনি তাহাদের যথোচিত আদর

ও অভ্যর্থনা করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহাদের সাহস ও বীরত্বের নিরতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে বিপন্ন অতিথিদিগের বাসজন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, দরজী অতিথিদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিল, চিকিৎসক আহতদিগের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কাপ্তেন টমসন্ প্রভৃতি পলায়িতগণ তিন সপ্তাহকাল রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে অসুবিধাভোগ করেন নাই। তাহাদের আহারের জন্য প্রতিদিন তিন বার করিয়া খাদ্যসামগ্রী আসিত। রাজা ও রাণী, উভয়েই প্রতিদিন তাঁহাদের কুশলজিজ্ঞাসা করিতেন। দিগ্বিজয় সিংহ পরম হিন্দু ছিলেন। স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়াকলাপে তাঁহার যেরূপ বলবতী নিষ্ঠা, সেইরূপ মহীয়সী শ্রদ্ধা ছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই বিভিন্নরূপ উপাসনায় যদি উপাসকের চিত্তসংযম ও শ্রদ্ধা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার অকপট ঈশ্বরভক্তিদর্শনে উদারপ্রকৃতি ভিন্নজাতীয় দর্শকের হৃদয়ও ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আর্দ্র হইয়া থাকে। কিন্তু যে রাজার অবিচ্ছিন্ন দয়ায় ও যে রাজার অপরিসীম অনুগ্রহে কাপ্তেন টমসন্ প্রভৃতি নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই দয়াশীল সৌম্যমূর্ত্তি ও বর্ষীয়ান ভূস্বামী যখন প্রতিদিন আপনাদের চিরপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে অদূরবর্ত্তী দেবমন্দিরে যাইয়া তদ্গতচিত্তে বরণীয় দেবতার আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন, তখন উক্ত আরাধনাপদ্ধতি আশ্রিত ইউরোপীয়দিগের কেবল আমোদের বিষয়ীভূত হইত*। এ সময়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইত না, একজনের অপূর্ব্ব ঈশ্বরভক্তি দেখিয়াও তাঁহারা ঐশ্বরিক তত্ত্বে আকৃষ্ট বা উদারতায় আনত হইতেন না। বালক ক্রীড়নক দেখিয়া যেরূপ আমোদিত হয়, বৃদ্ধ রাজার উপাসনাপদ্ধতি দর্শনে তাঁহাদেরও সেইরূপ আমোদলাভ হইত। তাঁহারা সাহসে ও বীরত্বে লোকসমাজে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু উদারতা,

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 196 Comp. Trevelyan, Cawnpur, p. 268.*

শিষ্টতা, গাম্ভীর্য্য এবং জীবনরক্ষাকারী মহাপুরুষের প্রতি হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাবে সহৃদয়সমাজে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইবেন না।

পলায়িতেরা যতদিন রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন, ততদিন রাজার আদেশে দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে যাইতে পারিতেন না। যেহেতু চারিদিকে উত্তেজিত জনসাধারণ ফিরিঙ্গীদিগের শোণিতপাতের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উত্তেজিত সিপাহীরাও নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে অবস্থিতি করিতেছিল। ইউরোপীয়েরা দুর্গের বহির্ভাগে গেলেই ঐ সকল উত্তেজিত লোকের আক্রমণে নিঃসন্দেহ বিপদগ্রস্ত হইতেন। সুতরাং তাঁহারা দুর্গমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজার সশস্ত্র অনুচরগণ তাঁহাদের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। কাণপুরের বিপক্ষগণ পলায়িতদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য রাজা দিগ্বিজয় সিংহকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু শরণাগতপালক বর্ষীয়ান্ রাজপুত বীর সেই অনুরোধ-রক্ষায় সম্মত হয়েন নাই। তিনি তেজস্বিতাসহকারে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর কাণপুরের কাহারও কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই। তিনি অযোধ্যার অধিপতির করদ, সুতরাং নানাসাহেব বা কাণপুরের কাহারও কোন কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন। বৃদ্ধ বীরপুরুষের এইরূপ আশ্রিত-বৎসলতা, এইরূপ হিতৈষিতা ও এইরূপ পরার্থপরতার মহিমায় নিঃসহায় নিরবলম্ব ও নিপীড়িত ইউরোপীয়েরা বিপত্তিকালেও জীবিত ছিলেন।

পলায়িতদিগকে হস্তগত করিতে না পারিয়া, সময়ে সময়ে বিপক্ষ সিপাহীরা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। এই সকল সিপাহীর মধ্যে কাপ্তেন টমসনের দলভুক্ত কতিপয় সিপাহীও ছিল। ইহারা কাপ্তেনকে বলিত, "কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে।" কাপ্তেন বলিতেন, কখনও হইবে না। ৭০।৮০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য শীঘ্রই উপস্থিত হইবে; ইহাদের আক্রমণে শীঘ্রই তোমাদের বিজয়গৌরব অন্তর্হিত হইবে। সিপাহী কহিত, না না। নানাসাহেব সাহায্যের জন্য রুষিয়ায় সোওয়ার পাঠাইয়াছেন। ঐ সোওয়ার উষ্ট্রারোহণে গমন করিয়াছে। নানা সাহেব তোমাদের সকলকেই কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। সে স্থান হইতে তোমরা স্বদেশে যাইতে পারিবে। ইহার পর নানা সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য

প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইঙ্গলণ্ডজয়ের জন্য জাহাজে গমন করিবেন। কৌতূহল-পর সিপাহীরা প্রায়ই এইরূপ কথায় তাহাদের কাপ্তেনের আমোদ জন্মাইত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, রুষিয়ার সম্রাট ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ফিরিঙ্গীদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবেন। ফিরিঙ্গীরা সকলের ধর্ম্মনাশের জন্য ময়দার সহিত শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিতেছে। অধিকন্তু সিপাহীরা সর্ব্বদাই বলিত, অযোধ্যা অধিকার করাতেই কোম্পানির রাজত্বশেষ হইবে। কেবল এই একটি কার্য্যেই যে, কোম্পানিকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, সিপাহীরা কথোপকথনসময়ে সর্ব্বদা তাহার উল্লেখ করিত। সুচতুর আজিমুল্লার কথায় অদূরদর্শী সিপাহীরা কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রুষদিগের পরাক্রম দেখিয়া নানা সাহেবের এই মুসলমান সচিব উত্তেজিত সিপাহীদিগকে রুষিয়ার কিরূপ পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর লর্ড ডালহৌসী, অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া আপনাকে ওয়াটর্লু জয়ী বলিয়া যে গৌরবপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই আত্মগৌরবপ্রকাশক কার্য্য হইতে পরিণামে কিরূপ ঘোরতর বিপদের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা এই সকল অনভিজ্ঞ ও নিত্যসন্দিগ্ধ সিপাহীদিগের কথাতে প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিপক্ষ সিপাহীরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া, কাপ্তেন টমসন্ প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিলেও তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয় নাই। টমসন্‌প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ যতদিন রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন, ততদিন নিরাপদে ও নিশ্চিন্তমনে কালাতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহার পর আশ্রয়দাতা তাঁহাদিগকে স্বপক্ষের অন্য এক ভূস্বামীর নিকটে পাঠাইয়া দেন। এই ভূস্বামীও তাহাদের প্রতি সৌজন্যপ্রকাশে বিমুখ হয়েন। এই স্থান হইতে তাঁহারা নিরাপদে সেনাপতি হাবেলকের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হয়েন। এইরূপে এতদ্দেশীয়দিগের অসামান্য করুণায় চারি জন ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষের জীবন রক্ষা হয়। এই দুঃসময়ে অনেকে আপনাদের দয়াশীলতার পরিচয় দিয়াছিল। ময়ুর তেওয়ারি নামক একজন সিপাহী ডনকাননামক একজন সাহেবের প্রাণরক্ষা করে। কতিপয় ব্যক্তি আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও দুইটি কুমারীকে আসন্ন বিপদ

হইতে বিমুক্ত করে। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে এইরূপ এক স্থলে যেমন রৌদ্রভাবের বিবরণ আছে, সেইরূপ স্থানান্তরে করুণার প্রশান্তভাবের বিকাশ রহিয়াছে। নরশোণিতলোলুপ ঘাতকের হস্তে যেমন অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছে, পরহিতৈষী ও পরদুঃখকাতর এতদ্দেশীয়গণও সেইরূপ অনেকের জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছে, এবং কোন কোন স্থলে এই উদ্দেশ্যে অকাতরে ও ধীরভাবে আত্মজীবনও উৎসর্গ করিয়াছে। ফলতঃ, এতদ্দেশীয়েরা সহায় না হইলে ইঙ্গরেজ এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে সর্ব্বাংশে মুক্তিলাভে সমর্থ হইতেন না।

নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, চারি জন সাহসী পুরুষ যেরূপে আপনাদের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইল। নৌকায় তাঁহাদের যে সকল সহযোগী ছিলেন, তাঁহারা এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের নৌকা শীঘ্রই ধৃত ও অবরুদ্ধ হইল। নৌকায় সর্ব্বসমেত ৮০ জন আরোহী ছিলেন, সকলেই বন্দিভাবে তীরে উঠিলেন এবং পূর্ব্ববৎ বন্দিভাবে গরুর গাড়িতে উঠিয়া কাণপুরে যাত্রা করিলেন। বিপক্ষেরা এইরূপে ৩০ জুন ৮০ জন ইউরোপীয়কে অবরুদ্ধ করিয়া কাণপুরে আনিল*। তাহারা এই স্থানে পুরুষদিগকে মহিলাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। পুরুষেরা সর্ব্ব প্রথম প্রাণদণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইলেন। কিন্তু সিপাহীদিগের অনেকে ইহাদিগের হত্যায় অসম্মতিপ্রকাশ করিল। কথিত আছে, অযোধ্যার সিপাহীরা ইহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেও সম্মত হইল না†। ইহাদের

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 348, note.*

† কথিত আছে, সেনাপতি হুইলার ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। প্রথম পদাতিদলের সিপাহীরা ইঁহাকে গুলি করিতে আদিষ্ট হইলে, তাহারা ঐ আদেশপালনে সম্মত হয় নাই। যে হেতু, বৃদ্ধ সেনাপতি তাহাদের দলের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরে অন্যদলের সিপাহীরা ইঁহাদিগকে গুলি করে।—*Trevelyan, Cawnpur, p. 278. Comp. Martin, Indian Empire. Vol. II. p, 262.* কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি যে, নদীতটে নিহত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কথিত আছে, বৃদ্ধ সেনাপতির কনিষ্ঠা কন্যা একজন সওয়ারের হস্তগত হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত কন্যা স্বহস্তে সওয়ার ও তৎপরিবারবর্গের শিরশ্ছেদ করিয়া কূপে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরিপোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ফলকথা, সেনাপতির কন্যা সওয়ারের সহিত অনেক দিন ছিল। পরিশেষে তাহার কি দশা

হস্ত পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। ইহারা এই অবস্থায় বিপক্ষের গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। একটি পতিপরায়ণা অবলা কিছুতেই প্রাণাধিক পতিকে ছাড়িয়া দিল না। মৃত্যুসময়েও অবলা আপনার প্রাণের অধিক ধনকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল। সেই অবস্থায় গুলির আঘাতে উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইল। অবশিষ্ট মহিলা ও বালকবালিকারা অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিল। গঙ্গার ঘাটে যে সকল হতাবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানকে সবেদা কুটীতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, ইহারাও সেই স্থানে যাইয়া তাহাদের দলপুষ্টি করিল।

এ দিকে ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব বিঠুরে যাইয়া ১ লা জুলাই পেশবার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই উপলক্ষে মহাসমারোহে বিবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হইল। কামানের ধ্বনিতে চারি দিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল। নানা সাহেব এইরূপ মহোৎসবসহকারে পুরো-হিতের মন্ত্রপূত সলিলে অভিষিক্ত হইয়া ললাটদেশে যথানিয়মে রাজ-তিলকধারণ করিলেন। রাত্রিকালে কাণপুর আলোকমালায় সজ্জিত হইল। সুদূর গগনতলে বিবিধ বাজী বিভিন্ন রশ্মিতরঙ্গবিকাশপূর্ব্বক দর্শকবৃন্দকে প্রতিমুহূর্ত্তে চমকিত করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ বিজয়োৎসবেও অভিনব পেশবার মনে শান্তির আবির্ভাব হইল না। বিঠুরে কামানধ্বনিতে যাঁহার প্রাধান্য ঘোষিত হইল, পুরোহিত যাঁহার অভিষেকের জন্য সংযতচিত্তে মন্ত্রপাঠ করিলেন, অনুচরেরা যাঁহাকে পেশবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া কোম্পানির মুল্লুক নষ্ট হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তিনি সর্ব্বাংশে অপরের ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ ছিলেন। আজিমুল্লা খাঁ তাঁহাকে যে পথপ্রদর্শন করিতেন, তিনি সেই পথেই চলিতেন। তাঁহার প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল অদ্ভুত ঘটনা উল্লিখিত হইত, তিনি তৎসমু-দয়েই বিশ্বাসস্থাপনে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার নামে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও কোন বিষয়ে তাঁহার প্রভুত্ব ছিল না। দুরাচার মন্ত্রিগণ তাঁহার নামে অসঙ্কুচিতচিত্তে ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। কথিত আছে,

ঘটিয়াছিল, জানা যায় নাই। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, নেপালের প্রান্তে তাহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল।—*Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 262-263. Trevelyan, Cawnpur. p. 254-255.*

২৮ শে জুন নানা সাহেব কাণপুরের কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপনীত হয়েন, সিপাহীরা জয়োল্লাসে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাঁহার ও তদীয় সেনাপতিবর্গের সম্মান জন্য মুহুর্মুহুঃ কামানধ্বনি হইতে থাকে। তিনি সিপাহী-দিগকে পারিতোষিক স্বরূপ এক লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। সিপাহীরা ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত হইয়া বারংবার কামানধ্বনি করিতে থাকে। কিন্তু এরূপ স্থলেও নানা সাহেবের কর্তৃত্ব ছিল না। তাঁহাকে অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়াই, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইয়াছিল। সিপাহীরা পরিতুষ্ট না থাকিলে—পারিষদবর্গের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য না হইলে তাঁহার জীবন ও সম্পত্তি কিছুই নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি যখন বিঠুরে পেশবাপদগ্রহণের আমোদ করিতেছিলেন, তখন কাণপুরে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সঙ্কুচিত হয় এবং মুসলমানেরা স্বপ্রধান হইয়া উঠে। ননী নবাব কাণপুরের শাসনকর্ত্তার পদগ্রহণ করেন। ইনি ক্ষমতায় ও প্রাধান্যে পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানেরা ইঁহার সম্মান করিত। ইঁহার বহুসংখ্যক অনুচর ছিল, সকল অনুচরই ইঁহার আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিত।

এইরূপে মুসলমানদিগের বাসনা পূর্ণ হইল। তাহাদের প্রধান ব্যক্তি একটি প্রধান কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এ সময়ে মুসলমানেরা কোন অংশে বিরক্ত বা কোন বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইলে, বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের একতাবন্ধন বিছিন্ন হইয়া যাইত। সুতরাং তাহাদের বলহ্রাস ও ইঙ্গরেজের বলবৃদ্ধি হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নানা সাহেব পেশবা বলিয়া সম্মানিত হইলেও কোন বিষয়ে কর্তৃত্বপ্রকাশে সমর্থ ছিলেন না। ইঙ্গরেজদিগের অনেকে নিহত হইয়াছিলেন, অনেকে স্থানান্তরে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, কাণপুরে তাঁহাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। নানা সাহেব পেশবার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তথাপি এখন তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় হইল। তিনি মুসলমান-দিগের প্রাধান্যসঙ্কোচে সমর্থ হইলেন না। আজিম উল্লার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে সাহস পাইলেন না, বা তাঁহার ভ্রাতা ও

পারিষদগণের সম্মুখে কোন বিষয়ে প্রাধান্যস্থাপন করিতে. পারিলেন না। তিনি কাণপুরের সর্ব্বময় কর্ত্তা ও মহিমান্বিত পেশবা হইলেও শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতেই আপনি সঙ্কুচিত হইলেন। এখন পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার নামেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। এসময়ে ইঙ্গরেজ সৈন্যের আগমন সংবাদে অনেকেই ভীত হইয়াছিল, অনেকেই আপনাদের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। জুন মাসে ভারতবাসী-দিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত দিল্লী হইতে যেরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, জুলাই মাসে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কাণপুর হইতে পেশবার নামে সেইরূপ ঘোষণাপত্রসমূহ প্রচারিত হইল *। উপযুক্ত পারিতোষিক না দেওয়াতে সিপাহীরা, উচ্ছৃঙ্খল ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য, অভিনব পেশবা পারিতোষিক দিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

কাণপুরের একজন ধনী মুসলমানের নির্ম্মিত একটি হোটেল ছিল। নানা সাহেব এই বিস্তৃত প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন। প্রাসাদের প্রবেশ-পথে দুইটি কামান স্থাপিত হয়, এবং উহার দ্বারদেশে সশস্ত্র সান্ত্রিগণ দিবারাত্র পাহারা দিতে থাকে। অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া ও উপায়ান্তর না দেখিয়া, নানা সাহেব ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন ইঙ্গরেজের আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য সেনাপতিদিগের সহিত যুদ্ধের যথাযোগ্য আয়োজনে তৎপর হইলেন। তিনি যখন আজিমউল্লার পরামর্শে ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন আত্মরক্ষার জন্য ইঙ্গরেজের আক্রমণনিবারণ করা ভিন্ন তাঁহার আর কোন উপায় ছিল না। অভিনব পেশবা ইঙ্গরেজসৈন্যের আগমন সংবাদ শুনিয়া, এখন এই উপায়ের অব-লম্বনেই কৃতনিশ্চয় হইলেন।

নানা সাহেব যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার অদূরে গঙ্গার খালের উত্তরদিকে একটি সঙ্কীর্ণ গৃহ ছিল। একজন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী আপনার রক্ষিতা প্রণয়িনীর জন্য উক্ত গৃহ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এজন্য

* পরিশিষ্টে কতিপয় ঘোষণাপত্রের অনুবাদ দেওয়া হইল।

উহা বিবিঘরনামে প্রসিদ্ধ. হয়। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বিবিঘরে একজন সামান্য অবস্থাপন্ন ফিরিঙ্গী কেরাণী বাস করিত। বিবিঘরে বাস করিবার জন্য ২০ ফিট্ লম্বা, ১০ ফিট্ প্রশস্ত দুইটি মাত্র প্রধান গৃহ ছিল। প্রাঙ্গনভূমির পরিমাণ এক এক দিকে ১৫ হস্তের অধিক ছিল না। যে সকল ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকা সবেদা কুঠীতে অবরুদ্ধ ছিল, তাহারা জুলাই মাসের প্রারম্ভে, এই সঙ্কীর্ণ বিবিঘরে আনীত হইল। ইহাদের সংখ্যা দুই শতেরও অধিক ছিল। ইহারা এই সঙ্কীর্ণ গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া, কষ্টের একশেষ ভোগ করিতে লাগিল, এদিকে আবার ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইল। কাণপুরের ইউরোপীয়েরা যখন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিনই দুঃসহ যাতনায় অবসন্ন হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অনতিদূরবর্ত্তী একটি স্থানের ইউরোপীয়েরাও তাঁহাদের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন। এই স্থানের নাম ফতেগড়। ইহা ফরক্কাবাদ বিভাগের অন্তর্গত এবং কাণপুরের ৮০ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। ফতেগড়ের কথা উপস্থিত ইতিহাসের স্থানান্তরে লিখিত হইবে। এস্থলে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ফতেগড়ের ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে নিরতিশয় বিপন্ন মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা অধিক দিন ঐ স্থানে অবস্থিতি না করিয়া, অনেকে নৌকারোহণে কাণপুরের অভিমুখে আসিতে থাকেন। এ সময়ে কাণপুরের অবস্থা তাঁহাদের বিদিত ছিল না। তাঁহাদের কাণপুরবাসী সমধর্ম্মারা কিরূপ শোচনীয়ভাবে কালাতিবাহিত করিতেছিলেন, তাঁহাদের জীবন প্রতিমুহূর্ত্তেই কিরূপ সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হইতেছিল, উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে প্রতিদিনই তাঁহারা কিরূপে আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইতেছিলেন, ফতেগড়ের ইউরোপীয়েরা ইহার কিছুই জানিতেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ আশ্বস্তহৃদয়ে আশ্রয় পাইবার জন্য একখানি নৌকায় কাণপুরে আসিতে লাগিলেন। নবাবগঞ্জের নিকটে তাঁহাদের নৌকা অবরুদ্ধ হইল। তাঁহারা বন্দিভাবে কাণপুরে নানা সাহেবের শিবিরে আনীত হইলেন। তাঁহাদের দুইটি আয়া প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, এ সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে রহিল। আর অবরুদ্ধদিগের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। পুরুষেরা তিন

জন ব্যতীত সকলেই নিহত হইলেন। মহিলা ও বালক বালিকারা বিবিঘরে যাইয়া, তথাকার শোচনীয়দশাগ্রস্ত অবরুদ্ধদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি করিল *।

হতভাগ্য কয়েদীরা বিবিঘরে আবদ্ধ হইয়া, যারপর নাই কষ্টভোগ করিতে লাগিল। ডাইল চপাটিপ্রভৃতি খাদ্য ও দুগ্ধ দেওয়া হইত বটে, কিন্তু উহাতে অবরুদ্ধদিগের পরিতোষ হইত না। এক জন ইঙ্গরেজ সৈনিকপুরুষের একটি কন্যা এই গৃহে অবরুদ্ধ ছিল। উক্ত সৈনিক পুরুষের বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রভুর কন্যাকে দেখিবাব জন্য সেই স্থানে উপনীত হইল। এই সময়ে কয়েদীদিগের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরিত হইতেছিল, উক্ত খাদ্য দ্রব্য ভাল নয় দেখিয়া,সমাগত ভৃত্য,সমীপবর্ত্তী একজন সিপাহীকে তিরস্কার করিয়া, ভাল খাদ্য দ্রব্য দিতে বলিল। এই সিপাহীও এক সময়ে তাহার প্রভুর অধীন ছিল। সিপাহী তিরস্কৃত হইয়া, ভৃত্যকে মিঠাই কিনিবার জন্ত আট আনা দিল। ভৃত্য ঐ পয়সায় বাজার হইতে মিঠাই কিনিয়া আনিয়া গৃহস্থিত কয়েক জনের হস্তে দিল, কিন্তু ঐ বিশ্বস্ত ভৃত্য তথায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না। কারাগাররক্ষকেরা তাহাকে সে স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল†। এই ঘটনায় ভৃত্যের যেরূপ বিশ্বস্ততা ও প্রভুপরায়ণতা পরিস্ফুট হইতেছে, ইঙ্গরেজের বিপক্ষ সিপাহীরও সেইরূপ অনুশোচনা ও সদয়ভাবের নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। সদুপদেশে পরিচালিত ও ধীরতাসহকারে সংবর্দ্ধিত হইলে এই উত্তেজিত,

* ফতেগড় হইতে ১৯ জন সাহেব, ২৩ টি বিবি ও ২৬ টি শিশু সন্তান কাণপুরের অভিমুখে গিয়াছিল।—*Trevelyan, Cawnpur, p. 283.* ট্রটার সাহেব লিখিয়াছেন, নৌকায় সর্ব্বসমেত প্রায় ১৩০ জন আরোহী ছিল।—*Trotter, British Empire in India. Vol. II. p. 143.*

যাহা হউক, অবরুদ্ধ ইউরোপীয়েরা গরুর গাড়িতে নানা সাহেবের শিবিরে উপস্থিত হইলে নানা ইঁহাদের প্রতি দয়াপ্রদর্শনে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা এবিষয়ে অসম্মতিপ্রকাশ করেন। নানা সাহেব, ভ্রাতৃবিরোধের আশঙ্কায় কোন কথা বলিতে সাহসী হন নাই।—*Trevelyan, Cawnpur, p. 284.*

কে সাহেব লিখিয়াছেন, নানা সাহেবের সাক্ষাতে পুরুষেরা নিহত হয়েন।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 353.* কিন্তু একটি আয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। সে স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছে, নানা সাহেব উপস্থিত ছিলেন না।—*Trevelyan, Cawnpur, p. 285.*

† *Trevelyan, Cawnpur, 299.*

ভ্রান্ত জীবেরা তাদৃশ নিষ্ঠুরাচরণে নিঃসন্দেহ নিরস্ত থাকিত। কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন, হোসেনি খানুমনামে একটি মুসলমান পরিচারিকা কয়েদীদিগের তত্ত্বাবধানকার্য্যে নিয়োজিতা ছিল। এই পরিচারিকা সচরাচর বেগম নামে অভিহিত হইত। হতভাগ্য অবরুদ্ধদিগের প্রতি পরিচারিকার তাদৃশ যত্ন বা সৌজন্য ছিল না। কথিত আছে, বেগম ঝাড়ুদার দ্বারা তাহাদিগকে খাদ্য সামগ্রী দিত। তাহার আদেশে অবরুদ্ধা মহিলারা সময়ে সময়ে নানার পরিবারবর্গের জন্য যব ভানিত। তাহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ নিস্তুষ যবের কিয়দংশ দেওয়া হইত। এই রূপ শোচনীয় অবস্থায় এইরূপ শোচনীয় নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে, তাহাদের কষ্টের অবধি ছিল না। এদিকে অপকৃষ্ট খাদ্যভোজন ও অপকৃষ্ট সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থানপ্রযুক্ত তাহাদের মধ্যে অতিসার রোগের আবির্ভাব হইল। অনেকে ঐ রোগে প্রাণত্যাগ করিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারাও ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়স্কর মনে করিতে লাগিল।

নানা সাহেব পারিষদবর্গের সহিত যখন বিস্তৃত প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অসহায় কুলকামিনী ও শিশু সন্তানেরা অসহনীয় কষ্টে প্রতিদিনই নিপীড়িত হইতেছিল। মন্ত্রিগণের ভয়েই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, নানা সাহেব ইহাদের কষ্টমোচনে উদ্যত হয়েন নাই। অভিনব পেশবার অমাত্যেরা যখন এই সকল নিঃসহায়, নির্দ্দোষ ও নিরীহ জীবের উপর প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়া, ফিরিঙ্গীর ক্ষমতানাশ হইল বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন, তখন স্থানান্তর হইতে তাঁহাদের ক্ষমতা ও গৌরবনাশের জন্য ব্রিটিশ সৈন্য আসিতেছিল। অনতিবিলম্বে এক জন ব্রিটিশ বীরপুরুষ বিপুলোৎসাহে ও অদম্যতেজস্বিতাসহকারে বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন জন্য অভিনব পেশবার সৈনিকদলের সম্মুখে উপনীত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সেনাপতি হাবেলকের কাণপুরে যাত্রা—সেনানায়ক রেণডের সহিত হাবেলকের সম্মিলন—ফতেহপুরের যুদ্ধ—ফতেহপুরের অধিবাসীদিগের উত্তেজনা—ইঙ্গরেজসৈন্যের প্রতিহিংসা—আওঙ্গগ্রামের যুদ্ধ—বিবিঘরে হত্যা—কাণপুরের যুদ্ধ—কাণপুরে হাবেলকের আগমন—নানা সাহেবের পলায়ন—ইঙ্গরেজ সৈন্যের অত্যাচার—বিঠুরে নানা সাহেবের প্রাসাদধ্বংস—সেনাপতি নীলের কাণপুরে উপস্থিতি—নীলের প্রতিহিংসা—কাণপুররক্ষার উপায়বিধান—হাবেলকের লক্ষ্ণৌযাত্রা।

কাণপুরের পতন ও তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের নিধনের সংবাদ পাইয়া, সেনাপতি হাবেলক, অগ্রগামী সৈনিকদলের অধ্যক্ষ রেনডকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তদনুসারে রেণড্ লোহঙ্গনামক স্থানে অবস্থিতি করেন। এদিকে হাবেলক রেনডের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সত্বরতাসহকারে এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি কলিকাতায় প্রধান সেনাপতির নিকটে তারে এই সংবাদ পাঠাইলেন, "কাণপুর আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, কেবল ঐ স্থান হইতেই লক্ষ্ণৌরক্ষা করা যাইতে পারে * * এজন্য আমি ঐ স্থান হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছি, * ১৪,০০ ব্রিটিশ পদাতিক ও ৬টি কামান সংগৃহীত হইলেই, আমি বড় রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইব। আর একদল সৈন্য সংগৃহীত হইলেই কর্ণেল নীল আমার অনুগমন করিবেন। এলাহাবাদের দুর্গ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।" সেনাপতি হাবেলক এইরূপ সংবাদ পাঠাইয়া কাণপুরে যাত্রা করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি ৪ঠা জুলাই যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রব্যাদি সংগৃহীত না হওয়াতে ঐ দিন যাত্রা করিতে পারিলেন না। যে সকল অন্তরায়প্রযুক্ত সেনানায়ক রেণড শীঘ্র শীঘ্র এলাহাবাদপরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, সেনাপতি হাবেলকের সম্মুখেও সেই সকল অন্তরায় উপস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত অভিযানের উপযোগী দ্রব্যাদির সংগ্রহে আরও কয়েকদিন বিলম্ব

ঘটিল। অনন্তর ৭ই জুলাইর অপরাহ্ণে অভিযানের সঙ্কেত হইল। সেনাপতি হাবেলক ১০০০ ইউরোপীয় পদাতিক, ১৩০ জন শিখ, কতিপয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈনিক ও ৬টি কামান লইয়া, এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন। যে সকল আফিসরের সৈনিকদল তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেই সকল আফিসর এই কাণপুরগামী সৈন্যদলে ছিলেন। যে সকল সিবিল কর্ম্মচারীর কাছারি বন্ধ হইয়াছিল, তাঁহারাও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া, হাবেলকের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হাবেলক কাণপুরের উদ্ধার ও লক্ষ্ণৌরক্ষার জন্য, এই সৈনিকদলের উপর নির্ভর করিয়া, এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

সেনাপতি যখন কাণপুরে যাত্রা করেন, তখন আকাশমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। অবিলম্বে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল। এই জন্য সে দিন বা তৎপর দিন হাবেলকের সৈনিকদল অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। অনেকে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। অবিরাম গতিতে অনেকের পদদেশ স্ফীত ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। হাবেলক এজন্য চিন্তিত হইলেন, কিন্তু এখন দুশ্চিন্তায় অভিযান বন্ধ রাখিবার সময় ছিল না। হাবেলক কোনরূপ বাধা না মানিয়া, কাণপুরের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ১০ই জুলাই সংবাদ পাইলেন, বহুসংখ্য বিপক্ষসৈন্য তাঁহার অভিমুখে আসিতেছে। কাণপুরের পতনসংবাদে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এখন বিপক্ষদিগের আগমনসংবাদে সেই বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল।

এদিকে ইঙ্গরেজ সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য, নানা সাহেব মন্ত্রিগণের পরামর্শে সমস্ত বিষয়ের আয়োজনে তৎপর হইয়াছিলেন। সেনাপতি টীকাসিংহ সিপাহীসৈন্য সজ্জিত করিতেছিলেন। বাবাভট্ট খাদ্যদ্রব্য ও বারুদ প্রভৃতি লইয়া যাইবার জন্য, গাড়িসংগ্রহ করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। বণিকদিগের প্রতি তাম্বু ও জলনিবারক পরিচ্ছদসংগ্রহের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপে সমুদয় সংগৃহীত হইলে, জোয়ালা প্রসাদ ৯ই জুলাই, ১,৫০০ পদাতি ও গোলন্দাজ, ৫০০ অশ্বারোহী, ১,৫০০ সশস্ত্র সাধারণলোক সহ এলাহাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাদের সহিত ১২টি কামান

ছিল। টীকাসিংহও সৈনিকদলের পরিচালনভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজসৈন্য কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছে শুনিয়া, জোয়ালাপ্রসাদ সত্বর ফতেহপুর নগরে যাইয়া শিবিরসন্নিবেশ করিলেন।

সেনাপতি নীল কাণপুরের পতনসংবাদে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া, রেণড্‌কে সৈনিকদলসহ অগ্রসর হইতে আদেশ দিবার জন্য প্রধান সেনাপতিকে তারে জানাইয়াছিলেন। সেনানায়ক রেণড্ এজন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে হাবেলক রেণডের সহিত সম্মিলিত হইতে যার পর নাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রেণড্ একাকী অগ্রসর হইলে, তদীয় সৈন্য বিপক্ষের আক্রমণে নির্ম্মূল হইবে। এজন্য তাঁহার আশঙ্কা বলবতী হইল। তিনি কোন বিষয়ে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিলেন না। রেণডের সহিত মিলিত হইবার জন্য অবিশ্রান্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর ১১ই জুলাই নিশীথকালে হাবেলকের সৈনিকদলের সহিত রেণডের দলের সাক্ষাৎ হইল। এই সময়ে আকাশ মেঘশূন্য ছিল। চন্দ্রালোকে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই নির্ম্মল আকাশতলে চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণজালের মধ্যে উভয় দল আনন্দধ্বনি করিতে করিতে উভয়ের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। প্রভাতের পূর্ব্বেই সকলে একত্র হইল, এবং সকলেই বাদ্যকরের আনন্দজনক বাদ্যধ্বনিতে প্রফুল্ল হইয়া, অগ্রসর হইতে লাগিল। হাবেলক এই সম্মিলিত ও উৎসাহিত সৈনিকদলসহ, ১২ই জুলাই বেলা ৭ ঘটিকার সময়ে, ফতেহপুরের ৪ মাইল দূরে বেলিন্দানামক স্থানে উপনীত হইলেন। যদি সেনাপতি হাবেলক ত্বরিতগতিতে অগ্রগামী সৈনিকদলের সহিত মিলিত না হইতেন, তাহা হইলে নানা সাহেবের প্রেরিত সৈন্যের সম্মুখে ঐ সৈনিকদল আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। সেনানায়ক রেণড্ হাবেলকের উপস্থিতির পূর্ব্বেই, ফতেহপুর অধিকার করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সংবাদ আসিয়াছিল যে, ফতেহপুরে অতি অল্পমাত্র বন্দুকধারী লোক রহিয়াছে। কিন্তু ইহার পরেই অভিনব পেশবার বহুসংখ্য সৈন্য ঐ স্থানে আসিতে থাকে। যদি রেণড্ অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার সৈন্য নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইত। সাংঘাতিক সংবাদ জানাইবার জন্য কোন

ব্যক্তি জীবিত থাকিত না*। কেবল সেনাপতি হাবেলকের সূক্ষ্মদর্শিতায় ও অপরিসীম চেষ্টায়, এই বিপদের গতিরোধ হয়। রেণডের সহিত হাবেলকের সৈন্য সম্মিলিত হইলে ইঙ্গরেজপক্ষে ১,৪০০ ব্রিটিশ সৈন্য, ৬০০ এতদ্দেশীয় সহকারী সৈনিকপুরুষ ও ৮টি কামান হয়। এই সৈনিকদলকে একান্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া, হাবেলক তাহাদিগকে বিশ্রাম ও ভোজন করিবার আদেশ দিলেন। সেনাপতির আদেশে সৈনিকেরা অস্ত্রসমূহ এক স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া,আহারীয়ের আয়োজন করিতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা কামানের একটি গোলা সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এদিকে গুপ্তচরেরা আসিয়া সংবাদ দিল যে, উত্তেজিত সিপাহীসৈন্য ফতেহপুরে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং হাবেলকের সৈন্যের আর ভোজনের সুবিধা ঘটিল না। তাহারা ভোজ্যসামগ্রীপরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল। এইরূপে ১২ই জুলাই ফতেহপুরে হাবেলক, জোয়ালা প্রসাদের সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। কাণপুরের সিপাহীরা ভাবিয়াছিল যে, কেবল সেনানায়ক রেণডের পরিচালিত সৈনিকদলই তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে। ইহাতে তাহাদের দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই যুদ্ধে তাহাদের নিশ্চিতই জয় হইবে। তাহাদের বলাধিক্যে রেণডের সৈন্য নিঃসন্দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই আশায় তাহারা উৎসাহসহকারে যুদ্ধে অগ্রসর হইল, কিন্তু রেণডের সহিত হাবেলকের সৈন্য সম্মিলিত হইয়াছে, এই বিষয় যখন তাহাদের গোচর হইল, তখন তাহারা চিন্তিত ও কিয়দংশে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহাতে তাহারা সামরিক ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিল না। অবিলম্বে তাহাদের কামান হইতে গোলার পর গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এ যুদ্ধ পিস্তলে পিস্তলে বা সঙ্গীনে সঙ্গীনে হইল না। রাইফল বন্দুকে ও কামানে ইহার প্রারম্ভ, এবং রাইফল বন্দুকে ও কামানেই ইহার পরিসমাপ্তি হইল। ইঙ্গরেজের রাইফল বন্দুকের গুলি ৩০০ গজ দূর হইতে বিপক্ষদলে আসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু কাণপুরের সিপাহীদিগের এরূপ উৎকৃষ্ট বন্দুক ছিল না। সুতরাং জোয়ালা প্রসাদের সৈনিকদল ব্রিটিশ বন্দুক ও কামানের

* *Havelock's Indian Campaign* : *Calcutta Review, Vol. XXXII. p., 27.*

সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের কামান হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলাবৃষ্টি হইলেও এ সময়ে ইঙ্গরেজপক্ষের কামানই অধিকতর কার্য্যকর হইয়া উঠিল। জোয়ালাপ্রসাদের অশ্বারোহীরা সবেগে অগ্রসর হইল। উপস্থিত যুদ্ধে এই অশ্বারোহী সৈনিকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহাদের একদল সেনাপতি হাবেলকের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। এই সময়ে সেনাপতি আপনার অশ্বারোহীদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। সেনানায়ক পলিসর অশ্বারোহীদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে কহিয়া, সবেগে স্বীয় অধিষ্ঠিত অশ্ব বিপক্ষের দিকে পরিচালিত করিলেন। তিন জন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদলের অশ্বারোহী ও প্রায় ১২জন সওয়ার (প্রধানতঃ এতদ্দেশীয় আফিসর) তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। কিন্তু অবশিষ্ট সওয়ারেরা ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। ইহাতে ইঙ্গরেজ-দিগের বোধ হইল, এই সকল সওয়ার বিপক্ষদিগের সহিত মিলিত হইবে। সেনানায়ক পলিসর সহসা অশ্ব হইতে পতনোন্মুখ হইলেন। অমনি একদল বিপক্ষ অশ্বারোহী তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। এতদ্দেশীয় আফিসরেরা অধিনায়কের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, পরাক্রম ও বিশ্বস্ততাসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কাণপুরের অশ্বারোহীদিগের প্রধান দল আপনাদের অগ্রবর্ত্তী দলের সাহায্যার্থ ধাবিত হইল। এজন্য ইঙ্গরেজের অশ্বারোহী সৈন্য তীরবেগে হঠিয়া গেল। যুদ্ধে নজীব খাঁ নামক একজন রেসেলদার অপর ছয় জন সওয়ারের সহিত দেহত্যাগ করিলেন, তথাপি ইঙ্গরেজের বিপক্ষ স্বদেশবাসী অশ্বারোহীদিগের সম্মিলিত হইলেন না। কিন্তু অশ্বারোহীদিগের এরূপ পরাক্রমেও জোয়ালাপ্রসাদ বিজয়ী হইতে পারিলেন না। কথিত আছে, এলাহাবাদের মৌলবী লিকায়েৎ আলি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার উপস্থিতিতে বা তদীয় উৎসাহবাক্যে, মুসলমান সৈনিক পুরুষেরা, রণস্থলে অধিকক্ষণ আপনাদের রণকৌশল প্রদর্শনে সমর্থ হইল না। ইঙ্গরেজের কামানের গোলার সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া, কাণপুরের সৈন্য আপনাদের কামান ফেলিয়া, যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিল। তাহাদের প্রায় ১৫০ জন হত ও আহত হইল। সেনাপতি হাবেলক ফতেহপুরের যুদ্ধে জয়শ্রীর অধিকারী হইলেন। তাঁহার দলের এতদ্দেশীয় অশ্বারোহীরা

কাণপুরের অশ্বারোহীদিগের সহিত সম্মিলনের চেষ্টা করিয়াছিল, এই সন্দেহে ১৫ই জুলাই তাহারা নিরস্ত্রীকৃত ও তাহাদের অশ্ব অধিকৃত হইল*।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে, ফতেহপুরে ইঙ্গরেজের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। ফতেহপুর কাণপুরের ৪০ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং কাণপুর ও এলাহাবাদের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইঙ্গরেজেরা ১৮০১ খৃঃ অব্দে এই বিভাগ অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। উপস্থিত সময়ে ফতেহপুর নগরে ১৫।১৬ হাজার লোকের বসতি ছিল। ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান। এই বিভাগের অনেকে অশ্বারোহী সৈনিক দলভুক্ত ছিল। শাসনসংক্রান্ত কর্ম্মচারীর মধ্যে ফতেহপুর নগরে একজন জজ,একজন মাজিষ্ট্রেট্ কলেক্টর ও একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত একজন মুসলমান ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ এইস্থানের রাজকীয় কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। ইহার নাম হিকমৎ উল্লা খাঁ। স্বধর্ম্মে হিকমৎ উল্লার যার পর নাই আস্থা ছিল। ফতেহপুরে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের কার্য্যালয় ছিল। প্রচারকেরা পল্লীবাসীদিগের অনেককে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। হিকমৎ উল্লা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারের বিরোধী ছিলেন। স্বধর্ম্মে ফতেহপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের যেরূপ আস্থা ছিল, ফতেহপুরের জজও সেইরূপ আপনার ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন। বারাণসীর কমিসনর হেন্‌রি টুকর সাহেবের ভ্রাতা, টিউডর টুকর সাহেব এই সময়ে, ফতেহপুরের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ফতেহপুরের প্রবেশপথে চারিটি প্রস্তরস্তম্ভস্থাপন করিয়াছিলেন। দুইটিতে পারসী ও হিন্দীভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের দশবিধ অনুশাসন অঙ্কিত ছিল। অবশিষ্ট দুইটিতে উক্ত দুই ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে, ধর্ম্মতত্ত্ব সকল বিবৃত করা হইয়াছিল। কিন্তু স্বধর্ম্মে আস্থাবান হইলেও টুকর সাহেব কাহাকেও বলপূর্ব্বক, আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই। তিনি উদারহৃদয়, দয়াশীল ও পরোপকারপরায়ণ ছিলেন। যে স্থানে দুঃখী ও নিরন্নলোক তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইত, সেই স্থানেই তিনি তাহাদের অভাবমোচনে অগ্রসর হইতেন। প্রগাঢ় ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত দয়া ও দানশীলতার সংযোগ হওয়াতে, তিনি সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বশ্রেণীরই অধিগম্য ছিলেন। রোগার্ত্ত ও দুঃখার্ত্ত লোকে

* *Havelock's Indian Compaign: Calcutta Review. Vol. XXXII p. 29.*

তাঁহার পুত্রস্থানীয় ছিল, এজন্য অনেকেই ফতেহপুরের টুকরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করিত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিস্তারে যত্নশীল হইলেও টুকর অনেকেরই যথোচিত সম্মানের পাত্র ছিলেন।

এলাহাবাদে ষষ্ঠ পদাতিদলের প্রায় ৭০ জন সিপাহী ফতেহপুরের ধনাগার-রক্ষা করিতেছিল। মে মাসের শেষভাগে ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিদলের কতক-গুলি সিপাহী ও দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের কতিপয় সওয়ার কোম্পানির টাকা লইয়া ফতেহপুরে উপস্থিত হয়। এই দুই দলের লোক শেষে কাণপুরে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। ইহাদের সহিত ফতেহ-পুরবাসী ৬ষ্ঠ দলের সিপাহীদিগের কোনরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল কিনা, জানা যায় নাই। যাহা হউক, ইহারা কোম্পানির টাকা লইয়া বিনা উত্তেজনায় এলাহাবাদে চলিয়া যায়। এই সময়ে ফতেহপুরের অধিবাসীরা নানাবিধ জনশ্রুতিতে ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হয় যে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা নগরের সমগ্র অধিবাসীর ধর্ম্মনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, গাড়ি বোঝাই শূকর ও গাভীর অস্থি আনিয়া, সমুদয় কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে। কতিপয় রাজকীয় কর্ম্মচারী এই জনরবের বিষয় মাজিষ্ট্রেটের গোচর করেন। মাজিষ্ট্রেট্ উহাতে উপহাস করিয়া কহেন, খ্রীষ্টধর্ম্মে কাহাকেও বলপূর্ব্বক দীক্ষিত করিবার উপদেশ নাই। সুতরাং উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা এ বিষয়ে অপরাধী হইতে পারে না। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের এইরূপ কথায় উত্তেজনার গতি নিরুদ্ধ হইল না। মিরাটের সংবাদ পাইয়া, ফতেহপুরবাসীরা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এজন্য ফতেহপুরের ইঙ্গরেজেরা শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের পরিবারবর্গকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরিবারবর্গকেও কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিতে বলা হইল। ফতেহপুরের ইউরোপীয়েরা ৫ই জুন কাণপুরের দিকে কামানের শব্দ শুনিয়া, ভীত হইলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, সকলে মাজিষ্ট্রেটের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। যেহেতু তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল ও ষট্‌পঞ্চাশদলের কতকগুলি সিপাহী এলাহাবাদ হইতে কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছে। ইহারা ফতেহপুরে আসিয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। ঐ সকল

সিপাহী ফতেহপুরে আসিয়া, ধনাগার লুণ্ঠনের চেষ্টা করিল, কিন্তু ধনাগার রক্ষক ৬ষ্ঠ দলের সিপাহীরা এ পর্য্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ছিল, তাহারা আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দিল। ৭ই জুন এলাহাবাদের সংবাদ ফতেহপুরে উপস্থিত হইল। এই সংবাদে ধনাগাররক্ষক সিপাহীরা আর ফতেহপুরে থাকিল না। তাহারা যখন শুনিল, তাহাদের এলাহাবাদস্থিত দলের লোক কোম্পানির বিপক্ষ হইয়াছে, তখন তাহারা বিশিষ্ট শৃঙ্খলার সহিত কাণপুরের দিকে চলিয়া গেল। এ সময়ে ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে তাহাদের আগ্রহ হইল না। ফিরিঙ্গীর সম্মুখে কালান্তকের ন্যায় বিকটভাবে দণ্ডায়মান হইতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল না। তাহারা ফতেহপুরবাসী ইউরোপীয়দিগের কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া, ধনাগার পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর ৯ই জুন সহসা প্রবল ঝটিকার আরম্ভ হইল। এক দিকে এলাহাবাদ,অপর দিকে কাণপুর,দুই দিকের ভীষণ বিপ্লবসাগরের দুইটি প্রচণ্ড তরঙ্গ আসিয়া ফতেহপুর ভাসাইয়া দিল। ফতেহপুরের হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনেকে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মিশিল। মুসলমানেরা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রচারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা এখন সুযোগ বুঝিয়া, দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে আসিতে লাগিল। উত্তেজিত সিপাহীরা কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। কয়েদীরা চারি দিকে যাইয়া, অরাজকতাবৃদ্ধি করিতে লাগিল। ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল। কাছারিগৃহ সমুদয় কাগজপত্রের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যালয় আক্রান্ত হইল। ইউরোপীয়েরা যখন দেখিলেন, যে তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছে, নগরের উন্মত্ত লোকে প্রতিমুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনের নিমিত্ত দলবদ্ধ হইতেছে, তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া, আত্মরক্ষার জন্য স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে ফতেহপুরে ১০ জন ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহাদের নয় জন ৯ই জুন অপরাহ্ণে অশ্বারোহণে ফতেহপুর হইতে যাত্রা করিলেন। চারি জন বিশ্বস্ত সওয়ার ইঁহাদের সঙ্গী হইল। ইঁহারা বাঁদা, কালিঞ্জর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান দিয়া, বাইশ দিনে এলাহাবাদে উপনীত হইলেন।

কেবল এক জন মাত্র ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ আপনার স্থানে অটল রহিলেন।

এক জন ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ আপনার রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিলেন না। বিচারপতি রবর্ট টুকর প্রাণপণে ফতেহপুররক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, এবং কতিপয় পুলিসসৈন্য সঙ্গে লইয়া, উত্তেজিত লোকদিগকে নিরাকৃত করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সাহস, উদ্যম, সর্ব্বোপরি তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কিছুতেই দূরীভূত হইল না। তিনি সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত না থাকিলেও, অস্ত্রপরিগ্রহ-পূর্ব্বক, যুদ্ধবীর সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার পরাক্রমে কতিপয় বিপক্ষ নিহত হইল, তিনি নিজেও আহত হইলেন। তাঁহার সহযোগীরা যখন ফতেহপুর হইতে যাত্রা করেন, তখন তিনি কাছারিগৃহে ছিলেন। তিনি এইস্থানে থাকিয়াই উত্তেজনার গতিরোধ অথবা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসাধন জন্য দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কিন্তু তেজস্বী বিচারপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। রবর্ট টুকর যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসাধনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, সেই গবর্ণমেণ্টের জন্যই অম্লানভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। তিনি কিরূপে দেহত্যাগ করেন, তৎসম্বন্ধে অনেকেই অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। ফতেহপুরের মাজিষ্ট্রেট্ সেরার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ হিকমৎ উল্লার আদেশে বিচারপতি টুকরকে গুলিকরা হয়। ঐ সময়ে হিকমৎ উল্লা সেই স্থলে কোরাণপাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিচারপতি টুকর মুসলমান ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্‌কে আপনার নিকটে আসিতে আদেশ করেন। হিকমৎ উল্লা মুসলমানদিগের সবুজ বর্ণের পতাকা উড়াইয়া, পুলিসসৈন্য সমভিব্যাহারে কাছারিগৃহে উপনীত হয়েন। মুসলমানেরা বিচারপতিকে আপনাদের ধর্ম্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। বিচারপতি অসম্মত হয়েন। এজন্য উত্তেজিত মুসলমানগণ অগ্রসর হইয়া,তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। অন্য মতানুসারে ১০ই জুলাই বেলা ৯ ঘটিকার সময়ে ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়, অপরাহ্নে সৈয়দ মহম্মদ হোসেননামক এক ব্যক্তি এক দল উত্তেজিত মুসলমানের অধিনায়ক হইয়া, টুকর সাহেবকে আক্রমণ করে। টুকর কাছারির ছাদে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ আত্মরক্ষা করেন।

শেষে আক্রমণকারীরা তাঁহার আশ্রয়গৃহে আগুন দেয়। দেখিতে দেখিতে ধূমরাশিতে চারিদিক পরিব্যাপ্ত হয়। তাহারা, ধূমের সাহায্যে আত্মগোপনপূর্ব্বক ছাদে উঠিয়া, বিচারপতিকে নিহত করে। উপস্থিত বিষয়ে বিভিন্ন জনে এইরূপ বিভিন্ন কথার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, বিচারপতি টুকর যে, কাছারিগৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বোধ হয়, মতদ্বৈধ নাই। তিনি সাহস ও পরাক্রমসহকারে ঐ স্থলে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলিতে পতিত ও গতাসু না হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি একাকী বিপক্ষের সম্মুখে অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, বন্দুক ভরিতেছিলেন ও ছুড়িতেছিলেন। শেষে তাঁহার ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়। বহুসংখ্য মুসলমানের আক্রমণে তিনি সেই কাছারিগৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। উত্তেজিত মুসলমানগণ যখন আপনাদের এই কার্য্যে আপনারাই আমোদপ্রকাশ করিতেছিল, তখন দুইজন হিন্দুর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। হিন্দুদ্বয় টুকরের ন্যায়, ন্যায়পর ও দয়াশীল ব্যক্তির হত্যার জন্য অকুতোভয়ে মুসলমানদিগকে তিরস্কার করে। এইরূপ তিরস্কারে উত্তেজিত দলের ক্রোধ বর্দ্ধিত হয়। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, তিরস্কারকারী হিন্দুদ্বয়কে নিহত করে*।

ফতেহপুর পাঁচ সপ্তাহকাল অরাজক অবস্থায় থাকে। লোকে নানা সাহেবের প্রাধান্যস্বীকার করিলেও, যথেচ্ছাচারে নিরস্ত হয় নাই। সকলেই স্বপ্রধান হইয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে থাকে। হাবেলক ফতেহপুরে উপস্থিত হইলে, অধিবাসীরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। এ সময়ে ইঙ্গরেজ প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে বিমুখ হয়েন নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ফতেহপুরের মাজিষ্ট্রেট সেরার সাহেব এলাহাবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ হইতে আবার সেনাপতি হাবেলকের দলে প্রবিষ্ট হয়েন। সেরার সাহেব এ সময়ে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের বিশদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ফতেহপুরে প্রত্যাগমন সময়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই—"আমাদের

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p.367.*

পথবর্ত্তী অনেক পল্লীই বিদগ্ধ হইয়াছিল। কোথাও একটি মানুষও পরিদৃষ্ট হয় নাই। * * * কুটীরের পরিবর্ত্তে কেবল কৃষ্ণবর্ণ ভস্মস্তূপ রহিয়াছিল। মানুষের অস্তিত্বজ্ঞাপক কোনরূপ শব্দ কোথাও শ্রুতিগোচর হয় নাই। মানবের কণ্ঠস্বর বা তাহাদের অবলম্বিত বিবিধ কার্য্যের পরিচয়সূচক শব্দের পরিবর্ত্তে সকল স্থল ভেকের ধ্বনিতে, ঝিল্লীরবে ও সহস্র সহস্র উড্ডীয়মান পতঙ্গের শব্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। * * সময়ে সময়ে বায়ুপ্রবাহে বৃক্ষশাখা-বিলম্বিত শবসমূহের দুর্গন্ধ অনুভূত হইতেছিল। এই সকল ভীষণ দৃশ্য এবং এইরূপ জনশূন্যতা ও সর্ব্ববিধ্বংস, যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাঁহারা কখনও উহা ভুলিতে পারিবেন না।” ইঙ্গরেজ প্রতিহিংসায় অধীর হইয়া, কিরূপ সর্ব্ববিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা এই বর্ণনায় পরিস্ফুট হইতেছে*। এখন ফতেহপুর নগর প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে স্থল, উত্তেজিত লোকের কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা এখন নীরবে আপনার অপূর্ব্ব প্রশান্তভাবের পরিচয় দিতেছিল। রাজপথে কাহাকেও দেখা যাইত না। দোকানে কেহ ক্রয়বিক্রয়ে ব্যাপৃত থাকিত না। অনেক দোকান ও অনেক গৃহ বিবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। অধিস্বামীরা উহা লইয়া যাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। সমাগত ইউরোপীয় ও শিখসৈনিকেরা ঐসমুদয় বিলুণ্ঠিত করিল। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা তোপে বিধ্বস্ত ও তৃণাচ্ছাদিত গৃহসমূহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল†।

ইঙ্গরেজ যেমন প্রতিহিংসায় পরিচালিত হইয়া, সংহারকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় উত্তেজিত লোকেও সেইরূপ ইঙ্গরেজের প্রতি গভীর বিদ্বেষপ্রযুক্ত, ইঙ্গরেজের অধ্যুসিত বা ইঙ্গরেজের নির্ম্মিত গৃহ ও ইঙ্গরেজের প্রবর্ত্তিত সভ্যতার চিহ্ন বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। হাবেলকের দলভুক্ত আর এক ব্যক্তি এবিষয়ের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন— “তাহারা (এতদ্দেশীয় উত্তেজিত লোকে) আমাদের বাঙ্গলা দগ্ধ করিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মমন্দির অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছে। * * যাহা

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 368.*

† *Martin, Indian Empire. Vol. II. p 376.*

ইংলণ্ডজাত বা যাহার সহিত ইঙ্গরেজী সভ্যতার সংশ্রব আছে, বিপ্লবকারীরা তৎসমুদয়ই বিনষ্ট করিয়াছে। টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন ও তারের স্তম্ভ-সমূহ উৎখাত হইয়াছে। বাঙ্গলাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। পথের দূরত্বজ্ঞাপক প্রোথিত প্রস্তরকীলক (মাইল ষ্টোন) যদিও বিপ্লবকারী-দিগের নিরতিশয় প্রয়োজনীয়, তথাপি উহা ইঙ্গরেজের প্রবর্ত্তিত বলিয়া, বিনষ্ট হইয়াছে*।” সেরার সাহেব বিদগ্ধ ও পরিত্যক্ত পল্লীসমূহের শোচনীয়-ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। আর হাবেলকের দলস্থিত এই লেখক, এতদ্দেশীয় উত্তেজিত লোকের ফিরিঙ্গীবিদ্বেষের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। জনসাধারণ যখন ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছিল, তখন স্বদেশ হইতে ইঙ্গরেজের সহিত ইঙ্গরেজের ধর্ম্ম,ইঙ্গরেজের রীতিনীতি ও ইঙ্গরেজের সভ্যতার সমুদয় চিহ্নের বিলোপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। আর ইঙ্গরেজ যখন প্রতিহিংসায় অধীর হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা জনসাধারণের সংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়ই সমূলে, বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভয়াবহ বিপ্লবে দুই দিকেই লোকাকীর্ণ সমৃদ্ধ জনপদ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল।

ফতেহপুরের যুদ্ধের সংবাদ কাণপুরে পঁহুছিল। বালরাও ইঙ্গরেজ সেনাপতির গতিরোধের জন্য প্রেরিত হইলেন। তিনি কাণপুরের বাইশ মাইল দক্ষিণে আওঙ্গনামক পল্লীতে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। ফতেহপুরের যুদ্ধে সেনাপতি হাবেলক বিপক্ষদিগের বারটি কামান হস্তগত করিয়াছিলেন। এখন এই সকল কামান বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল। ১৪ই জুলাই অপরাহ্নে ইঙ্গরেজের শিবিরে সংবাদ আসিল যে, বালরাও সৈন্যসহ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী আওঙ্গ পল্লীতে রহিয়াছেন। হাবেলক সংবাদ পাইয়া, তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৫ই জুলাই বেলা নয় ঘটিকার সময়ে উভয় দলে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজের কামান পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকর হইয়া উঠিল। ইঙ্গরেজের রাইফল বন্দুকও বিপক্ষের বন্দুকের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া ফেলিল। বালরাওর অশ্বারোহিদল প্রবলবেগে অগ্রসর হইল। কিন্তু রাইফল বন্দুকের অবিচ্ছিন্ন

* *Calcutta Review Vol. XXXII. p 27-28.*

গুলিবৃষ্টিতে তাহাদের গতিরোধ হইয়া গেল। তাহারা ঘুরিয়া ইঙ্গরেজ সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। এস্থানেও তাহাদের প্রাধান্য বদ্ধমূল হইল না। এই যুদ্ধে বালরাওর সৈনিকদল সাতিশয় পরাক্রমপ্রকাশ করিয়াছিল। দুই ঘণ্টা কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর ইঙ্গরেজের কামানে ও বন্দুকে তাহাদের পরাজয় হইল*।

আওঙ্গ্ গ্রামের কয়েক মাইল অন্তরে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই নদী পাণ্ডুনামে কথিত হইয়া থাকে। পার হইবার জন্য নদীর উপর একটি সেতু ছিল। পাণ্ডু নদী যদিও সঙ্কীর্ণা, তথাপি বর্ষার জলে পরিপূর্ণা হওয়াতে ঐ সেতুভিন্ন পার হইবার অন্য উপায় ছিল না। বালরাও পশ্চাদ্ভাগে গমন পূর্ব্বক নদীর অপর তটে উত্তীর্ণ হইয়া, উক্ত সেতু তোপে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি হাবেলক এই সংবাদপ্রাপ্তি-মাত্র সেতুর দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রখর উত্তাপের মধ্যে দুই ঘণ্টা কাল গমন করিয়া, ইঙ্গরেজসৈন্য সেতুর সম্মুখবর্ত্তী হইল। বালরাও সেতুর নিকটে দুইটি বৃহৎ কামান স্থাপিত করিয়াছিলেন। বিপক্ষ সৈনিকদল তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবামাত্র ঐ কামানদ্বয় হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইঙ্গরেজদিগের কামান বড় ছিল না; সুতরাং উহার দ্বারা দূর হইতে গোলানিক্ষেপের সুবিধা হইল না। এজন্য ইঙ্গরেজসৈন্য প্রবলবেগে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কামান ছুড়িতে লাগিল। সহসা বালরাওর তোপ হইতে গোলানিক্ষেপ বন্ধ হইল। ইঙ্গরেজের তোপে সিপাহীদিগের কামান ভরিবার উপযুক্ত যষ্টিসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উহার অভাবে সিপাহীরা আর কামান ভরিতে পারিল না। বিপক্ষদিগের তোপ বন্ধ দেখিয়া, সেনাপতি হাবেলক সেনানায়ক রেণডকে ইউরোপীয় পদাতিদলসহ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। রেণড তীব্রবেগে অগ্রসর হইলেন। এদিকে তাঁহাদের কামান বালরাওর অশ্বারোহিদলের গতিরোধ করিল। সেতু ইঙ্গরেজের অধিকৃত হইল। বালরাও স্কন্ধদেশে আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পাঁচটি কামান ইঙ্গরেজসৈন্যের অধিকৃত হইল। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজপক্ষের বিশিষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। সেনানায়ক রেণড যখন

* *The Mutiny of the Bengal Army*, p 150.

আপনার সৈনিকদল সেতুর সম্মুখে পরিচালিত করিতেছিলেন, তখন উরুদেশে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েন। এই আঘাতে দুই দিনের মধ্যে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়*। সিপাহীরা পাণ্ডু নদীর তটে ইঙ্গরেজ সৈনিক-দলের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া, অসামান্য তেজস্বিতা ও পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। উপযুক্ত সেনাপতিকর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে তাহারা বিপক্ষ-দিগের গতিরোধে অসমর্থ হইত না†। সিপাহীযুদ্ধের সকল স্থলেই এইরূপ উপযুক্ত সেনাপতির একান্ত অভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

বালরাও আহত হইয়া, কাণপুরে গমন করিলেন। ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে অভিনব পেশবার সভামণ্ডপে আবার পরাজয়ের সংবাদ প্রচারিত হইল। এই সংবাদে আমোদ ও উৎসবের স্রোত মন্দীভূত হইল। ক্রূরপ্রকৃতি মন্ত্রিগণ এই সংবাদে আরও চিন্তিত হইলেন। বিষাদের কালিমা আবার তাঁহাদের মুখমণ্ডলে বিকাশ পাইল। কার্য্যপটুতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা থাকিলে, বালরাও, ইঙ্গরেজ সেনাপতির উপস্থিতির পূর্ব্বেই পাণ্ডু নদীর সেতু বিনষ্ট করিতে পারিতেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঈদৃশী পটুতা বা সমীক্ষ্য-করিতা পরিদৃষ্ট না হইলেও, তদীয় পৃষ্ঠদেশের ক্ষত স্থান পেশবার পারিষদ-বর্গের নিকটে তাঁহার রণকুশলতার পরিচয় দিতে লাগিল। সেনাপতি হাবেলক পাণ্ডুনদী উত্তীর্ণ হইয়া, কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছেন, এখন কি কর্ত্তব্য, তাহার নির্দ্ধারণজন্য মন্ত্রিগণ অবিলম্বে সমবেত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না। কেহ বিঠুরে যাইয়া আত্ম-রক্ষার উপায় করিতে বলিলেন, কেহ ফতেগড়ের উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে পরামর্শ দিলেন, কেহ বা কাণপুরের পথে দণ্ডায়মান হইয়া, বিপক্ষদিগের গতিরোধ করিতে কহিলেন। অনেক বিচারবিতর্কের পর, এই শেষোক্ত মতই পরিগৃহীত হইল। তদনুসারে যুদ্ধের আয়োজন

* কে সাহেব লিখিয়াছেন, মেজর রেণড আওঙ্গ্ গ্রামের যুদ্ধে আহত হয়েন—*Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 369.* কিন্তু অন্য মতে সেনানায়ক রেণড় পাণ্ডু নদীর সেতু অধিকার করিবার সময়ে আহত হইয়াছিলেন।—*Mutiny of the Bengal Army,* *p. 150. Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 376.*

† *Martin, Indian Empire. Vol. II. 376.*

হইতে লাগিল। এই সময়ে কুমন্ত্রী আবার কুমন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে উদ্যত হইলেন। ফিরিঙ্গীবিদ্বেষে তাঁহার হৃদয় কলুষিত হইয়াছিল। দয়াশীলতা, স্নেহপরতা পরদুঃখকাতরতাপ্রভৃতি প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রলয়কালীন কালান্তকের ন্যায় কাণপুরে কেবল সংহার-কার্য্যের অনুষ্ঠানেই ব্যাপৃত ছিলেন; এখন এই শেষ বার সেই ভীষণ কার্য্যের শেষাংশসম্পাদনে অগ্রসর হইলেন।

ক্রূরপ্রকৃতি মুসলমান সচিব আজিমুল্লা বিবিঘরের হতভাগ্য কয়েদী-দিগের সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তিনি নানা সাহেবকে কহিলেন, ইঙ্গরেজ সেনাপতি তাঁহাদের কুলকামিনী ও বালকবালিকাদিগের বিমুক্তির জন্য আসিতেছেন, যদি এই সময়ে উহাদের হত্যা করা হয়, তাহা হইলে সেনাপতি বিফলমনোরথ হইয়া, সৈন্যসহ আপনা হইতেই ফিরিয়া যাইবেন। ব্রিটিশসৈন্য ক্রমে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবে *। নানা সাহেব নামে মহাপরাক্রান্ত ও মহামহিমান্বিত পেশবা ছিলেন, কিন্তু কার্য্যে আজিমুল্লাই সর্ব্বাধিপতি ও সর্ব্বময় প্রভু হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায়সিদ্ধির কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। কথিত আছে, পুনঃ পুনঃ নরনারী ও শিশুসন্তানের হত্যার সংবাদে নানা সাহেবের মাতৃ-দেবীরা নিরতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন যে,যদি আবার হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা, সন্তানগণের সহিত প্রাসাদের গবাক্ষদেশ হইতে ভূপতিত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিবেন। এই বলিয়া তাঁহারা কিয়ৎকাল আহারপানপরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ কাতরতাতেও আজিমউল্লা নিরস্ত হইলেন না। বিবিঘরের হতভাগ্য অবরুদ্ধদিগের অদৃষ্টচক্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিম্নগামী হইল।

এই শোচনীয় ঘটনার কথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। অবরুদ্ধদিগের মধ্যে ৪।৫ জন পুরুষ ছিলেন। ইঁহারা ১৫ই জুলাই অপরাহ্ণে কারাগার হইতে বহির্দ্দেশে আনীত ও নিহত হইলেন। আজিম উল্লা প্রথমতঃ অনেক চেষ্টা করিয়াও মহিলা ও বালকবালিকাদিগের হত্যার জন্য লোকসংগ্রহ করিতে

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 212-213. Comp. Russell, Diary in India, Vol. II., p. 167.*

পারিলেন না*। অশ্বারোহী সিপাহীরা আর আপনাদের হস্ত কলুষিত করিতে সম্মত হইল না। পদাতিরাও অসম্মতিপ্রকাশ করিল। অবশেষে কারাগাররক্ষক ৬ষ্ঠ পদাতিদলের সিপাহীরা ভয়ঙ্করকার্য্যসাধনে আদিষ্ট হইল। তাহারা গবাক্ষদেশ দিয়া গুলি করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে তাহাদেরও এই নৃশংস কার্য্যসাধনে প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা নিরস্ত থাকিল। তাহাদিগকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিবার ভয় প্রদর্শিত হইল, তথাপি তাহারা নিরীহ জীবের শোণিতপাতে আর অগ্রসর হইল না†। অনন্তর কারাগারের তত্ত্বাবধায়িকা বেগম, কয়েক জন কসাই ও অন্য নরঘাতক লোক, সর্ব্বসমেত পাঁচ জনকে লইয়া আসিল। ইহারা সন্ধ্যাকালে তরবারির আঘাতে হতভাগ্য জীবদিগের প্রাণসংহার করিতে লাগিল। অনেকে নির্দ্দয় নরঘাতকদিগের অস্ত্রাঘাতে অবিলম্বে দেহত্যাগ করিল। কেহ কেহ অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল। রাত্রিকালে ভীতিব্যঞ্জক চীৎকারের বিরাম হইল বটে, কিন্তু মর্ম্মান্তিক কাতরতাপ্রকাশক ধ্বনির বিরাম হইল না। ১৬ই জুলাই প্রাতঃকালে নিহত ও আসন্নমৃত্যুদিগের দেহ, নিকটবর্ত্তী কূপে নিক্ষিপ্ত হইল। কথিত আছে, আহত মহিলাদিগের কাহারও কাহারও কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল। তাহারা কাতরস্বরে আপনাদের যন্ত্রণার অবসান করিবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। কয়েকটি বালক অক্ষতশরীরে ছিল। শরীরের খর্ব্বতা ও ঘনসন্নিবিষ্ট মহিলাদিগের মধ্যে অবস্থিতিপ্রযুক্ত ইহাদের দেহে অস্ত্রস্পর্শ হয় নাই। ইহারা এখন সবিস্ময়ে ও সভয়ে কূপের পার্শ্বে দৌড়িতে লাগিল। ঘটনাস্থলে কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, কিন্তু হতভাগ্য শিশুদিগের প্রাণরক্ষা করিতে কেহই সাহসী হইল না। হত, আহত ও অস্ত্রাঘাতশূন্য, সকলেই সেই কূপে সেই সাধারণ সমাধিতে সমাহিত হইল‡। আজিম উল্লার মন্ত্রণায় ও আজিম উল্লার চেষ্টায়, এইরূপে কাণপুরের শেষ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইল। নিহত ইউরোপীয় কুলকামিনীদিগের কাহারও

* *Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 381.*

† *Ibid, pp. 381, 382.*

‡ ষষ্ঠ পদাতিদলে ফিচেট্‌নামে একজন ফিরিঙ্গী বাদ্যকর ছিল। উত্তেজিত মুসলমান সিপাহীরা তাহাকে মুসলমানধর্ম্মপরিগ্রহ করিতে বলে। ফিচেটও তাহাতে সম্মত হয়।

সতীত্ব বিনষ্ট হয় নাই। কেহই পরপুরুষের সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয়েন নাই। কাহারও হৃদয়নিহিত জীবনাধিক অমূল্য রত্ন অপহৃত হয় নাই, বা কেহই বিকৃতদেহ ও গৌরবভ্রষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন নাই *। বিপক্ষেরা, কেবল তাহাদের শোণিতপাতের জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিল, সুতরাং কেবল শোণিতপাত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিল। কিন্তু গভীর উত্তেজনায় অধীর ও ঘোরতর বিদ্বেষে পরিচালিত হইলেও, তাহারা এই সকল নিঃসহায় ও নির্দ্দোষ জীবের শোণিতপাতপূর্ব্বক নিঃসন্দেহ অপকর্ম্মের একশেষ করিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা চিরদিনই অনুদ্ধত, চিরদিনই স্নিগ্ধপ্রকৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। এই শান্ত ও স্নিগ্ধস্বভাব ভারতবর্ষীয়েরাই একসময়ে উত্তেজনার আবেগে কোমলাঙ্গী মহিলা ও কোমলপ্রাণ শিশুদিগকেও তরবারির আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পৃথিবীর যে যে স্থলে ভীষণ বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই এইরূপ লোমহর্ষণ ঘটনার আবির্ভাব দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় নিরীহজীবপ্রধান ভূখণ্ডে মহাবিপ্লবে

এজন্য তাহার প্রাণবিনষ্ট হয় নাই। সে কাণপুরের এই দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড দর্শন করে। ফিচেট্ কহিয়াছে :—"পরদিন (১৬ই জুলাই) বেলা ৮ ঘটিকার সময় ঝাড়ুদারেরা মৃতদেহ নিকটবর্ত্তী কূপে নিক্ষেপ করিতে আদিষ্ট হয়। তাহারা শবগুলি চুলে ধরিয়া টানিয়া বাহির করে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত ছিল। * * তিনটি শিশুও জীবিত ছিল। আমি একটি শিশুকে জীবিতাবস্থায় কূপে নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। * * আমার বিশ্বাস, অন্যান্য জীবিত শিশু ও স্ত্রীলোক এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।"—*Martin, Indian Empire. Vol. II., pp. 362, 382.*

বিবিঘরে ২১০ জন অবরুদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে হত্যার পূর্ব্বে ১২ জনের মৃত্যু হয়। হত্যার সময়ে ১৯৮ জন অবরুদ্ধ ছিল।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 356, note.*

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 373.* কে সাহেব যখন স্বীয় সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে উপস্থিত বিষয় লিখেন, তখন আয়র্লণ্ডের অঙ্গচ্ছেদনসংক্রান্ত বিষয় তাঁহার গোচর হয়। কতিপয় উদ্ধতস্বভাব আয়র্লণ্ডবাসী ওকনর নামক একব্যক্তির গৃহে গমন করে। যাহার উপর উহাদের বিদ্বেষ ছিল, তাহাকে না পাওয়াতে উহারা ওকনরের নাসিকাচ্ছেদ করে (*Ibid, p. 374, note*)। উদ্ধত ও উত্তেজিত সিপাহীরা এরূপ কার্য্য করে নাই।

টমসন সাহেব লিখিয়াছেন, "যখন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের অবরোধকার্য্য শেষ হয়, তখন আমাদের সুন্দরী ও যুবতী কামিনীরা দীর্ঘকাল অনাবৃত স্থানে ও নিরতিশয় দুরবস্থায় থাকাতে এরূপ অপরিষ্কৃত হইয়াছিলেন যে, কোনও সিপাহী তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র হইতে ইচ্ছা করে নাই" (*Story of Cawnpur, p. 212*)। কিন্তু বিপক্ষেরা যখন জিঘাংসার পরিচালিত হইয়াছিল; তখন তাহাদের মনে অন্য কোন ভাবের উদ্যোগ হওয়া সম্ভবপর নহে।

কোমলতার স্থলে কিরূপ কঠোরতা ও নিরীহভাবের স্থলে কিরূপ জিঘাংসার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত ঘটনাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

নানা সাহেব ১৬ই জুলাই অশ্বারোহী, পদাতি, ও গোলন্দাজে প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া, ইঙ্গরেজ সেনাপতির গতিরোধে অগ্রসর হইলেন। তিনি কাণপুরের প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে, অহর্ব্বানামক পল্লীতে উপনীত হইয়া, সেনাসন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। এই স্থানের দুইটি প্রধান পথ দুই দিকে গিয়াছিল। দক্ষিণ দিকে একটি পথ, কাণপুরের সৈনিক নিবাসের দিকে প্রসারিত ছিল। বাম দিকে দিল্লীর দিকে বড় রাস্তা গিয়াছিল। বামে জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছিল, দক্ষিণে একটি প্রাচীরবেষ্টিত পল্লী ও বিস্তৃত আম্রকানন ছিল। বামে গঙ্গার দিকে ঢালু স্থানে বৃহৎ বৃহৎ কামান স্থাপিত হইল। দক্ষিণে আম্রকানন ও পল্লীর দিকেও কামানসমূহ সন্নিবেশিত হইল। পথের সন্ধিস্থলে ও উহার উভয়পার্শ্বে পদাতিগণ—পদাতিদিগের পশ্চাতে অশ্বারোহিদল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থানপরিগ্রহ করিল। উভয় পথের সন্ধিস্থলের দক্ষিণে বহুসংখ্য অশ্বারোহী অবস্থিতি করিতে লাগিল, যে হেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, ইঙ্গরেজসেনাপতি দিল্লীগামী প্রশস্ত পথ দিয়াই অগ্রসর হইবেন। নানা সাহেব যে, স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সে সংবাদ ইঙ্গরেজের শিবিরে ১৫ই জুলাই রাত্রিতে উপস্থিত হইয়াছিল। কাণপুর, ইঙ্গরেজসৈনিকদলের আরও ২২ মাইল দূরে ছিল। সেই রাত্রি ও পরদিন প্রাতঃকালে ১৪ মাইল পথ অতিক্রান্ত হইল। ইঙ্গরেজ সৈন্য পথবর্ত্তী আম্রকাননে, আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিল। তাহারা আহারপানে শ্রান্তিবিনোদন করিলে বেলা ২ ঘটিকার সময় আবার অভিযানের সঙ্কেত হইল। দুই মাইল পথ অতিক্রান্ত হইলে, বিপক্ষসৈন্য তাহাদের দৃষ্টপথবর্ত্তী হইল। সেনাপতি হাবেলক, নানা সাহেবের বলবহুলতা ও সৈন্য-সন্নিবেশপারিপাট্য দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন। তিনি সমরনীতিবিশারদ বীর-পুরুষ ছিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া, যুদ্ধবিদ্যার আলোচনাতেই কালাতিপাত করিতে-ছিলেন, এখন বিপক্ষের ব্যূহভেদ জন্য তাঁহাকে, অনেক প্রয়াসস্বীকার করিতে হইল। তাঁহার মনোমধ্যে নানা চিন্তা উদিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি বিপক্ষদিগকে সৈন্যদলসহ একবারে আক্রমণ না করিয়া, অন্যবিধ

সমরচাতুরীর পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার ১০০০ ইউরোপীয় সৈন্য ও ৩০০ শিখ সৈনিকপুরুষ ছিল। ইহারা একবারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিলে সম্ভবতঃ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং সেনাপতি এপ্রণালী পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আদেশে সর্ব্বপ্রথম স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্যদলভুক্ত অশ্বারোহীরা যাইতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে কামান পরিচালিত হইল, কামানের পার্শ্বে পার্শ্বে পদাতিরা গমন করিতে লাগিল। তাহাদের মস্তকের উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড নিরন্তর অনলকণা-নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেকে আতপতাপে অবসন্ন ও ভূপতিত হইল, তথাপি হাবেলকের সৈন্যদল নিরস্ত থাকিল না। তাহারা মদিরাপানে প্রমত্ত হইয়া, উৎসাহিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। নানা সাহেবের সৈন্য যখন বিপক্ষের অগ্রগামী অশ্বারোহীদিগকে বৃক্ষতল হইতে নিষ্ক্রান্ত দেখিল, তখনই তাহারা, তাহাদের দিকে গোলার পর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু এই গোলা সর্ব্বপ্রথম তাদৃশ কার্য্যকর হইল না। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সৈনিকেরা অক্ষত রহিল। হাবেলক, দূর হইতে সমভিব্যাহারী সেনানায়কদিগকে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মধ্যে, আপনার হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা, বিপক্ষের ব্যূহসন্নিবেশপ্রণালী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এখন সেনানায়কেরাও সেনাপতির নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইঙ্গরেজ সৈন্য অর্দ্ধ মাইল অগ্রসর হইলে, কাণপুরের সৈন্য, সর্ব্বপ্রথম যে দিকে গোলাবৃষ্টি করিতেছিল, সে দিকের পরিবর্ত্তে বিপক্ষের অন্যদিকে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। হাবেলক এ পর্য্যন্ত আপনাদের কামান সজ্জিত করিয়া গোলানিক্ষেপে উদ্যত হইলেন না। তিনি এবিষয়ে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যদল কর্ষিত ক্ষেত্র দিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার কামানসমূহও ঐ স্থান দিয়া, অতিকষ্টে পরিচালিত হইতে লাগিল। এই সময়ে, কাণপুরের সিপাহীরা উপর্য্যুপরি গোলাবৃষ্টি করিতেছিল। তাহাদের গোলা এরূপ তীব্রবেগে আসিয়া পড়িতে লাগিল যে, ইঙ্গরেজসৈন্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না। আপনাদের কামান দ্বারা, বিপক্ষের কামানের ক্ষমতা যাবৎ তিরোহিত না হয়, তাবৎ তাহারা, গমনে নিরস্ত থাকিল।

কিন্তু সিপাহীদিগের তোপ বন্ধ করা ইঙ্গরেজসৈন্যের অসাধ্য হইল। ইঙ্গরেজ, বিপক্ষদিগের তোপের সম্মুখে আপনাদের তোপস্থাপনে সাহসী হইলেন না। এ দিকে সিপাহীদিগের তোপ হইতে পুনঃ পুনঃ গোলাবৃষ্টি হইতেছিল। তাহাদের বাদ্যকরেরা উৎসাহসূচক বাদ্যধ্বনি করিয়া, তাহাদিগকে অধিকতর উৎসাহিত করিতেছিল। বাদ্যকরগণ ইঙ্গরেজের নিকটে যে সমরবাদ্যশিক্ষা করিয়াছিল, এখন তাহারা সেই সমরবাদ্যেই সিপাহীদিগকে ইঙ্গরেজের পরাজয়সাধনে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সেনাপতি হাবেলক অতঃপর সঙ্গীনের সাহায্যে বিপক্ষের তোপ অধিকার করিতে ইচ্ছা করিয়া, ইউরোপীয় পদাতিদিগকে অগ্রসর হইতে কহিলেন। তাঁহার স্কট্‌লণ্ডবাসী পদাতিসৈন্য অবিচ্ছিন্ন গুলিবৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইল। কিছুতেই তাহাদের গতিরোধ হইল না। তাহারা বিপক্ষের প্রায় একশত গজ অন্তরে আসিলে, সেনাপতি আক্রমণের আদেশ দিলেন। অমনি উন্মত্ত পদাতিগণ সঙ্গীন দ্বারা সিপাহীদিগের ব্যূহভেদে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা আর একবারও বন্দুকধ্বনি করিল না। কেবল সঙ্গীনে সঙ্গীনে বিপক্ষদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল। সেনাপতি হাবেলক সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কামান অধিকৃত হইল। সিপাহীরা পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী হইতে হটিয়া গেল। তাহারা বামদিকে বিতাড়িত হইলে তাহাদের অশ্বারোহী সহযোগীরা অগ্রসর হইল। তাহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিপক্ষদিগের পার্শ্বদেশ পরিবেষ্টিত করিল। যদি এই সময়ে কোন অভিজ্ঞ বীরপুরুষ তাহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ইঙ্গরেজসৈন্যের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত *। কিন্তু সুদক্ষ পরিচালকের অভাবে তাহারা ক্রমে স্বীয় দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। যদিও তাহাদের এক দলের পর আর এক দল হটিতে লাগিল, তথাপি তাহারা গুলিবর্ষণে নিরস্ত হইল না। ইঙ্গরেজ সেনানায়ক-দিগের একজন কোনরূপ অসমীক্ষ্যকারিতা দেখাইলে, অমনি আর একজন

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 377.*

বিদ্যুদ্‌বেগে আসিয়া তাঁহার সহায় ও সৎপথপরিচালক হইতে লাগিলেন *; কিন্তু সিপাহীদিগের মধ্যে এরূপ দূরদর্শী পরামর্শদাতা ছিল না; সুতরাং তাহারা অনেক সময়ে গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে লাগিল। এদিকে তেজস্বী শিখেরা যুদ্ধস্থলে ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষের ন্যায় পরাক্রমপ্রকাশ করিতে লাগিল। সিপাহীরা পরিচালকবিহীন হইয়া ইহাদের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। ক্রমে তাহারা দক্ষিণ দিকের দল হইতেও বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। কামানের পর কামান তাহাদের অধিকারচ্যুত হইল। নানা সাহেব কাণপুরের সৈনিকনিবাসের পথে একটি বৃহৎ কামান স্থাপিত করিয় ছিলেন। শেষে সিপাহীরা এই কামান হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল কিন্তু সেনাপতি হাবেলক পদাতিদিগের সঙ্গীনে ঐ কামান ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী অধিকার করিলেন। সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল দেখিয়া, নানা সাহে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল যুদ্ধ করিয়া, সিপাহীর নানাদিকে ধাবিত হইল। সেনাপতি হাবেলক কাণপুরের যুদ্ধে বিজয়ী হইলেন। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজের পক্ষে ১০৮ জন এবং সিপাহীদিগের ২৫০ জ হত ও আহত হইয়াছিল। সিপাহীরা যুদ্ধে বিলক্ষণ পরাক্রমপ্রকাশ করিয় ছিল। সঙ্গীনে সঙ্গীনে যুদ্ধের সময়ে তাহারা যথোচিত দৃঢ়তার পরিচ দিয়াছিল। তাহারা কামানের পার্শ্বে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয় গোলানিক্ষেপ করিয়াছিল †। এই যুদ্ধে সেনাপতি হাবেলক অশ্বারো সৈনিকে বলীয়ান্ ছিলেন না। তাঁহার কামানও এ যুদ্ধে কার্য্যকর হ নাই। তিনি কেবল পদাতিদিগের সঙ্গীনের বলে এই যুদ্ধে বিজয়শ্রী অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পদাতিদল বহুবিস্তৃত স্থানে পরস্পর বিচ্ছি হইয়া পড়িয়াছিল। যদি সিপাহীরা শৃঙ্খলাভ্রষ্ট না হইত, তাহা হই

* মেজর ষ্টিফেনসন্ আপনার সৈন্যদল লইয়া বিপক্ষের মধ্যে এরূপ স্থানে উপ হইয়াছিলেন যে, একটি গোলাতেই তাঁহার দল নির্ম্মূল হইত। অমনি মেজর নর্থ তাঁ পার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে সাবধান করেন। মেজর নর্থের পরামর্শে ষ্টিফেনসন্ সৈনিক সহ অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানে উপনীত হয়েন।—*Indian Empire. Vol. II. p., 377.*

† *Mutiny of the Bengal Army. p., 153.*

তাহারা বিপক্ষদিগকে নির্ম্মূল করিতে পারিত *। কিন্তু পরাজিত হইলেও সিপাহীরা, সাহস ও পরাক্রমের জন্য অতীতদর্শী ঐতিহাসিকের নিকটে প্রশংসালাভ করিবে। কাণপুরের যুদ্ধ পঞ্চনদের চিরপ্রসিদ্ধ ফিরোজসহরের যুদ্ধের শ্রেণীতে সমাবেশিত হইয়াছে †। সিপাহীরা যাহাদের নিকটে সমরকৌশল অভ্যাস করিয়াছিল, ঘটনাক্রমে উত্তেজিত হইয়া, আপনাদের স্বাধীনতারক্ষার জন্য তাহাদেরই বিধ্বংসে অগ্রসর হয়। তাহাদের প্রভুভক্তির অসম্মান হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের পরাক্রম, তাহাদের সাহস ও তাহাদের রণকৌশলের কখনও অনাদর হইবে না।

হাবেলকের সৈন্য ক্ষুৎপিপাসায় নিরতিশয় কাতর হইয়াছিল। রজনীসমাগমে তাহারা কাণপুরের সৈনিকনিবাসের ২ মাইল অন্তরে বিশ্রাম করিতে লাগিল। ১৭ই জুলাই প্রাতঃকালে, সেনাপতি সৈনিকদলসহ কাণপুর অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি কাণপুরের শোচনীয় ঘটনার বিবরণ জানিতে পারিলেন। চরেরা তাঁহার সৈনিকদলে আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি যাহাদের উদ্ধারের আশায় অগ্রসর হইতেছেন, তাহারা মানবের সমস্ত ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছে। বিবিঘরের মহিলা ও শিশুসন্তানেরা ঘাতকের হস্তে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। এই শোচনীয় সংবাদ অবিলম্বে সমগ্র সৈনিকদলে প্রচারিত হইল। তাহাদের জয়োল্লাস এই সংবাদে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সেনাপতি হাবেলক দুঃখিতহৃদয়ে সৈনিকদলসহ কাণপুরের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অগ্রগামী দল যখন সৈনিকনিবাসের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন দূরে ধূমস্তূপদর্শনে তাহাদের বোধ হইল, যেন মেঘরাশি ব্যোমযানের আকারে ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রচণ্ড শব্দ তাহাদের শ্রুতিগোচর হইল, তৎসঙ্গে তাহাদের পদতলস্থিত ভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, বিপক্ষেরা অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

* *Calcutta Review. Vol. XXXII. p, 30.*

† *Ibid. p. 30.*

ইঙ্গরেজের যে অস্ত্রাগার সিপাহীদিগের বলবৃদ্ধি করিয়াছিল, যাহার বৃহৎ বৃহৎ কামানের গোলায় ইঙ্গরেজ সৈন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল, তাহা এইরূপে বিধ্বস্ত হইল।

১৭ই জুলাই কাণপুরে আবার ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইল। হাবেলক কাণপুর অধিকার করিয়া, উদ্দীপনাময়ী ভাষায় আপনার সৈন্যের রণদক্ষতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রশংসা করিলেন। তাঁহার সৈনিকদলে অতিসার রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, কেহ কেহ প্রাণত্যাগ করিল। যুদ্ধে অনেকেই আহত হইয়াছিল, এখন আবার রোগে অনেকে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে হাবেলক সংবাদ পাইলেন যে, নানা সাহেব বিঠুরে সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন। এই সংবাদে তিনি চিন্তিত হইলেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার প্রশস্ত ললাটফলক আকুঞ্চিত ও মুখমণ্ডল পরিম্লান হইল। কিন্তু শেষে ইহা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সেনাপতি আশ্বস্ত হইলেন। তদীয় পরাক্রান্ত বিপক্ষ জয়াশায় বিসর্জ্জন দিয়া, আত্ম-গোপন করিলেন।

নানা সাহেব যুদ্ধস্থল হইতে কতিপয় সওয়ারের সহিত বিঠুরে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থলে অনুচরেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে প্রধান মন্ত্রণাদাতা মুসলমান সচিব পলায়নে উদ্যত হইলেন। নানা আর বিঠুরের প্রাসাদে থাকিতে সাহসী হইলেন না। তিনি অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাদিগের সহিত গঙ্গাপার হইয়া, পলায়নের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে, নানা সাহেব জাহ্নবীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। বোধ হয়, নানা সাহেব তীরবর্ত্তী উদাসীন গঙ্গাপুত্রদিগকে কহিয়াছিলেন, আমার নৌকা গঙ্গার মধ্যভাগে আসিলে যখন নৌকাস্থিত দীপ নির্ব্বাপিত হইবে, তখনই আমি গঙ্গার গর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিব। এই বলিয়া তিনি নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলে, নৌকাস্থিত দীপনির্ব্বাণ হইল। তীরবর্ত্তী লোকে ভাবিল, গঙ্গার গর্ভে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইয়াছে। কিন্তু নানা সাহেব অন্ধকারের মধ্যে অপরের অলক্ষিতভাবে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, পলায়ন করিলেন। কাণপুর ইঙ্গরেজের অধিকৃত হইল

নানা সাহেব বিঠুরের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন *। এখন ইঙ্গরেজের বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ উপস্থিত হইল।

ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষেরা সহিষ্ণুতা ও ধীরতার জন্য প্রসিদ্ধ নহে। যখন তীব্র মদিরা তাহাদের উদরস্থ হয়, ধমনীমধ্যে শোণিতপ্রবাহ উষ্ণ হইয়া উঠে, তখন তাহারা ভীষণ দানবের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে। নিরীহ পথিক তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হয়, নির্দ্দোষ গৃহবাসী তাহাদের আগমনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করে। নিঃসহায় পণ্যজীবী তাহাদের জন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। তাহারা স্বধর্ম্মাবলম্বী বিপক্ষের সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও, দানবপ্রকৃতির পরিচয় দিতে বিমুখ হয় না। কেহ আপনার সম্পত্তি, আপনার গৃহ বা আপনার স্বাধীনতারক্ষার জন্য, তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেই, তাহারা অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকে। তাহারা এ সময়ে দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয়। কোনও পাপকার্য্য তাহাদের সমক্ষে অসম্পন্ন থাকে না। স্ত্রী, পুরুষ কেহই তাহাদের নিকটে নিষ্কৃতিলাভ করে না। সেনাপতি হাবেলকের ইউরোপীয় সৈনিকেরাও এইরূপ কঠোর পাশবপ্রকৃতির বশীভূত হইয়াছিল। এ সময় কাণপুরে তাহাদের গভীর উত্তেজনাজনক বিষয়সমূহ নবীনভাবে রহিয়াছিল। তাঁহাদের স্বপক্ষীয়দিগের অবরোধস্থানের অনুচ্চ মৃৎপ্রাচীর বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের বিদগ্ধ সৈনিকনিবাসের ভস্মস্তূপ রহিয়াছিল। তাহাদের ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহপ্রাচীরে প্রচণ্ড গোলার আঘাতচিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। তাহাদের মহিলা ও বালকবালিকাদিগের শোণিতপ্রবাহে বিবিঘরের গৃহতল কর্দ্দমিত হইয়াছিল। উহার স্থানে স্থানে কুলকামিনীদিগের কেশগুচ্ছসমূহ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছিল, শিশুদিগের খেলনা, জুতা, টুপিপ্রভৃতি শোণিতস্রোতে রঞ্জিত ছিল। এক পার্শ্বে প্রাত্যহিক উপাসনার একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ হতভাগ্য অবরুদ্ধদিগের অন্তিমে অন্তর্যামী ভগবানের নিকটে কাতরতাপ্রকাশের পরিচয় দিতেছিল। সমাগত সৈনিকেরা অবরোধস্থানে গমন করিল, তথায় তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত ও অনুশোচনায় অধীর হইয়া উঠিল ; তাহারা

* কাণপুরের মাজিষ্ট্রেট সেরার সাহেব এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II. p, 390, note.*

বিবিঘরে উপনীত হইল, তথায় তীব্র যাতনানলে তাহাদের হৃদয়ের প্রতি স্তর দগ্ধীভূত হইল, প্রতিশিরায় শোণিতপ্রবাহ খরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রতিহিংসাবহ্নির জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত হইল। তাহারা একেই মদিরাপানে উন্মত্ত ও বিবেচনাশূন্য ছিল, এখন এইরূপ উত্তেজনাজনক বিষয়ে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, কাণপুরে কৃষ্ণবর্ণের অস্তিত্ববিলোপে উদ্যত হইল।

উন্মত্ত ইউরোপীয় সৈনিকগণ এই সময়ে কাণপুরে যেরূপ বিধ্বংসব্যাপার-সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদের দল আর কোন স্থলে, কোন সময়ে তাদৃশ ভীষণ কার্য্যসাধন করে নাই। ইতিহাসে তাহাদের যে সমস্ত অমানুষিক কার্য্যের বর্ণনা রহিয়াছে, কাণপুরের ঘটনা তৎসমুদয়কেই অতিক্রম করিয়াছে। এ সময়ে সৈনিকনিবাসে বা সহরে তাহাদের কোনও শত্রু ছিল না। নানা সাহেবের সৈন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া ছিল। তাহারা কোন্ দিকে কোন্ স্থানে গিয়াছিল, তাহা কেহই জানিত না। কিন্তু নির্দ্দয়প্রকৃতি ইউরোপীয় সৈনিকেরা উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষের সকলেই আপনাদের শত্রুর শ্রেণীতে নিবিষ্ট ও ভারতের সমগ্র নগরকেই কাণপুরের ন্যায় আপনাদের স্বদেশীয়দিগের শোণিতে রঞ্জিত মনে করিয়াছিল। তাহারা কাণপুরে বা উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই নানা সাহেবের অনুচর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কোনও বিষয়ের সত্যতানিরূপণে তাহাদের প্রবৃত্তি রহিল না; কাহারও নির্দ্দোষত্ব বা অপরাধের নির্ণয়ে তাহাদের মনোযোগ থাকিল না। তাহারা যাহাকে দেখিতে পাইল, অবলীলাক্রমে তাহারই শোণিতপাত করিতে লাগিল। স্ত্রী পুরুষ, বালকবালিকা, কেহই তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিল না। এই সময়ে বিভিন্ন স্থানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, উত্তেজিত ইউরোপীয় সৈনিকেরা কাণপুরে দশ হাজার অধিবাসিহত্যা করিয়াছিল*। এক জন ঈংরেজ ঐতিহাসিক ইহা অতিশয়োক্তিদূষিত

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p., 384.*

বলিয়াছেন *। স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা সমেত দশহাজার অধিবাসিহত্যা অতিশয়োক্তিদূষিত হইতে পারে, কিন্তু হাবেলকের প্রমত্তসৈন্য যে, অবাধে সংহারকার্য্যসম্পাদন করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে ইঙ্গরেজের শিবিরে কাণপুরের অতি অল্প লোকেই খাদ্য দ্রব্য লইয়া আসিত। অধিকাংশ অধিবাসীই ইঙ্গরেজ সৈনিকদিগের ভয়ে নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে আত্মগোপন করিয়াছিল, অনেকে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, অযোধ্যার দিকে গিয়াছিল। এক জনের অপরাধে তদ্দেশীয় সমুদয় ব্যক্তির দণ্ডবিধান অবশ্য ন্যায়সঙ্গত নহে। পশু প্রকৃতির বিনিময়ে, পশু প্রকৃতির পরিচয় দিলে, মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয় না। ইঙ্গরেজ সৈন্য নিঃসন্দেহ গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিল, যে হেতু তাহারা তাহাদের স্বদেশের কুলকামিনী ও শিশু সন্তানগণের শোণিতপ্রবাহ দেখিয়াছিল। তাহারা যাহাদের রক্ষার জন্য, অসহনীয় কষ্টভোগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহারা নিষ্ঠুরপ্রকৃতি লোকের হস্তে নিহত হইয়াছিল। যে দেশের লোকের হস্তে তাহাদের নিরীহ কুলকন্যা ও বালকবালিকাদিগের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেই দেশের সকলেরই শোণিতপাত করা তাহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিয়াছিল। দয়াধর্ম্মে তাহাদের প্রকৃতি উন্নত হয় নাই। ন্যায়পরতা তাহাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দেয় নাই। সুতরাং এইরূপ সর্ব্বসংহারকার্য্যে তাহারা লজ্জিত হয় নাই। কিন্তু যে সেনাপতি তাহাদের পরিচালনভারগ্রহণ করিয়াছিলেন, অধীন সৈনিকদলের ঈদৃশ পাশব ব্যবহার, ইতিহাসে অবশ্য তাঁহার লজ্জার কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তিনি সর্ব্বপ্রথম সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার মর্য্যাদারক্ষার জন্য কঠোর আদেশপ্রচার করিলে, তদীয় সৈন্য উন্মত্তভাবে সকলের প্রাণনাশ করিতে পারিত না। হাবেলক শেষে সৈনিকপুরুষদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সৈনিকেরা সর্ব্ববিধ্বংসের ন্যায় সর্ব্বস্ববিলুণ্ঠন করিতেছিল। কাণপুরে কাহারও জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। যেখানে যাহা পরিদৃষ্ট হইত, উন্মত্ত সৈনিকেরা তাহাই লুঠিয়া লইত। এদিকে তাহারা নিরন্তর মদ্যপানে আসক্ত হইয়াছিল। উগ্র

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p., 388, note.*

মদিরায় তাহাদের সমস্ত কুপ্রবৃত্তি অধিকতর তেজস্বিনী হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি হাবেলক সৈনিকদিগের পানদোষনিবারণ জন্য কাণপুরের সমস্ত মদ্য রসদবিভাগের জন্য ক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। আর তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতানিবারণ জন্য এক জন সামরিক বিচারক নিযুক্ত করিলেন। বিচারকের প্রতি এই আদেশ থাকিল যে, ব্রিটিশ সৈন্যের যে কেহ, লুঠতরাজ করিবে, তাহাকেই সামরিক পরিচ্ছদসহ ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দলের সেনানায়কেরাও স্ব স্ব দলের সৈনিকদিগের ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতার নিবারণ জন্য মনোযোগী হইলেন।

সেনাপতি হাবেলক অতঃপর সৈনিকনিবাসের উত্তরপশ্চিমদিকে, নবাবগঞ্জের নিকটে, দিল্লীগামী প্রশস্ত রাজপথরক্ষার জন্য, একদল সৈন্য-সন্নিবেশ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বিপক্ষেরা দলবদ্ধ হইয়া ঐ পথে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইবে, কিন্তু সে সময়ে বিপক্ষসৈন্য উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার সৈন্য স্থানান্তরে অপসারিত হওয়াতে অন্য বিষয়ে সুফল হইয়াছিল। এ স্থান হইতে তাহাদের মদের দোকানে মদ্যপানের সুবিধা ছিল না। এজন্য তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। সেনাপতি হাবেলক যখন সৈনিকদলের শৃঙ্খলাবিধান করিতেছিলেন, তখন সেরার সাহেব কাণপুরের মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভারগ্রহণ পূর্ব্বক সাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষায় মনোযোগী হইলেন। ১৮ই জুলাই মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কাণপুরে ইঙ্গরেজের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত ও ইঙ্গরেজের আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কোতোয়ালীতে আবার অনেকে মাজিষ্ট্রেট সেরার সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিল।

পরদিন বিঠুরে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। হাবেলক ইতঃপূর্ব্বে চরমুখে যে সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অধিক সৈন্য প্রেরণ আবশ্যক বোধ করিলেন না। নানা সাহেব পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুচরেরা আত্মগোপন করিয়াছিল। কেবল সুবাদার রামচন্দ্রপন্থের পুত্র নানা নারায়ণরাও বিঠুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নানা ধুন্দুপন্থের এই অনুচর স্বীয় প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন না। ধুন্দুপন্থ ইঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষে নানা সাহেব পলায়ন করিলে নানা নারায়ণরাও

ব্রিটিশ সেনাপতির অনেক সাহায্য করেন।* হাবেলক, নানা সাহেব ও তদীয় অনুচরবর্গের পলায়নসংবাদ ইঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়েন। যাহা হউক, বিঠুরের প্রাসাদ ও নানা সাহেবের ঐশ্বর্য্য এখন ব্রিটিশ সৈন্যের পদানত হইল। সৈনিকেরা বিঠুরের বহুমূল্য সম্পত্তিবিলুণ্ঠন করিল। প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী কূপসমূহে নানা সাহেবের স্বর্ণ বাসন, রৌপ্য ঘড়া প্রভৃতি পাওয়া গেল। শিখেরা পেশবা বাজীরাওর তিন লক্ষ টাকা মূল্যের মণিমুক্তাখচিত তরবারি প্রাপ্ত হইল †। নানা সাহেবের বিস্তৃত প্রাসাদ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এইরূপে কাণপুরের পেশবার প্রাধান্যের পরিসমাপ্তির সহিত তাঁহার সমস্ত আশার অবসান হইল। ইঙ্গরেজ আবার কাণপুরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যের হস্তে কাণপুর-বাসিগণ দলে দলে নিহত হইল। এই সময়ে আর একজন কঠোরহৃদয় ব্রিটিশ বীরপুরুষ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোরতা দেখাইবার জন্য, ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হইলেন।

সেনাপতি নীল হাবেলকের গমনের পর, এলাহাবাদরক্ষার বন্দোবস্ত ও কাণপুরে যাইবার জন্য সৈন্যসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বারাণসী হইতে কোনও সৈন্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। যে হেতু, তত্রত্য সৈনিক কর্ম্মচারী স্বীয় বলের অল্পতাপ্রযুক্ত, কাহাকেও পাঠাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, নীল এলাহাবাদরক্ষার জন্য যাহা যাহা করিতে হইবে, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করেন, এবং ঐ উপদেশলিপি, তাহার পরবর্ত্তী পদাধিকারীকে দিবার জন্য

* নানকচাঁদ নানা নারায়ণরাওকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন নানা নারায়ণ রাও নানা ধুন্দুপন্থকে গঙ্গার অপর তটে লইয়া গিয়াছিলেন। শেষে তিনি বিঠুরে প্রত্যাগত হয়েন। * * লোকে কহিয়াছে, নারায়ণরাও যদি প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে নানা ধুন্দুপন্থকে ধরিতে পারিতেন।" এইরূপ নারায়ণরাওর বিপক্ষে আরও অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু নানক চাঁদের কথা সকল স্থলে বিশ্বাসযোগ্য নহে। নানক চাঁদ লিখিয়াছেন, তিনি ১৭ই জুলাই কাণপুরের কোতোয়ালীর নিকটে সেনাপতি হাবেলক ও সেনাপতি নীলকে দেখিয়াছেন। কিন্তু সেনাপতি নীল ইহার তিন দিন পরে কাণপুরে উপনীত হয়েন।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 393, note.*

† *Martin, Indian Empire. Vol. II., p, 384.* কথিত আছে, নানা সাহেব আত্মহত্যার জন্য একটি বৃহৎ "রুবি" লইয়া পলায়ন করেন। পরে তিনি উহা দশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন।—*Story of Cawnpur, pp. 49, 50.*

কাপ্তেন হে সাহেবের নিকটে রাখেন। ১৫ই জুলাই প্রধান সেনাপতি তাঁহার নিকট তারে এইরূপ আদেশ প্রেরণ করেন "হাবেলকের শরীর তাদৃশ সুস্থ নহে। * * যদি হাবেলক কার্য্যে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে আপনি ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। আপনাকে ঐ স্থলে নিযুক্ত করা হইল। অতএব আপনি আপনার পরবর্ত্তী সৈনিক কর্ম্মচারীর হস্তে এলাহাবাদরক্ষার ভারসমর্পণ করিয়া, অবিলম্বে হাবেলকের সহিত মিলিত হইবেন।" প্রধান সেনাপতির এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, নীল ঐ দিন অপরাহ্ণে কাণপুরে যাত্রা করেন। তিনি ২০শে জুলাই প্রাতঃকালে কাণপুরে হাবেলকের সহিত সম্মিলিত হয়েন।

সেনাপতি হাবেলক নীলের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন। এই সময়ে, লক্ষ্ণৌ উত্তেজিত সিপাহীদলে পরিবৃত হইযাছিল; আগ্রা অবরুদ্ধ হইয়াছিল; দিল্লী সিপাহীদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। হাবেলক কালবিলম্ব না করিয়া লক্ষ্ণৌ যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি যখন গঙ্গা পার হইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, তখন নীল কাণপুরের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

কাণপুরের হত্যাকাণ্ডে অপরাধীদিগের অনুসন্ধান ও তাহাদের সমুচিত দণ্ডবিধান এখন নীলের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল। তিনি এলাহাবাদের অধিবাসিদিগকে কেবল ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন। কাণপুরে ফাঁসির সহিত আর এক অভিনব কঠোর দণ্ড সংযোজিত হইল। বিবিঘরের নিকটবর্ত্তী যে কূপে শবরাশি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, নীলের আদেশে সৈনিকেরা তাহা মাটিতে পূর্ণ করিয়া, সমাধিস্থানের ন্যায় করিল। কিন্তু নীল বিবিঘর পরিষ্কৃত করিবার আদেশ দিলেন না। বিবিঘরের শোণিতপরিষ্কারের ভার অপরাধীদিগের প্রতি সমর্পিত হইল। নীল শোণিতময় গৃহতল ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া দিলেন। ফাঁসির পূর্ব্বে হতভাগ্য অপরাধীরা নির্দ্দিষ্ট অংশ পরিষ্কৃত করিতে আদিষ্ট হইল। নীল এবিষয়ে জাতিবর্ণবিচার করিলেন না। সর্ব্বপ্রথম ষষ্ঠ-পদাতিদলের একজন স্থূলাবয়ব সুবাদারের হস্তে সম্মার্জ্জনী দেওয়া হইল। সুবাদার উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল; সুতরাং ফিরিঙ্গীর শোণিতপরিষ্কারে

সহজে সম্মত হইল না, অমনি তাহার পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত হইতে লাগিল। সুবাদার যাতনায় চীৎকার করিতে করিতে স্বহস্তে নির্দ্দিষ্ট অংশ পরিষ্কৃত করিল। অনন্তর তাহার ফাঁসির পর, তদীয় শব প্রকাশ্য পথের পার্শ্বে প্রোথিত হইল। কয়েক দিবস পরে আর কতিপয় ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া আনীত হইল। ইহাদের মধ্যে ইঙ্গরেজের দেওয়ানী আদালতের একজন মুসলমান কর্ম্মচারী ছিল। এ ব্যক্তিও আপত্তিপ্রকাশ করিল। পুনঃ পুনঃ কশাঘাতে শেষে এই হতভাগ্য মুসলমান জিহ্বাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট অংশের রক্ত চাটিয়া ফেলিল।

কঠোরহৃদয় ইঙ্গরেজ বীরপুরুষ এইরূপ কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে এই ভাবে আপনার অভিপ্রায়প্রকাশ করিয়াছিলেন— "দুই শতের অধিক কুলকন্যা ও শিশুসন্তান এই গৃহে (বিবিঘরে) আনীত হইয়াছিল। অনেকে নৌকায় নিহত হইয়াছিল। অনেকে অবরোধ-সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। যাহারা জ্বর, আমাশয় ও অতিসার হইতে বিমুক্ত ছিল, তাহারা এই স্থানে নিহত হয়। * * তাহাদিগকে প্রথমে অপকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হইত, এবং তাহাদের সহিত নিকৃষ্টভাবে ব্যবহার করা হইত। শেষে তাহাদিগকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ দেওয়া হইত। তাহাদের কার্য্যের জন্য ভৃত্যগণও নিযুক্ত হইয়াছিল। শেষ দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাদিগকে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল, পরক্ষণে দুরাচার দানবেরা তাহাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে। যাহারা ঐ স্থানে রোগে দেহত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের দেহ নিকটবর্ত্তী কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দুরাচারেরা যাহাদের হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের শবও ঐ কূপে নিক্ষেপ করে। আমি এই স্থানে আসিয়াই উক্ত গৃহ দেখিয়াছি। উহার স্থানে স্থানে মহিলা ও বালকবালিকাদিগের শোণিতরঞ্জিত ছিন্ন পরিচ্ছদ ও পাদুকা রহিয়াছে। মস্তকের বিচ্ছিন্ন কেশগুচ্ছ সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। যে গৃহে তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া, হত্যা করা হইয়াছিল, তাহার মেজে শোণিতে পরিলিপ্ত হইয়াছে*। ইহাতে কেহই আপনার হৃদয়গত বেদনা সংযত

* সেনাপতি হাবেলকের সমভিব্যাহারী মেজর নর্থও উক্ত স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

করিতে পারে না। যাহারা এরূপ কার্য্য করিয়াছে, কেইবা তাহাদের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে পারে? * * যে দণ্ডে ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে নিরতিশয় বেদনা অনুভূত হয়, আমি এই কার্য্যে তাহাদের সমক্ষে সেইরূপ দণ্ডবিধান করিতে ইচ্ছা করি *। এই দণ্ড হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের আপত্তি-জনক হইলেও বর্ত্তমান বিপদাপন্ন সময়ের সবিশেষ উপযোগী" *।

নীল যখন কাণপুরে উপনীত হয়েন, তখন উত্তেজিত শিখ ও ইউরোপীয় সৈনিকেরা অবাধে অপরের সম্পত্তিলুণ্ঠন করে। তাঁহার কঠোর আদেশে সৈনিকেরা শেষে ইহাতে নিবৃত্ত হয়। তিনি এই সময়ে, বিলুণ্ঠন ও পূর্ব্বোক্ত দণ্ডবিধান সম্বন্ধে তাঁহার একজন আত্মীয়কে লিখিয়াছিলেন, "এই স্থানে যে দিন আসিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমাকে শান্তি ও শৃঙ্খলার স্থাপন জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইতেছে। আমার উপস্থিতি-সময়ে সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠিত হইতেছিল, আমি শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিয়া উহা নিবারিত করিয়াছি। * * সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের ভৃত্যেরা সাতিশয় নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল। তাহাদের সকলেই নিম্নজাতির লোক। তাহারা আপনাদের প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের সম্পত্তিলুণ্ঠন করিয়াছে। যখনই কোন বিদ্রোহী ধৃত হইয়াছে, তখনই তাহার বিচার হইয়াছে। সে আত্মরক্ষার জন্য কোন প্রমাণ দিতে না পারিলে, অমনি তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। যে গৃহে কুলকামিনী ও শিশুসন্তানেরা নিহত হইয়াছিল, সেই গৃহের রক্ত এখনও দুই ইঞ্চ গভীর রহিয়াছে। আমি এই রক্তময় স্থানের নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রধান বিদ্রোহীদিগের দ্বারা পরিষ্কৃত করাইয়াছি। রক্তস্পর্শ করা উচ্চশ্রেণীর ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে সাতিশয় জুগুপ্সিত কার্য্য। তাহাদের মতে এ কার্য্যে তাহাদের আত্মা অনন্তকাল কষ্টভোগ করিয়া থাকে। তাহারা যাহাই

তাঁহারা যে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই বর্ণনায় পরিস্ফুট হয়।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II. p., 398., note,*

* *Ibid, p. 398,-399*

মনে করুক, এরূপ অপকার্য্যে এইরূপ শাস্তি দিয়া, ঐ বিদ্রোহীদিগকে আশঙ্কাগ্রস্ত করাই আমার উদ্দেশ্য"। * * * *

সেনাপতি নীল এতদ্দেশীয় ভৃত্যদিগের বিশ্বাসঘাতকতাসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, জানা যায় নাই। এই সকল ভৃত্য অবরোধের স্থানে আপনাদের প্রভুদিগের পার্শ্বে থাকিয়া কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছিল। তাহারা সেই স্থানে অকাতরে দেহত্যাগ করিয়াছে, তথাপি প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। বিশ্বস্ত আয়ারা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও শিশুদিগের পালন জন্য প্রভুপত্নীর পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে, তাহারাও ঐ সকল হতভাগ্য নিহত জীবের সহিত পূর্ব্বোক্ত কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে *। ফলতঃ, সেনাপতি নীল সবিশেষ না জানিয়া, এই সকল বিশ্বস্ত পরিচারকদিগকে অবিশ্বস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা যৎসামান্য বেতনের বিনিময়ে প্রভুর জন্য অকাতরে আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত হয়, তাহাদের তুল্য হিতৈষী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর নাই। ভারতবর্ষীয় ভৃত্যেরা উপস্থিত সময়ে এরূপ হিতৈষিতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি এ সময়ে গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিলেন, উত্তেজনার আবেগে তিনি হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ের হৃদয়েই নিদারুণ আঘাত দিতেও ত্রুটি করেন নাই। স্বহস্তে বিধর্ম্মীর শোণিতপরিমার্জ্জন ও শোণিতপরিলেহন নিরতিশয় বীভৎস ব্যাপার। সুসভ্য দেশের সুসভ্য সেনাপতি এই বীভৎস ব্যাপারের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিঃসন্দেহ হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মানুগত সংস্কারের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যাহাদিগকে বিপক্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাদের ফাঁসিতেও তাঁহার হৃদয় শান্ত হয় নাই। তিনি তাহাদিগকে নিরতিশয় নিন্দনীয়কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া, দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসার পরিচয় দিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে লোকে জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কাতেই বিচলিত হইয়াছিল। সেনাপতি নীল এই আশঙ্কা দূরীভূত না করিয়া বর্দ্ধিত

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p., 385.*

করিতেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সবিশেষ বিচারবিতর্ক না করিয়া, তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে উৎসন্ন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আপনার এই কার্য্য বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন সময়ে, তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই। কোনরূপে তাঁহার সঙ্কল্প বিফল হয় নাই, বা কোন অংশে তাঁহার জিঘাংসা, ন্যায়পরতায় ও ধীরতায় সংযত হইয়া উঠে নাই।

এদিকে নীলের উপস্থিতির পূর্ব্বেই কাণপুরের সৈন্যসন্নিবেশের স্থান সুরক্ষিত করিবার আয়োজন হইয়াছিল। খেয়াঘাটের অনতিদূরে, প্রায় ২০০ গজ দীর্ঘ ও প্রায় ১০০ গজ বিস্তৃত একটি উন্নত ভূখণ্ড মৃৎ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইতেছিল। সেনাপতি নীল উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহুসংখ্য শ্রমজীবী প্রাচীরনির্ম্মাণকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, সকলেই আপনাদের সামর্থ্যানুসারে কার্য্য করিতেছে। হাবেলকের নিরস্ত্রীকৃত অশ্বারোহী সৈনিকেরাও এই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। নীল হাবেলকের নির্দ্দিষ্ট স্থান উৎকৃষ্ট ও আত্মরক্ষার সবিশেষ উপযোগী বোধ করিলেন। প্রাচীরনির্ম্মাণে কোনরূপ বিলম্ব ঘটিল না। শ্রমজীবীরা প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে লাগিল। প্রতিদিনই প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইতে লাগিল। ইহারা এইরূপে এক মাসেরও কম সময়ে, সাত ফীট্ উচ্চ, আঠার ফীট্ বেধবিশিষ্ট ও অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত প্রাচীর প্রস্তুত করিল। এই অভিনব প্রাচীরের যথাযোগ্য স্থানে কামানসমূহ স্থাপিত হইল। সেনাপতি হাবেলকের সৈন্য অধিক ছিল না। তিনি কাণপুরের জন্য আপনার দল হইতে কোন সৈনিক পুরুষ রাখিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন। শেষে আকস্মিক বিপদের নিবারণের জন্য অনিচ্ছাসহকারে আপন দলের তিন শত সৈন্য রাখিয়া লক্ষ্ণৌর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ইঙ্গরেজের বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন ও শোণিতরঞ্জিত কাণপুরের রক্ষার উপায়বিধান হইল। ইঙ্গরেজ দীর্ঘকাল কাণপুরের নামে বিচলিত হইবেন। দীর্ঘকাল কাণপুর ইঙ্গরেজের হৃদয়ে ভয় ও ক্রোধ, অনুশোচনা ও বিদ্বেষের বিকাশ করিবে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল কাণপুরই হত্যাকাণ্ডের জন্য চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিবে না। যাহাদের

স্বদেশীয়েরা কাণপুরে নিহত হইয়াছে, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, পৃথিবীতে এরূপ ভয়াবহ পাপকার্য্য কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু ইতিহাস অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিবে। পূর্ব্বেও অসহায় সৈনিকদল আত্মসমর্পণ করিয়া, বিপক্ষের হস্তে নিহত হইয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকারা পূর্ব্বেও তাহাদের শত্রুগণের তরবারির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে*। যেখানে বিপ্লবের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই খানেই এইরূপ নিদারুণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। ১৬৪১ খ্রীঃ অব্দে আয়র্লণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীরা, কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হস্তে এইরূপ নিহত হইয়াছিল। ফ্রান্সে সেণ্টবার্থলমিউ পর্ব্বে হুগুইনট নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা বিপক্ষদিগের হস্তে এইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সিসিলির রাজধানীতে সায়ন্তন উপাসনাসময়ে বহুসংখ্য ফরাসী স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকাও উত্তেজিত লোকের তরবারির আঘাতে এইরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল†। মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে এইরূপ অনেক ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য জাতির ইতিহাসেও এরূপ ঘটনা বিরল নহে ‡। ইংরেজ যাহাদের

*Russell. Diary in India. Vol. II p, 163-164.

| খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অনেকে প্রচলিত কাথলিক ধর্ম্মমত পরিত্যাগপূর্ব্বক সংস্কৃতধর্ম্মানুশাসনপরিগ্রহ করিয়া হুগুইনটনামে প্রসিদ্ধ হয়েন। ইঁহারা ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দের আগষ্টমাসে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধিনায়ক হেন্‌রির বিবাহ উপলক্ষে ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরীতে উপনীত হয়েন। ফ্রান্সের ভূপতি, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার উত্তেজনায় ২৩ শে আগষ্ট ইঁহাদের হত্যায় সম্মতিপ্রকাশ করেন। ২৪ শে ও ২৫ শে আগষ্ট বহুসংখ্য হুগুইনট নিহত হয়েন। এইরূপে ছয় সপ্তাহে অনুমান ৫০০০ হুগুইনট ফ্রান্সে হত হইয়াছিলেন।

† ফ্রান্সের অন্তর্গত আঞ্জোনামক জনপদবাসী চার্লস ১২৬৬ খ্রীঃ অব্দে সিসিলির শাসনভারগ্রহণ করেন। ইঁহার আধিপত্যসময়ে সিসিলির অধিবাসীরা নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হয়। স্পেনের অন্তঃপাতী আরাগণ নামক স্থানবাসী পিড্রোকে রাজা করিবার জন্য সিসিলির অধিবাসীরা চার্লসের বিপক্ষে ষড়্‌যন্ত্র করে। একদা একজন ফরাসী সৈনিক সিসিলির একটি বধূকে, অপমানিত করাতে অধিবাসীরা প্রকাশ্যভাবে তত্রত্য ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ১২৮২ অব্দের ৩০ শে মার্চ্চ সিসিলির রাজধানী পলর্‌মোতে যখন সায়ন্তন উপাসনাকালীন ঘণ্টাধ্বনি হয়, তখন উন্মত্ত সিসিলিবাসীদিগের তরবারির আঘাতে ৮০০০ ফরাসী স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা প্রাণত্যাগ করে।

‡ Russell, Diary in India. Vol. II p, 164

উপর আধিপত্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারাই ইঙ্গরেজের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছিল। পরাধীন, পরধর্ম্মাক্রান্ত, কৃষ্ণবর্ণ জাতির হস্তে, আপনাদের কুলকন্যা শিশুসন্তানপ্রভৃতি নিপীড়িত, নিগৃহীত ও নিহত হওয়াতেই ইঙ্গরেজের মর্ম্মান্তিক ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা নিগর বলিয়া যাহাদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিতেন, তাহারাই যে, তাঁহাদের স্বদেশীয়গণের শোণিতপাতে অগ্রসর হইবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু শেষে এই অবজ্ঞার পাত্রেরাই দলে দলে অসি হস্তে করিয়া, তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এই অচিন্তনীয় ব্যাপারের জন্য ইঙ্গরেজ কাণপুরকে অসাধারণ ঘটনার রঙ্গভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু এক সময়ে এই নিগরদিগের সাহায্যেই ইঙ্গরেজ ভারতের রত্নসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, তাঁহাদের অবজ্ঞার পাত্র নিগরেরা সহায় না হইলে, তাঁহারা সহজে এই বহুসম্পত্তিপূর্ণ, বহুলোকাকীর্ণ ও বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডের সর্ব্বাধিপতি বলিয়া সম্পূজিত হইতে পারিতেন না। যাহারা এইরূপ সর্ব্বাধিপত্যস্থাপনে ইঙ্গরেজের সহায় হইয়াছিল, তাহাদের চিরপ্রচলিত অনুশাসন, চিরন্তন রীতিনীতি ও চিরাগত স্বত্বের মর্য্যাদারক্ষা হইলে ইঙ্গরেজ বোধ হয়, কাণপুরেও অক্ষতশরীরে থাকিতেন।

আর নানা সাহেব? ইঙ্গরেজ হয়ত চিরকাল নানা সাহেবকে নরাকারে ভীষণ শ্বাপদ বা ক্রূরপ্রকৃতি নরদানব বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু এই নরশ্বাপদ বা নরদানবই অনেক সময়ে তাঁহাদের স্বদেশীয়দিগের প্রতি যথোচিত সৌজন্যপ্রদর্শন ও করুণাপ্রকাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। আজিম উল্লা প্রভৃতি বিরোধী না হইলে কাণপুরের ইউরোপীয়েরা নিরাপদে ও অক্ষতদেহে এলাহাবাদে যাইতে পারিতেন। উত্তেজিত সিপাহীরা যখন ইউরোপীয় সৈনিকদিগের কোন অনিষ্ট না করিয়া, দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হয়, তখন আজিমউল্লার মন্ত্রণায় তাহারা কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আজিমউল্লা সতীচৌর ঘাটে হত্যার উপায় উদ্ভাবিত করেন*। এবিষয়ে নানা সাহেবের

* *Trevelian, Cawnpur. p. 226.*

সম্মতি ছিল না। স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইল বলিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজিমউল্লা প্রভৃতি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই, বা তাঁহার হৃদয়গত বেদনায় বিচলিত হয়েন নাই*। আজিমুল্লা, কাণপুরের সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। আজিমুল্লার মন্ত্রণায় পবিত্রসলিলা জাহ্নবী ইউরোপীয়দিগের শোণিতে রঞ্জিত এবং বিবিঘর অসহায় কুলকামিনী ও শিশুসন্তানের বিচ্ছিন্ন দেহনিঃসৃত রক্তধারায় পরিলিপ্ত হয়†। নানা সাহেব পারিষদবর্গের একান্ত বশীভূত ছিলেন। এক দিকে উত্তেজিত সিপাহীরা, আপনাদের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য না হইলে, তাঁহার শোণিতপাত করিবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতেছিল, অপর দিকে পারিষদেরা তাঁহার কোনও কথা না শুনিয়া, তাঁহার নামে আপনারাই ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। নানা সাহেব, দুই দিকে দুইটি প্রবলদলের মধ্যে পড়িয়া, সর্ব্বাংশে ক্ষমতাশূন্য হইয়াছিলেন। যে স্থানে তিনি কাহারও প্রতি দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ হইতেন, সেই স্থানেই তাঁহার কোন পারিষদ আসিয়া বাধা দিতেন। যে স্থানে কেহ কোন ইউরোপীয়কে অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার শিবিরে লইয়া আসিত, সেই স্থানেই তাঁহার পরিবর্ত্তে তদীয় কোন সভাসদ আসিয়া, অবরুদ্ধ হতভাগ্যের হত্যার বন্দোবস্ত করিতেন‡। এইরূপে কাণপুরে

* যখন ঘাটে হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তখন নানা সাহেব আপনার শিবিরে ছিলেন। তিনি এই কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই, বরং বলিয়াছিলেন "আমি ইঙ্গরেজদিগকে নিরাপদে এস্থান হইতে পাঠাইয়া দিতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সুতরাং তাহাদের হত্যায় কখনও সম্মত হইতে পারি না।" কিন্তু বাল সাহেব, আজিমুল্লা খাঁ ও দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলের মুসলমানেরা তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করে। তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা কোনরূপ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হই নাই, সুতরাং আমাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিব।—*Shephard, Cawnpur, Massacre, p. 107.*

† *Thomson, Story of Cawnpur, p. 213. Comp. Russell, Diary in India Vol. II. p. 167.*

‡ উপস্থিত গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠা দেখ।—২৯ শে জুন প্রাতঃকালে কয়েকটি বালক কাণপুরের গঙ্গার অপর তটে ক্রীড়া করিতেছিল। সহসা তাহারা একটি ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকে নিকটবর্ত্তী গর্ত্তে লুক্কায়িত দেখে। বালকেরা তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী পল্লীর কৃষকদিগের নিকটে লইয়া যায়। কৃষকেরা আবার তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের প্রধানের নিকটে গমন করে। তিনি ভারতবর্ষের কোন ভাষা জানিতেন না; এজন্য কেবল লক্ষ্ণৌর দিকে অঙ্গুলিপ্রসারণ করিয়া,

ইউরোপীয়দিগের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কথিত আছে, নানা সাহেব কোন কোন সময়ে হত্যাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং কোন কোন স্থলে স্বয়ং হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন*। কিন্তু যে স্থলে তাঁহার উপস্থিতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলে ঘটনার দর্শক, তাঁহার অনুপস্থিতির উল্লেখ করিয়াছে†। তিনি কোন হত্যাস্থলে উপস্থিত থাকিলে বা কোন সময়ে হত্যার আদেশ দিলেও তাঁহার তদানীন্তন অবস্থার বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। মানুষ যখন অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনে বিপক্ষের সম্মুখে সর্ব্বাংশে অসহায় ও অরক্ষণীয় হইয়া উঠে এবং যখন বিপক্ষের আক্রমণে তাহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়, তখন সে উত্তেজনায় অধীর ও নৈরাশ্যে উন্মত্ত হইয়া, বিপক্ষসংক্রান্ত সকলকেই সমূলে উৎসন্ন করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। হতভাগ্য নানা সাহেবেরও শেষে এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। ইতিহাসেও হতাশহৃদয়ের এই রূপ গভীর উত্তেজনার নিদর্শন বিরল নহে। যাহাহউক, নানা সাহেব,

আপনার গন্তব্য স্থান জ্ঞাপন করেন। পল্লীবাসীরা তাঁহাকে চিনি খাইতে দেয়। সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হওয়াতে তিনি উহা দুই হস্তে ভোজন করেন। সদাশয় কৃষকেরা তাঁহার দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া, তদীয় জীবনরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থানের কতিপয় ভূস্বামীর অনেকগুলি সশস্ত্র অনুচর আসিয়া উক্ত ইউরোপীয়কে অবরুদ্ধ করে। তাহারা ইউরোপীয়কে লইয়া কাণপুরে উপস্থিত হয়। তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি নানা সাহেবকে আনিতে গমন করে। কিন্তু নানা সাহেবের পরিবর্ত্তে বাবাভট্ট আসিয়া নানা সাহেবের নামে ঐ সকল সশস্ত্র ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়ের প্রাণসংহার করিতে বলেন। তাহারা কহে—"এই ব্যক্তির হস্তে অস্ত্রসমর্পণ করুন, এবং ইহাকে আমাদের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে বলুন; তাহা হইলেই আমরা আঘাতের বিনিময়ে ইহাকে আঘাত করিব। এ ভাবে হত্যা করিতে পারিব না।" এই সময়ে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের কতিপয় সিপাহী ঘটনাক্রমে এই স্থলে আসিয়া বাবাভট্টের আদেশপালন করে।—*Trevelian, Cawnpur, p. 276-277.*

* কথিত আছে. নানা সাহেবের বিঠুরের প্রাসাদে বিবি কার্টারনামে একটি গর্ভবতী ইউরোপীয় মহিলা অবরুদ্ধ ছিল। উক্ত মহিলা ঐ স্থানে একটি সন্তানপ্রসব করে। পেশবা বাজী রাওর বিধবা পত্নীগণ ইহার সহিত সদয়ব্যবহার করিতে ক্রটি করেন নাই। নানাসাহেব যখন বিঠুর হইতে পলায়ন করেন, তখন এই মহিলা ও তদীয় শিশুসন্তানের প্রাণসংহারের আদেশ দিয়াছিলেন। প্রাসাদরক্ষকেরা এই আদেশপালনে পরাঙ্মুখ হয় নাই।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II. p., 391, note.*

† উপস্থিত গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠা দেখ।

তাঁহার মুসলমান সচিবের মন্ত্রণায় পরিচালিত ও অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া আপনাদের প্রনষ্ট গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায়, ইঙ্গরেজের বিপক্ষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইঙ্গরেজ ইহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু অপরাধ গুরুতর হইলেও অপরাধীর শাস্তি লঘুতর হয় নাই। হতভাগ্য নানা সাহেব কঠোরতম শাস্তিই ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার বহুমূল্য সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছে, তাঁহার বিস্তৃত প্রাসাদ বিচূর্ণিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার সম্মান ও ক্ষমতা, এই বিনশ্বর জগতে নলিনীদলগত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চলভাবের পরিচয় দিয়াছে; আর তিনি সর্ব্বক্ষমতা হইতে পরিভ্রষ্ট, সর্ব্বসম্পত্তি হইতে বিচ্যুত ও আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, হয় ত, শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে বা বিপত্তিময় দুরারোহ পর্ব্বতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি এখন শান্তিসলিল প্রক্ষিপ্ত হউক ; তিনি এখন কঠোরহৃদয় ঐতিহাসিকের কঠোর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করুন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা—তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণামচিন্তাপূর্ব্বক এখন বিরুদ্ধবাদিগণ সমদর্শিতা ও উদারতারপরিচয় দিয়া, সহৃদয়দিগের বরণীয় হউন।

পরিশিষ্ট।

[ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের নামে, ইংরেজদিগের প্রতি জনসাধারণের বিদ্বেষ ও তাহাদের সাহস বর্দ্ধিত করিবার জন্য, যে সকল ঘোষণাপত্র ও আদেশপত্র প্রচারিত হয়, নানা নারায়ণ রাও তৎসমুদয় সেনাপতি নীলের হস্তে সমর্পণ করেন। কে সাহেব স্বপ্রণীত ইতিহাসে ঘোষণাপত্র ও আদেশপত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। উহার ভাবমাত্র এই স্থলে সঙ্কলিত হইল।]

৬ই জুলাই তারিখের ঘোষণাপত্র।

"কলিকাতা হইতে কাণপুরে এই মাত্র একজন পথিক উপস্থিত হইয়াছে। সে শুনিয়াছে, টোটাবিতরণের পূর্ব্বে হিন্দুস্থানীদিগের ধর্ম্মনাশের জন্য একটি সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতিতে এই প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সাত আট হাজার ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা পঞ্চাশ হাজার হিন্দুস্থানী বিনাশ করা হইবে, এবং অবশিষ্ট খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে। এই প্রস্তাব মহারাণী বিক্টোরিয়ার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। মহারাণীও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। পুনর্ব্বার আর এক সভার অধিবেশন হইয়াছে। ইঙ্গরেজ বণিকেরা এবিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। সভায় স্থির হইয়াছে যে, হিন্দুস্থানী ও ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা সমান করিতে হইবে। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কোনরূপ আশঙ্কা থাকিবে না। ইঙ্গলণ্ডের লোকে এই মত জানিয়া, তাড়াতাড়ি ৩৫ হাজার সৈন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহাদের যাত্রার সংবাদ কলিকাতায় পহুঁছিয়াছে। এতদ্দেশের সৈনিকদিগকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, কলিকাতার সাহেবেরা টোটাবিতরণের আদেশ দিয়াছে। সৈনিকগণ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, রাইয়তদিগকে উক্ত ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে বিলম্ব হইবে না। ঐ সকল টোটায় শূকর ও গাভীর বসা মিশ্রিত রহিয়াছে। যে কারখানায় উক্ত টোটা প্রস্তুত হয়, তথাকার বাঙ্গালীরা ইহা অবগত আছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা এবিষয় প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের এক জনের ফাঁসী হইয়াছে ও অবশিষ্ট কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছে। সাহেবেরা এখানকার আয়োজন করিয়াছে। ইউরোপের সংবাদ এই, তুরুস্কের দূত লণ্ডন হইতে সুলতানকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, পঁয়ত্রিশ হাজার লোক হিন্দুস্থানীদিগকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু-

স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। রুমের সুলতান—ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব অক্ষয় করুন —মিশরের শাহের নিকটে এই মর্ম্মে ফর্ম্মান পাঠাইয়াছেন, "আপনি মহারাণী বিক্টোরিয়ার মিত্র। কিন্তু এখন মিত্রতারক্ষার সময় নহে। আমার দূত লিখিয়াছেন যে, পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য হিন্দুস্থানের রাইয়ত ও সৈনিকদিগকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছে। অতএব এ সম্বন্ধে আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাতে উদাসীন হইলে আমি কি করিয়া, ঈশ্বরকে মুখ দেখাইব। আমাকেও হয়ত এক সময়ে এইরূপ দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। কারণ ইঙ্গরেজেরা যখন হিন্দুস্থানীদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছে, তখন আমার রাজ্যেও ঐরূপ চেষ্টা করিবে।"

"মিশরের অধিপতি এই ফর্ম্মান পাইয়া ইঙ্গরেজসৈন্যের উপস্থিতির পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের পথে আলাকৃজান্দ্রিয়া নগরীতে সৈন্যসন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজসৈন্য যে মুহূর্ত্তে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সেই মুহূর্ত্তেই শাহের সৈন্য সকল দিক হইতেই কামানের গোলা চালাইয়া, তাহাদিগকে বিনষ্ট ও তাহাদের জাহাজ নিমজ্জিত করিয়াছে। তাহাদের এক জন সৈনিকও পলাইতে পারে নাই।

"কলিকাতায় ইঙ্গরেজেরা টোটাবিতরণের আদেশপ্রচার করাতে যখন গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা লণ্ডন হইতে আগ্রহসহকারে আপনাদের সাহায্যকারী সৈন্যের আগমনপ্রতীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তিতে তাহারা অগ্রেই বিধ্বস্ত হইয়াছে। ঐ সকল সৈন্যের বিনাশসংবাদ পাইয়া গবর্ণর জেনেরল সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, এবং হতাশ হৃদয়ে শিরে করাঘাত করিয়াছেন।

'রজনীপ্রারম্ভে যেই ছিল অতিশয়
শক্তিমান্ ধনবান্ প্রভু সর্ব্বময়।
প্রভাতে হইল তার শিরোহীন দেহ,
মস্তকে মুকুট তার না দেখিল কেহ।
তপনের আবর্ত্তনে মাত্র একবার,
নাদির শা না রহিল কোন চিহ্ন তার।'

পেশবার রঞ্জিতোদ্যান হইতে প্রকাশিত।"

"কাণপুরের কোতোয়াল হুলাশ সিংহ সমীপে।

এতদ্দ্বারা আপনার প্রতি এই আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি আপ-

নার বিভাগের অধিবাসীদিগকে এই বিষয় জানাইবেন যে, যদি কেহ ইঙ্গরেজ-দিগের চৌকি, টেবিল, টীন বা ধাতুময় বাসন, অস্ত্র, বগীগাড়ী, ডাক্তারের সরঞ্জাম, ঘোড়া অথবা রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের লোহা, তার, কোট, জামা প্রভৃতি বিলুণ্ঠন করিয়া আপনার অধিকারে রাখে, তাহা হইলে সে, সেই সকল দ্রব্য বাহির করিয়া দিবে। যদি কেহ এই সকল দ্রব্যগোপন করে, এবং পরে তাহার বাটীতে অনুসন্ধান করিলে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যথোচিত শাস্তি হইবে। কাহারও গৃহে কোন ইঙ্গরেজ বা তাহাদের শিশুসন্তান থাকিলে সে ব্যক্তি বিনা জিজ্ঞাসায় তাহাদিগকে আনিয়া দিবে। যদি কেহ এ বিষয় গোপনে রাখে, তাহা হইলে তাহাকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

৪ঠা জিকদ, অথবা ২৪শে জুন, ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ।"

"রঘুনাথ সিংহ, ভবানী সিংহ প্রভৃতি সমীপে।

সীতাপুরের সৈনিকদলের (একচত্বারিংশ পদাতিদল) অধিনায়কগণ এবং সেকন্দ্রার প্রথম অশ্বারোহিদলের নায়েব রেসেলদার ওয়াজিদ আলিখাঁ।

সাদর সম্ভাষণ—আপনারা মীর পুনা আলির সঙ্গে যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা পহুঁছিয়াছে। আবেদনপত্রের বিষয় আমার গোচর হইয়াছে। আপনাদের সাহস ও পরাক্রমের সংবাদে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনারা নিরতিশয় প্রশংসার পাত্র। আপনারা এইরূপ কার্য্য করুন। লোকেও এইরূপ করিতে থাকুক। এখানে অদ্য (২৭শে জুন) শ্বেতপুরুষেরা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং সর্ব্বসংহারকের সংহারিণী শক্তিতে তাহারা সকলেই নরকে প্রবেশ করিয়াছে। এই ঘটনার সম্মান জন্য তোপধ্বনি হইয়াছে। আপনারাও এই বিজয়-ব্যাপারে তোপধ্বনি করিয়া আহ্লাদপ্রকাশ করিবেন। অধিকন্তু, আপনারা অবিশ্বাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করাতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কয়েক দিনের মধ্যে যখন এই বিভাগে শান্তি স্থাপিত হইবে, তখন যে সকল বিজয়ী সৈন্য এখন একটি বৃহৎ সৈনিক-দলে পরিণত হইতেছে, এবং প্রত্যহ যাহাদের দলবৃদ্ধি হইতেছে, তাহারা গঙ্গাপার হইয়া, যাবৎ আমি উপস্থিত না হইব, তাবৎ ঐসকল অবিশ্বাসীকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। শীঘ্রই এইরূপ ঘটিবে। আপনারা ঐসময়ে সাহস-প্রদর্শন করিবেন। মনে রাখিবেন, লোকের উভয় ধর্ম্মেই শ্রদ্ধা আছে।

ইহাদের যেন কখনও কোনরূপে ক্ষতি ও অনিষ্ট না হয়। ইহাদের রক্ষার জন্য যত্নশীল হইবেন এবং অভিযানের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন।

৪ঠা জিকদ, ২৭শে জুন, ১৮৫৭।"

"কোতোয়াল হুলাশ সিংহ সমীপে।

"ঈশ্বরের প্রসাদে এবং মহারাজের সৌভাগ্যে পুনা ও পান্নার সমস্ত ইঙ্গরেজ নিহত ও নরকে প্রেরিত হইয়াছে। দিল্লীর পাঁচ হাজার ইঙ্গরেজ, সম্রাটের সৈন্যের তরবারির আঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছে। মহারাজ এখন সর্ব্বত্রই জয়ী হইতেছেন। অতএব আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি এই আনন্দসংবাদ সমস্ত সহরে সমস্ত পল্লীতে ঢেঁটরা পিটাইয়া ঘোষণা করিবেন, যেন সকলেই ইহা শুনিয়া আমোদ করিতে পারে। এখন আশঙ্কার সমস্ত কারণ তিরোহিত হইয়াছে।"

৮ই জিকদ, ১লা জুলাই ১৮৫৭।

"অযোধ্যার অন্তর্গত ধুন্দিয়াখেরার তালুকদার বাবু রামবক্‌স্ সমীপে।

সাদর সম্ভাষণ—আপনার ৬ই জিকদ (২৯শে জুন) তারিখের আবেদন-পত্র পাঠ করিয়াছি। এইপত্রে ইঙ্গরেজদিগের হত্যা ও দুইজন কর্ম্মচারীর সহিত আপনার ভ্রাতা সুধানন সিংহের মৃত্যুসংবাদ আছে, এবং আপনি আপনার প্রগাঢ় কার্য্যতৎপরতার পুরস্কার স্বরূপ আমার অনুগ্রহপ্রার্থনা করিয়াছেন। আপনাকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, আমি আপনার এই ক্ষতিতে দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট মস্তক অবনত করা উচিত। অধিকন্তু, এই ঘটনা (আপনার ভ্রাতার মৃত্যু) আমার রাজত্বের কারণ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। অতএব আপনি আমার চিরকাল রক্ষণীয় থাকিবেন। আপনার কোন বিষয়ে ভয় নাই। আমার রাজত্বে আপনি অবশ্যই বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

১০ই জিকদ, ৩রা জুলাই, ১৮৫৭।"

"কোতোয়াল হুলাশ সিংহ সমীপে।

এলাহাবাদ হইতে ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে শুনিয়া, সহরের কতিপয় ব্যক্তি আপনাদের গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক পল্লীসমূহে আশ্রয়স্থানের অনুসন্ধান

করিতেছে। আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে, আপনি সহরে ঘোষণা করিবেন যে, ইঙ্গরেজদিগকে তাড়িত করিবার জন্য পদাতি, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা ফতেহপুর, এলাহাবাদ যেখানেই হউক, ইঙ্গরেজসৈন্য দেখিলেই তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবে। সকলেই যেন নিঃশঙ্কচিত্তে গৃহে থাকিয়া আপনাদের কার্য্য করে।

১২ই জিকদ, ৫ই জুলাই ১৮৫৭।"

"সৈনিকদলের অধিনায়কগণ সমীপে।

আমি আপনাদের উৎসাহ, সাহস, ও রাজভক্তিতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনাদের পরিশ্রম নিরতিশয় প্রশংসার যোগ্য। এখানে বেতন ও পারিতোষিকের যে হার অবধারিত হইয়াছে, আপনাদের জন্যও সেই হার অবধারিত হইবে। আপনারা নিশ্চিত হউন। যেরূপ প্রতিশ্রুতি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবে। অদ্য সকল শ্রেণীর সৈন্য লক্ষ্ণৌ যাইবার জন্য গঙ্গা পার হইবে। কাফেরদিগের হত্যা ও তাহাদিগকে নরকে প্রেরণের জন্য আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা হইবে। জয়লাভের জন্য আপনাদের উদ্যম ও সাহসের উপরই এখন সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করা যাইতেছে। এই আদেশপ্রাপ্তির পর আপনারা আপনাদের হস্তাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত পত্র দ্বারা আমাকে জানাইবেন যে, এই আদেশপত্রের সমস্ত বিষয় আপনাদের গোচর হইয়াছে, এবং আপনারা অবিশ্বাসীদিগের ধ্বংসসাধন জন্য আমার সহকারী হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। অস্ত্রাদির জন্য আপনাদের কোন ভয় নাই। গোলা, গুলি, বারুদ ও বৃহৎ বৃহৎ কামান, যাহা আবশ্যক হইবে, পাওয়া যাইবে। লক্ষ্ণৌর কোতোয়াল সরফ্‌উদ্দৌলা ও আলি বেগ এই সকল দ্রব্য যোগাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা আদেশানুরূপে কার্য্য করিবেন। যদি তাঁহারা কর্ত্তব্যসম্পাদন না করেন তবে আমায় জানাইবেন তাঁহাদের গুরুতর শাস্তিবিধান হইবে। আপনারা সকলেই সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিবেন। আপনাদের জয়লাভ হউক। আপনাদের বা আমার সন্দেহদোলায়মান হইবার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপে তাড়াতাড়ি জয়লাভের পর এলাহাবাদে যাইয়া জয়লাভ করিতে হইবে। ১৪ই জিকদ, ৭ই জুলাই, ১৮৫৭।"

"কাননগুই কল্কাপ্রসাদ সমীপে।

সাদর সম্ভাষণ—আপনার আবেদনপত্র পঁহুছিয়াছে। ইহাতে, আপনি

কঠোরভাবের পরিচয় দেন, সৈনিকবিভাগের মেজর্ হলমেস্ও সেইরূপ উগ্রভাব প্রদর্শন করেন। টেলর সাহেব পাটনার সমগ্র মুসলমান অধিবাসীকে গবর্ণমেণ্টের শত্রু মনে করিয়া, তাহাদের নিপাতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সেনানায়ক হল্মেস্ বিহারের অধিকাংশ স্থান আপনাদের বিপক্ষগণের আরাম-স্থল মনে করিয়া, ঐ সকল স্থানে সামরিক আইন প্রচার করিতে উদ্যত হই-লেন। তিনি ত্রিহুত, ছাপরা, চম্পারণ এবং আজিমগড় ও গোরক্ষপুর, এই কয়েকটি বিভাগ, উক্ত আইনের আমলে আনিবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অপর লোককে উত্তেজিত করিতে সচেষ্ট হইবে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ইত্যাদি করিবে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে লুকাইয়া রাখিবে, এবং চারি দিকে লুঠতরাজ করিবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। অধিকন্তু যাহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাদিগকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। মেজর হল্মেস্ বিভিন্ন বিভাগের মাজিষ্ট্রেট-দিগকে এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। মাজিষ্ট্রেটগণ অনুরোধরক্ষায় সম্মত হইলেন না। তাঁহারা লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণর হালিডে সাহেবকে এই বিষয় জানাইলেন। হালিডে সাহেব সিগৌলির সেনানায়কের কার্য্য আইনবিরুদ্ধ ও গবর্ণমেণ্টের অননুমোদিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কমিশনর টেলর সাহেব এবিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন নাই কেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিকটে কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল। কমিশনর লিখিলেন যে, যদিও তিনি জানিতেন, মেজর হল্মেস্ আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি তিনি উহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করা আবশ্যক বোধ করেন নাই; যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস যে, সামরিক আইন দ্বারা লোকের জীবন, সম্পত্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ-রূপে অব্যাহত থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট এই কৈফিয়তে বোধ হয়, সন্তুষ্ট হইলেন না। এদিকে মেজর হল্মেসও নিরাপদে রহিলেন না। টেলর সাহেব এবং সেনানায়ক হল্মেস, উভয়েই এতদ্দেশীয়দিগের শোণিতপিপাসু হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় নীলকরেরাও তাঁহাদের ন্যায় শ্বাপদপ্রকৃতির পরিচয় দিতেছিলেন। যাহারা অবিরত নরশোণিতপাতে সচেষ্ট থাকেন, তাঁহারা যে, সাধারণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতে পারেন না, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

লোকে অবিরত এইরূপ হিংসার কার্য্য দর্শনে আপনারা প্রতিহিংসাপর হইয়া উঠে। সেনানায়ক হল্‌মেসের অদৃষ্টে এইরূপ প্রতিহিংসার ফল ঘটিল। ৩০শে জুলাই অপরাহ্নকালে সেনানায়ক ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শকটারোহণে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় ১২গণিত দলের ৬ জন অশ্বারোহী অশ্বের বল্গা ধরিল এবং দেখিতে দেখিতে নিষ্কোষিত তরবারির আঘাতে সেনানায়ক ও তাঁহার স্ত্রীর মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ইহার পর উত্তেজিত সওয়ারগণ সিগৌলির অপরাপর ইউরোপীয়কেও নিহত করিল। এক জন এতদ্দেশীয়ের অসীম দয়ায় কেবল একটি অল্পবয়স্কা বালিকার জীবন রক্ষা হইল। সওয়ারদিগের অধিকাংশই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা লুঠতরাজ আরম্ভ করিল, ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, এবং দলবদ্ধ হইয়া, বিজয়োল্লাসে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। কতিপয় সওয়ার এই সঙ্কটকালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত ছিল। ইহারা বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহাদের কেহ কেহ অযোধ্যার যুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া, যথোচিত প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের যে অংশ দেখা যায়, সেই অংশেই পর্য্যায়ক্রমে দুইটি পরস্পরবিপরীত বিষয়ের নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। এক বার যে স্থল সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল, পরক্ষণে সেই স্থল তমোময়ী ছায়ায় সমাবৃত হইয়া উঠিল। পাটনাতে পর্য্যায়ক্রমে আলোক ও অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। কমিশনর টেলর সাহেব যখন মুসলমানদিগকে অবরুদ্ধ করেন, ফাঁসিকাষ্ঠে যখন মুসলমানদিগের দেহ বিলম্বিত হইতে দেখেন, তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার এইরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতায় সমগ্র বিহার নিরাপদ হইবে। শ্বেতপুরুষের প্রভাবদর্শনে লোকে আর উত্তেজনার পরিচয় না দিয়া, শান্তভাব অবলম্বন করিবে। তিনি এইরূপ মনে করিয়া, আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। গভীর বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই প্রসন্নতা দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। যে আলোকে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা শীঘ্র অন্তর্হিত হইল। আলোকের পরিবর্ত্তে গভীর অন্ধকারে তাঁহার মুখের মালিন্য ঘটিল। সেনানায়ক ডান্‌বার যখন আরায় সিপাহীদিগের ক্ষমতানাশে অসমর্থ হইলেন; কুমার সিংহের প্রাধান্য যখন সমস্ত

আরায় স্থাপিত হইল; তখন টেলর সাহেব দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইলেন; ভীষণ বিপ্লবে আপনাদের প্রাধান্য বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া, তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এখন পাটনা রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইল। তিনি জুলাই মাসে মজঃফরপুর, ছাপরা, গয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জেলার রাজপুরুষদিগকে আপনাদের রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া, পাটনায় আসিতে আদেশ দিলেন। কমিশনর সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে, আরার উদ্ধারসাধন অসম্ভব। কুমার সিংহের পরাজয়সাধনও অসাধ্য। এখন বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয়দিগকে পাটনা ও দানাপুরে একত্র করাই সঙ্গত। ইহাতে ইউরোপীয়দিগের বলবৃদ্ধি হইবে, এবং ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্যও অব্যাহত থাকিবে। যিনি এক সময়ে রাজপুরুষদিগকে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া, যে কোনরূপে হউক, প্রতিপক্ষের ক্ষমতা নাশ করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে ভয়াবহ বিপ্লবের করাল ছায়ায় দিশাহারা হইয়া, আপনার অধীন প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বহু অর্থ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দুশ্চরিত্র কয়েদীগণে পরিবৃত কারাগারসমূহ ফেলিয়া আসিতে আদেশ দিলেন।

কমিশনরের আদেশলিপি যখন মজঃফরপুরে উপস্থিত হয়, তখন ত্রিহুতের ইউরোপীয়গণ, দানাপুর ও সিগোলির সংবাদে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, অবিলম্বে সমগ্র বিভাগের লোকে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তাঁহারা দানাপুরের সেনাপতির নিকটে কতিপয় ইউরোপীয় সৈন্য পাঠাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। এই উদ্বেগের সময়ে মজঃফরপুরের ইউরোপীয়গণ যখন কমিশনর সাহেবের পত্র পাইলেন, তখন অবিলম্বে মজঃফরপুর পরিত্যাগ করাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল। মজঃফরপুরের মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিষেধবাক্যে কোন ফল হইল না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব টেলর সাহেবকে আপনার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার জন্য পাটনায় গমন করিলেন। মজঃফরপুর রাজপুরুষদিগের শাসনদণ্ড হইতে কিয়ৎকালের জন্য বিচ্যুত হইল। কিন্তু রাজপুরুষদিগের অনুপস্থিতিতে কোনরূপ বিপ্লবের আবির্ভাব হইল না। লোকে কোনরূপ উত্তেজনার নিদর্শন দেখাইল না। ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল না। কারাগারের কয়েদীগণ মুক্তিলাভ করিল

না। ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ ভস্মীভূত হইল না। সেনানায়ক হলমেসের অধীন কতকগুলি সওয়ার মজঃফরপুরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইউরোপীয়-দিগের গমনের অব্যবহিত পরে ইহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। কিন্তু এই সময়ে নজীবগণ আপনাদের কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হইল না। তাহারা সওয়ারদিগের আক্রমণে বাধা দিয়া, ধনাগার প্রভৃতি রক্ষা করিল। যদি নজীবগণ সওয়ারদিগের পক্ষ অবলম্বন করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইত। কয়েদীগণও মুক্তিলাভ করিয়া, সমগ্র স্থানের শৃঙ্খলা ও শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিত। কিন্তু নজীবগণ সওয়ারদিগের সহিত সম্মিলিত না হইয়া, দৃঢ়তার সহিত তাহাদের আক্রমণ পর্য্যদস্ত করে। সওয়ারেরা ধনাগার হস্তগত করিতে না পারিয়া, কতিপয় ইউরোপীয়ের গৃহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এদিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিশনর সাহেবকে বুঝাইতে না পারিয়া, তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি মজঃফরপুরে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন যে, নজীবদিগের অসীম প্রভুভক্তিতে ও বিশ্বস্ততাগুণে ধনাগারের প্রায় নয় লক্ষ টাকা সুরক্ষিত আছে। কারাগারে কয়েদীগণ পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিতেছে। নগরেও পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রহিয়াছে।

মজঃফরপুরের ন্যায় ছাপরাও বিপত্তিপূর্ণ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু এই বিপদের নিবারণের জন্য সাহায্যকারী সৈনিকের অসদ্ভাব ছিল না। নিকটে ৪৫ জন ইউরোপীয় এবং ১০০ জন শিখসৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। এই সকল সৈনিকপুরুষ থাকিলেও, ছাপরার রাজপুরুষগণ কমিশনর টেলর সাহেবের আদেশানুসারে নগর পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ঘটনাস্থলে এক জন রাজভক্ত, তেজস্বী মুসলমানের আবির্ভাব হইল। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ যখন স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন; ধনাগার, কারাগার, কাছারি প্রভৃতি যখন অরক্ষিত অবস্থায় থাকিল; স্থানীয় লোকে যখন রাজপুরুষদিগের আতঙ্ক দেখিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল; তখন কাজী রমজান আলিনামক এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান নির্ভীকচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি আপনার ইচ্ছায় ছাপরার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সাহস ও উদ্যম কোনরূপে ব্যাহত হইল না। তিনি নিয়মিতরূপে কাছারি করিতে লাগিলেন, ধনাগার প্রভৃতি রক্ষণীয় স্থান রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত উত্তেজনার সময়ে সর্ব্বত্র শান্তি

অব্যাহত রাখিলেন। ইংরেজেরা পলায়ন করিলেও, কাজী সাহেবের এইরূপ সাহসসহকৃত উত্তমে ছাপরায় কোনরূপ গোলযোগ ঘটিল না। ইংরেজেরা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন রমজান আলি তাঁহাদের হস্তে পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলা-সম্পন্ন কাছারি, ধনাগার, কারাগার প্রভৃতি সমর্পণ করিলেন।* কমিশনর টেলর সাহেব যখন পাটনার মুসলমানদিগকে নিপীড়িত বা নিহত করিতে-ছিলেন, তখন ছাপরার এক জন সদাশয় মুসলমান আপনার রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততার একশেষ দেখাইলেন। উপস্থিত সময়ে ইংরেজ রাজপুরুষগণ, অনেক স্থলে এতদ্দেশীয়দিগের এইরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় পাইতেছিলেন। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদের বিপত্তিময় জ্ঞানাভিমান পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের এইরূপ অহম্মুখতার জন্যই অনেক স্থলে লোকের উত্তেজনার বৃদ্ধির সহিত ঘোরতর অশান্তির উৎপত্তি হয়।

সাহসী নজীবদিগের রাজভক্তিতে মজঃফরপুরে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিল না। এক জন বিশ্বস্ত মুসলমানের অপূর্ব্ব তেজস্বিতায় ছাপরায় শান্তি-ভঙ্গ হইল না। এই দুই স্থানের ইংরেজ রাজপুরুষেরা যখন আপনাদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তখন এতদ্দেশীয়গণ পরের জন্য অসীম কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করেন। গয়াতেও এইরূপ রাজভক্তির নিদর্শন লক্ষিত হয়। অধিকন্তু গয়ার এক প্রধান রাজপুরুষ ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত না হইয়া, ধনাগারের রাশীকৃত অর্থ রক্ষা করেন। গয়া, পাটনা হইতে ৫৫ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ২৬৫ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থান হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে একটি প্রধান পুণ্যতীর্থ বলিয়া সম্মানিত হইতেছে। যে স্থানের অন্তঃসলিলবাহিনীর তটদেশে পিণ্ড দিলে পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারসাধন হয়, যে স্থানের পবিত্র বৃক্ষতলে, গভীর সাধনাবলে শাক্যসিংহের সিদ্ধিলাভ ঘটে, সে স্থলের প্রতি হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় সম্প্রদায়ই অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করে। এই তীর্থস্থানে সময়ে সময়ে অনেক হিন্দুর সমাগম হয়। অনেক সম্পত্তিশালী জমীদার এই স্থানে অবস্থিতি করেন। নানা দেশের

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 407. Comp. Patna Crisis. p. 87.*

নানা ভাবের লোক উপস্থিত হওয়াতে, এই স্থানে নানারূপ অদ্ভুত গল্প প্রচারিত হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে এই স্থানে ৮৪গণিত পদাতিদলের ৪০জন সৈনিক পুরুষ এবং ১১৬ জন শিখ অবস্থিতি করিতেছিল। মণি সাহেব এই স্থানের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি দানাপুরের সংবাদ পাইয়া, গয়া রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হয়েন। দানাপুরের সিপাহীদিগের উত্তেজনার সংবাদে গয়ার লোকের মধ্যে অনেকের উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়। গয়ার অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আবার সংবাদ পাটনায় উপস্থিত হওয়াতে টেলর সাহেব পূর্ব্বোক্ত আদেশ প্রচার করেন। মাজিষ্ট্রেট মণি সাহেবের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, যদি কুমার সিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়েন, তাহা হইলে সমগ্র বিহারের অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবে। এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুমার সিংহের অভ্যুত্থান এবং ডান্‌বারের পরাজয়ের সংবাদে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি আপনার আবাসগৃহে বসিয়া, নজীবদিগের সুবাদারের সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে কমিশনরের পত্র তাঁহার নিকটে পঁহুছিল। কমিশনর কি লিখিয়াছেন, সুবাদার জানিতে চাহিলেন, মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে সহরের ইউরোপীয়দিগের নিকটে সংবাদ প্রেরিত হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে ইউরোপীয়গণ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কমিশনরের আদেশানুসারে তাঁহাদের পাটনাই যাওয়া সিদ্ধান্ত হইল। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া, ধনাগারের প্রায় সাত আট লক্ষ টাকা, দুশ্চরিত্র কয়েদীগণে পরিপূর্ণ কারাগার প্রভৃতি ফেলিয়া, পাটনার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দারোগা এবং নজীবদিগের সুবাদারের উপর সহরের রক্ষার ভার রহিল।

ইউরোপীয়গণ অশ্বারোহণে দুই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে হোলিংস্ নামক এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর মানসিকভাব পরিবর্ত্তিত হইল। ইনি অহিফেনবিভাগে কর্ম্ম করিতেন। হোলিংস্ সাহেব আপনাদের কাপুরুষতায় নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। গয়ারক্ষার ভার ইঁহার উপর না থাকিলেও, ইনি এইরূপ ভীরুজনোচিত কার্য্যে একান্ত অনুতপ্ত হইলেন। ইঁহার ভাবান্তরদর্শনে মাজিষ্ট্রেট মণি সাহেবেরও ভাবান্তর ঘটিল। এই দুইটি সাহসী পুরুষ গয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিরক্ষায়

কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন অপরাপর ইউরোপীয় গয়ার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, পাটনার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন মণি এবং হোলিংস্ সাহেব গয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। গয়া পূর্ব্ববৎ সুশৃঙ্খল ছিল। ধনাগারের অর্থরাশি পূর্ব্ববৎ সুরক্ষিত ছিল। কয়েদীগণ পূর্ব্ববৎ কারাগারে আবদ্ধ ছিল। অস্ত্রধারী নজীব এবং অনুত্তেজিত অধিবাসিগণ পূর্ব্ববৎ রাজভক্তির পরিচয় দিতেছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব গয়ার এইরূপ শৃঙ্খলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সন্তুষ্টচিত্তে গবর্ণমেণ্টের অর্থ স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পাটনার পথ নিরাপদ ছিল না। এদিকে সাধারণের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, কুমার সিংহ সৈনিকদল লইয়া, গয়ার অভিমুখে আসিতেছেন। এই সংবাদে সাধারণে অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব টাকা লইয়া, পাটনার পরিবর্ত্তে কলিকাতায় যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কলিকাতা অধিকতর দূরবর্ত্তী হইলেও, বিঘ্নবিপত্তির সম্ভাবনা না থাকাতে, ঐ দীর্ঘতর পথই মাজিষ্ট্রেটের অবলম্বনীয় হইল। মাজিষ্ট্রেট, গাড়িপ্রভৃতি সংগ্রহ করিবার আদেশ দিলেন। গয়ার নিকটবর্ত্তী হাজারীবাগের সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এজন্য সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া, মহারাণীর ৬৪গণিত দলের কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ সংগ্রহ করিলেন। ৪ঠা আগষ্ট সকলে কলিকাতায় যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে নজীবেরা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। কয়েদীগণ কারাগার ভগ্ন করিয়া বহির্গত হইল। মাজিষ্ট্রেট মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, অশ্বারোহণে কোম্পানির অর্থসংরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিকদিগের সহগামী হইলেন। ঐ দিন রাত্রিকালে নজীব এবং কারাগারবিমুক্ত কয়েদীগণ, অর্থাপহরণমানসে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অভীষ্ট বিষয়লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোম্পানির অর্থ লইয়া, কলিকাতায় উপনীত হইলেন। গবর্ণর-জেনেরল তাঁহার এবং হোলিংস্ সাহেবের সাতিশয় সুখ্যাতি করিলেন। এইরূপ সঙ্কটকালে, এইরূপ সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বহু অর্থ রক্ষা করাতে, ইঁহারা উভয়েই গবর্ণমেণ্টের নিকটে সম্মানিত হইলেন।

অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে গয়ার মাজিষ্ট্রেট, যখন প্রধানতম শাসনকর্ত্তার একান্ত অনুগ্রহভাজন হইলেন, তখন পাটনায় টেলর সাহেবের অধঃপতন হইল।

বিহারে সামরিক আইনপ্রচার এবং পাটনার মুসলমানগণের ফাঁসি হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষ কমিশনর সাহেবের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। ইহার পর কমিশনর সাহেব, যখন আপনার অধীন বিভাগের রাজপুরুষদিগকে পাটনায় উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষের অসন্তোষ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। টেলর সাহেব আগষ্ট মাসে কমিশনরের পদ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। টেলর সাহেবের ক্ষিপ্রকারিতা ছিল; কর্ম্মক্ষমতা, উৎসাহ ও সাহস ছিল। তিনি এক সময়ে রাজপুরুষদিগকে স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দেন। কিন্তু শেষে আরার ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে সাতিশয় ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয়দিগকে এক কেন্দ্রে একীভূত করিয়া, আত্মরক্ষায় উদ্যত হয়েন। তাঁহার এই উদ্যম অসময়ে অভিব্যক্ত হওয়াতে প্রশংসনীয় হয় নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মজঃফরপুর ও ছাপরাতে কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ইংরেজদিগের অভাবেও, এক জন কর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ছাপরায় শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। কমিশনর সাহেবের বিবেচনাদোষে কুমার সিংহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। কুমার সিংহ বিরোধী না হইলে, বোধ হয়, টেলর সাহেব আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া, বিভাগীয় রাজপুরুষদিগকে তাঁহাদের রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিতেন না। যাহা হউক, টেলর সাহেবের ধীরতার অভাবেই তাঁহার অধঃপতন ঘটিয়াছে। ধীরতার অভাব প্রযুক্ত তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে নিন্দিত ও উচ্চপদ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছেন। ইহার পর দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও, তিনি পূর্ব্বতন সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

টেলর সাহেব পদচ্যুত হইলে, সামুয়েল্‌স্ সাহেব পাটনার কমিশনর হয়েন। যাবৎ তিনি উপস্থিত না হয়েন, তাবৎ পাটনার জজ ফার্‌কুহর্‌সন সাহেবের হস্তে কমিশনরের কার্য্যভার সমর্পিত হয়। টেলর সাহেবের ব্যবহারে পাটনার লোকে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশঙ্কায় একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এখন টেলর সাহেব পদচ্যুত হওয়াতে, তাঁহারা নিরুদ্বেগ হইলেন। এদিকে সাধারণকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে ফাঁসি কাষ্ঠ সকল অপসারিত হইতে লাগিল। যে সকল নিরীহ

মুসলমান অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা মুক্তি লাভ করিল। লোকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে না পারে; মুসলমানেরা উত্তেজিত না হইয়া, প্রশান্তভাবে থাকিতে পারে, এজন্য লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণর মুন্সী আমীর আলি নামক এক জন কর্ম্মদক্ষ মুসলমান উকীলকে কমিশনর সামুয়েল্‌সের সহকারী করিলেন। এইরূপ উচ্চতর পদে এক জন ভারতবাসীর নিয়োগ হওয়াতে কলিকাতার ইউরোপীয়সম্প্রদায় আবার চীৎকার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অসঙ্গত চীৎকারে কোন ফল হইল না। মুসলমানের পবিত্র পর্ব্ব মহরম সমাগত হইল। মুন্সী আমীর আলির কার্য্যনৈপুণ্যে এই উৎসবে শান্তিভঙ্গ হইল না। পাটনার মুসলমানগণ আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম সম্পন্ন করিল। তাহাদের মধ্যে উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হইল না। এ সময়ে তাহারা উন্মত্তভাবে কাফেরের শোণিতপাতে অগ্রসর হইল না। এইরূপ উত্তেজনার সময়ে পাটনার এইরূপ প্রশান্তভাবের বিবরণ শুনিয়া, উদ্ধত ইউরোপীয়গণ আপনাদের অযথা চীৎকারে আপনারাই লজ্জিত হইলেন।

বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশের আরও কোন কোন স্থানে সিপাহীদিগের মধ্যে উত্তেজনার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই উত্তেজনায় প্রকৃতপ্রস্তাবে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টকেও এই উত্তেজনাপ্রযুক্ত তাদৃশ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই। ইহার বিবরণ এই স্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। সাঁওতাল পরগণার মধ্যে দেবঘর হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। অনেক তীর্থযাত্রী এই স্থানে সমাগত হইয়া, মহাদেবের আরাধনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে। গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ উত্তেজনা ঘটিয়াছিল, সেরূপ উত্তেজনার নিদর্শন দেবঘরে পরিদৃষ্ট হয় নাই। এই স্থানের অধিবাসিগণ প্রশান্তভাবে ছিল। এই স্থানের তীর্থযাত্রিগণ পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে ধীরভাবে আরাধ্য দেবের পূজায় ব্যাপৃত ছিল। এই স্থানের রাজপুরুষগণ কোনরূপ বিপ্লবের সূচনা না দেখিয়া, নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিলেন। দেবঘরের নিকটবর্ত্তী রোহিণীতে ৫গণিত অনিয়মিত অশ্বারোহিদল অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের চিহ্ন দেখা যায় নাই। ইহারা কোন সময়ে অধিনায়কের আদেশের বিরুদ্ধাচরণে

উদ্যত হয় নাই। ইহাদিগকে কোন সময়ে কোনরূপে সামরিক শৃঙ্খলা-নাশের জন্য উত্তেজিতভাবে দলবদ্ধ হইতে হয় নাই। ইহারা শান্তভাবে আপনাদের কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল। ইহাদের অধিনায়কগণ নিশ্চিন্তমনে আপনাদের সৈনিকদলের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ১২ই জুন সন্ধ্যাকালে এই অশ্বারোহিদলের অধিনায়ক মাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ আপনার বাঙ্গালার বারেন্দায়, অন্যতর সেনানায়ক স্যার নরমান্ লেস্‌লি এবং ডাক্তার সাহেবের সহিত বসিয়া, নিরুদ্বেগে নানারূপ গল্প করিতে করিতে চা পান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনটি অস্ত্রধারী পুরুষ বিদ্যুৎবেগে তাঁহাদের নিকটে আসিল। নিমেষের মধ্যে এক ব্যক্তি অধিনায়কের মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিল। ডাক্তার সাহেবও আহত হইলেন। অস্ত্রাঘাতে লেস্‌লি সাহেবের পৃষ্ঠদেশ হইতে বক্ষোদেশ পর্য্যন্ত ছিন্ন হইল, এই হতভাগ্য সৈনিকপুরুষ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিলেন না। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। অধিনায়ক ও ডাক্তার সাহেব এই আকস্মিক অস্ত্রাঘাত হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। ইঁহারা আক্রমণকারীদিগকে চিনিতে পারিলেন না। ৫গণিত অশ্বারোহিদলের সওয়ারেরা যে, এই কার্য্য করিয়াছে, তদ্বিষয়ে ডাক্তার সাহেব সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আক্রমণকারীরা যেরূপ ত্বরিতবেগে উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপ নিমেষমধ্যে আপনাদের কার্য্যসাধন করিয়াছে। তাহাদের দেহে সামরিক পরিচ্ছদ ছিল না। সুতরাং আক্রান্তগণ তাহাদিগকে সওয়ার বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। এতদ্দেশীয় আফিসারগণ অপরাধীদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সন্দেহক্রমে তিন ব্যক্তি ধৃত হইল। ইহাদের দুই জনের পরিধেয় বস্ত্র শোণিতরঞ্জিত ছিল। এক জন স্বীকার করিল যে, তাহার অস্ত্রাঘাতে লেস্‌লি সাহেবের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। এইমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, অধিনায়ক মাকডোনাল্‌ড্‌ তাহাদিগকে ফাঁসি দিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে তিনি অভীষ্ট কার্য্য-সম্পাদনের আয়োজন করিলেন। তিন জনকে হাতীর উপর চড়াইয়া ফাঁসিকাষ্ঠের নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। জল্লাদেরা পর্য্যায়ক্রমে এক এক জনের গলদেশ রজ্জুবদ্ধ করিল। ইহার পর পর্য্যায়ক্রমে এক একবার হাতী চালাইয়া দেওয়া হইল। তিন বারে তিনটি শোচনীয়দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দেহ

ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল। তিন জন সওয়ারের জীবননাশ করিলেও, মেজর্ মাক্‌ডোনাল্ড্ অপরাপর সওয়ারকে সাতিশয় বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ধারণা অমূলক হয় নাই। সওয়ারগণ আহত ও অরক্ষিত ইউরোপীয়দিগের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করে নাই। এই সময়ে তাহাদের অধিনায়ক আহত হইয়াছিলেন। আঘাতজনিত প্রচণ্ড জ্বরে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেবও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সওয়ারগণ বিদ্বেষভাবে পরিচালিত হইলে অনায়াসে ইঁহাদের ক্ষমতা নাশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা আপনাদের প্রশান্তভাবে ও প্রভুভক্তিতে বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহাদের অধিনায়ক আক্রান্ত ও আহত হইলে, তাহারা সমস্ত রাত্রি আহতদিগের গৃহদ্বারে বসিয়া প্রহরীর কার্য্য করে। ইহার পর তাহারা তিন মাস কাল এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। তাহাদের অধিনায়ক এইরূপ বিশ্বস্তভাবে এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন, আঘাতজনিত জ্বরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়, তাহাও ভাল, তথাপি তিনি এই বিশ্বস্ত সৈনিকদলের পরিচালনার জন্য অপর কাহাকেও স্বকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দিবেন না। তাঁহার প্রস্তাবক্রমে সদর সৈনিকনিবাস রোহিণী হইতে ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হয়। জুলাই মাস পর্য্যন্ত সওয়ারেরা ভাগলপুরে শান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করে। শেষে আগষ্ট মাসে ইহাদের ভাবান্তর ঘটে। এই সময়ে দানাপুর ও আরার সংবাদ চারি দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। চারি দিকের সিপাহীগণ দানাপুরের দানবপ্রকৃতি ইউরোপীয় সৈনিকদিগের নিষ্ঠুরতার বিবরণ শুনিয়া, আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল। এই সর্ব্বব্যাপী আতঙ্কের সময়ে যেখানে যে সিপাহীদল, ইংরেজ সৈনিকপুরুষদিগকে সমাগত হইতে দেখিত, সেইখানেই তাহারা সর্ব্ববিধ্বংসের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিত। ১৫ই আগষ্ট একখানি জাহাজ ভাগলপুরের নিকটে আসিয়া নোঙ্গর করে। এই জাহাজে সেনাপতি আউট্রাম ছিলেন। এই সময়ে দুই জন উত্তেজিত সওয়ার ভাগলপুরের ৫গণিত সওয়ারদলকে কহে যে, রাত্রিতে তাহারা আক্রান্ত ও নিরস্ত্রীকৃত হইবে। এই কথায় সওয়ারগণ স্থির থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের দ্রব্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। এইরূপে একদল বিশ্বস্ত সৈন্য ইংরেজের পক্ষ পরিত্যাগ করে।

কথিত আছে, রোহিণীতে যে তিন জনের ফাঁসি হয়, তাহাদের এক জনের পিতা আপন দলের বিশ্বস্ততা দেখাইবার জন্য, স্বকীয় পুত্রকে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিতেও বিমুখ হয় নাই।*

কর্তৃপক্ষ যখন উপস্থিত বিপ্লবের শান্তির জন্য যথোপযুক্ত ইউরোপীয় সৈন্য-সংগ্রহে একান্ত অসমর্থ ছিলেন, তখন বিভিন্ন স্থানের সিপাহীদল ইউরোপীয় সৈন্যকর্তৃক নিরস্ত্রীকৃত ও নিহত হইবার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট স্থানান্তর হইতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে ইউরোপীয় সৈন্য আনিতে পারেন নাই। অথচ সিপাহীগণ প্রতিমুহূর্ত্তে ইউরোপীয় সৈন্যের সমাগমে আপনাদের অবমাননা বা নিধনের আশঙ্কা করে। উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে এই বিচিত্র ব্যাপার একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়। গবর্ণমেণ্ট যখন বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয় সৈন্য একত্র করিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত ও সৈনিকশ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত করেন, তখন সিপাহীদিগের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার হয়। ইউরোপীয় সৈন্য আগমন করুক বা নাই করুক, সিপাহীগণ আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে নাই। এসময়ে তাহাদের উত্তেজনাবৃদ্ধির জন্য লোকের অভাব ছিল না। চক্রান্তকারী ব্যক্তিগণ নানা বেশে উপস্থিত হইয়া, নানাবিধ আতঙ্কজনক কথায় তাহাদিগকে অধিকতর ভয়গ্রস্ত করিত। ইহাদের কুমন্ত্রণা সর্ব্বাংশে নিষ্ফল হয় নাই। কোন কোন স্থলে উহা হইতে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এক স্থলে একটি বিশেষ কারণে মন্ত্রণাদাতাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কটকে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির একদল সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। মান্দ্রাজের সিপাহীগণ সৈনিকনিবাসে আপনাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করে। এক সৈনিকনিবাস হইতে অন্য সৈনিকনিবাসে যাইবার সময়ে ইহারা স্ত্রী ও সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া যায়। মান্দ্রাজের সিপাহীগণ কটকে আপনাদের পরিবারবর্গে পরিবৃত ছিল। উত্তেজিত মুসলমানগণ ইহাদিগকে কহে যে, ইহাদের নিরস্ত্রীকরণের জন্য ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে। ইহারা নিরস্ত্রীকৃত হইলে, ইহাদিগকে দূরতর স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। উত্তেজনা-

* *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 415.*

পর মুসলমানদিগের কথায় মাদ্রাজের সিপাহীগণ শঙ্কিত হইল বটে, কিন্তু কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহে উদ্যত হইল না। লোকে গভীর আশঙ্কা ও অমূলক উত্তেজনায় অধীর হইলেও, যখন আপনাদের পরিবারবর্গকে নিরাপদে রাখিবার জন্য দুঃসাহসিক কার্য্যসাধনে নিরস্ত থাকে, তখন তাহাদের ঐরূপ পারিবারিক চিন্তায় রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হয়। মাদ্রাজী সিপাহীগণ নিঃসন্দেহ আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়াছিল। বিনা কারণে তাহারা সৈনিকশ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইবে, বিনা কারণে তাহাদিগকে অপরিচিত দূরতর স্থানে যাইতে হইবে, বিনা কারণে তাহাদের অবমাননার একশেষ ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া, তাহারা নিঃসন্দেহ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই উত্তেজনার সময়ে স্ত্রীপুত্রাদির ভাবনা তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিয়াছিল। তাহারা পরিজনবর্গকে বিপত্তি-জালে পরিবেষ্টিত করিয়া, মন্ত্রণাদাতাদিগের মন্ত্রণা অনুসারে কার্য্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তাহাদের কেহ কেহ মুসলমানদিগের কথায় উত্তর করিয়াছিল যে, তাহাদের দুই হস্ত আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা এক হস্তে পত্নীদিগকে রক্ষা করিতেছে, অপর হস্তে সন্তানদিগের রক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাহাদের পরিজন তাহাদের বিশ্বস্ততার প্রতিভূস্বরূপ রহিয়াছে। উত্তেজিত মুসলমানদিগের চেষ্টা বিফল হইল। কটকে শান্তিভঙ্গ হইল না। সিপাহীগণ পরিজনবর্গের সহিত প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বাঙ্গালার সিপাহীগণ যদি মাদ্রাজী সিপাহীর ন্যায় সৈনিকনিবাসে আপনাদের পরিবারবর্গ লইয়া থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহারা সহসা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিপন্ন করিতে সাহসী হইত না।

কটকে যেরূপ শান্তিভঙ্গ হইল না, জলপাইগুড়িতেও সেইরূপ কোন গোল-যোগ ঘটিল না। এস্থলের সেনানায়কের উদারতা ও সমদর্শিতাই শান্তিরক্ষার প্রধান কারণ হইয়াছিল। জলপাইগুড়িতে ৭৩গণিত সিপাহীদল ছিল। কর্ণেল সিয়ারার এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আপনার অধীন দলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি কার্য্যতঃ সিপাহীদিগকে এই বিশ্বস্তভাব দেখাইতে যত্ন-শীল ছিলেন। তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে অমূলক আশ-ঙ্কায়, অলীক সন্দেহে, সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।

ইহাদের আশঙ্কা ও সন্দেহ অপসারিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের বিপদ নিরাকৃত হইতে পারে। জুন মাসে কটকের ন্যায় জলপাইগুড়িতে প্রচারিত হইল যে, ইউরোপীয় সৈন্য ঐ স্থানের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য আসিতেছে। উক্ত সিপাহীগণ শীঘ্র ইউরোপীয় সৈন্যের আক্রমণে সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ নানাবিধ আতঙ্কময় জনরব জলপাইগুড়ির সৈনিকনিবাসে প্রচারিত হইতে লাগিল। এ সময়ে সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ যেন, ইউরোপীয়-রাজপুরুষদিগের মধ্যে একটি চিরাচরিত প্রথা বলিয়া পরিগণিত ছিল। যেখানে কোন বিষয়ে কোনরূপ আশঙ্কা জন্মিত, সেইখানে কর্তৃপক্ষ সিপাহী-দিগের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইতেন। আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহারা নিরস্ত্রীকরণ ব্যতীত আর কোন উপায়ই প্রশস্ততর বলিয়া মনে করিতেন না। সেনানায়ক সিয়ারারের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনিও এই প্রথা অনুসারে কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইবেন। কিন্তু সেনানায়ক এই প্রথার প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি আপনার অধীন সিপাহী-দিগকে বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত বলিয়া মনে করিতেন। ৭৩গণিত দলের কতকগুলি সিপাহী ঢাকায় ছিল। ইহারা সেই স্থানে উত্তেজনার পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। সেনানায়ক সিয়ারার নির্দ্দেশ করিয়ছিলেন যে, অনিয়মিত অশ্বা-রোহিদলের যে সকল সওয়ার জলপাইগুড়িতে ছিল, তাহারা এই সংবাদে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, ঐ উত্তেজিত সিপাহীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য আপনাদের তরবারি ধারাল করিয়াছিল।* এইরূপ বিশ্বাসপ্রযুক্ত সেনা-নায়ক সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে একান্ত অসম্মত ছিলেন। একদা তাঁহার সমক্ষে ডাকের কতকগুলি কাগজপত্র খোলা হইল। উহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের আদেশলিপি ছিল। সেনানায়ক ঐ আদেশলিপি হস্তে লইয়া, তাঁহার অব্যবহিত অধস্তন সহযোগীকে কহিলেন,—"আমার সন্দেহ হইতেছে, এই লিপিতে আমাদের লোকের নিরস্ত্রীকরণের আদেশ রহিয়াছে। আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, তথাপি কিছুতেই এই আদেশপালনে সম্মত হইব না।" সেনানায়ক আপনার অধীন সৈনিকদলের সম্মানরক্ষায় এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 14, note*

হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ স্থিরতায় তদীয় সহযোগিগণ সুস্থির হয়েন নাই। তাঁহারা সেনানায়ককে সমুদয় বন্দুক একত্র করিয়া, নৌকাযোগে কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাইতে কহেন। এই সকল নৌকা, উপস্থিত সময়ে তিস্তা নদীতে প্রস্তুত ছিল।

ক্রমে জুন মাস অতীতপ্রায় হইল। জলপাইগুড়ির সিপাহীদিগের উত্তেজনার হ্রাস হইল না। কথিত আছে, এই সময়ে মিরাট ও লক্ষ্ণৌ হইতে ষড়যন্ত্রকারিগণ ভ্রমণশীল ফকীরের বেশে জলপাইগুড়ির সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহারা সিপাহীদিগের প্রশান্তভাব বিনষ্ট ও হৃদয় কলুষিত করিতে নিরস্ত থাকে নাই। এদিকে এই দলের যে সকল সিপাহী ঢাকায় উত্তেজনার পরিচয় দিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ জলপাইগুড়ির সহযোগীদিগকে নানারূপ আতঙ্কজনক কথায় উত্তেজিত করিতে বিমুখ হয় নাই। এইরূপে জুন মাসের শেষভাগে সিপাহীদলে সাতিশয় উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়। সিপাহীদিগের বিশ্বাস জন্মিল যে, কলিকাতা হইতে বহুসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে আসিতেছে। তাহারা নিরস্ত্রীকরণে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়; কেহ কেহ অবিলম্বে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিতে উৎসুক হইয়া উঠে। সেনানায়ক সিয়ারার আপন দলের এইরূপ উত্তেজনা দেখিলেন, কিন্তু আপনার অবলম্বিত পথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি উত্তেজনার সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া, পর দিন কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সকলকে সমবেত হইতে আদেশ দিলেন। আদেশ দিয়াই, সেনানায়ক স্বয়ং অশ্বারোহণে সৈনিকনিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে অনেকের অসন্তোষ পরিব্যক্ত হইল। অনেকে নানারূপ বিরক্তিজনক কথায় আপনাদের গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। সেনানায়ক তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিতে চেষ্টা করিলেন। পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাওয়াজ হইল। সিপাহীগণ আপনাদের অস্ত্রাদি লইয়া, কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করিল। গুলিভরা বন্দুক তাহাদের হস্তে ছিল, কিন্তু কেহই সৈনিকজনোচিত শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত বা শান্তিনাশে উদ্যত হইল না। সিপাহীগণ কাওয়াজের সময়ে শান্তভাবে অধিনায়কের আদেশ পালন করিল।

আপাততঃ কোন গোলযোগ ঘটিল না বটে, কিন্তু সিপাহীদিগের দুশ্চিন্তা

অন্তর্হিত হইল না। যখন নানারূপ আশঙ্কায় লোকের হৃদয় বিচলিত হয়, লোকে যখন প্রতিমুহূর্ত্তে আপনাদের অধঃপতনের বিষয় ভাবিতে থাকে, তখন প্রত্যেক বিষয়েই তাহাদের মনে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তাহারা উহার সত্যতানিরূপণে চেষ্টা করে না, উহার উদ্দেশ্যের অবধারণে যত্নশীল হয় না। ঘটনা অনিষ্টজনক না হইলেও, অপরে আপনাদের অপূর্ব্ব কল্পনায় উহাকে নানারূপ ভয়ঙ্করভাবে রঞ্জিত করিয়া, তাহাদিগকে অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত ও সমুত্তেজিত করে। জলপাইগুড়িতেও এইরূপ ঘটনা ও তজ্জন্য এইরূপ কল্পনাময়, ভয়াবহ জনরবের আবির্ভাব হয়। সৈন্যাধ্যক্ষ সিয়ারার লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণরের দ্রব্যাদি ও সরকারী কাগজপত্র আনিবার জন্য দার্জ্জিলিঙ্গে কতকগুলি হাতী পাঠাইয়া দেন। ইহার সহিত সিপাহীদিগের ইষ্টানিষ্টের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু উত্তেজিত লোকের কল্পনা এই সামান্য বিষয় নিরতিশয় ভয়ঙ্করভাবে পরিণত করে। সিপাহীদিগের মধ্যে এই জনরব প্রচারিত হয় যে, সৈন্যাধ্যক্ষ ইউরোপীয় সৈন্য আনিবার জন্য বাহন পাঠাইয়াছেন। এই অলীক জনরবে আবার তাহাদের মধ্যে শান্তিভঙ্গ হয়। তাহাদের কেহ কেহ উত্তেজনায় অধীর হইয়া, কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে থাকে। এ সময়েও সেনানায়ক নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন না। এতদ্দেশীয় আফিসারগণের চেষ্টায় ষড়্‌যন্ত্রকারিগণ ধৃত হইল। সেনানায়ক ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিলেন এবং বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত সিপাহীদিগকে পারিতোষিকস্বরূপ অর্থ দ্বারা পরিতোষিত করিলেন। অপরাধিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, কলিকাতায় প্রেরিত হইল। যাহারা গুলিপূর্ণ বন্দুক হস্তে লইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগপ্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা আপনাদের আবাসগৃহে আপনারাই আক্রান্ত হইল। এক জন গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিল, আর এক জন উদ্‌ভ্রান্তভাবে নদীতে গিয়া নিমজ্জিত হইল। কিন্তু সমগ্র সৈনিকদলের অদৃষ্টে এইরূপ দশাবিপর্য্যয় ঘটিল না। মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল। সেনানায়ক সিয়ারারের সৌজন্যে জলপাইগুড়ির সিপাহীগণ পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বস্ত ও পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুভক্ত রহিল। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য স্থানে অপরাপর সৈনিকদলের প্রতি এইরূপ সৌজন্য ও সমদর্শিতা প্রদর্শিত হয় নাই।

বাঙ্গালার উত্তরপশ্চিম প্রান্তভাগে যাহা ঘটিয়াছিল, দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তভাগে

এসময়ে অনেক ভূস্বামী গবর্ণমেণ্টের যথোচিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত সঙ্কটকালে ইঁহাদের সাহায্যে অনেক স্থলে ঘোরতর বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ সাহায্য না পাইলে, গবর্ণমেণ্টকে সাতিশয় বিপন্ন হইতে হইত। এই সকল হিতৈষী, সম্ভ্রান্ত পুরুষের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে অনেক বার বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরার অধিপতিও এইরূপ হিতৈষিতা-প্রদর্শনে বিমুখ হইলেন না। সিপাহীদিগের আগমনসংবাদ পাইয়াই, তিনি বহুসংখ্য অস্ত্রধারী লোক তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা অবিলম্বে অগ্রসর হইয়া, ৮ই ডিসেম্বর সিপাহীদিগের গতিরোধ করিল। সিপাহীগণ এজন্য পুনর্ব্বার ব্রিটিশ রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কমিল্লার অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতের দিকে যাইতে লাগিল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রমসময়ে তাহাদের কষ্টের একশেষ হইল। তাহাদের তিনটি হস্তী অধিকারচ্যুত হইল। তাহাদের প্রায় ১০ হাজার টাকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া গেল। তাহারা যে সকল কয়েদীকে বিমুক্ত করিয়াছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে অনেকে ধৃত হইল। ত্রিপুরারাজ ও সম্ভ্রান্ত জমীদারগণ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাহারা কোন উপায় না দেখিয়া, মণিপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে তাহাদিগকর্ত্তৃক একটি পুলিশষ্টেশন আক্রান্ত ও বিলুণ্ঠিত হইল। এই সময়ে ঘটনাস্থলে একটি কর্ম্মকুশল ব্রিটিশ পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। শ্রীহট্টের প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী এলেন সাহেব ভাবিলেন যে, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে বাধা দিবার জন্য ইউরোপীয় সৈন্য অনেক বিলম্বে উপস্থিত হইবে। এইরূপ বিলম্ব করা অসঙ্গত মনে করিয়া, তিনি ১৫ই ডিসেম্বর শ্রীহট্টের একদেশীয় পদাতিদলের অধিনায়ক মেজর বাইঙকে সিপাহী[illegible] হিলেন। অধিনায়ক আপনার সৈনিকদল লইয়া[illegible] যাত্রা করিলেন। তিনি শ্রীহট্টের ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী প্র[illegible]ত হইয়া শুনিলেন যে, সিপাহীগণ শীঘ্র লাতুনামক [illegible] লাতু প্রতাপগড় হইতে [illegible] মাইল দূরে অবস্থিত। [illegible] অতিক্রম করিয়া, প্রতাপগড়ে গিয়াছিলেন। সিপাহী[illegible] পুনর্ব্বার লাতুতে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। প[illegible] ছিল। সৈনিকগণ [illegible] এই দুর্গম প্রদে[illegible]ক্রম করিয়াছিল।

তথাপি তাহারা সন্তোষসহকারে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইল। অধিনায়ক সৈনিকদল লইয়া, লাতুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চট্টগ্রামের উত্তেজিত সিপাহীগণ শ্রীহট্টের সিপাহীদিগকে আপনাদের পক্ষে আনিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা [illegible] হইল না। শ্রীহট্টের বিশ্বস্ত সৈনিকদল তাহাদের কথায় কর্ণপাত না [illegible] উঠাইল। লাতুর যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীহট্টের পদা[illegible] পতন হইল। কিন্তু ইহাতে ঐ দলের সৈনি[illegible] তাহারা প্রবলপরাক্রমে চট্টগ্রামের সিপাহীদিগকে আক্রমণ [illegible] এই আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিয়া, লাতু এবং মণিপুরের [illegible] অরণ্যে আত্মগোপন করিল।

এই অরণ্যময় বিভাগে তাহাদের অনুগমন করা সুসাধ্য ছিল না। শ্রীহট্টের সিপাহীদিগের এক দল তাহাদের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হইল। অবশিষ্ট দল শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার সংবাদ পাইয়া, গবর্ণমেণ্ট যে, ৫৪গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদল পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা প্রথমে ঢাকা, পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এদিকে চট্টগ্রামের পলায়িত সিপাহীগণ মণিপুররাজ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু এস্থানে তাহারা নিরাপদে থাকিতে পারিল না। ৯ই জানুয়ারি (১৮৫৮) শ্রীহট্টের সিপাহীগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। দুই ঘণ্টা কাল যুদ্ধের পর তাহারা আবার পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার আট দিন পরে শ্রীহট্টের সিপাহীদিগের সহিত তাহাদের আর একটি যুদ্ধ হয়। ইহাই চট্টগ্রামের সিপাহীদিগের শেষ যুদ্ধ। কোন ইংরেজ সেনানায়ক এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। শ্রীহট্টের দলের জমাদার জগধীর সিংহ সিপাহীদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই শেষ যুদ্ধে চট্টগ্রামের সিপাহীদিগের বলক্ষয় হয়। উপর্য্যুপরি কয়েক যুদ্ধে তাহাদের অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের নিষ্কৃতিলাভের আর কোন উপায় রহিল না। তাহাদের নির্গমনপথ অবরুদ্ধ হইল। তাহারা সেই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

চট্টগ্রামের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। তাহারা

কারাগার ভগ্ন করিয়াছে, কয়েদীদিগকে বিমুক্তি দিয়াছে, ধনাগারের অর্থরাশি লুঠিয়া লইয়াছে। এই সংবাদ যখন চারি দিকে প্রচারিত হয়, তখন পূর্ব্ববাঙ্গালার একটি প্রধান নগরে কিছু গোলযোগ ঘটে। ঢাকা বহুকাল হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এক সময়ে উহা রাজধানীর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোগল সম্রাট জাহাঁগীরের সম্মানিত নামে এক সময়ে উহা অভিহিত হইত। বাঙ্গালার নবাব এক সময়ে এই স্থানে থাকিয়া, সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেন। শিল্পচাতুরীতে এক সময়ে এই স্থান এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে, আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। যখন ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের প্রাধান্যলাভ হয় নাই, যখন ইংরেজ বণিকগণ আপনাদের ক্ষুদ্র দ্বীপে সামান্যভাবে অবস্থিতি করিতেন, তখন বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কৃপায় ঢাকা ইউরোপীয় সভ্য জনপদে সাতিশয় খ্যাতি লাভ করে, এবং বিপুল সম্পত্তিতে অপরাপর সম্পত্তিশালী নগরের গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া উঠে। ঢাকার মস্‌লিন একটি চিরস্মরণীয় পদার্থের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণ যাহার আদর করিতেন, তাহার গৌরব ও খ্যাতির কথা বিলুপ্ত হইবার নহে। মুসলমানের আধিপত্যকাল হইতে ঢাকা একটি প্রধান নগর বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে ঢাকায় ইংরেজ রাজপুরুষগণ প্রশান্তভাবে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ইউরোপীয় ও আর্ম্মানিগণ প্রসন্নভাবে বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন। জলপাইগুড়ি-স্থিত ৭৩ গণিত সিপাহীদলের কিয়দংশ এবং এতদ্দেশীয় কতিপয় গোলন্দাজ সমুদয়ে প্রায় ২৫০ শত সিপাহী কোম্পানির ধনাগার প্রভৃতির রক্ষায় নিয়োজিত ছিল।

চারি দিন পরে চট্টগ্রামের সংবাদ ঢাকায় উপস্থিত হয়। সংবাদ পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ ঢাকার সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণের আয়োজন করেন। ২২এ নবেম্বর প্রভাতকালে নৌসেনাবিভাগের লেফ্‌টেনেণ্ট লিউইস্‌ কতকগুলি জাহাজী গোরা এবং দুইটি কামান লইয়া, এই কার্য্যসাধনে উদ্যত হয়েন। প্রথমে তিনি ধনাগারে গমন করেন। এই স্থানের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হয়। ইহার পর কতিপয় গোরা যাইয়া, প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যালয়রক্ষ

সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করে। লেফ্‌টেনেন্ট্ লিউইস্ অতঃপর সৈনিকবিভাগের মালগুদামের সিপাহীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করেন। এইরূপে সিপাহী-গণ বিনা গোলযোগে নিরস্ত্রীকৃত হয়। কিন্তু ইংরেজ সেনানায়কগণ যখন সিপাহীদিগের আবাসস্থান লালবাগে উপস্থিত হয়েন, তখন তত্রত্য সিপাহী-গণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। জলপাইগুড়ির সৈন্যাধ্যক্ষ সিয়ারার উদারতার সহিত দৃঢ়তা ও কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া, তত্রত্য ৭৩গণিত দলের সিপাহীদিগকে প্রশান্তভাবে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সমদর্শিতাগুণে ঐ স্থানের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হয় নাই। কিন্তু ঢাকায় এইরূপ সমদর্শিতা বা উদারতা প্রদর্শিত হইল না। ঢাকার ৭৩গণিত সিপাহীদলের অধিনায়ক অপরাপর ইংরেজ সেনানায়কের সহিত সম্মিলিত হইয়া, লালবাগ অবরুদ্ধ করিলেন। সিপাহীগণ বাধা দিল। অবিলম্বে ইংরেজপক্ষ হইতে তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহীগণ অস্ত্রাগার ও সৈনিকনিবাস হইতে গুলি চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই গোলযোগে তাহাদের পক্ষের ৪০ জন নিহত হইল। কেহ কেহ গুরুতর আঘাত পাইল। কেহ কেহ নদী পার হইবার সময়ে নিমজ্জিত হইল। ইংরেজপক্ষের এক জন নিহত, কয়েক জন গুরুতর আঘাতে অবসন্ন হইল। অর্দ্ধঘণ্টারও অধিক কাল গুলিবৃষ্টি করিলে, অবশিষ্ট সিপাহীগণ ঢাকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের সদর স্থান জলপাইগুড়ির অভিমুখে ধাবিত হইল; কিন্তু গন্তব্য পথে বাধা পাইয়া, কিয়ৎ কালের জন্য ভূটানের পার্ব্বত্যভাগে আশ্রয় লইল।

চট্টগ্রাম ও ঢাকার সংবাদ পাইয়া, কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষ ৫৪গণিত রেজি-মেণ্টের তিন দল সৈনিক, এক শত জাহাজী গোরা নদীপথে পাঠাইয়া দেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই সাহায্যকারী সৈনিকদল প্রথমে ঢাকা, পরে চট্টগ্রামে যাইয়া, পলায়িত সিপাহীদিগের গতিরোধ করিবে। স্থানীয় রাজ-পুরুষের চেষ্টায় চট্টগ্রামের হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ তাড়িত হইয়া, পার্ব্বত্যপ্রদেশে আত্মগোপন করে। স্থানীয় রাজপুরুষদিগের যত্নে ঢাকার পলায়িত সিপাহীদিগের জলপাইগুড়িতে যাইবার চেষ্টা বিফল হয়। এই যুদ্ধের ইতিহাসে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ উত্তেজিত সিপাহীদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য সাহস, উদ্যম ও কার্য্যপটুতা দেখাইতে বিমুখ হয়েন নাই। যাহারা

দেওয়ানীবিভাগের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, সৈনিকবিভাগ হইতে পৃথক্ হইয়াছেন, তাঁহারা এই সময়ে যুদ্ধকুশল সৈনিকদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের যুদ্ধকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। সমরক্ষেত্রে লোহিতপরিচ্ছদের পার্শ্বে কৃষ্ণপরিচ্ছদেরও সমাবেশ দেখা গিয়াছে। উপস্থিত সময়ে দেওয়ানী ও সৈনিকবিভাগ এক সূত্রে সম্বদ্ধ ও এক উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যত না হইলে, বোধ হয়, গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর বিপন্ন হইতে হইত। শ্রীহট্টের দেওয়ানী কর্ম্মচারী, চট্টগ্রামের সিপাহীদিগের গতিরোধের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের দেওয়ানী কর্ম্মচারিগণও গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্যরক্ষায় অগ্রসর হইলেন। এবিষয়ে ভাগলপুরের কমিশনর ইউল্ সাহেবের অধিকতর কার্য্যপটুতা পরিস্ফুট হইল।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, দানাপুরের ঘটনার পরে ৫গণিত অনিয়মিত অশ্বারোহিদল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাগলপুর হইতে প্রস্থান করে। এদিকে ঢাকার সিপাহীগণ জলপাইগুড়ির অভিমুখে অগ্রসর হয়। ভাগলপুরের কমিশনর সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া, জলপাইগুড়িতে যাত্রা করেন। এই সময়ে একদল ইউরোপীয় সৈন্য মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিল, কমিশনর সাহেব উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, ২৯শে নবেম্বর ভাগলপুর পরিত্যাগ করেন। যখন তিনি জলপাইগুড়িতে যাইতেছিলেন, তখন মাদারিগঞ্জের এবং জলপাইগুড়ির ১১গণিত রেজিমেণ্টের দুই দল সওয়ার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, দিনাজপুরের অভিমুখে যাত্রা করে (৪ঠা এবং ৫ই ডিসেম্বর)। রঙ্গপুরের কলেক্টর সাহেব এই সংবাদে গবর্ণমেণ্টের টাকা নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেন। দিনাজপুরের কলেক্টর সাহেবও ঐ স্থানরক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। এদিকে ভাগলপুরের কমিশনর সাহেব ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া, সওয়ারদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকেন। সওয়ারগণ যখন জানিতে পারিল যে, তাহাদের পশ্চাতে ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে, তখন তাহারা দিনাজপুরে না যাইয়া, পূর্ণিয়ায় যাইবার পথ অবলম্বন করিল। এই সংবাদ পাইয়াই, ইউল্ সাহেব অবিলম্বে পূর্ণিয়ার দিকে যাইতে লাগিলেন। তিনি যথাসময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। সিপাহীগণ পূর্ণিয়া আক্রমণ ও বিলুণ্ঠন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু ইউল্ সাহেব উপস্থিত হওয়াতে তাহারা তাড়িত হইল। যুদ্ধে

তাহাদের কয়েক ব্যক্তি দেহত্যাগ করিল। অতঃপর তাহারা উত্তর দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু ইউল্ সাহেব ত্বরিতগতিতে নাথপুরনামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের গতিরোধ করিলেন। তাহারা ঐ দিকে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া, নেপালের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কমিশনর সাহেব যখন নাথপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তিনি ঢাকার সিপাহীদিগের সংবাদ পাইলেন। সুতরাং তাঁহাকে অবিলম্বে জলপাইগুড়িতে যাত্রা করিতে হইল। ঢাকার সিপাহীগণ তিস্তা পার হইতে না হইতেই, ইউল্ সাহেব উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সিপাহীদিগের গতিরোধ হইল না। তাহারা অন্য দিক দিয়া নদী পার হইল। ইউল্ সাহেব অবিলম্বে ঐদিকে অগ্রসর হইলেন। সিপাহীগণ ব্রিটিশ রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, নেপালে গমন করিল। কিন্তু এই স্থানে তাহারা স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। ইউল্ সাহেব নেপালের জঙ্গ্ বাহাদুরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জঙ্গ্ বাহাদুর রত্নমণি সিংহনামক এক জন সেনানায়ককে ইংরেজদিগের সাহায্য করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু এই সাহায্যে ইউল্ সাহেবের মনোরথ সিদ্ধ হইল না। সিপাহীগণ নেপালের অরণ্যময়, পার্ব্বত্য পথ দিয়া, এরূপ সুকৌশলে অযোধ্যার উত্তরপশ্চিমাংশে পলায়ন করিল যে, ইংরেজ ও নেপালীগণ তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে না। এ বিষয়ে ইংরেজ ও নেপালী সৈন্যের একীভূত উদ্যম সর্ব্বাংশে ব্যর্থ হইল।

এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহীদিগের কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল না। তাহারা দুশ্চিন্তার আবেগেই হউক, বা অপরের প্ররোচনাতেই হউক, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শক্তি পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য শৃঙ্খলাসহকারে কার্য্যতৎপরতা দেখায় নাই। ৫গণিত দলের সওয়ারগণ অপরের কথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, ভাগলপুর পরিত্যাগ করিলেও, তাহারা অপরাপর সিপাহীদিগের সহিত একত্র হইয়া, সহসা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই। তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহ থাকিলেও, আরার ঘটনা জানিবার জন্য তাহারা দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্টভাবে রহিল। ১৪ই আগষ্ট তাহারা সংবাদ পাইল যে, ইংরেজ সেনাপতি আরা পুনরধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদে তাহাদের বিশ্বাস হইল না। তাহারা উহা ইংরেজের কল্পনামূলক বলিয়া

মনে করিতে লাগিল। যদি তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে না থাকিয়া, কুমার সিংহের সহিত সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বিহারে শান্তি স্থাপন করিতে অধিকতর প্রয়াস স্বীকার করিতে হইত। যাহা হউক, এই অশ্বারোহিদল আরার সংবাদ পাইয়াই, বিহারের পূর্ব্বভাগে একটি সৈনিকনিবাসের দিকে যাত্রা করিল। এই স্থানে ৩২গণিত সিপাহীদল অবস্থিতি করিতেছিল। সওয়ার-দিগের আশা ছিল যে, এই সৈনিকদল তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবে, কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হইল না। ৩২গণিত দলের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ পরিত্যাগ করিল না। ১৬ই আগষ্ট যখন সওয়ারগণ তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বন্দুক ও সঙ্গীন দ্বারা আগন্তুক অশ্বারোহীদিগের অভ্যর্থনা করিল। আগন্তুক সৈনিকগণ ইহাতে হতাশ্বাস হইয়া, আরার অভি-মুখে যাত্রা করিল।

এইরূপে বিহারের পূর্ব্বাংশের গোলযোগ দূর হইল। কিন্তু বিহারের দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গোলযোগ ঘটিল। ছুটিয়ানাগপুর সাধারণতঃ ছোটনাগপুর নামে কথিত হইয়া থাকে। এই ভূখণ্ড পর্ব্বত ও অরণ্যে পরিবৃত। প্রধানতঃ কোল প্রভৃতি আদিম জাতির লোক এই আরণ্য প্রদেশে অবস্থিতি করে। কতিপয় করদ রাজা ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে আধিপত্য করেন। নাগপুরের ভূপতিদিগের বাসস্থানের নাম ছুটিয়া; উহা রাঁচীর নিকটবর্ত্তী। এই ছুটিয়া হইতে বোধ হয়, ছোটনাগপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক, ছোটনাগপুরের হাজারীবাগ, রাঁচী, চাঁইবাসা এবং পুরুলিয়ায় প্রধান সৈনিক-নিবাস ছিল। এই সকল সৈনিকনিবাসে ভিন্ন ভিন্ন দলের এতদ্দেশীয় পদাতি ও কামানপরিচালক সৈনিকগণ অবস্থিতি করিত।

৩০শে জুলাই দানাপুর ও আরার সংবাদ হাজারীবাগে উপস্থিত হয়। এই সংবাদে তত্রত্য ৮গণিত সিপাহীদল সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহাদের উত্তেজনাদর্শনে হাজারীবাগের রাজপুরুষগণ আপনাদের রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

হাজারীবাগের সংবাদ পাইয়াই নিকটবর্ত্তী স্থানের ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সৈন্য লইয়া, ঐ স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে আর এক জন

অধিনায়ক আসিয়া, তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, ৮গণিত রেজিমেণ্টের এক দল সৈন্য গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়াছে। তাঁহার দলের সিপাহীগণও উত্তেজিত হইয়া, যাবতীয় কামান, গুলি, বারুদ এবং ছোটনাগপুরের কমিশনর কাপ্তেন ডাল্টনের চারিটি হস্তী অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক, এই উত্তেজনার সময়ে অশ্বারোহী সৈনিকগণ প্রশান্তভাবে ছিল। ইহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানাশের চেষ্টা করে নাই। কমিশনর কাপ্তেন ডাল্টন এই সময়ে কতিপয় ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর সহিত রাঁচীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ হাজারীবাগ পরিত্যাগ করিলে, তিনি ঐ স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যথারীতি কাছারি করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ সেনানায়ক স্বকীয় সৈনিকদল লইয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগকে প্রশান্তভাবে রাখিতে পারেন নাই। রাঁচী এবং উহার নিকটবর্ত্তী একটি নগর সিপাহী-দিগের হস্তগত হয়। সিপাহীদিগের উত্তেজনাপ্রযুক্ত অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, রাঁচীতেও তাহাই সঙ্ঘটিত হয়। কারাগারের কয়েদীগণ মুক্তিলাভ করে, লোকের সম্পত্তি বিনষ্ট এবং ধনাগারের অর্থ বিলুণ্ঠিত হয়।

কাপ্তেন ডাল্টন উপস্থিত গোলযোগের নিবারণে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। এই সময়ে রামগড়ের রাজা তাঁহার যথোচিত সাহায্য করেন। রাঁচী এবং হাজারী-বাগের ঘটনায় পুরুলিয়া, চাঁইবাসা এবং অন্যান্য স্থানের সিপাহীগণও গবর্ণ-মেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ঐ সকল স্থানেরও ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়, কয়েদীগণ মুক্তি লাভ করে, ইউরোপীয়দিগের গৃহ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সমগ্র ছোটনাগপুরের সিপাহীগণ এইরূপ বিপ্লবে উন্মত্ত হয় নাই। এই সময়ে অনেকেই আপনাদের বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে। অনেকে কাপ্তেন ডাল্টনের সহযোগী হইয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। ইহাতে ডাল্টন সাহেবের বলবৃদ্ধি হয়। এদিকে ডাল্টন সাহেব গবর্ণ-মেণ্টের নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশের বিপ্লবনিবারণেই বিব্রত ছিলেন। অন্যান্য স্থানে সৈনিকদল প্রেরণ করা গবর্ণমেণ্টের সুসাধ্য ছিল না। কিন্তু এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে স্থানান্তর হইতে সৈনিকদল উপস্থিত হয়। মান্দ্রাজের সিপাহীগণ

বাঙ্গালার সিপাহীদিগের ন্যায় উত্তেজিত হয় নাই। তাহারা বাঙ্গালার সিপাহীদিগের ন্যায় সর্ব্বত্র বিপ্লবের প্রসারণে, সম্পত্তির বিধ্বংসসাধনে বা ইংরেজের শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে নাই। যাহারা এক সময়ে দক্ষিণাপথে ফরাসী সেনাপতি লালির ক্ষমতানাশে, এবং হায়দর আলির পরাজয়সাধনে ইংরেজের সহায় হইয়াছিল, তাহারা এই সময়েও উত্তেজিত সিপাহী-দিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে আগ্রহযুক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে কেবল ৮গণিত সিপাহীদল বিপক্ষতাচরণে উন্মুখ হইয়া ছিল; তদ্ভিন্ন অন্যান্য দল আপনাদের প্রশান্তভাব, আপনাদের প্রভুভক্তি এবং আপনাদের বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। লর্ড কানিঙ এই প্রভুভক্ত সৈনিকদলের সাহায্যগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার আদেশে ৫ই আগষ্ট মান্দ্রাজের কয়েকদল সিপাহী কলিকাতায় পদার্পণ করে। ক্রমে অন্যান্য সৈনিকদলও উপস্থিত হয়। মান্দ্রাজী দলের কতকগুলি সিপাহী কাপ্তেন ডাল্টনের সাহায্যার্থে ছোটনাগপুরে যাত্রা করে।

২রা অক্টোবর চাত্রানামক স্থানে ছোটনাগপুরের সিপাহীদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজপক্ষে অধিক সৈন্য ছিল না। কিন্তু বিপক্ষদল বহুসংখ্য সৈনিকে পরিপুষ্ট ছিল। উভয় পক্ষে এক ঘণ্টার অধিক কাল যুদ্ধ হয়। সিপাহীগণ পরাজিত হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়ন করে। ইংরেজপক্ষের ৪২ জন সৈনিক হত ও আহত হয়। এই যুদ্ধে সিপাহীদিগের বলহ্রাস হইল বটে, কিন্তু ছোটনাগপুরে শান্তি স্থাপিত হইল না। পালামৌ, সম্বলপুর, সিংহভূম প্রভৃতি স্থানে গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। এই গোলযোগ শীঘ্র শেষ হইয়া যায় নাই। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ শীঘ্র গুরুতর দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই। এক দিকে সিপাহীগণ উত্তেজনায় অধীর হইয়া, ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হয়। অন্য দিকে আদিম নিবাসী কোলগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, তাহাদের চিরাভ্যস্ত ধনুর্ব্বাণ ধারণ করে। যে সকল রাজার অধিকারে এই আদিম অধিবাসিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, এবং যে সকল রাজা কোনরূপে তাহাদের অসন্তোষ জন্মাইয়াছিলেন, এই সময়ে তাহারা সেই সকল রাজাকে পদচ্যুত এবং তাহাদের স্থলে আপনাদের মনোমত ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

দলবদ্ধ হইল। এইরূপে সর্ব্বত্র অশান্তির আবির্ভাব হইল। ইংরেজ সৈনিকদল গোলযোগ নিবারণের জন্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে লাগিল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ এক স্থানের পর আর এক স্থানে শান্তিস্থাপনের জন্য নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য ভূভাগ নিবিড় জঙ্গলে পরিবৃত থাকাতে সকল স্থানে গমনাগমনের পথ সুগম ছিল না। পর্ব্বতময় ভূখণ্ড যেরূপ দুর্গম, গভীর অরণ্য সেইরূপ দুষ্প্রবেশ ছিল। সুতরাং উত্তেজিত লোকে সহজেই নানাস্থানের শান্তিনাশে কৃতকার্য্য হইল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র জনপদ যেন অরাজক হইয়া উঠিল। একদা তিন চারি হাজার কোল দলবদ্ধ হইয়া, গবর্ণমেণ্টের শিখসৈনিকদিগকে পরিবেষ্টিত করে। শিখগণ ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ইহাদের নিক্ষিপ্ত তীর অকার্য্যকর হয় নাই। কয়েক জন শিখ আহত ও এক জন নিহত হয়। ইংরেজ সেনানায়কদিগের দেহ তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ এই অরাজকতার নিবারণ জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা একটি মাত্র বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল পাঠাইলেন। শেষে অনেক চেষ্টার পর অরাজকতাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। ১৮৫৮ অব্দের প্রারম্ভে ছোটনাগপুরে শান্তির চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ অনেক গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন, অনেকের গবাদি পশু ও শস্যসম্পত্তি আটক করিলেন, এবং যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে গোলযোগ ঘটাইয়াছিল, তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় ছোটনাগপুরেও দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার সময়ে যথেচ্ছাচার প্রকাশ পাইল। অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডিত হইল। কাহারও কাহারও জীবননাশ পর্য্যন্ত হইয়া গেল।* এইরূপ কঠোরতায় ছোটনাগপুরের গোলযোগ দূর হয়। কিন্তু সমগ্র স্থানে সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপিত হইতে ১৮৫৮ অব্দ প্রায় শেষ হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে যখন পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাপরম্পরার আবির্ভাব হয়, তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা ও মধ্যভারতবর্ষ করাল অনলশিখায় পরিব্যপ্ত হইয়া উঠে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনেণ্ট্-গবর্ণর আগ্রায় অবরুদ্ধভাবে থাকেন;

* *Malleson, Indian, Mutiny. Vol. II. p. 436.*

অনেক স্থলে তাঁহার প্রভুত্ব অন্তর্হিত হয়। দিল্লী সিপাহীদিগের প্রাধান্য স্বীকার করে। অযোধ্যায় ও মধ্যভারতবর্ষে বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ হয়। এখন এই বিপ্লবময়ী ঘটনা উপস্থিত ইতিহাসের বর্ণনীয় হইতেছে। এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার ইউরোপীয়গণ যেরূপ উত্তেজনাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবাসীকে নরশ্বাপদ মনে করিয়া, তাহাদের শাস্তিবিধানে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, লর্ড কানিঙের জন্য তাঁহাদের চেষ্টা সফল না হওয়াতে, তাঁহারা তৎপ্রতি যেরূপ আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের তরঙ্গ ইংলণ্ডের উপকূলে অভিঘাত আরম্ভ করে। ইংলণ্ডের লোকে ইহাতে অধীর হইয়া, ভারতবর্ষকে নরশ্বাপদের আবাসভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে থাকে। ইংলণ্ডের প্রধান সংবাদপত্র টাইম্‌স এই নরশ্বাপদদিগের বিধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হয়। রাজনীতিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও ইহাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন। এই শ্রেণীর এক ব্যক্তি (লর্ড সাফ্‌ট্‌স্‌বরি) ১৮৫৭ অব্দের অক্টোবর মাসে কোন প্রকাশ্য সভায় কহিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের যে সকল মহিলা কলিকাতায় উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহাদের নাসাকর্ণ ছিন্ন এবং চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে। শিশু সন্তানদিগকে নিরতিশয় যাতনার সহিত মৃত্যুমুখে পাতিত করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু শেষে প্রকাশ হইল যে, লর্ড মহোদয়ের এই বিশ্বস্ত সূত্রের কোন মূল নাই। বিধবা ও অনাথ বালকেরা যখন অক্ষতশরীরে স্বদেশে উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং একখানি জাহাজে যখন ৪৩টি মহিলা এই দুঃসময়েও ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন ইংলণ্ডের লোকে বিস্মিত হইয়া, ভারতবাসীদিগের আচরণসম্বন্ধে বিতর্ক করিতে লাগিল। সৌভাগ্যের বিষয় যে, এসময়ে কয়েক জন উদারপ্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞ আপনাদের উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক জন (স্যার জন্‌ পাকিংটন) কহিয়াছিলেন,—"সিপাহীদিগের ব্যবহার যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যদি সিপাহীগণ তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের হস্তও পরিষ্কারভাবে থাকে নাই। ভারতবর্ষে সুশাসনের অভাব রহিয়াছে।" ভারতবাসীদিগের প্রতি টাইম্‌সের বিদ্বেষভাব দেখিয়া, ডিস্‌রেলিও (ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড বিকন্সফীল্ড্‌) স্থির থাকিতে পারেন নাই। নির্দ্দয়

ব্যবহারের পরিবর্ত্তে নির্দ্দয় ব্যবহার করা তাঁহার মতে অসঙ্গত বোধ হইয়াছিল। ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষ যে কর্ম্মক্ষেত্রে নানা সাহেবকে আদর্শস্বরূপ করিয়াছে, তিনি উহার সমর্থন করিতে পারেন নাই।*

এইরূপে ইংলণ্ডে যখন ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আন্দোলন হইতে-ছিল, তখন কেহ কেহ তাহাদের পক্ষসমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহাদের ন্যায়নিষ্ঠতা, উপস্থিত ইতিহাসে প্রভূত সম্মানলাভ করিয়াছে, এবং ইঁহাদের কথা ঐতিহাসিকগণের সমক্ষে প্রকৃত বলিয়া আদৃত হইয়াছে। সিপাহীগণ উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরেজও এসময়ে ধীরতার সীমা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এক দিকে উত্তেজিত সিপাহীগণ ও ইতর লোকে যেমন দুরন্ত দানবের ন্যায় নির্দ্দয়ভাবে দৌরাত্ম্য করিতেছিল, অপর দিকে অনেক ইংরেজও সেইরূপ কঠোরপ্রকৃতি ঘাতকের ন্যায় ভারতবর্ষের বহু লোকের শোণিতপাতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিতেছিলেন। ইংরেজ উত্তেজনায় অধীর হইয়া যাহাই বলুন, এসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। সমগ্র ভারতবাসী তাঁহাদিগকে উৎসন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই। তাঁহারা এসময়ে ভারতবাসীর দয়াতেই ঘোরতর বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া-ছিলেন। তাঁহাদের শিশুসন্তানগণ এসময়ে ভারতবাসীর অনুপম স্নেহেই অক্ষতশরীরে ছিল। ভারতবর্ষের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী হইতে নিম্ন শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত এই দুঃসময়ে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিল। ইহারা স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধা-চরণ করিয়াছিল, স্বদেশীয়দিগের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, কেহ কেহ আত্মজীবনে বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তথাপি বিদেশীয়দিগের জীবনরক্ষায় কাতর হয় নাই। ইহাঁদের কীর্ত্তিকাহিনী উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। উত্তেজনাপর দুর্দ্দান্ত ইংরেজের সর্ব্বপ্রকার আপত্তির মধ্যেও ইহাদের দয়া, ইহাদের স্নেহ, ইহাদের স্বার্থত্যাগ, ইহাদের রাজভক্তি ইতিহাসে গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ গৌরবান্বিত বিষয়ের আবির্ভাব না হইলে, এই যুদ্ধের ইতিহাস বোধ হয়, রূপান্তর পরিগ্রহ করিত।

উপস্থিত ইতিহাসে এতদ্বিষয়ক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যখন শ্যালকোটের

* *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 409-410.*

সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়, তখন শাস্ত্রীদিগের সুবাদার উত্তেজিত সিপাহীগণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েন। কিন্তু তিনি এই অনুরোধপালনে সম্মত হয়েন নাই। ইহার পর সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রীগণ চলিয়া যায়। কেবল তিলক পাঁড়ে নামক এক জন সিপাহী কোনরূপ ছল করিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করে। অপরাহ্ণকালে দুই জন সিপাহী এবং এক জন খালাসী আসিয়া, অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিতে চাহে। তিলক পাঁড়ে তাহাদিগকে কহে যে, সে নিজেই ঐ কার্য্যের জন্য রহিয়াছে। সমাগত সিপাহীগণ তাহার কথায় বিশ্বাসস্থাপন পূর্ব্বক কামানরক্ষাগারে যাইয়া, উহা উড়াইয়া দেয়। পর দিন প্রাতঃকালে ইউরোপীয়গণ দুর্গ হইতে সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, বিশ্বস্ত তিলক পাঁড়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া, অস্ত্রাগারের ৮০,০০০ টোটা, প্রায় ঐ পরিমাণের ক্যাপ, এবং সৈনিকদিগের বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়াছে।* একটি ইউরোপীয় বালক বারাণসীর টেলিগ্রাফ্ বিভাগে কর্ম্ম করিত। যে দিন সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণে উদ্যত হয়, সেই দিন ঐ বালক প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া, এক জন সাহেবের বাটীর বহির্ভাগে আইসে, অমনি সাহেবের সহিস তাহাকে ধরিয়া অশ্বশালার মলস্তূপের অন্তরালে ফেলিয়া দেয়, এবং উত্তেজিত সিপাহীদিগকে কহে যে, সাহেব লোক এস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে। ফতেহগড়ের এক জন সাহেব সিবিলিয়ানের আয়া, তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তথাপি উক্ত সিবিলিয়ানের শিশু সন্তানকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করে নাই।† পাটনার মুসলমানদিগের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ যখন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন, তখন পাটনার নিকটবর্ত্তী স্থানের শাহ কুতবউদ্দীন নামক এক জন সম্রান্ত মুসলমান গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে উদাসীন থাকেন নাই। ইনি আপনার এক দল অশ্বারোহী সৈন্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।‡ মানভূমে গোলযোগ ঘটিলে পঞ্চকোটের জমীদার ঐ স্থানে শান্তি-

* *Bombay Telegraph and Courier, quoted in the Statements of Native fidelity exhibited during the outbreak of 1857-58, p. 146-147.*

† *Statements of Native fidelity &c. p. 53.*

‡ *Englishman, August 29, 1857, quoted in the Statements &c. p. 52.*

স্থাপনের জন্য ৭০ জন সওয়ার ও কতিপয় সিপাহী দিয়া, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করেন।* অন্য এক জন রাজা আপনার লোক দ্বারা সিংহভূমের ধনাগার রক্ষা করেন। এই সময়ে ছোটনাগপুরবিভাগের এক জন রাজা যে কার্য্য করেন, তাহাতে তদীয় অপূর্ব্ব রাজভক্তি পরিব্যক্ত হয়। ইনি চৌদ্দ বৎসর কাল হাজারীবাগে কারারুদ্ধ ছিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ যখন হাজারীবাগের কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করে, তখন ইনিও সেই সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মুক্তিদাতাদিগের পক্ষসমর্থনে ইঁহার আগ্রহ হয় নাই। ইনি আবাসবাটীতে যাইয়া, ৮০০ লোক সংগ্রহ করেন, এবং সিপাহীগণ যখন পুরুলিয়ার ধনাগারলুণ্ঠনে উদ্যত হয়, তখন তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া, উক্ত ধনাগারের ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা রক্ষা করেন।† বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশে সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হইলে, অনেক বাঙ্গালী ইংরেজদিগের প্রতি এইরূপ সমবেদনার পরিচয় দেন। ত্রিপুরায় যখন গোলযোগ ঘটে, তখন তত্রত্য জজ ও অপরাপর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর পরিবারবর্গ বংশীলোচন মিত্র নামক এক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্রয়দাতা আহার্য্য দিয়া, ইঁহাদের তৃপ্তি সাধন করেন। তাঁহার যত্নে চল্লিশ জন বরকন্দাজ ইঁহাদের রক্ষক হয়। তিনি শেষে ইঁহাদিগকে ঢাকায় পাঠাইয়া দেন।‡ চট্টগ্রামের গোলযোগের সংবাদ নোয়াখালিতে পহুঁছিলে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ভুলুয়াপরগণার কাছারিতে যাইয়া, তত্রত্য নায়েব যশোদাকুমার পাইনকে লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতে আদেশ দেন। নায়েব এক দিনে পাঁচ শত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।¶ এতদ্ব্যতীত মৈমনসিংহের আনন্দকিশোর রায়, ঢাকার আবদুল গণি প্রভৃতি পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেক জমীদার এই বিপত্তিকালে গবর্ণমেণ্টের যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন। এক জন কুকিসর্দ্দার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক সিপাহীদিগকে কাছাড়ের জঙ্গলে আক্রমণ করিতেও ত্রুটি করে নাই।§ বঙ্গদেশের

* *Statements of Native Fidelity &c. p. 32.*

† *Englishman, August 11, 1857, quoted in the Statements &c. p. 32.*

‡ *Hurkaru, December 7, 1858, quoted in the Statements of Native fidelity &c. p. 148.*

¶ *Ibid, p. 149.*

§ *Englishman, February 2, 1858, quoted in the Statements &c. p. 161.*

অগণিত পদাতিদলের অধিনায়ক লেফ্‌টেনেণ্ট রেণি কেবল এতদ্দেশীয়-দিগের অপরিসীম দয়ায় ও সৌজন্যে উপস্থিত সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার দলের দুইজন হাবিলদার দরিয়া সিংহ ও ঠাকুর দোবে একখানি ডুলী ভাড়া করিয়া আনে, এবং উহাতে তাহাদের চলৎশক্তিরহিত, অবসন্ন অধিনায়ককে স্থাপন করিয়া, নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। ভাগলপুরের অধিবাসিগণ আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া এই দুই জন বিশ্বস্ত হাবিলদারকে পারিতোষিক স্বরূপ ৮০০৲ শত টাকা দান করেন।

জর্জ্জ গ্রাণ্ট নামক এক জন ইংরেজ দুই দিন অনাহারে ছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি একটি পল্লীতে উপস্থিত হয়েন। পল্লীবাসিগণ খৈ, মুড়ি ও দুগ্ধ দিয়া, তাঁহার ক্ষুধাশান্তি করে। তিনি ঐ পল্লীতে আপনার খিদ্‌মদ্‌গারের সন্ধান পাইয়া, তাহাকে আনয়ন করেন। খিদ্‌মদ্‌গার কালবিলম্ব না করিয়া, একখানি ডুলী লইয়া আইসে। গ্রাণ্টের চলিবার শক্তি ছিল না। তাঁহার পদতল হইতে একখণ্ড মাংস উঠিয়া গিয়াছিল। তাঁহার পরিচ্ছদ, পাদুকা প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎকৃষ্ট বাহন—অশ্ব ও হস্তী অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। কেবল রাত্রিকালীন অঙ্গচ্ছদমাত্র তাঁহার সম্বল ছিল। তিনি এই অবস্থায় খিদ্‌মদ্‌গারের সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। বিশ্বস্ত খিদ্‌মদ্‌গার তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত ডুলীতে স্থাপন করে, এবং লোকের নিকটে আপনার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছে, এইরূপ ভাণ করিয়া, নিরাপদ স্থানে উপনীত হয়।* বাঙ্গালার এক জন বহুদর্শী হিন্দু এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।† সে সময়ে ভারতবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের বিপত্তিনিবারণে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছে। ইংরেজ ভারতবর্ষের যেস্থানে বিপন্ন হইয়াছেন, সেই স্থানেই সদাশয় ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের উদ্ধারসাধনে অগ্রসর হইয়াছে। সেই সময়ের ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহ ভারতবাসীদিগের এইরূপ সদাশয়তার কথায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ফলতঃ উপস্থিত বিপ্লব সিপাহীদলেই আবদ্ধ রহিয়াছিল। উচ্চ

* *Englishman, October 23, 1857, quoted in the Statements of Native fidelity &c. p. 44-45.*

† *Mutinies and the People or Statements of Native fidelity &c. By a Hindu.*

শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বিচারে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ সিপাহীদিগের সহায় হইয়াছিলেন। ঘটনা-চক্রে বাধ্য হইয়াও, কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর যে সকল লোক অর্থকামুক, বিলুণ্ঠনপ্রিয় ও পরস্বাপহরক, তাহারা বিপ্লবের বিস্তার করা আপনাদের সুবিধাজনক মনে করিয়াছিল। কিন্তু সমগ্র ভারতবাসী বিপ্লবে উন্মত্ত হয় নাই; বিশেষতঃ সুশিক্ষিত ভারতবাসী কোন অংশে উহার সংস্রবে থাকেন নাই। এক জন সদাশয় ইংরেজ (শ্রীযুত এ.ও. হিউম্ সাহেব) এই বিপ্লবের পূর্ব্বে ও পরে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধানের পর নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কসাই প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান দিল্লীর ভূপতির আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল মনে করিয়া, নিঃসন্দেহ ঐ প্রাচীন মুসলমানরাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল; যে সকল জাতি গবাদির অপহরণে ব্যাপৃত থাকে, তৎসমুদয়ের মধ্যে কেহ কেহ নিঃসন্দেহ আমাদের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল; যে সকল ভূস্বামী গবর্ণমেণ্টের বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহাদের বিষয়ে অন্যায় বিচার হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ নিঃসন্দেহ আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের শতকরা এক জনও নিরতিশয় বিপত্তির সময়ে ব্রিটিশ শাসনের বা ইউরোপীয়দিগের বিরোধী হয় নাই।* * * ভারতের অধিবাসীর হিসাবে ইহা কেবল সৈনিকদলের সমুত্থানমাত্র বলিতে হয়। যে সকল ভূপতি মিত্র রাজা এবং সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ আমাদের হস্তে অন্যায়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, বিপ্লব উপস্থিত হইলে, তাঁহারা আমাদের বিরোধী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত দুর্ঘটনার সময়েও জনসাধারণ সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে আমাদের পক্ষে ছিল। ইংলণ্ডের যে বিপদ এবং দুর্গতি তাঁহার নিজের অজ্ঞানতা এবং অন্যায়ে ঘটিয়াছিল, সেই বিপদ ও দুর্গতির সময়ে ভারতবাসিগণ ইংলণ্ডের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। ইংলণ্ড যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের নিকটে অপরিমেয় কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ আছেন, ইহা তাঁহার মনে রাখা উচিত।* অন্য

* *India, quoted in the Indian Nation, April 27, 1896.*

এক জন দূরদর্শী ইংরেজ (রাসেল সাহেব) উপস্থিত যুদ্ধের স্থল হইতে যে সকল পত্র বিলাতের টাইম্‌স্‌নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন, তৎসমুদয়ের এক খানিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, সেকন্দর শাহ যেমন তাঁহার ভারতবাসী সহযোগীদিগের সাহায্যে মহারাজ পুরুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ হিন্দু ও মুসলমানদিগের সাহায্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কোন ইউরোপীয় বা অন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগের সহকারিতা ও সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারেন না।* যাঁহারা অপক্ষপাতে উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসপর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ এই সকল উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। যাঁহারা এই সময়ের ভারতের ইতিহাস মনোযোগসহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, লর্ড কানিঙ কিরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। এক দিকে উন্মত্ত সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, অপর দিকে উত্তেজিত ইউরোপীয়গণ ভারতবাসীর শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। এইরূপ সঙ্কটকালে মানুষ প্রায়ই দিশাহারা হইয়া পড়ে, এবং হয় ত অপরের উত্তেজনায় অধীর হইয়া, ন্যায়ানুমোদিত পথ পরিত্যাগ করে। কিন্তু লর্ড কানিঙের প্রকৃতি কোনরূপ অধীরতা বা কোনরূপ অন্যায় আচরণে কলুষিত হয় নাই। লর্ড কানিঙ ধর্ম্মানুসারে যাহাদের পালনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, হিংসাপর লোকের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্বদেশীয়দিগের নিকটে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ধীরতা বিচলিত হয় নাই। তিনি স্বদেশীয়গণের ধিক্কারের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি স্বদেশীয়দিগের নিন্দা ও বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রসন্নতার হানি দেখা যায় নাই। তিনি সর্ব্বদা প্রশান্তভাবে, ধীরতা ও প্রসন্নতাসহকারে আপনার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন। তিনি যখন মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তখন ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহকে ঐ ব্যবস্থার বহির্ভূত করেন নাই। এজন্য অসমদর্শী

* *Statements of Native fidelity &c. p. 28.*

স্বদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত হয়েন। এক জন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয় সংবাদপত্রসমূহের মুখ বন্ধ করিয়া, গবর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।"* এই ঐতিহাসিক কেবল এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। সুতরাং কেবল এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের বাক্‌রোধ করাই তাঁহার মতে সঙ্গত ছিল। তিনি এক স্থলে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,——"এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে বাঙ্গালার সংবাদপত্র সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সকল ব্যক্তি অস্ত্রব্যবহারে অনভিজ্ঞ। যদি রাজ্য স্বপ্রধান হয়, তাহা হইলে ইহারাই কেবল আপনাদের দেশ শাসন করিতে সমর্থ। সম্ভবতঃ বাঙ্গালীরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরেজের রাজত্ব অপসারিত হইলে, তাহাদের অবস্থার সবিশেষ উন্নতি হইবে। আমরা যে, শেষে এই বিপ্লবের নিবারণে কৃতকার্য্য হইব, তৎসম্বন্ধে ইহাদের অনেকে সন্দিহান হইয়াছিল। কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মিরাটের বিপ্লবের সংবাদ যে সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতেই এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে। এই সময় হইতে উক্ত সংবাদপত্রসমূহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে। বিপ্লবকারীদিগের প্রতি যে, ইহাদের সমবেদনা আছে, তাহার নিদর্শন স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়।"† সমদর্শী ব্যক্তিগণ এই উক্তির সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন। যাঁহার লেখনীমুখ হইতে এইরূপ বিদ্বেষময় কথা বহির্গত হইয়াছে, তিনিও দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ দ্বারা আপনার উক্তির সমর্থন করেন নাই। বাঙ্গালী নিঃসন্দেহ সুশিক্ষিত এবং রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ। কিন্তু বাঙ্গালী কখনও রাজভক্তিশূন্য নহে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী উপস্থিত যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যের জয়লাভে নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। দিল্লী যখন পুনরধিকৃত হয়, তখন বাঙ্গালার অধিবাসিগণ প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া, উল্লাস প্রকাশ করিতে বিমুখ হয় নাই। লর্ড কানিঙের সমদর্শিনী নীতিতে পুলকিত হইয়া, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার বহুসংখ্য অধিবাসী প্রকাশ্য সভায় গবর্ণমেণ্টের

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I. p. 21.*

† *Ibid. Vol I. p. 18.*

প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ক্রটি করে নাই।* সুশিক্ষিত, সম্রান্ত ও প্রভূতসম্পত্তিশালী বাঙ্গালীর যত্নে এইরূপ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ফলতঃ বাঙ্গালী কখনও আপনাদের রাজভক্তি কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হয় নাই। বাঙ্গালীর সংবাদপত্রও উপস্থিত বিপ্লবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। ইংরেজের রাজত্ব বিপর্য্যস্ত হয়, বাঙ্গালীর সংবাদপত্রে কখনও এরূপ ভাব পরিব্যক্ত হয় নাই। বাঙ্গালী সম্পাদক এসময়ে গবর্ণমেণ্টের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। নিরীহ ভারতবাসীর শোণিতে ভারতবর্ষ কলঙ্কিত না হয়, ইহা বাঙ্গালী সম্পাদকের একান্ত ইচ্ছা ছিল। এক জন তেজস্বী বাঙ্গালী সম্পাদক হিংসাশীল ইংরেজের নরহত্যার বিপক্ষে লেখনী চালনা করিয়া, গবর্ণমেণ্টকে সদুপদেশ দিতে বিমুখ হয়েন নাই। বাঙ্গালীর হিন্দুপ্রেট্রিয়ট হইতে গবর্ণমেণ্ট এসময়ে যেরূপ উপকার পাইয়াছেন, বোধ হয়, কোন ইংরেজী সংবাদপত্র হইতে সেরূপ উপকার প্রাপ্ত হয়েন নাই। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রাজভক্তি ও সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া, লর্ড কানিঙ এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ঔৎসুক্যসহকারে তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। যখন ইংরেজী সংবাদপত্র দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিতে না পারিয়া, তারস্বরে গবর্ণমেণ্টের নিন্দাঘোষণা করিতেছিল, তখন বাঙ্গালীর সংবাদপত্রই গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিল। বাঙ্গালার সম্পাদককুল উত্তেজিত ইংরেজের অনুচিত হিংসার গতিরোধে উদ্যত থাকাতেই বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিকের নিকটে নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু অন্য এক জন দূরদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক বাঙ্গালী সম্পাদকদিগকে ধীরপ্রকৃতি ও দূরদর্শী বলিয়া, উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।† যিনি এইরূপ ধীরতাসম্পন্ন, এইরূপ রাজভক্ত, এইরূপ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ বিদ্বেষভাবে কলুষিত, এবং সহৃদয়তা ও সমবেদনার অভাবে কিরূপ বিকৃত, তাহা সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন।

লর্ড কানিঙ যে, মুদ্রণশাসনীব্যবস্থার প্রচার কালে, ইংরেজী ও এতদ্দেশীয়

* পরিশিষ্টে মূল নিবেদনপত্র ও গবর্ণমেণ্টের উত্তর মুদ্রিত হইল।

† উপস্থিত গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ভাষার সংবাদপত্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন নাই, তাহাতে তদীয় প্রগাঢ় সমদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মন্ত্রণাগৃহে উক্ত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে এই ভাবে বলিয়াছিলেন,—"আমি ভারতবর্ষীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ইউরোপীয় ভাষার সংবাদপত্রের প্রতি তাহার প্রয়োগ করিতেছি না। কিন্তু উপস্থিত বিপ্লবের ন্যায় বিপদের সময়ে যখন অনিষ্টকর বিষয়ের নিবারণ করা যাইতেছে, তখন আমি একটির সহিত অপরটির পার্থক্য-সাধনের কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিতে পাই না। রাজভক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য আমি সন্তোষসহকারে ইউরোপীয় ভাষায় সংবাদপত্রপরিচালকদিগের প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু সরলভাবে বাধ্য হইয়া, আমি ইহাও বলিতেছি যে, তাঁহাদের পরিচালিত কোন কোন সংবাদপত্রে এরূপ রচনা আমার দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইয়াছে যে, ইউরোপীয় পাঠকদিগের হিসাবে উহা হইতে কোনও রূপে অনিষ্টের উৎপত্তি না হইলেও, উহা ভারতবাসীদিগের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইলে, ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। আমি ন্যায়ানুসারে ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয়দিগের প্রচারিত সংবাদপত্রাদির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যবিধানের কারণ দেখিতে পাই না"।* এইরূপ যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া, মহামতি লর্ড কানিঙ এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগকে একবিধ নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার অসমদর্শী স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে যাহাই বলুন না কেন, ন্যায়ের দ্বারে তিনি উদারপ্রকৃতি মহাপুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইবেন। উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে ইংরেজী সংবাদপত্র সংযতভাবে থাকিলে, গবর্ণমেণ্ট প্রথমেই ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়াকে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার অধীন করিতে চাহিতেন না। ফলতঃ, ভারতবর্ষীয়দিগের অনিষ্টসাধনে উত্তেজনাপর স্বদেশীয়দিগকে প্রশ্রয় না দেওয়াতেই, লর্ড কানিঙ তাঁহাদের নিন্দা ও ধিক্কারের পাত্র হইয়াছিলেন। এইরূপ নিন্দা ও ধিক্কারের মধ্যেও তিনি যে, শান্তভাবে ও সমীচীনতাসহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার যথোচিত প্রশংসার বিষয়। এইরূপ প্রশংসনীয় মহাপুরুষ ঈদৃশ সঙ্কটকালে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত না হইলেও বোধ হয়, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস রূপান্তরিত হইয়া যাইত।

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I. p. 19-20, note.*

পরিশিষ্ট।

THE BENGALEE'S ADDRESS.

To

THE RIGHT HON'BLE CHARLES JOHN VISCOUNT CANNING,

Governor-General of India, &c, &c.

MY LORD—We, the undersigned Rajahs, Zemindars, Talookdars, Merchants, and other Natives of the province of Bengal, take the earliest opportunity, on the retaking of Delhi, to offer your Lordship in Council our warmest congratulations on the signal success which has attended the British arms, under circumstances unparalleled in the annals of British India.

The establishment of British supremacy was considered to have been completely effected a century ago, when Clive led a few ill-trained battalions against the preponderating and well-equipped force which represented the Mogul power on the plains of Plassey. But whether the inadequacy of the means or the magnitude of that achievement, were more deserving of admiration, has not yet been determined by history.

No difference of opinion, however, can exist, as to the recapture of Delhi, the details of which have recently been published for general information. Though no one capable of forming a judgment on the subject ever doubted for a moment of the speedy reduction of Delhi, yet some little misgiving might have been felt by those who knew how well furnished was the place with the munitions of war and occupied by what an immense number of men, whose fiendish animosity was excited to the utmost by that resolution, discipline and acquaintance with the art of war, which they had acquired by long training in the ranks from which they had basely revolted. But there can be no question of the admiration with which the world will learn by what a handful of men the arduous work has been achieved

—in a brief period,—with the limited resources, a most unlooked for exigency afforded,—and amid discouragements arising from the unhealthiness of the season, that were all but overwhelming.

Such a result under such circumstances, never could have been hoped for, but from the well grounded confidence of brave hearts, heroically devoted to the service of their country and sustained by a sense of heriditary and indomitable prowess.

Happily remote from the scene of the outrages, which have darkened the aspect of the land, and tarnished that reputation for fidelity for which the native soldiery were once pre-eminent, we have derived sincere consolation from the reflection that in Bengal Proper there has been no disturbance, not even a symptom of disaffection; but that, on the contrary, the people have maintained that loyalty and devotion to the British Government, which led their ancestors to hail, and as far as they could to facilitate, the rising ascendency of that power.

Under the fostering influence of that Government, the population of the country has increased, its agriculture has extended, security has been given to life and property, and the value of land, both at the Presidency and in the interior, has been very considerably enhanced.

Such, indeed, has been the confidence of the people throughout Bengal in the security of the British rule, that these benefits have gone on progressively, even during the height of the disturbances and alarms that have prevailed in the North-Western Provinces.

Sensible of the benefits they have enjoyed under British administration, the people could not but cordially sympathise with the embarrassing position in which their Rulers had suddenly been placed, and sincerely long for the speedy and entire re-establishment of British supremacy in the disturbed districts. So entirely have they identified their interests with those of their Rulers, that the natives of Bengal, men, women, and children, have in every part of the scene of the mutinies, been exposed to the same rancour, and treated with the same cruelty, which the mutineers and their misguided countrymen have displayed towards the British within their reach.

While we review with exultation the benefits our countrymen at

large have derived from their connection with and steadfast adherence to the British power, and while we congratulate your Lordship in Council on the success of the British arms against the mutinous soldiery, and on the happy prospect before us of the early restoration of tranquillity, we cannot fail to advert, and with no less satisfaction, to the administrative abilities which have conspicuously marked this part of your Lordship's career, and which have indeed been fully equal to the crisis. No sooner had the disloyalty of the sepoys been distinctly exhibited, than your Lordship took measures, with equal foresight and energy, to obtain reinforcements of British troops, as well from the neighbouring Presidencies and dependencies of the British Crown, as from the expedition then known to be on its way to a wholly different sphere of operations, and to hasten them to the disturbed districts.

Such measures at once assured the public of the speedy restoration of tranquillity throughout these territories. But not satisfied with these prospective advantages, your Lordship made such prompt use of the means that were within your immediate reach at the moment, as to ensure the reduction of the stronghold and rallying point of the mutineers, long ere the arrival of any considerable portion of the succours which Her Majesty's Government were prepared to send out to India, for the restoration of this empire to its former condition.

In your anxiety to dispel those clouds which have troubled the political horizon, your Lordship has not been inattentive to measures which would have appeared as of subordinate importance to minds of less perspicacity, foresight, and comprehension. It has been a prominent object with your Lordship both effectually to crush the disaffected and rebellious, and to protect and re-assure the loyal and obedient. Accordingly, the extensive powers of legislation vested in your hands have been employed to punish crimes of every form and magnitude against the state with promptitude and rigour; to check vigorously the progress of sedition and disloyalty; and to give a guarantee to the people at large that those powers would be wielded with justice and discrimination, so as to guard as far as possible against faithful and innocent subjects being confounded with the dissemina-

tors of sedition and the perpetrators of open mutiny or secret treachery.

Permit us to hope that your Lordship in Council will receive our heartfelt congratulations on the eminent success which has crowned the British Arms, and the warmest expression of our confidence from the opportune display of those signal talents which have distinguished your administration in times of unexampled difficulty, and have largely contributed to the safety of the British empire in these regions and the re-assurance of the peaceful and loyal.

We have the honour to be,

MY LORD,

Your most obedient and faithful servants,

(Sd.) MAHARAJAH MAHATAB CHUND BAHADOOR, *of Burdwan*,
RAJAH RADHAKANT BAHADOOR,
RAJAH KALI KRISNA BAHADOOR,

And others, inhabitants of Bengal, upwards of Two Thousand Five Hundred.

REPLY.

No. 2699.

FROM CECIL BEADON, ESQ.,

Secretary to the Government of India,

TO MAHARAJAH MAHATAB CHUND BAHADOOR, *of Burdwan*, RAJAH RADHAKANT BAHADOOR, RAJAH KALIKRISNA BAHADOOR *and others.*

Dated the 17th Decmber, 1857.

Home Department.

GENTLEMEN,—I am directed by the Right Hon'ble the Governor-General in Council to thank you for your address of congratulation upon the success of the British Arms in the North-Western provinces.

The honour which you give to the brave men who recaptured Delhi, is richly deserved. The Governor-General in Council agrees with you in believing that when the difficulties and discouragement by which Major-General Wilson and his troops were beset, shall be fully known, their achievement will call forth the admiration of the world.

It is a pleasure to the Governor-General in Council to be able to confirm the praise for unbroken loyalty, which you have claimed for the province of Bengal Proper. Excepting places where the inhabitants have suffered violence from a mutinous soldiery beyond the reach of English troops, there has been no disturbance in that province; the wealthiest, the most richly cultivated, and the most thickly peopled, of India, and yet the one which for many years past has had least share of protection from European troops.

The Governor-General in Council receives with great satisfaction the expression of your confidence in the Government. No man living has a deeper stake in its measures and its policy than yourselves. If peace, order, and security are valuable to any, they are so to those who, like the foremost amongst you, hold high rank, large hereditary possessions, accumulated wealth, and respected social positions. You do rightly regard your interests, as bound up with those of your rulers, and you may be certain that your rulers, will do nothing to sever them. Justice, policy, and the duty of England to India forbid it.

In conclusion, the Governor-General in Council desires me to thank you for the spirit of attachment and loyalty to the British Gevernment which has dictated your address.

I have the honour to be, &c.,

(Sd.) CECIL BEADON,

Secy. to the Govt. of India.

FORT WILLIAM,
The 17th Dec. 1857.

To

THE RIGHT HON'BLE CHARLES JOHN VISCOUNT CANNING,

Governor-General of India in Council.

MY LORD,—We, the undersigned Rajahs, Zemindars, Talookdars, Merchants, Tradesmen, Agriculturists and other natives of the provinces of Bengal, Behar and Orissa, beg leave to approach your Lordship in Council with this address expressive of our deep sense of gratitude for the several measures of security adopted by your Lordship in Council since disturbances have broken out in the Upper and Central

Provinces of British India, and of our admiration for the wisdom, justice and foresight which characterize those measures.

The difficulties which beset the Government of an empire so peculiarly constituted as that of British India, must, under any circumstances, be great and calculated to task the most practised statesmanship. But at a time like this, when the most momentous cricis that can occur in the history of a country is passing over ours, the successful conduct of affairs ought to entitle those entrusted with the public safety to the most unbounded praise, and to inspire the utmost confidence in their measures.

We, the undersigned, on our part and on the part of our cuntrymen generally, beg leave most respectfully to affirm that such praise is emphatically due to the administration of which your Lordship is the head, and such confidence is most worthily reposed by your countrymen in its justice, capacity and wisdom.

Such an expression of opinion as we intend this address to be, might, under ordinary circumstances, be liable to be considered as uncalled for, and even, perhaps, presumptuous. But under existing circumstances we feel it a duty to our countrymen to adopt the course we have done. It has become notorious throughout this land that your Lordship's administration has been assailed by faction, and assailed because your Lordship in Council has refused compliance with capricious demands, and to treat the loyal portion of the Indian population as rebels, because your Lordship has directed that punishment for offences against the State should be dealt out with discrimination, because your Lordship having regard for the future has not pursued a policy of universal irritation and unreasoning violence, and finally because your Lordship has confined coercion and punishment within necessary and politic limits.

Whatever may be the motives that influenced those who have joined in these proceedings, we entertain no apprehensions whatever of their representations having the effect which they desire to produce. We have observed with pain, but without misgiving, the incessant, though happily harmless, endeavours made by them to thwart the action of authority, to impeach its views and to embarrass its councils. But now that, My Lord, they have ventured to carry their

misstatements to the foot of the Throne, it is time,—and justice to ourselves and to our countrymen demands,—that a national protest against these most unjustifiable proceedings should be thus placed upon record.

We beg permission to subscribe ourselves,

MY LORD,

Your Lordships most obedient and faithful servants,

(Sd.) MAHARAJAH SREESH CHUNDER ROY,

And more than 5,000 natives of the provinces of Bengal, Behar and Orissa.

REPLY.

No. 2700.

FROM CECIL BEADON, ESQ.,

Secretary to the Government of India,

TO MAHARAJAH SREESH CHUNDER BAHADOOR, *af Nuddeah,*
RAJAH PERTAUB CHUNDER SINGH BAHADOOR,
RAJAH PRASONONATH ROY BAHADOOR,
BABOO JOYKISSEN MUKERJEE, *and others.*

Dated the 17th December 1857.

Home Department.

GENTLEMEN,—The Right Hon'ble the Governor-General in Council directs me to thank you for the address which he has received at your hands.

The Governor-General in Council sees amongst the numerous signatures to that address the names of men of ancient lineage, of vast possessions, and of great wealth; of men of cultivated intelligence, who have been foremost in measures of beneficence in the encouragement of education, and in works of material public improvement; men whose influence with their fellow-countrymen is deservedly great, and whose interest in the peace and well being of India, it would be difficult to exaggerate.

No person will hold chiefly the opinions of such a body, and the possession of its confidence and good will would be a source of strength to any Government.

Therefore the Governor-General in Council desires me, in thank ing you for your address, to add emphatically that he receives it witl much satisfaction.

The motives which have induced the presentation of the addres are stated by you. Upon these the Governor-General in Counci desires me to say a few words.

In times of heat and violence, when the hearts of individual have been torn, and the feelings of classes inflamed, the judgmen which men pass upon each other and upon events around them ar seldom dispassionate; especially their judgments upon those whos high and solemn duty it is, whilst repressing crime and avertin danger, to guide the measures of the State in the straight path of justice.

In such times there lies upon every loyal man the obligation so to govern his acts and words so as to prevent or allay irritation; not to excite or heighten it. The Governor-General in Council calls upon you, each in your sphere, to be mindful of this duty.

The Governor-General in Council wishes you to rest assured that the Government of India will not forget, that England will not forget that if unhappily the mutineers and rebels of India are to be reckoned by thousands, the peaceful and loyal subjects of the Queen in India are numbered by millions. You may be sure that by no act of the Government, by no general proscriptions or sweeping condemnations of race or creed, shall these last men be classed with the first.

The course of the Government of India has been, and will continue to simple and clear; to strike down resistance without mercy; but when resistance ends to allow deliberate justice to resume its sway; justice stern and inflexible, but patient and discriminating.

I have the honour to be,
GENTLEMEN,
Your most obedient servant,
(Sd.) CECIL BEADON,
Secy. to the Govt. of India.

FORT WILLIAM,
The 17th December, 1857.

পূর্ব্বোক্ত দুই খানি নিবেদনপত্র সম্বন্ধে বিলাতের টাইম্‌স্‌ পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে বাঙ্গালা এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের জমীদার, মহাজন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের যথোচিত প্রশংসা করা হইয়াছিল। টাইম্‌সের উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ ছিল যে, বাঙ্গালা এবং উহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায় এবং জমীদার ও মহাজন লর্ড কানিঙের অপক্ষপাত ব্যবহারের বিষয়ে অনবধানতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা দুই খানি সুলিখিত নিবেদনপত্রে, ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে নানারূপ গোলযোগে বাধা দিবার জন্য, লর্ড কানিঙকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, এবং দিল্লী পুনরধিকারের জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। * * * গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থিত বিরুদ্ধবাদিগণ সম্ভবতঃ বলিবেন যে, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিমতের সহিত সন্দেহযুক্ত, বিদেশীয় ভারতবাসীদিগের অভিমত ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার প্রজাগণ প্রধানতঃ ভারতবর্ষীয়। রাজা, জমীদার, তালুকদার, বাণিজ্যব্যবসায়িগণ অবিশ্বস্ত হইতে পারেন। তাঁহারা যে, সাধারণমতের বিরুদ্ধবাদী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বদেশীয়দিগের উপর তাঁহাদের যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট যদি গোলযোগে পতিত হয়েন, তাহা হইলে অসুবিধা ঘটিতে পারে। সম্মান ও মর্য্যাদার হিসাবে নিবেদনকারিগণ অসৌজন্য ও উপেক্ষার পাত্র নহেন। নিবেদনপত্রে যাঁহাদের স্বাক্ষর আছে, তাঁহাদের এক জন অতি প্রাচীন হিন্দুরাজবংশীয়। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালার দক্ষিণাংশে এই রাজবংশের আধিপত্য ছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রতি বৎসর অর্দ্ধ কোটীরও অধিক টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। এক জন রাজা ভারতবর্ষীয়দিগের জন্য চিকিৎসালয়স্থাপনের নিমিত্ত এক সময়ে পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। অন্য এক জন ৪০।৫০টি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহা বলিলেই শ্যামাচরণ মল্লিকের রাজভক্তির অংশতঃ পরিচয় পাওয়া যাইবে যে, বাঙ্গালার মধ্যে তিনিই অধিক টাকার কোম্পানির কাগজের অধিকারী। সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন যে, সুসভ্য সমাজের ধনী পরিচালকগণের সহিত সদ্ভাব রাখা উচিত। বিশেষতঃ, ইঁহারা যখন কেবল আপনাদের

* *Times, February 4, 1858, quoted in the statements &c. p. 145-147.*

প্রতি ন্যায়পরতাপ্রকাশ এবং আপনাদিগকে রক্ষা কা
করেন, তখন এই রক্ষণীয় এবং ন্যায়ানুসারে সুবিচারের
উৎপাদন করা কখনও বিধেয় নহে।

বাঙ্গালীগণ যে, রাজভক্তিশূন্য নহে এবং তাহারা যে,
রোপীয়দিগের অন্যায়ব্যবহারের বিষয়ীভূত নহে, তাহা টা
পরিব্যক্ত হইতেছে। বস্তুতঃ, উদ্ধত ইউরোপীয়গণ, সে স
বাসীদিগের অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, গবর্ণমেন্টের
অন্যায় ও অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, ম
তাঁহাদের অযথা চীৎকারে কর্ণপাত করেন নাই।

উপস্থিত গ্রন্থের ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠে পাটনার বিবরণপ্রস
যে, কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ফাঁসী কাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছি
নার অধিবাসীদিগকে রাত্রি ৯টার পর আপনাদের গৃহে থা
দিয়াছিলেন। এস্থলে বক্তব্য যে, কেবল পাটনাতেই এই
হয় নাই। পাটনার ন্যায় অন্যান্য নগরেও প্রকাশ্য স্থানে
হইয়াছিল। অধিবাসিগণ রাত্রি ৯টার পর গৃহপরিত্যা
যাইতে পারিত না। সে সময়ে কর্তৃপক্ষ উত্তেজনাপর লো
ইতস্ততঃ গমনাগমনের নিবারণের জন্য, এইরূপ নিয়ম করিয়

পাঠান্তর।

২৪ পৃষ্ঠের ২৪ পঙ্‌ক্তিতে—"অসামান্য আত্মত্যাগ ও বীর
স্বরূপ।" স্থলে "অসামান্য আত্মত্যাগ ও বীরত্বকীর্ত্তির নি
পাঠ হইবে।

২৩২ পৃষ্ঠের ১৫ পঙ্‌ক্তিতে—"আয়ার্ বক্‌সারের আটা
স্থলে "আয়ার্ বক্‌সারের আটাশ মাইল দূরবর্ত্তী" পাঠ হইবে।

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের যে যে স্থলে "হিন্দুস্থান" ও "মুলুক
আছে, সেই সেই স্থলে "হিন্দুস্থানের" পরিবর্ত্তে "হিন্দুস্তান"
পরিবর্ত্তে "মুলুক" পড়িতে হইবে।

সমাপ্ত।